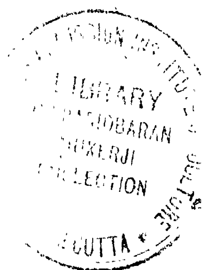
গীত-সার-সংগ্রহ।

তৃতীয় খণ্ড।

শ্রীচারুচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।



কলিকাতা,

২ নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ষ্টীম-মেসিন-প্রেসে

শ্রীঅরুণোদয় রায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩০৮ সাল।

মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

অবতরণিকা।

পৃথিবীসৃজনসময়ে আদ্যাশক্তি... ...বান্ ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সমক্ষে দেবাদি-মহাদেব শিঙ্গাডমরু বাজাই... ...করেন। এই নৃত্যগীতের নাম তাণ্ডব' [১] এই অত্যদ্ভুত ... ...ান বিষ্ণু দ্রবীভূত হইয়াছিলেন। ঐ মহাদেবের পঞ্চমুখ হইতে শ্রী, ...ম, বসন্ত ও মেঘ নামক পাঁচটি রাগ ...র্বতীর মুখ-কমল হইতে বৃহন্নট বা নটনারায়ণ নামক একটি রাগ, এই ছয়টী ...র উৎপত্তি হয়। ইহাই সঙ্গীতের আদি ইতিহাস। পরে ভগবান ব্রহ্মা, মহাদেবের সঙ্গীত-বিদ্যায় উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া উক্ত ছয় রাগের প্রত্যেকের ছয়টি করিয়া ...ী বা স্ত্রীর সংগঠন করিয়া, ছয়টী রাগকে গ্রীষ্মাদি ছয়টী ঋতুর অনুগামী করেন। গ্রীষ্মে পঞ্চম, বর্ষায় মেঘ, শরতে ভৈরব, হেমন্তে শ্রী, শিশিরে নটনারায়ণ ও বসন্ত রাগ আলাপের ব্যবস্থা করেন এবং ভরত, নারদাদি পঞ্চশিষ্যকে [২] সঙ্গীত-শিক্ষা দেন। মুনিবর ভরত, উক্ত রাগ-রাগিণীগণের পুত্র ও পুত্রবধূরূপে আট-...টী উপরাগ-রাগিণীর সৃজন করেন। পরে, দ্বাপরযুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা-ষোড়শ সহস্র গোপিনীগণ প্রত্যেকে এক একটি উপরাগরাগিণীর সৃজন করেন। গায়কেরা এই সকল উপরাগরাগিণীর পরস্পর সংমিশ্রণে বহুবিধ আধুনিক রাগ-...র সৃষ্টি করিয়াছেন। সচরাচর যে সময়ে যে রাগ ও রাগি... আলাপ করা উচিত, এইস্থলে লিপিবদ্ধ করা গেল ;—

...র্বাহ্নে,—...তুরি, গুর্জ্জরি, পঞ্চম, ললিত, বিভাস, সোহিনী, সুভগা, ভৈরবী, ...রিকা, খেশকারী, রামকেলী ও পঠমঞ্জরী। মধ্যাহ্নে,—টোড়ী, ধানশী, বৈরাগী, ..., বড়ারী, শারঙ্গ, বেলাবেলী, মারহাট্টী, মূলতান ও বেলোয়ারি। অপরাহ্নে,—..., দীপিকা, ইমন, হাম্বীর, সিন্দুরী, মালশী, পুরবী, কানাড়া, মাধবী, কেদারিকা ...ায়ারি ও শ্রীগান্ধার। নিশীথে,—দেশ, বসন্ত, বেহাগ, সুরট, মেঘমল্লার, বাগেশ্রী, ...জ, ঝিঁঝিট, সুরটমল্লার, সাহানা ও মালকোশ। সর্ব্বসময়ে গেয়,—গৌরমল্লার ও ...লের সুর।

... ...। ... চকার দেবাগ্রে শিবঃ পরমতাণ্ডবম্ ...

ইতি গন্ধর্ব্বরহস্যম্।

ভরতং নারদং রম্ভা, হুহুং তুম্বুরুমেব চ। পঞ্চশিষ্যা, সুতোহধ্যাপ্য সঙ্গীতং ব্যাদিশদ্বিধি॥"

ইতি নারদসংহিতা।

গীতসকল সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পা। ধ্রুপদ অতি গম্ভীর গান। ইহার কতিপয় নির্দ্দিষ্ট তাল আছে। সেই সকল তাল ভিন্ন অন্য কোন তালে ধ্রুপদ গীত হয় না। যাঁহাদিগের সঙ্গীত-শাস্ত্রে রীতিমত অভিজ্ঞতা নাই, তাঁহাদিগের পক্ষে ধ্রুপদ অনেক সময় বিরক্তিকর বলিয়া বোধ হয়। বিখ্যাত পাতসাহ আলাউদ্দিনের রাজত্বকালে গায়ক বৈজু বাওরা কর্ত্তৃক ধ্রুপদ আবিষ্কৃত হয়। মুসলমান রাজত্বের শেষ সময়ে খেয়াল ও টপ্পার সৃষ্টি হইয়াছে। কেহ কেহ বলেন, মহম্মদসার রাজত্বকালে গোলাম নবী টপ্পার সৃষ্টি করেন।

সঙ্গীতের ন্যায় পবিত্র, শান্তিপ্রদ, মন-প্রাণ-বিমুগ্ধকারী ও বিমলানন্দদায়ক সামগ্রী পৃথিবীতে আর নাই। কি আনন্দবর্দ্ধনে, কি শোকসন্তাপনিবারণে, কি পরম দেবতারাধনে সঙ্গীত আমাদিগের অদ্বিতীয় সহায়। 'ন বিদ্যা সঙ্গীতাৎ-পরা' কিন্তু দুঃখের বিষয় অনাদর, হতশ্রদ্ধা, বীতরাগ ও বিনাচর্চ্চায় অস্মদ্দেশীয় বহুতর সুন্দর সঙ্গীত লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। আমরা বহুপরিশ্রম ও বহুক্লেশ স্বীকার করিয়া অনেকগুলি নষ্টপ্রায় সঙ্গীতের উদ্ধার সাধন করিয়াছি; কিন্তু বৈষ্ণব-কবিগণের পরিচয়াদি বিশেষ চেষ্টা সত্বেও প্রাপ্ত হইতে পারি নাই। খৃষ্টীয় ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ঐ সকল বৈষ্ণব-কবিগণের আবির্ভাব হয়। ইহাঁরা বাঙ্গালার আদি গীতি-কাব্যের রচয়িতা। ইহাদিগের মধ্যে অনেকেই সুকবি ছিলেন। তন্মধ্যে বাসুদেব ঘোষ, লোচন দাস, বসন্ত রায়, সনাতন গোস্বামী ও অনন্তদাস বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দৈবকীনন্দনকৃত "শ্রীবৈষ্ণবনন্দনায়" ইহাঁদিগের প্রায় সকলেরই নাম উল্লিখিত আছে, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদিগের সম্যক্‌রূপ পরিচয় পাওয়া যায় না, সুতরাং বৈষ্ণব-কবিগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখিত হয় নাই। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড সঙ্গীত-সার-সংগ্রহে যে সকল প্রসিদ্ধ গীত-রচয়িতার জীবনী প্রকাশিত হয় নাই, এই খণ্ডে তাঁহাদিগের রচিত আরও কয়েকটি সর্ব্বজন-প্রসিদ্ধ গীতসহ সংক্ষিপ্ত জীবনীও লিখিত হইল। এই খণ্ডে এক শত উৎকৃষ্ট গীত-রচয়িতার সর্ব্বজন-প্রসিদ্ধ গীত সঙ্কলিত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন সর্ব্বজনসমাদৃত প্রসিদ্ধ ও উৎকৃষ্ট কতকগুলি হরিসঙ্কীর্ত্তন, বাউল-সঙ্গীত, ব্রহ্মসঙ্গীত ও হাস্যরসোদ্দীপক কয়েকটী গীতও ইহাতে সন্নিবিষ্ট করিয়াছি। ইতি।

আশ্বিন, ১৩০৮ সাল।
বঙ্গবাসী-কার্য্যালয়,
৩৮।২ ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

শ্রীচারুচন্দ্র রায়,
৩য় খণ্ড সঙ্গীত-সার-সংগ্রহের
সম্পাদক।

সূচীপত্র।

সূচীপত্র সমাপ্ত।

সঙ্গীত-সার-সংগ্রহ।

তৃতীয় খণ্ড।

উদ্ধব দাস।

মঙ্গল।

নবঘন জিনি তনু, দক্ষিণ করেতে বেণু, সুবলের কান্ধে বাম-ভুজ। চূড়া শিখি-পুচ্ছ, বরিহা মালতী-গুচ্ছ, ভাঙ-ভঙ্গী নয়ান-অম্বুজ॥ অলকা তিলকা ভালে, কাণে মকর-কুণ্ডলে, পাকা বিম্ব জিনিয়া অধর। দশন মুকুতা-পাঁতি, কম্বু-কণ্ঠ শোভা অতি, মণি-রাজ হিয়া পরিসর॥ বনমালা তহিঁ লম্বে, সারি সারি অলি চুম্বে, ক্ষীণ কটি সুপীত বসন। নাভি-সরোবর পাশে, ত্রিবলী-লতিকা ভাসে, নিমগন রমণীর মন॥ রামরম্ভা-উরু ছান্দে, কত বিধু নখ-চান্দে, অরুণ কমল পদ তলে। দাড়াঞা কদম্ব তলে, বঙ্কিম লগুড় হেলে, রঙ্গভঙ্গী নয়ান-অঞ্চলে॥ ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম রঙ্গে, বেশ নটবর অঙ্গে, হাসিয়া মধুর মৃদু বোলে। এ দাস উদ্ধব ভণে, ভুলিল রমণীগণে, রূপ দেখি নিমিখ না চলে॥১

ধানশী।

পহিলে শুনিনু, অপরূপ ধ্বনি, কদম্বকানন হৈতে। তার পর দিনে, ভাটের বর্ণনে, শুনি চমকিত চিতে॥ আর এক দিন, মোর প্রাণসখি, কহিলে যাহার নাম। গুণিগণ গানে, শুনিনু শ্রবণে, তাহার এ গুণগ্রাম॥ সহজে অবলা, তাহে কুলবালা, গুরুজন জালা ঘরে। সে হেন নাগরে, আরতি বাঢ়ায়ে, কেমনে পরাণ ধরে॥ ভাবিয়া চিন্তিয়া, মনে দড়াইনু, পরাণ রহিবে নয়। কহত উপায়ে, কৈছে মিলয়ে, দাস উদ্ধবে কয়॥ ২

কামোদ।

কালিয়া রূপ মরমে লাগিয়া, সোয়াস্তি না হয় মনে। বিরলে বসিয়া, সখীরে কহই, দেখাইলে রহে প্রাণে॥ এ বোল শুনিয়া, বিশাখা ধাইয়া, শ্যাম কলেবর দেখি। রাইয়ের গোচরে দেখাবার তরে, পটের উপরে লেখি॥ আনি চিত্রপট, রাইয়ের নিকট, সমুখে রহিলা সখা। সে রূপ দেখিয়া, মুরছিত হৈয়া, পড়িলা কমল-মুখী॥ মন্দাকিনী পারা, শত শত ধারা, ও দুটি নয়ানে বহে। করহ চেতন, পাবে দরশন, দাস উদ্ধবে কহে॥ ৩

গুর্জ্জরী ধামাল।

রাধা প্যারী সহ খেলত নন্দ-দুলাল। অরুণিত মরকত, অরুণিত হেমযুত, ঐছন মূরতি রসাল॥ অরুণাম্বর বর, শোভে কলেবর, অরুণ মোতি মণি-মাল। নটপটি পাগ উপরে শিখি-চন্দ্রক, ওঢ়নি রঙ্গ গোলাল॥ দুহুঁ করে আবির, দুহুঁ অঙ্গে ডারত, পিচকারী রঙ্গে পাখাল। অরুণিত যমুনা-পুলিন কুঞ্জবন, অরুণিত যুবতী-জাল॥ অরুণিত তরুকুল, অরুণ লতা-ফুল, অরুণ ভ্রমরগণ ভাল। অরুণিত সারী শুক, অরুণ শিখী কোকিল, উদ্ধব ভণিত রসাল॥ ৪

বিভাষ।

নিশি অবসানে, বৃন্দাদেবী জাগল, সকল সখীগণ মেল। নিভৃত-নিকুঞ্জ-দ্বার করি মোচন, মন্দির মাহা চলি গেল॥ রতন-পালঙ্কে, শুতি রহু দুহুঁ জন, অতিশয় আলসে ভোর। ঘন-দামিনী কিয়ে, মরকত-কাঞ্চন, ঐছন দুহুঁ দুহুঁ-কোর॥ বিগলিত বেণী, চারু শিখি চন্দ্রক, টুটল মণিময় হার। পহিরণ বসন, অথভেল বিচলিত, চন্দন অভরণ-ভার॥ অতিসুখ-ভঙ্গ-ভয়ে, সব সখীগণ, বিহিক দেই বহু গারি। ইহ সুখ-রজনী, তুরিতে ভেল অবসান, নিরদয় হৃদয় তোহারি॥ নিশি অবশেষে, কমল আধ বিকসল, দশ দিশ অরুণিত মন্দ। কৈছন দুহুঁক, জাগাওব রচইতে, উদ্ধবদাস হিয়ে ধন্দ॥ ৫

তিরোতা।

দেখ, রাই কানু সখী সনে, দুহুঁ বসিয়াছে নিরজনে। রস পরসঙ্গ কহিতে কহিতে, খলিত ভেল বচনে॥ কহে তুয়া মুখ বলি যাই, কত চন্দ্রাবলী মিছাই। শ্যামর-বদনে শুনিতে বচনে, কোপে ভরল রাই॥ কহে কি কহিল কটু ফেরি, উহ নাম শুনি পুন বেরি। মো সঞে কপট পিরীতি তোহারি,

মরম বুঝিনু তোরি॥ ধনী মুখ ফেরি চলি যাই। তব শ্যাম নাগর, ক্ষেম ক্ষেম কহি, বাহু ধরল রাই॥ কত সাধয়ে মধুর ভাখি, ভই সজল যুগল আঁখি। কহ শুনিতে হামারি জুড়াক শ্রবণ, অমিয়া বচন মাখি॥ তুয়া চন্দ্র নিচয় মুখ হেরি হোয়ত বহুত সুখ। তুহুঁ উলটী বুঝিয়া রোখে ভরলি, পাওলি বহুত দুখ॥ ধনী বুঝিয়া বচন ছন্দ, তব লাজে ভৈ গেল ধন্দ। তব ধৈরজ ধরিয়া অবনত মুখে, কহয়ে মধুর মন্দ। তব সরমে ভরমে ভোর, শ্যাম রাই কয়ল কোর। হেরি উদ্ধবদাস হৃদয় আনন্দ, যৈছন চাঁদ চকোর॥ ৬

তিরোতা ধানশী।

কত রূপে মিনতি করল বর-নাহ। গলে পীতাম্বর, ঠাড়হি কর যোড়ি তব ধনী পালটি না চাহ॥ তবহুঁ রসিকরাজে, সিরজিল মনোমাঝে, গদ গদ কহে আধ বাত। পাঁচ-বদন অহি, মঝু মুখ দংশল, জর-জর ভেল সব গাত॥ এত কহি নাগর, কাঁপই থর থর, মুরছি পড়ল সোই ঠাম। কি ভেল কি ভেল বলি, রাই ধাই চলি, কোরে করল ঘনশ্যাম॥ শীতল সলিল লেই, নয়নে বয়নে দেই নীল-বসনে করু বায়। চেতন পাইয়া হরি, উঠল অঙ্গ মোড়ি, উদ্ধবদাস গুণ গায়॥ ৭

কেদার।

রাস-বিহারে, মগন শ্যাম নটবর, রসবতী রাধা বামে। মণ্ডলে ছোড়ি, রাই-করে ধরি হরি, চলিল আন বন-ধামে॥ যব হরি অলখিত ভেল। সবহুঁ কলাবতী, আকুল ভেল অতি, হেরইতে বন মাহা গেল॥ সখীগণ মেলি, সবহুঁ বন ঢুঁড়ই, পুছই তরুগণ পাশ॥ কাঁহা মঝু প্রাণনাথ! ভেল অতি অলখিত, না দেখিয়া জীবন নিরাশ॥ কহ কহ কুসুমপুঞ্জ, তুহুঁ পুলকিত, শ্যাম-ভ্রমর কাঁহা পাই। কোন উপায়ে, নাহ মঝু মিলব, উদ্ধবদাস তাঁহা যাই॥ ৮

কেদার।

পনস পিয়াল, চুতবর চম্পক, অশোক বকুল বক নীপ। একে একে পুছিয়া, উতর না পাইয়া, আওল তুলসী-সমীপ॥ যাতি যুথী নবমল্লিকা, মালতী, পুছল সজল-নয়ানে॥ উতর না পাইয়া, সতিনী সম মানই, দরহি করল পয়ানে॥ পুন দেখে তরুকুল, অতিশয় ফলফুলভরে পড়িয়াছে মহী মাঝ। কামুক হেরি,

প্রণাম করল ইহ, এ পথে চলল ব্রজ-রাজ॥ এত কহি বিরহে, বেয়াকুল অতিশয়, ব্রজ-রমণীগণ রোয়। উদ্ধব দাস কহে, শ্যাম ভেল অলখিত, কতি ক্ষণে মিলব মোয়॥ ৯

সুরট।

হের, দেখ না ঝুলনু রঙ্গ। মন্দ-বেগেতে, দোলিতে দোলিতে, অলস দুহুঁক অঙ্গ॥ ঈষত মুদিত, আধ উদিত, দুহুঁ ঢুলু ঢুলু আঁখি। আধ বিকসিত, কমলে যৈছন, মলিন ভ্রমর পাখী॥ জৃম্ভ-উদ্গতি-সৌরভে উমতি, অলিকুল তহিঁ আসি। হেরি মুখ ভ্রম, ভেল নীল হেম, কমল বিমল শশী॥ হিন্দোল উপরি, সুগীত-মাধুরী, ঊর্দ্ধপথে আচ্ছাদিয়া। ঝুল-নার ঝোঁকে, অলি ঝাঁকে ঝাঁকে, সুস্বরে ফিরে ঘুরিয়া॥ রাই-শ্যাম অঙ্গ, পরিমল সঙ্গ, মত্ত ভ্রমর ভুলি গেল। এ উদ্ধব ভণে, দেখি দুই জনে, আনন্দ অন্তর ভেল॥ ১০

ভূপাল।

নিজ প্রতিবিম্ব, রাই যব শুনল, অবনত করু মুখ লাজে। নিরহেতু হেতু, জানি হাম রোখলু, তেজলু মাগর মাজে॥ এত কহি রাই, চীরে মুখ ঝাঁপল, বয়ান না নিকসয়ে বাণী। রসিক শিরোমণি কোরে আগরল, রাইক অন্তর জানি॥ অপরূপ প্রেমক রীত। সবহুঁ সখীগণ, চিত পুতলী যেন, হেরত দুহুঁক চরিত॥ পুন সবে হাসি, মন্দির সঞে নিকসল, দুহুঁ জন ভেল এক ঠাম। মদন-মহোদধি, নিমগন দুহুঁ জন, উদ্ধব দাস গুণ গান॥ ১১

সুহিনী।

মুরলীরে। মিনতি করয়ে বারে বার। শ্যামের অধরে রৈয়া, 'রাধা রাধা' নাম লৈয়া তুমি যেনে না বাজিহ আর। খলের বদনে থাক, নাম ধরি সদা ডাক, গুরুজনা করে অপযশ। খল হয় যেই জনা, সে কি ছাড়ে খলপনা, তুমি কেনে হও তার বশ॥ তোমার মধুর স্বরে, রহিতে নারি ও ঘরে, নিঝরে ঝরয়ে দুনয়ান। পহিলে বাজিলে যবে, কুলশীল গেল তবে, অবশেষ আছে মোর প্রাণ॥ যে বাজিলে সেই ভাল, ইথেই সকল গেল, তোরে আমি কহিনু নিশ্চয়। এ দাস উদ্ধবে ভণে, যে বংশীর গান শুনে, সে জন ত্যজেই কুলভয়॥ ১২

ভাটিয়ারি।

এক দিন মথুরা হৈতে, ফল লৈয়া আচম্বিতে, আইলা সে ফল বেচিবারে। ফল লেহ লেহ লেহ ডাকে পুন পুন সেহ নামাইলা নন্দের দুয়ারে॥ ব্রজ শিশু শুনি তায়, ফল কিনিবারে ধায় বেতন লইয়া পর তেকে। কিনি কিনি ফল খায়, আনন্দিত হিয়ায়, পসারি বেড়িয়া একে একে॥ শুনি কৃষ্ণ কুতুহলী, ধান্য লইয়া একাঞ্জলি, কর হৈতে পড়িতে পড়িতে। পসারি নিকটে আসি, ফল দেও বলে হাসি, ধান্য দিল ফলহারী হাতে॥ পুন পুন মুখ হেরি, ধান্য লৈয়া ফলহারী, নিমিষ তেজিল পসারিণী। এ দাস উদ্ধব কয়, কহিলে কহিল নয়, ভুবনমোহন রূপ খানি॥১৩

বাসুদেব ঘোষ।

ও না কে বল গো সজনি। কত চাঁদ জিনি, সুন্দর মুখানি, বরণ কাঞ্চন মণি॥ করি-কর জিনি, বাহুর বলনী, আজানুলম্বিত সাজে। নখ কর পদ, বিধু কোকনদ, হরি লুকাইল লাজে॥ ভাঙ যুগ বর, দেখিতে সুন্দর, মদনে তেজয়ে ধনু। তেরছ চাহিয়া, হাসি মিশাইয়া, হানয়ে সবার তনু॥ কটিতে বসন, অরুণ বরণ গলে দোলে বনমালা। বাসুঘোষ ভণে হয়ে সাবধানে, জগত করেছে আলা॥ ১

বরাড়ী।

আর এক দিন, গৌরাঙ্গ সুন্দর, নাহিতে দেখিনু ঘাটে। কোটি চাঁদ জিনি, বদন সুন্দর দেখিয়া পরাণ ফাটে॥ অঙ্গ ঢল ঢল, কনক কমল, অমল কমল আঁখি নয়ানের শর, ভাঙ ধনুবর, বিধয়ে কাম-ধানুকী॥ কুটিল কুন্তল, তাহে বিন্দু জল, মেঘে মুকুতার দাম। জল-বিন্দু তনু, হেমে মোতি জনু, হেরিয়া মূরছে কাম॥ মোছে নব অঙ্গ নিঙ্গরি কুন্তল অরুণ বসন পরে। বাসুঘোষে কয়, হেন মনে লয়, রহিতে নারিবে ঘরে॥ ২

পঠমঞ্জরী।

যখন দেখিনু গোরাচাঁদে।
তখনি পড়িনু প্রেম-ফাঁদে।
তনু মন তাহারে সোঁপিনু।
কুল ভয়ে তিলাঞ্জলি দিনু॥
গোরা বিনু না রহে জীবন।
গৌরাঙ্গ হইল প্রাণ-ধন॥
ধৈরজ না বান্ধে মোর মনে।
বাসুদেব ঘোষ রস জানে॥ ৩

শ্রীরাগ।

গৃহ-কাজ করিতে তাহে থির নহে মন। চল দেখি যাইয়া গোরার ও চাঁদ-বদন॥ কুলে দিনু তিলাঞ্জলি ছাড়ি সব আশ। তেজিনু সকল সুখ ভোজন-বিলাস॥ রজনী দিবস মোর মন ছন-ছন। বাসু কহে গোরা বিনু না রহে জীবন॥ ৪

বিভাস।

কি কহব রে সখি! আজুক ভাব। অযতনে মোহে হোয়ল বহু লাভ॥ একলি আছিনু হাম বনাইতে বেশ। মুকুরে নিরখি মুখ বান্ধল কেশ॥ তৈখনে মিলল গোরা নটরাজ। ধৈরজ ভাঙ্গল কুলবতী লাজ॥ দরশনে পুলকে পূরল তনু মোর। বাসুদেব ঘোষ কহে করলহি কোর॥ ৫

সুহই।

আহা মরি! গোরা-রূপে কি দিব তুলনা। তুলনা নহিল যে কষিল বাণ সোণা॥ মেঘের বিজুরী নহে রূপের উপাম। তুলনা নহিল রূপে চম্পকের দাম॥ তুলনা নহিল স্বর্ণ কেতকীর দল। তুলনা নহিল গোরোচনা নিরমল॥ কুঙ্কুম জিনিয়া অঙ্গ-গন্ধ মনোহরা। বাসু কহে কি দিয়া গড়িল বিধি গোরা॥ ৬

বিভাষ।

আজুক প্রেমক নাহিক ওর। স্বপনহি শুতল গৌরক কোর॥ পহু মুখ হেরইতে পড়লহি ভোর। চরকি চরকি বহে লোচনে লোর॥ উচ-কুচ কাজরে হারে উজোর। ভীগল তিলক বসন রুচি মোর॥ মিটল অঙ্গ-বেশ বহু থোর। বাসুদেব ঘোষ কহে প্রেম আগোর॥ ৭

ধানশী।

কি কহব রে সখি! রজনীক বাত। শুতিয়া আছিনু হাম গুরুজন সাথ। আধ রজনী যব পূরল চন্দা। সুমলয় পবন অতি মন্দা॥ গৌরক প্রেম ভরল মঝু দেহা। আকুল জীবন না বান্ধই থেহা॥ 'গৌর গৌর' করি উঠলু রোই। জাগল গুরুজন কহে পুন কোই॥ গৌর নাম সবে শুনল কাণে। গুরুজন তবহিঁ করল চিতে আনে॥ 'চৌর চৌর' করি উঠায়লু ভায। বাসুদেব ঘোষ কহে ঐছে বিলাস॥ ৮

সুহই।

গোরা অনুরাগে মোর পরাণ কাতরে। নিরবধি ছল ছল আঁখি জল ঝরে॥ গোরা গোরা করি মোর কি হৈল বিয়াধি। নিরন্তর পড়ে মনে গোরা গুণনিধি॥ কি করিব কোথা যাব গোরা অনুরাগে। অনুক্ষণ গোরা-প্রেম হিয়ার মাঝে জাগে॥ গৌরাঙ্গ পিরীতি খানি বড়ই বিষম। বাসু কহে নাহি রহে কুলের ধরম॥৯

কামোদ।

নিরমল গোরা তনু, কষিত কাঞ্চন জনু, হেরইতে পড়ি গেনু ভোর। ভাও ভুজঙ্গমে, দংশল মঝু মন, অন্তর কাঁপয়ে মোর॥ সজনি! যব হাম পেখলু গোরা। আকুল দিগ, বিদিগ নাহি পাইয়ে, মদনলালসে মন ভোরা॥ অরুণিতনয়নে, তেরছ অবলোকনে, বরিখে কুসুমশর সাধে। জীবইতে জীবনে, থেহ নাহি পাযলু, ডুবলু গঙ্গা অগাধে॥ মন্ত্র মহৌষধি, তুহুঁ জানসি যদি, মঝু লাগি করবি উপায়। বাসুদেব ঘোষ কহে, শুন শুন এ সখি, গোরা লাগি প্রাণ মোর যায়॥ ১০

অনন্ত দাস।

সুহই।

নব জলধর তনু, থির বিজুরী জনু, পীত-বসনাবলি তায়। চূড়া শিখি-পুচ্ছ-দল, বেড়িয়া মালতীমাল, সৌরভে মধুকর ধায়॥ শ্যাম-রূপ জাগয়ে মরমে। পাসরিব মনে করি, যতনে ভুলিতে নারি, ঘুচাইল কুলের ধরমে॥ ফিরিয়া সেই মুখ-শশী, উগারে অমিয়া-রাশি, আঁখি মোর মজিল তাহায়। গুরুজন ভয়ে যদি, ধৈরজ ধরিতে চাহি, দ্বিগুণ আগুন উপজায়॥ এতিন ভুবনে যত, রস-সুধানিধি কত, শ্যাম আগে নিছিয়া ফেলিয়ে। এদাস অনন্তে কয়, হেন রূপ রসময়, না দেখিলে পরাণ না জীয়ে॥ ১

বিহাগড়া।

সরস বসন্ত, সুধাকর নিরমল, পরিমল বকুল রসাল। রসের পসার, পসারল রসবতী, রস-গাহক মদন-গোপাল॥ বৃন্দাবনে কেলি কলানিধি কান। হাস বিলাস, গমন দিঠি মন্থর, হেরি মুরছে পাঁচবাণ॥ নব যুবরাজ, পরশি তরুণী-মণি, পুছই মুলকি বাত। তরল নয়ানী, হাসি মুখ মোড়াই, ঠেলহি হাতহিঁ হাত॥ দুহুঁ রসে

ভোর, ওর নাহি পায়ই, রস চাখই মদন দালাল। দাস অনন্ত কহ, ইহ রস কৌতুক, তরুকুল বোলে ভালি ভাল ॥ ২

— —

শ্রীরাগ।

আজি বড় শোভারে মধুর বৃন্দাবনে।
রাই কানু বসিলা রতন সিংহাসনে ॥
হেম-নিরমিত বেদী মাণিকের গাঁথনী।
তার মাঝে রাইকানু চৌদিকে গোপিনী
একেক তরুর মূলে একেক অবলা।
মেঘে বেড়ল যেন বিজুরীক মালা ॥
নব গোরোচনা গোরী কানু ইন্দীবর।
বিনোদিনী বিজুরী বিনোদ জলধর ॥
কাচ বেড়া কাঞ্চনে কাঞ্চন বেড়া কাচে। রাই কানু দুহুঁ তনু এক হৈয়া আছে ॥ রস-ভরে দুহুঁ জন হইলা বিভোর। দাস অনন্তে কহে না পাইনু ওর ॥ ৩

— —

বিভাষ।

কেমনে বিনোদ, নাগর আসিয়া, নিকুঞ্জে মিলল তোয়। অনেক দিবসে, শুনিতে মানসে, সাধ লাগে বড় মোয় ॥ তোহারি দুখেতে, দুখিত হিয়া, জীবন জরিয়া গেল। সরস বচনে, অমিয়-সেচনে, তেমতি করহ ভাল ॥ রাই তোহারি নিছনি লৈয়া মরি। সো পহু রতনে, মিললি যতনে, এ দুখ-সায়রে তরি ॥ কি কথা কহিল, কি রস রচিল, কহিয়া পূরাহ আশ। অতি চিরকালে, করহ শীতলে, কহয়ে অনন্ত দাস ॥ ৪

— —

বিভাষ।

রজনীক আনন্দ কি কহব তোয়।
চিরদিনে মাধব মিলল মোয় ॥
হিয়ায় হইতে মোরে না করে বাহির।
হেরইতে বদন নয়নে বহে নীর ॥
দারিদ্র হেম জনু তিলেক না ছোড়।
ঐছনে হাম রহলু পিয়া কোর ॥
যতহুঁ বিপদ কছু না কহলু রোয।
কহইতে কৈছে কি জানি কিয়ে হোয় ॥
নাগর গর গর অ রতি বিথার।
দাস অনন্ত কহ ইহ রস সার ॥ ৫

— —

ধানশী।

না বোল না বোল, কানুর বোল, ও কথা নাহিক মানি। বিষম কপট, তাহার প্রেম, ভালে ভালে হাম জানি ॥ নিকুঞ্জ কাননে, সঙ্কেত করিয়া, তাহা জাগাইল মোরে। আন ধনী সনে, সে নিশি বঞ্চিয়া, বিহানে মিলল দূরে ॥ সিন্দুর কাজর, সব অঙ্গোপর, কপটে মিনতি কেল। ছুর করি শির, সিন্দুর কাজর, আমার চরণে দেল ॥

শতগুণ হিয়া আনলে জ্বলিল, চলিয়া আইনু বাস। এ হেন শঠের, বদন না হেরি, কহয়ে অনন্তদাস ॥ ৬

ধানশী।

তোহারি সঙ্কেত-নিকুঞ্জে বসিয়া কত করু পরলাপ। তুহিন-পবনে, বিরহ বেদনে, সঘনে হৃদয় কাঁপ ॥ পূ্র্ব বাসক, শয়ন সোঙরি রচই বিবিধ শেজ। সহচরীগণে, করিয়া রোদনে, দূরেহি সবহুঁ তেজ ॥ কবহুঁ সুমুখী, বিমুখ হইয়া, মানিনী সমান রহ। যায় যায় কান, না হেরি বয়ান, সতত এমতি কহে ॥ কহুঁ রোদন, দশন বিথারি খল খল কবি হাসে। দারুণ বিরহে, ভৈ গেও বাউরী, কহই অনন্তদাসে ॥ ৭

শঙ্করাভরণ।

ধনি ধনি ধনী অভিসারে। সঙ্গিনী রঙ্গিনী, প্রেম তরঙ্গিনী সাজলি শ্যাম বিহারে ॥ চলইতে চরণের, সঙ্গে চলু মধুকর, মকরন্দ পানকি লোভে সৌরভে উনমত, ধরণী চুম্বয়ে কত, যাঁহা যাঁহা পদচিহ্ন শোভে ॥ কনক-লতা জিনি, জিনি সৌদামিনী, বিধির অবধি-রূপ সাজে কিঙ্কিণী রণরণি, বঙ্করাজ-ধ্বনি, চলইতে সুমধুর বাজে ॥ হংসরাজ জিনি, গমন সুলাবণী, অব-লম্বন সখী কান্ধে। অনন্তদাসে ভণে, মিললি নিকুঞ্জবনে, পূরাইতে শ্যাম মন সাধে ॥ ৮

সুহই।

কানুর লাগিয়া, জাগি পোহাইনু, এ ঘোর আন্ধার রাতি। এত দিনে সই, নিশ্চয় জানিনু, নিঠুর পুরুষ জাতি ॥ মেঘ-ডুর-ডুর, দাদুরীর বোল, ঝিঁঝা ঝিনি ঝিনি বোলে। ঘোর আন্ধিয়ারে বিজুরী ছটা, হিয়ার পুতলী দোলে ॥ যতনে সাজানু, ফুলের শেজ, গন্ধে মোহ মোহ করে। অঙ্গ ছটফটি, সহনে না যায়, দারুণ বিরহ-জ্বরে ॥ মনের আগুনি, মনে নিভাইতে, যেমনি করয়ে প্রাণে। কানুর এমন, নিঠুর চরিত, এ দাস অনন্ত ভণে ॥ ৯

শ্রীরাগ।

কি হেরিনু কদম্ব তলাতে। বিনি পরিচয়ে মোর, পরাণ কেমন করে, জিতে কি পারিয়ে পাসরিতে ॥ কপালে চন্দন-চাঁদ, কামিনী মোহন ফান্দ, আন্ধারেতে করিয়াছে আলা। মেঘের উপরে চাঁদ, সদাই উদয় করে, নিশি-দিশি শশী ষোলকলা ॥ কিশোর বয়েস বেশ আর তাহে রসাবেশ, আর

তাহে ভাতিয়া চাহনি। হাসির হিলোলে মোর, পরাণ পুতলী দোলে, দিতে চাই যৌবন নিছনি॥ যে দেখয়ে একবার, সে কি পাসরয়ে আর, শুধুই সুধার তনুখানি। দাস অনন্ত বলে, রূপ হেরি কে না ভুলে, জগতে নাহিক হেন প্রাণী॥ ১০

বৈষ্ণবদাস।

ধানশী।

জয় জয়দেব কবি-নৃপতি-শিরোমণি, বিদ্যাপতি রস-ধাম। জয় জয় চণ্ডী-দাস রস-শেখর, অখিল-ভুবনে অনুপাম॥ যাকর রচিত, মধুর-রস নিরমল, গদ্য-পদ্যময় গীত। প্রভু মোর গৌরচন্দ্র আস্বাদিলা, রস যার স্বরূপ সহিত॥ যবহুঁ যে ভাব, উদয় করু অন্তরে, তব গাওই দুহুঁ মেলি। শুনইতে দারু, পাষাণ গলি যায়ত, ঐছন সুমধুর কেলি॥ আছিল গোপত, যতন করি পহুঁ মোর, জগতে করল পরকাশ। সো রস শ্রবণে, পরশ নাহি হোয়ল, রোয়ত বৈষ্ণবদাস॥ ১

শ্রীরাগ।

জয় জয় শ্রীনবদ্বীপ সুধাকর, প্রভু বিশ্বম্ভর দেব। জয় পদ্মাবতীনন্দন পহুঁ মঝু, শ্রীবসুজাহ্নবী সেব॥ জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত সীতাপতি, সুখদ শান্তিপুর-চন্দ্র। জয় জয় শ্রীল গদাধর পণ্ডিত, রসময় আনন্দ-কন্দ॥ জয় মালিনী-পতি, সদয়-হৃদয় অতি, পণ্ডিত শ্রীবাস উদার। গৌর-ভকত জয়, পরম দয়াময়, শিরে ধরি চরণ সবার॥ ইহ সব ভুবনে, প্রেম রস-সিঞ্চনে, পূরল জগ-জন আশ। আপন করম দোষে ভেল বঞ্চিত, দুরমতি বৈষ্ণবদাস॥ ২

জয় জয় শ্রীগুরু, প্রেম-কল্প-তরু, অদ্ভুত যাক প্রকাশ। হিয়-অগেয়ান-তিমির বর-জ্ঞানসুচন্দ্র-কিরণে করু নাশ॥ ইহ লোচন-আনন্দধাম। অযাচিত এ হেন, পতিত হেরি যো পহুঁ, যাচি দেয়ল হরিনাম॥ দুরগতি অগতি, অসত মতি যো জন, নাহি সুকৃতি-লবলেশ। শ্রীবৃন্দাবন যুগল-ভজন-ধন, তাহে করত উপদেশ॥ নিরমল গৌর-প্রেম-রস সিঞ্চনে, পূরল সব মনোআশ। সো চরণাম্বুজে রতি নাহি হোয়ল, রোয়ত বৈষ্ণবদাস॥ ৩

শ্রীরাগ।

গৌরাঙ্গচাঁদের, প্রিয় পরিকর, দ্বিজ হরিদাস নাম। কীর্ত্তন-বিলাসী, প্রেম-

সুখরাশি, যুগল-রসের ধাম ॥ তাহার নন্দন, প্রভু দুই জন, শ্রীদাস গোকুলানন্দ। প্রেমের মূরতি, যুগল পিরীতি, আরতি রসের কন্দ ॥ গোরা-গুণময়, সদয় হৃদয়, প্রেমময় শ্রীনিবাস। আচার্য্য ঠাকুর, খেয়াতি যাহার, দুহুঁ রহে তার পাশ ॥ পিতৃ-অনুমতি, জানিয়া দুহুঁ, হইলা তাহার শাখা। শাখা গণনাতে, প্রভুর সহিতে, অভেদ করিয়া লেখা ॥ গৌরাঙ্গচাঁদের, প্রিয় অনুচর, জয় দ্বিজ হরিদাস। জয় জয় মোর, আচার্য্য ঠাকুর, খ্যাতি নাম শ্রীনিবাস ॥ জয় জয় মোর, শ্রীদাস ঠাকুর, জয় শ্রীগোকুলানন্দ। করুণা করিয়া, লহ উদ্ধারিয়া, অধম পতিত মন্দ ॥ ইহা সবাকার, বংশ পরিবার, যতেক ঠাকুরগণ। সবার চরণে, রতি মতি মাগে, বৈষ্ণবদাসের মন ॥ ৪

কন্দর্প তাল।

মধু-ঋতু সময় নবদ্বীপ-ধাম।
সুরধুনী তীর সবহুঁ অনুপাম ॥
কোকিল মধুকর পঞ্চম ভাষ।
চৌদিশে সবহুঁ কুসুম পরকাশ ॥
ঐছন হেরইতে গৌর কিশোর।
পূরব প্রেম-ভরে পহুঁ ভেল ভোর ॥
ঝর ঝর লোচন ঢরকত লোর।
পুলকে পূরল তনু গদ গদ বোল ॥
শুনহ মুকুন্দ মরম-অভিলাষ।
আজু নন্দ-নন্দন করত বিলাস ॥
সো মুখ যদি হাম দরশন পাঙ।
তব দুখ খণ্ডয়ে তছু গুণ গাঙ ॥
মোহে মিলাহ ব্রজমোহন পাশ।
এত কহি গৌরক দীঘ নিশ্বাস ॥
বুঝই না পরিয়ে ইহ অনুভাব।
বৈষ্ণবদাসক অতি দুখ লাভ ॥ ৫

কেদার।

নিন্দের আলিসে, শুতিবে দুজন, রতন-পালঙ্গোপরে। সহচরীগণ, শুতিবে তখন, কলপ-নিকুঞ্জ ঘরে ॥ রূপ রতি-গুণ-মঞ্জরী তখন, করয়ে বিবিধ সেবা। পাদ-সম্বাহন, চামর-বীজন, যাহার করণ যেবা ॥ শ্রীগুণমঞ্জরী, বহু কৃপা করি, ঠারিয়া কহিবে মোরে। ললিতা বিশাখা, চম্পকলতিকা, চরণ সেবিবার তরে ॥ মুঞি সে আজ্ঞাতে, বসিব তুরিতে, ললিতা চরণ-তলে। গুল্‌ফ অঙ্গুলি. চরণ সকলি, সম্বাহিব মনোবলে ॥ কটি পীঠ আদি, মৃদু মৃদু চাপি, যতেক বন্ধান আছে। তেহো নিন্দ যাবে, উঠি যাব তবে, বিশাখা দেবীর কাছে ॥ গায়ের ওড়নী, কাঁচলি খুলিয়া, দু জানু চাপিয়া বসি। চরণ-যুগল,

হৃদয়ে ধরিয়া, হেরিব নখর-শশী ॥ পরম নিপুণে, সম্বাহি চরণে, যাইব চিত্রার পাশে। হেন অনুক্রমে, করিবে সেবনে, কেবল বৈষ্ণবদাসে ॥ ৬

বসন্ত রায়।

বরাড়ী।

বড় অপরূপ, দেখিনু সজনি, নয়লী কুঞ্জের মাঝে। ইন্দ্রনীল-মণি, কনকে জড়িত, হিয়ার উপরে সাজে। কুসুম-শয়নে মিলিত নয়নে, উলসিত অর-বিন্দ। শ্যাম-সোহাগিনী, কোরে ঘুমা-য়লি, চান্দের উপরে চান্দ। কুঞ্জ কুসুমিত, সুধাকরে রঞ্জিত, তাহে পিকিকুল গান। মরমে মদন-বাণ, দোঁহে অগেয়ান, কি বিধি কৈলা নিরমাণ ॥ মন্দ মলয়জ, পবন বহ মৃদু, ও সুখ কো করু অন্ত। সরবস ধন, দোঁহার দুহুঁ জন, কহয়ে রায় বসন্ত ॥ ১

ধানশী।

সুন্দরি! থির কর আপনক চিত। কানু-অনুরাগে, অথির যব হোয়বি, কৈছে বুঝবি তছু রীত ॥ সমুচিত বেশ, বনায়ব অবতুয়া মিলাওব নাগর পাশ। তা সঞে নিরুপম, নটন বিলাসহি, পুরবি সব অভিলাষ ॥ কালিন্দী-তীর, সমীর বহই মৃদু, নিভৃত-নিকুঞ্জক মাহ। কত কত কেলি, বিলাসবি কানু সঞে করবি অমিয়া-অবগাহ ॥ এত কহি বেশ, বনাওত সহচরী, সুন্দরী-চিত থির ভেল। অভিসার লাগিয়া, সমুচিত উপহার, রায় বসন্ত কহ কেল ॥ ২

ভাটিয়ারি।

এ সখি! মোহন রসময় অঙ্গ। পীত-বসন তনু তরুণ ত্রিভঙ্গ ॥ মণিময়-আভরণ-রাজিত অঙ্গ। কনক হার হিয়ে বিজুরী তরঙ্গ ॥ মকর-কুণ্ডল শোভে ঝলমল মুখ। দেখিয়া রমণী মন পরশের সুখ ॥ অমল অমিয়া মুখ অধর সুরঙ্গ। হাসির হিলোলে হিয়া উপজয়ে রঙ্গ ॥ মুরলী গভীর-ধ্বনি মদন তরঙ্গ। রমণী-রমণ চূড়া অলিকুল সঙ্গ ॥ চরণ-কমল মণি-নপুর বিরাজে। রায় বসন্ত-মন নখ-মণি মাঝে ॥ ৩

ধানশী।

সই লো, মনোহর নবীন ত্রিভঙ্গ। ও রূপ হেরি প্রাণ, কি জানি কেমন করে, মূরছই কতহুঁ অনঙ্গ ॥ অগুরু-কপূর ভার, মৃগমদ কেশর, সৌরভে শোভিত অঙ্গ। উরে বন-মাল, মলয়-ঘন-চন্দন, আবৃতি অলিকুল সঙ্গ ॥ রঙ্গিণী-যুগ নিশি, বাসর আগোরলি,

আরোপলি নয়ন-চকোর। রায় বসন্ত পহু, রসিক-শিরোমণি বীচহি করত উজোর ॥ ৪

বিভাস।

সুন্দরি! না কর গমন পরসঙ্গ। না সহে দুঃসহ কথা, আনে কি জানিবে ব্যথা, ভালে হর ভেল আধ অঙ্গ ॥ তুহুঁ হাম তনু ভিন, শ্রবণে জীবনে ক্ষীণ, কেমনে ধরিব আমি বুক? হাসিতে মোহিত মন, কি মোহিনী তুমি জান, বিরমহ দেখি চাঁদ মুখ ॥ না দেখিলে কিবা হয়, পলক অলপ নয়, ইথে আঁখি অধিক তিয়াষ। পরাণ কেমন করে, মরম কহিনু তোরে, জীবন নিছনি তুয়া পাশ ॥ পরশ লাগিয়ে তোর, হিয়া কাঁপে থর থর, নিমেষের তরে আঁখি ঝরে। রায় বসন্ত ভণি, আনতমুখ ধনী, জড়মতি ভেল প্রেমভরে ॥ ৫

ধানশী।

এ সখি। এ সখি! কর অবধান। পুন কি অনঙ্গ ভেল নিরমাণ ॥ অলকা-আবৃত মুখ মুরলী-সুতান। রমণী মোহন চূড়া আনহি বন্ধান ॥ সুন্দর নাসিকা পুট ভাঙ-কামান। অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে কত বরিখয়ে বাণ ॥ অধর সুরঙ্গ ফুল বান্ধুলি সমান। হাসিতে হরয়ে মন পরশে পরাণ ॥ তিলেকে হরয়ে কুল-কামিনী-মান। রায় বসন্ত ইছে নিছিতে পরাণ ॥ ৬

রাধাবল্লভ দাস।

আড়ানা।

মন মোহনিয়া গোরা ভুবন-মোহনিয়া। হাসির ছটা চাঁদের ঘটা বরিখে অমিয়া ॥ রূপের ছটা যুবতী-ঘটা বুক ভরিতে ধায় মন-গরবের মান ঘর ভাঙ্গিল মদন রায় ॥ রঙ্গন পাটের ডোর দুই দিগে সোণার নপুর পায়। ঝুনর ঝুনর ঝুনর বাজে কাম ঠমকে তায় ॥ মালতী ফুলে ভ্রমর বুলে নব লোটনের দাম। কুল-কামিনীর কুল মজিল গীম-দোলনীর ঠাম ॥ আঁখির ঠারে প্রাণ মারে কহিতে সহিতে নারি। রাধাবল্লভ দাসে কয় মন করিল চুরি ॥ ১

বেলাবেলী।

বিপরীত বেশে, মিলল ধনী, মাধব বিপরীত বেশ। ভুলল সরস, সম্ভাষ হাসময়, জনু নহ আরতি লেশ ॥ সজনি অপরূপ প্রেম বিচারি। দোঁহে দোঁহ হেরি, স্তম্ভ ভেল কলেবর, চিত-পুতলী

সম থারি॥ বহুক্ষণে সহচরী-বচনহি দুহু জন, ধাই করল দুহুঁ কোর। তৈছনে তনু তনু, লাগি রহল দুহুঁ, দুহুঁ দুহুঁ ভাবে বিভোর॥ বিছুরল কেলি বিলাস রস-লালস, রহলহি কোরে আগোর। ঐছন সহচরী, শেজে শুতায়ল, বল্লভ হেরি বিভোর॥ ২

কেদার।

কতহুঁ যতনে দুহুঁ দুহুঁ তনু তেজ। বৈঠল সরস কুসুমময় শেজ। বিপরীত চরিত হেরি সখী হাস। তনু তনু তেজি অতনু পরকাশ॥ সহচরীগণ কহ দুহুঁজন-রীত। শুনইতে দুহুঁজন চমকিত চিত॥ লাজহি সুন্দরী না কহয়ে বাণী। তেজল ভূষণ বিপরীত জানি॥ উপজল কতহুঁ হাস পরিহাস। কত কত কৌতুক মদন-বিলাস॥ রাধা-মাধব প্রেম-তরঙ্গ। হেরই বল্লভ সহ-চরী সঙ্গ॥ ৩

ধানশী।

কানুক ইহ উৎকণ্ঠিত জানি। বিছুরল সুন্দরী আপনার বাণী॥ কি কহিতে কি কহে নাহিক থেহ। বিছুরল আভরণ আপনক দেহ। কানুক লেহ হৃদয় মাহা জাগ। সো রূপ নিরুপম নয়নহি লাগ॥ কহইতে চল চল রহ রহুঁ বোল। লেহ লেহ কহইতে দেহ দেহ বোল॥ সাধহ কহইতে ভাজই ভায। আনহি বাণী-জাল পরকাশ॥ ঐছন ভ্রমময় শুনইতে হাস। কি কহব সহচরী বল্লভ দাস॥ ৪

ধানশী।

শুন শুন নিলাজ কাঁন। কা সঞে মাগহ দান॥ সবে দধি ঘৃতের পসার। কাঁহে করহ অবিচার॥ সহজেই তুহুঁ সে অধীর। ধব কুল-বধূগণ-চীর॥ রাজ-ভয় নাহিক তোহার। পথ মাহা এতহুঁ বেভার॥ গোপ গোয়ালাগণ সঙ্গ। অহনিশি কৌতুক রঙ্গ॥ তেঞি সাহস এত ভেল। পরশহ কুলবতী চেল॥ বিপরীত কর পরিহাস। কহ রাধাবল্লভ দাস॥ ৫

বেলোয়ার।

সাজলি রসবতী রঙ্গিণী রাম। মন্দ মন্দ গতি, নূপুর-কলরব-লজ্জিত-রাজহংসকুল বামা॥ চম্পক কনক, কেশর কুসুমাবলি রুচি জিনি সুন্দর অপঘন সাজে। অলিকুল অঞ্জন, জলদ নীলমণি, ছবিচয় নিন্দিত বসন বিরাজে॥ অমল ইন্দীবর-দল লোচনযুগ, কত কত শশী জিনি কমল-বয়ানী। সিন্দূর বিন্দু, অরুণ-ছবি নিন্দই, অহি রমণী ফণী

বেণী বনি ॥ বিভ্রম অধরে, মধুর মৃদু হাসনি, দশন সুদামিনী দমন করে। তার-হার মণি-কুণ্ডল লম্বিত, কত মণি দরপই দরপবরে ॥ চৌদিশে সহচরী, যন্ত্র বাজাওত, ধীরে ধীরে রসবতী চলত সমাজে। বল্লভ ভণত, প্রবেশলি নিধুবনে, হেরি কত রতিপতি ভাগল লাজে ॥ ৬

পুরুষোত্তম দাস।

পাহিড়া।

গোকুল নগরে, ভ্রময়ে জনু বাউরী, উদাসল কুন্তল-ভার। কাহাঁ মঝু প্রাণ-তনয় ব্রজ-নন্দন, কহইতে বহে জল-ধার। মাধব! সো জননী নন্দ রাণী। তুয়া বিরহানলে, উমতি পাগলী জনু, কাহারে কি পুছয়ে বাণী ॥ অব কাঁহে বেণু, শবদ নাহি শুনিয়ে, কোন কানন মাহা গেল। বুঝি বলরাম, সঙ্গে নাহি গেওল, কি পরমাদ আজু ভেল ॥ ঐছে বিলাপ, শুনই ব্রজ-সহচরী, রোই আওল তছু পাশ। বহু পরবোধ, বচনে গৃহে আনত, কহ পুরুষোত্তম দাস ॥১

ধানশী।

মাতা যশোমতী, ধাই উনমতী, গোপাল লইয়া কোরে। স্তন-ক্ষীর-ধারে, তনু বাহি পড়ে, ঝরয়ে নয়ান লোরে ॥ নিজ ঘরে যাইয়া, ক্ষীর সর লৈয়া, ভোজন করাইয়া বোলে। ঘরের বাহির, আর না করিব, সদাই রাখিব কোলে। কানাই আইলা, শুনিয়া ধাইলা, যতেক ব্রজের সখা। মরণ-শরীরে, পরাণ পাইল, এমতি হইল দেখা ॥ যত ব্রজ-বাসী, সবে দেখে আসি ভাসয়ে আনন্দ-জলে। আর দূর-দেশে, না পাঠাও রাণি, ইহাই সবাই বোলে ॥ চিরদিনে বিধি, সদয় হইল, পাইনু নয়ান-তারা। পুরুষোত্তম, আনন্দে ভাসয়ে, নয়ানে বহয়ে ধারা ॥২

দেশ বরাড়ী।

গোকুল ছাড়ি, যবহুঁ আয়লি তুহুঁ, তব বিহি প্রতিকূল ভেল। বরজ-বাসী কিয়ে, স্থাবর জঙ্গম, বিরহ-দহনে দহি গেল ॥ তুয়া প্রিয় যতহুঁ সুরভীকুল আকুল, তৃণ-কবল করি মুখে। হেরি মথুরাপুর, লোচন ঝর ঝর, পানী নাহি পিবত দুঃখে ॥ কোকিল ভ্রমর সারী শুকবর, রোয়ত তরুপর বৈঠি তোহারি ময়ূর, ময়ূরীকুল লুঠয়ে, শকতি নাহি বনে পৈঠি ॥ তরুকুল-পল্লব, সবই

শুখাওল, তেজল কুসুম-বিকাশে। এতহুঁ বিপদ, তোহেঁ কতয়ে নিবেদব, দুখী পুরুষোত্তম দাসে ॥৩

সুহিনী।

নিজ-গৃহ তেজি, চলল বর বিরহিণী, দারুণ বিরহ-হুতাশে। কালিন্দী পৈঠি, পরাণ পরিতেজব,এই মরম অভিলাষে॥ হরি? হরি! কি কহব ও দুখ ওর। ধাই সব সহচরী, কাননে পাওল, ললিতা লেওল কোর॥ ঐছন বচনঁ, বৃন্দামুখে শুনইতে, ভগবতী দ্রুত চলি গেলি। আপন কুঞ্জ-কুটীর মাহা আনল, সবহুঁ সখীগণ মেলি॥ সরসিজ-শেজে, শুতায়ল সহচরী চৌদিশে রহুঁ মুখ চাই। অনুকূল প্রতিকূল, সবহুঁ রমণীগণ, শুনইতে আওল ধাই॥ দশমীক পহিল, দশা হেরি আকুল, রোয়ত অবনী লোটাই। আওব বচনে, কোই পরবোধই, পুরুষোত্তম মুখ চাই॥ ৪

গান্ধার।

হরি! হরি। কি ভেল গোকুল মাহ। স্থাবর জঙ্গম, কীট পতঙ্গম, বিরহ-দহনে দহি যাহ॥ তরুকুল আকুল, সঘনে ঝরয়ে জল, তেজল কুসুম-বিকাশ। গলয়ে শৈলবর, পৈঠে ধরণী পর, স্থলজল-কমল হুতাশ॥ শুক পিক পাখী, শাখীপর রোয়ই, রোয়ই কাননে হরিণী। জম্বুকী সব অহিঁ, রহি রহি রোয়ই, লোরহি পঙ্কিল ধরণী॥ রাইক বিরহে, বিরহী ব্রজ-মণ্ডল, দাব-দহন সমতুল। ইহ পুরুষোত্তম, কৈছনে জীয়ব, টুটল প্রেমক মুল॥ ৫

কৃষ্ণদাস।

সুহই।

কৃষ্ণ লীলামৃত সার, তার শত শত ধার, দশ দিক বহে যাহা হৈতে। সে চৈতন্য-লীলা হয়, সরোবর অক্ষয়, মনহংস চরাহ তাহাতে॥ ভক্তগণ! শুন মোর দৈন্য-বচন। তোমা সবার শ্রীচরণ, করি অঙ্গ-বিভূষণ, করো কিছু এই নিবেদন॥ কৃষ্ণ-ভক্তি সিদ্ধান্তগণ, প্রফুল্লিত পদ্ম-বন, তার মধু কর আস্বাদন, প্রেম রস কুমুদ-বনে, প্রফুল্লিত রাত্রি দিনে, তাতে চরাও মন ভৃঙ্গগণ॥ নানা ভাবে ভক্ত জন, হংস চক্রবাকগণ,যাতে সবে করে বিহার। কৃষ্ণ-কেলি মৃণাল, যাহা পাইয়ে সর্ব্বকাল, ভক্তহংস করয়ে আহার॥ সেই সরোবরে যাঞা, হংস চক্র ভৃঙ্গ হৈয়া, সদা তাতে করহ বিলাস। খণ্ডিবে সকল দুঃখ, পাইবে পরম সুখ, অনায়াসে হবে প্রেমোল্লাস॥ এ অমৃত অনুক্ষণ, সাধু-

মহান্ত-মেঘগণ, বিশ্বোদ্যানে করে বরিষণ। তাতে ফলে প্রেম-ফল, ভক্ত খায় নিরন্তর, তার প্রেমে জীয়ে জগ-জন। চৈতন্য-লীলামৃত-পুর, কৃষ্ণ-লীলা কর্পূর, দুই মিলি হয় যে মাধুর্য্য। সাধু-গুরু-প্রসাদে, তাতে যার মন বান্ধে, সেই জানে মাধুর্য্য প্রাচুর্য্য। সেই লীলামৃত বিনে, খায় যদি অন্নপানে, তবু ভক্তের দুর্ব্বল জীবন॥ যার এক বিন্দু-পানে, প্রফুল্লিত তনু মনে, হাসে গায় করয়ে নর্ত্তন॥ এ অমৃত কর পান যাহা বিনে নাহি আন, চিত্তে কর সুদৃঢ় বিশ্বাস। না পড় কুতর্ক-গর্ত্তে, অমেধ্য কর্কশাবর্ত্তে, যাতে পড়িলে হয় সর্ব্বনাশ॥ শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ, অদ্বৈত আর ভক্তবৃন্দ, আর যত শ্রোতা ভক্তগণ। তোমা সবার শ্রীচরণ, শিরে করি ভূষণ, যাহা হৈতে অভীষ্ট পূরণ॥ শ্রীরূপ সনাতন, রঘুনাথ শ্রীচরণ, শিরে ধরি করি তার আশ। কৃষ্ণ-লীলামৃতান্বিত, চৈতন্যচরিতামৃত, গায় কিছু দীন কৃষ্ণদাস॥১

শ্রীগান্ধার।

গাও রে গাও রে সুখে কৃষ্ণের চরিত। গিরি গোবর্দ্ধন-যাত্রা মনোরম, শ্রবণ মঙ্গল গীত॥ এক দিন ব্রজে, ইন্দ্র-পূজা কাজে, সাজে গোপ গোপী যত। জানিয়া কারণ, নন্দের নন্দন, কহেন আপন মত॥ শুন ব্রজরাজ, গোপের সমাজ, না পুজ দেবের রাজা। মোর লয় মনে, গিরি গোবর্দ্ধনে সাবধানে কর পূজা॥ এহি সে উচিত, মোর অভিমত, পাইবে বাঞ্ছিত ফল। নানা উপহারে, বস্ত্র অলঙ্কারে সত্বরে সাজিয়া চল॥ বিপ্রে দেহ দান, হইবে কল্যাণ, না ভাবিহ আন চিতে। কহে কৃষ্ণদাস, সবার উল্লাস, শ্রীবাস-বচন-রীতে॥২

শ্রীগান্ধার।

কি আনন্দ আজু বৃন্দাবনে॥ নন্দ আদি গোপ গোপী একত্র হইয়া।
গিরি গোবর্দ্ধন পুজে নিকটে যাইয়া॥
মিষ্টান্ন পক্কান্ন আনি ধরিলা সকলে।
কৃষ্ণ গুণ গায় নানা বাদ্য কোলাহলে॥
হেনই সময়ে কৃষ্ণ দেব-মায়া মতে।
আরোহণ একরূপে করিলা পর্ব্বতে॥
দেখি গোপ গোপীগণে প্রণাম করিলা।
সবে কহে গোবর্দ্ধন মূর্ত্তিমন্ত হৈলা॥
প্রণাম করিয়া কহে নন্দের নন্দন।
দেখ দেখ, কি ভাগ্য যতেক গোপগণ॥
যত ব্রজ বাসী সবে পাইয়া আহ্লাদ।
পর্ব্বতের স্থানে মাগি নিল আশীর্ব্বাদ॥
নানা দ্রব্য অলঙ্কারে সাজায়ে গোধনে।
বেদের বিহিত দান দিলেন ব্রাহ্মণে॥

কৃষ্ণের সহিত তবে গেলা গোবর্দ্ধনে। ইন্দ্র-যজ্ঞ-ভঙ্গ কথা কৃষ্ণদাস ভণে ॥৩

বসন্ত।

খেলত ফাগু গোরা দ্বিজ-রাজ। গদাধর নরহরি দোঁহার সমাজ ॥ নিতাই অদ্বৈত সহ খেলত রসাল। ক্ষণে গালি ক্ষণে কেলি প্রেমে মাতোয়াল ॥ সার্ব্বভৌম সঙ্গে খেলে রায় রামানন্দ। শ্রীক[illegible]স্বরূপ সহ মুরারি মুকুন্দ ॥ দোঁহে দোঁহে ফাগু খেলে হরি হরি ধ্বনি। গদাধর সহ খেলে গোরা দ্বিজমণি ॥ কেহ নাচে, কেহ গায় করতালি দিয়া। দীন কৃষ্ণদাসে কহে আনন্দে ভাসিয়া ॥৪

সুহই।

ভুবন-আনন্দ-কন্দ, বলরাম নিত্যানন্দ, অবতীর্ণ হৈল কলি-কালে। ঘুচিল সকল দুখ, দেখিয়া ও চান্দমুখ, ভাসে লোক আনন্দ-হিলোলে ॥ জয় জয় নিত্যানন্দ রাম। কনক চম্পক-কাঁতি, অঙ্গুলে চান্দের পাঁতি, রূপে জিতল কোটি কাম ॥ ও মুখ-মণ্ডল দেখি, পূর্ণ চন্দ্র কিসে লেখি, দীঘল নয়ান ভাঙ ধনু। আজানুলম্বিত ভুজ, তল থল-পঙ্কজ, কটি ক্ষীণ করি-অরি জনু ॥ চরণ-কমল-তলে, ভকত ভ্রমর বুলে, আধ বাণী অমিয়া প্রকাশ। ইহ কলিযুগ-জীবে, উদ্ধার হইল সবে, কহে দীন দুঃখী কৃষ্ণদাস ॥৫

ভূপতি দাস।

শ্রীগান্ধার।

শুন শুন নিঠুর কানাই! যাই না পেখহ রাই ॥ কিশলয়-রচিত কুটীরে। শয়নে না বান্ধই থিরে ॥ সো অবলা কুল বালা। কত সহ বিরহক জ্বালা ॥ ঘামে ঘরমাইত দেহ। গলি গলি যায়ত সেহ ॥ নবনীক পুতলী তনু তায়। আতপ তাপে মিলায় ॥ হেরি সখী হরল গেয়ান। কণ্ঠহি আওত প্রাণ ॥ দীঘল দিবস না যায়। কান্দিয়া রজনী পোহায় ॥ কবহুঁ ঐছে মুরছান। দিবস রজনী না জান ॥ ভূপতি কি কহব তোয়। পুন নাহি হেরবি মোয় ॥১

শ্রীগান্ধার।

মাধব! দুবরি পেখলু তাই। চৌদশী চাঁদ জিনি, অনুক্ষণ ক্ষীয়ত, ঐছন জীবয়ে রাই ॥ নিয়ড়ে সখীগণ, বচনে যো পুছত, উত্তর না দেয়ই রাধা। হা হরি, হা হরি, কয়তহিঁ অনুক্ষণ, তুয়া মুখ হেরইতে সাধা ॥

সরসহি মলয়জ, পঙ্কহি পঙ্কজ, পরশে মানয়ে জনু আগি। কবহি ধরণী, শয়ন তনু চমকিত, হৃদি মাহা মনমথ জাগি॥ মন্দ মলয়ানিল, বিষ সম মানই, মুরছই পিককুল-রাবে। মালতী-মাল, পরশে তনু কম্পিত, ভূপতি কহ ইহ ভাবে॥২

ধানশী।

মদন কুঞ্জ পর, বৈঠল মোহন, বৃন্দাসখী মুখ চাই। যোড়ি যুগল-কর, মিনতি করত কত, তুরিতে মিলায়বি রাই॥ হাম পর রোখি, বিমুখ ভৈ সুন্দরী, যবহুঁ চলিল নিজ গেহা। মদন হুতাশনে, মঝু মন জারল, জীবনে না বান্ধই থেহা॥ তুহুঁ অতি চতুরী-শিরোমণি নাগরী, তোহে কি শিখায়ব বাণী। তুহুঁ বিনে হামারি মরম নাহি জানত কৈছে মিলায়বি আনি॥ চন্দন চাঁদ, পবন ভেল রিপু-সম বৃন্দাবন বন ভেল। ময়ুর কোকিল কত, ঝঙ্কার দেওত, মঝু মনে মনমথ শেল॥ ছল ছল নয়ান, বয়ান ভরি রোয়ত, চরণ পাকড়ি গড়ি যায় হা হা সো ধনী, চামে না হেরব, সিংহভূপতি রস গায়॥৩

শ্রীগান্ধার।

মাধব! নিপট কঠিন মন তোর। হাত হাত হাম, বাত শিখায়ল, বাত না রাখলি মোর॥ সো বর নাগরী, সহজেই সুন্দরী, কোমল অন্তর রামা। বহুত যতন করি, তোহে মিলায়লু, কাহে উপেখলি বামা॥ তুহুঁ অতি লম্পট, করলহি বিপরীত, প্রেমক রীত না জানি হাতক লছমী, চরণ পরে ডারসি, কৈছে মিলায়ব আনি॥ বাসর জাগি, আগি সম উপজল, রজনী গোঙায়ল জাগি। তোহারি বচনে হাম,এক বেরি যাযব, মিলন তুয়া নিজ ভাগি॥ মোহন মানস, বুঝি দোতী আওল,মিলল রাইক পাশ। ভূপতিনাথ দেখি অতি কৌতুক, অন্তরে উপজল হাস॥৯

সুহই।

শুন শুন গুণবতী রাই! তো বিনু আকুল কানাই॥ কিশলয়-শয়ন উপেখি। ভূমি উপরে নখে লেখি॥ তেজ ধনি অসময় মান। কানুক তুহুঁ সে নিদান॥ তুয়া মুখ হৃদি অবগাই। বিলপয়ে অবধি না পাই॥ সো জগ-জীবন জান। তাকর জলত পরাণ॥ ভূপতি কি কহব তোয়। তোহে সে পুরুখ-বধ হোয়॥৫

ঘনশ্যাম দাস।

কামোদ।

সহজেই বিষম, অরুণ দিঠি তাকর, আর তাহে কুটিল কটাক্ষি। হের-ইতে হামারি, ভেদি উর অন্তর, ছেদল ধৈরজ শাখী॥ এ সখি! বিহরয়ে কো পুন এহ। পীত বসন জনু, বিজুরি বিরাজিত, সজল জলদ রুচি দেহ॥ মৃদু মৃদু ভাষি, হাসি উপজায়ল, দারুণ মনসিজ-আগি। যাকর ধুয়ে, ধরম পথ কুলবতী, হেরই রহ পুন ভাগি॥ তহিঁ পুন বেণু, অধরে ধরি ফুকরই, দহইতে গৌরব লাজ। কহ ঘনশ্যাম দাস ধনি ঐছন, আনহ হৃদয়ক মাঝ॥ ১

ধানশী।

অলখিতে গত জিতি বিজুরি-সঞ্চার। চৌদিকে ধাবই লোচন-তার॥ এ সখি! অতয়ে না পায়লু ওর। কৈছন চিত চোরায়ল মোর॥ জানলু অবহুঁ কয়ল মুঝে বাত। অতয়ে সে অবশ ভেল সব গাত॥ লোচন-যুগলে লোর পরিপূর। কহইতে বয়নে কথন নাহি স্ফুর॥ চলইতে চরণ অচল সব ভেল কুলবতী-ধরম-করম দূরে গেল॥ পুন কিয়ে আছয়ে অছু অভিলাষ। না বুঝিয়া কহ ঘনশ্যামর দাস॥ ২

ধানশী।

মানিনি! অতয়ে করহ সমাধান। আওল অব তুয়া অনুচর কান॥ অতিশয় ভীতে মিলল ইহ ভবনে। অপরাধ ক্ষেমি তুহুঁ রাখিবি চরণে॥ যব হরি চরণে পড়ব ধনি তোর। হামারি শপতি তুহুঁ যদি কছু বোল॥ যব তোহে গদ গদ সাধব কান সজল নয়নে তব হেরবি বয়ান॥ কহইতে কহবি সরসময় বাত। পরশিতে রোখে না বারবি হাত॥ তব পরিপূরব তাকর আশ। সাধয়ে অব ঘনশ্যামর দাস॥ ৩

কামোদ।

কত পরকার, কহল যব সহচরী, তব ধনী অনুমতি দেল। নিকটহি নাহ, বৈঠি যাহা ভাবয়ে, তুরিতে গমন তাহা কেল। কতহুঁ কহল হরি পাশ। শুনইতে হরষে, চলল বর নাগর পূরব সব অভিলাষ॥ রাইক সমুখে, রহল হরি কর যোড়ি, বদনে না নিকসই বাণী। ভিতহি সঘনে, সকল তনু কাঁপয়ে, কত সাধস অনুমানি॥ তবহুঁ সুধামুখী, বয়ান না হেরয়ে মনহি

বিচারল কান। বাহু পসারি, চরণ ধরি সাধয়ে, দাস ঘনশ্যাম রস ভাণ ॥৪

ধানশী।

তুহুঁ যদি মাধব! চাহসি লেহ। মদন সাখি করি খত লেখি দেহ॥ মো বিনে নয়ানে না হেরবি আন। হামারি বচনে করবি জল পান॥ ছোড়বি কেলি কদম্ব বিলাস। দূরে করবি গুরু গৌরব আশ॥ এ সব করজ ধরব যব হাত। তবহি তোহারি সঙ্গে মরমকি বাত॥ তব ঘনশ্যাম রহল মুখ গোই। কাতর নাহ কহত তব রোই॥ ৫

গৌরদাস।

পঠমঞ্জরী।

হাম মরইতে তুহুঁ মরইতে চাহ। অনুখণ মঝু হিয়া তুষ-দহ দাহ॥ এ সখি! কিয়ে করব পরকার। সোঙরিতে নিকসয়ে জীবন হামার॥ হামার বচন দৃঢ় কণ্ঠকে জারি। বিদগধ নাহ গেও মুঝে ছাড়ি॥ মুঞি অতি পাপিনী কলহি বিরাজ। জানি মোহে তেজল নাগর রাজ॥ দারুণ প্রাণ রহ কোন লাগি। বুঝনু এহ মঝু পরম অভাগি॥ গৌরদাস কহ না কর সন্দেহ। তুয়া প্রেমে মিলব রসময়-দেহ॥১

শ্রীরাগ।

রাধানাথ! বড় অপরূপ লীলা। কিশোর কিশোরী, দুহুঁ এক মেলি, নবদ্বীপে প্রকটিলা॥ রাধানাথ! বড় অপরূপ সে। শ্রীচৈতন্য নামে, দয়া দীন হীনে, তাপত-কাঞ্চন দে॥ রাধানাথ! সঙ্গী অপরূপ তার। নিতাই অদ্বৈত, শ্রীনিবাস আদি, স্বরূপ রামানন্দ আর॥ রাধানাথ! কি কহিব তব রঙ্গ। সনাতন রূপ, রঘুনাথ লোকনাথ ভট্টযুগ সঙ্গ॥ রাধানাথ! এ সব ভকত মেলি। যে কৈলা কীর্ত্তন, আবেশে নর্ত্তন, প্রেমদান কুতূহলী॥ রাধানাথ! বড় অভাগিয়া মুঞি। সে কালে থাকিতু, প্রেম-দান পাইতু, কেনে না করিলা তুঞি॥ রাধানাথ! বড়ই রহিল দুখ। জনম হইল, তখন নইল, দেখিতে না পাইনু সুখ॥ রাধানাথ! কি জানি কহিতে আমি। গৌরসুন্দর, দাসের ভরসা, উদ্ধার করিবে তুমি॥ ২

শ্রীরাগ।

রাধানাথ! কি তব বিচিত্র মায়া। একলা আইসে, একলা যায়, পড়িয়া

বহে কায়া ॥ রাধানাথ ! সকলি এমনি প্রায় । ভাই বন্ধু আদি, পুত্র কলত্রাদি, সঙ্গে কেহ নাহি যায়॥ রাধানাথ ! সকলি এমনি দেখি । তথাপিহ মনে, খেদ নাহি হয়ে, মোর মোর করি জপি ॥ রাধানাথ ! মরিলে সকলি পারা । শরীর লইয়া, জলে ফেলাইবে, উলটি না চাবে তারা ॥ রাধানাথ ! কেহো কার কিছু নহে । বিচারিয়া দেখি, সব মিছা মায়া এ বোধ স্থির না রহে ॥ রাধানাথ ! শত বর্ষ সবে আই । সেই স্থির নহে, দুই চারি দিনে, মরিছে দেখিতে পাই ॥ রাধানাথ ! দেখিয়াও ভ্রম হয় । বহুকাল জীব, কতেক করিব, ক্ষেমা নাহি মনে লয় ॥ রাধানাথ ! না দেখি ভকতি সার । কহয়ে গৌর, তোমারে না ভজি, কে কোথা হৈয়াছে পার ॥ ৩

শ্রীরাগ ।

রাধানাথ ! মো বড় অধম পাপী । প্রেম সুখ নাই, কিসে জুড়াইব, অশেষ-তাপের তাপী ॥ রাধানাথ ! নিবেদিয়ে আমি তোমা । দন্তে তৃণ করি, মিনতি করিয়ে, উদ্ধার করিবে আমা ॥ রাধা-নাথ ! কি গতি হইবে মোর । বিষম সংসারসাগরে পড়িয়া মজিয়া হইনু ভোর ॥ রাধানাথ ! কেমনে হইব পার । এ কূল ও কূল, কিছু না দেখিয়ে, নাহি তার পারাবার ॥ রাধানাথ ! তুমি সে করুণাময় । তোমার চরণ, প্রবল-নৌকাতে, উদ্ধার করিলে হয় ॥ রাধা-নাথ ! এমন হইবে দিন । রাই সহ মোরে, সেবাতে ডাকিবে, কিছু না বাসিবে ভিন । রাধানাথ ! ব্রজে যেন তোমা পাই । গৌরসুন্দরে, নিজ দাসী করি, রাখিতে হবে তথাই ॥ ৪ ॥

বেলোয়ার ।

সখি ! মাধব নিকট গমন কর তহি, এমতি করিবি চতুরাই । যদবধি গগনে, উদিত হোয় ইতি-বিধু, হরি অভিসার জানাই ॥ মদন-দহনে তনু অবিরত দাহই, পরাণক দুখ তুহুঁ জানসি চিত । ইহ তাহে নাহি, জানা-ওবি অন্তর, হাম যাহে কুলবতী পথে উপনীত ॥ এত শুনি দূতী, চলল অবিলম্বনে, আসি ভেল উপনীত কানুক পাশ । নয়ন-তরঙ্গে, সকল সমুঝায়ল, পুন হেরি কুমুদ কহে পর-কাশ ॥ কুমুদিনী গুণ পরিমলে জগ জীতল, কাহে বিফলায়ত, শ্যামল ভৃঙ্গ । দূতীক বচনে, চলল বরনাগর, তুরিতহি গৌর হৃদয় পরসঙ্গ ॥ ৫

পরমানন্দ দাস।

শ্রীরাগ।

গোরা মোর দয়ার অবধি গুণ নিধি। সুরধুনী-তীরে, নদীয়া নগরে, গৌরাঙ্গ বিহরে নিরবধি॥ ভুজযুগ আরোপিয়া ভকতের কান্ধে। চলিতে না পারে গোরা হরিবোল বলি কান্দে॥ প্রেমে ছল ছল, নয়ানযুগল, কত নদী বহে ধারে। পুলকে পূরল, সব কলে বর, ধরণী ধরিতে নারে॥ সঙ্গে পারিষদ ফিরে নিরন্তর হরি হরি বোল বলে। সখার কান্ধে, ভুজযুগ দিয়া, হেলিতে দুলিতে চলে॥ ভুবন ভরিয়া, প্রেম বিতরিল, পতিত পাবন নাম। শুনিয়া ভরসা পরমানন্দের, মনেতে না লয় আন॥ ১

কল্যাণী।

গোরা-তনু ধূলায় লোটায়। ডাকে রাধা রাধা বলি, গদাধর কোলে করি, পীত বসন বংশী চায়॥ ধরি নট বর বেশ, সম্মুখে বান্ধিয়া কেশ, তাহে শোভে ময়ূরের পাখা। ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিমা করি, সঘনে বলয়ে হরি, চাহে গোরা কদম্বের শাখা॥ শুনি বৃন্দাবন গুণ, রসে উনমত মন, সখীবৃন্দ কোথা গেল হায়। না বুঝিয়া রসবোধ, প্রিয় সব পারিষদ, গৌরাঙ্গ বলিয়া গুণ গায়॥ কেহ বলে সাবধান, না করিহ রস-গান, উথলিলে না ধরে ধরণী। নিজ মন-আনন্দে, কহয়ে পরমানন্দে, কেবা দেহে ধরিবে পরাণি॥ ২

বরাড়ী।

আরতি যুগল-কিশোরকি কীজে। তনু মন ধন নিছায়রি দীজে॥ পহিরণ নীল-পীতাম্বর শাড়ী। কুঞ্জ-বিহারিণী কুঞ্জ-বিহারী॥ রবি শশী-কোটি বদন অছু শোভা। যো নিরখিতে মন ভেও অতি লোভা॥ রতনে জড়িত মণি-মাণিক মোতি। ডগমগ দুহু তনু ঝলকত জ্যোতি॥ নন্দ-নন্দন বৃষভানু-কিশোরী। পরমানন্দ পহু যাউ বলিহারি॥ ৩॥

বিহাগড়া।

হরে হরে গোবিন্দ হরে। কালিয়-মর্দ্দন, কংস-নিসূদন, দেবকী-নন্দন রাম হরে॥ মৎস্য কচ্ছপবর, শূকর নরহরি, বামন ভৃগুপতি রক্ষকুলারে। শ্রীবল বৌদ্ধ, কল্কি নারায়ণ, দেব জনার্দ্দন শ্রীকংসারে॥ কেশব মাধব, যাদব যদুপতি, দৈত্য-দলন দুঃখ ভঞ্জন শৌরে। গোলক-গোকুল-চন্দ্র, গদাধর গরুড়-ধ্বজ, গজ-মোচন মুরারে॥

শ্রীপুরুষোত্তম, পরমেশ্বর প্রভু, পরম-ব্রহ্ম পরমেষ্ঠী অম্বারে। দুঃখিতে দয়াং কুরু, দেব দেবকীসুত, দুর্মতি পরমানন্দ পরিহারে॥ ৪।

গোবর্দ্ধন দাস।

শ্রীরাগ।

শ্রম-জলে ঢর ঢর, দুহুঁ কলেবর, ভিগল অরুণিম বাসু। রতন-বেদী পর, বৈঠল দুহুঁ জন, খরতর বহই নিশ্বাস॥ আনন্দ কহই না যায়। চামর করে কোই, বীজন বীজই, কোই বারি লেই ধায়॥ চরণ পাখা-লই, তাম্বুল যোগায়ই, কোই মোছায়ই ঘাম। ঐছন দুহুঁ তনু, শীতল করল, জনু, কুবলয় চম্পক-দাম। আর সহ-চরীগণে, বহুবিধ সেবনে, শ্রম জল করলহিঁ দূর। আনন্দ-সায়রে, দুহুঁ মুখ হেরই, গোবর্দ্ধন হিয়া পূর॥ ১

শ্রীরাগ।

কি করব এ সখি! মন্দির মাহ। ইহ মধু-যামিনী, সব ব্রজ-কামিনী, বৃন্দা-বিপিনহি যাহ॥ হোরি-রঙ্গ-তর-ঙ্গিত শ্যামর, বিহরই কালিন্দী-তীর। সোঙরি সোঙরি মন, করত উচাটন, যতনে না হোয়ত থির॥ কি করব গুরুজন, পরিজন দুরজন, ইহ সব বড়ই তিখার। সহচরী রঙ্গহি, পরম নিশঙ্কহি কানু সঙ্গে করব বিহার॥ মৃগ-মদ চন্দন, কুঙ্কুম হারগণ, যতেক ঝাঁপি লেহ হাত। তাম্বূল কর্পূরযুত, লেই চলহ দ্রুত, গোবর্দ্ধন চলু সাথ॥২

কামোদ।

ঋতু পতি-যামিনী কালিন্দীর তীর।
বিকসিত ফুলচয় কুঞ্জ-কুটীর॥
কোকিলকুল পঞ্চম করু গান।
গুঞ্জরি চঞ্চরী করু মধু-পান॥
চান্দিনী রজনী উজোরল তায়।
সুমলয় পবন বহই মৃদু বায়॥
ঐছন সময়ে বিহরে মঝু নাহ।
কি করব অব হাম মন্দির মাহ॥
সো মুখ যব মঝু উপজয়ে চিত।
অতি উৎকণ্ঠিত না মানয়ে ভীত॥
কতয়ে মনোরথ মন মাহা হোয়।
যৈছন রভসে মিলব পিয়া মোয়॥
তুরিতে চলহ সখি! পূরব আশ।
সঙ্গে চলব গোবর্দ্ধন দাস॥৩

বসন্ত।

পদ্মা সখী সহ, আওল শুনলু, খেলব নাহক সাথ। বংশীবট-তট, মিলন ভেল বুঝি, ফাগু-যন্ত্র করি হাত॥ সজনি! ইহ দারুণ পরমাদ।

ঐছন ভাতি, বচন করি চল সখি, যাই করিয়ে সব বাদ॥ ভদ্রা শ্যাম-লম্বা সহ মিলব, যূথে যূথে এক হোই। সবে মিলি ফাগু, তিমির করি বেড়ব, লখই না পারই কোই॥ ঐছ'ন কানু লেই সবে আওব, তুরিতহিঁ নিধুবন পাশ। গোবৰ্দ্ধন কহ, আনন্দে খেলই, পদ্মা পাউঁ নৈরাশ॥ ৪

লোচন দাস।

শ্রীরাগ।

কি হৈল কি, হৈল সই, জ্বালার উপর জ্বালা। পথে যাইতে, দেখা হইলে, বসন টানে কালা॥ ভরম কৈনু, সরম কৈনু, বসন দিলাম মাথে। সকল সখার, মাঝে কালা, ধরে আমার হাতে॥ কালার সনে, রসের কথায়, মনে পাইনু সুখ। গোপত কথা, বেকত হৈল, এই সে বড় দুখ॥ ছলবলকে চতুর বলি হেট মুড়াকে জপু। রস বুঝিলে, রসিক বলি, না বুঝিলে ভেঁপু॥ লোচন বলে, আলো দিদি, গালি দিলা কেনে। কালা বই, রসিক নাই, এ তিন ভুবনে॥ ১

শ্রীরাগ।

তোমাতে আমাতে, যেমত পিরীতি, ভাল সে জানহ তুমি। লোক চরচাতে, ভাসুর ভায়ই, এমতি থাকিব আমি॥ আসিবা যাইবা, দূরেতে থাকিবা, না চাবে আমার পানে। বড়ই বিষম গুরু দুরজন, দেখিলে মারয়ে প্রাণে॥ তুমি যদি বল, পরাণ বন্ধু তবে কুলে বা আমার কি। ইঙ্গিত পাইলে, সব সমাধিয়া, কুলে তিলাঞ্জলি দি॥ এ দুখ কহিতে, সে দুখ বড়ই, কলঙ্ক রহিবে শেষে। গোপত পিরীতি, রাখহ যুবতী, কহয়ে লোচন দাসে॥ ২

ধানশী।

কি ভাব উঠিল মনে, কান্দিয়া আকুল কেনে, সোণার অঙ্গ ধূলায় লোটায়। ক্ষণে ক্ষণে বৃন্দাবন, করে গোরা সোঙরণ, ললিতা বিশাখা বলি ধায়॥ রাধা-ভাব অঙ্গীকরি, রাধার বরণ ধরি, রাধা বিনে আন নাহি ভায়। সুরধুনী-তীর-বন, দেখি মনে বৃন্দাবন, যমুনা-পুলিন বলি ধায়॥ রাধিকা রাধিকা বলি, ভূমে যায় গড়াগড়ি, রাধা নাম জপয়ে সদায়। প্রেম-রসে হইয়া ভোরা, সংকীর্ত্তন-মাঝে গোরা, রাধানাম জীবেরে বুঝায়॥ ত্রিভঙ্গ হইয়া গোরা, দু-নয়নে প্রেম-

ধারা, পীত বসন বংশী চায়। প্রেম-ধন অনুক্ষণ, দান করে জনে জন, এ লোচনদাস গুণ গায় ॥ ৩

সুহই।

জীব না জীব না সই, এ ছার পরাণ কা'র তরে। এত পরমাদে সই, রাধার মনে আন নই, প্রাণ কাঁদে বিচ্ছেদের ডরে ॥ বন্ধুরে বিদরে হিয়া, একা নিশবদ হইয়া শুনিয়া রহিনু মুঞি দিনে। স্বপনে বন্ধুর সনে, মনের কথাটী কই, ননদী দাড়াএঞা তাহা শুনে ॥ ঘুমের আলসে দুটি, আঁখিতে মেলিতে নারি কালা-রূপ যাহা তাঁহা দেখি। আন বোল বলিতে, কানু বলিয়া ডাকি, প্রতি বোলে ওরা করে সখী ॥ কালা বিলারের হার, কালা গলার কাঁঠি, কাল সূতায় নিতি মালা গাঁথি। লোচন বলয়ে অনুরাগের বালাই রাই, বন্ধুগণের লাগি বেথি ॥ ৪

বৃন্দাবন দাস।

মঙ্গল।

নানা দ্রব্য আয়োজন, কবি করে নিমন্ত্রণ, কৃপা করি কর আগমন। তোমরা বৈষ্ণবগণ, মে র এই নিবেদন, দৃষ্টি করি কর সমাপন ॥ করি এত নিবেদন, আনিল মোহান্তগণ, কীর্ত্তনের করে অধিবাস। অনেক ভাগ্যের বলে, বৈষ্ণব আসিয়া মেলে, কালি হবে মহোৎসব বিলাস ॥ শ্রীকৃষ্ণের লীলা গান, করিবেন আস্বাদন, পূরিবে সবার অভিলাষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র, সকল ভকতবৃন্দ গুণ গায় বৃন্দাবন দাস ॥ ১

বরাড়ী।

আগে রম্ভা আরোপণ, পূর্ণ-ঘট-স্থাপন আম্র-পল্লব সারি সারি। দ্বিজে বেদ-ধ্বনি করে, নারীগণ জয়কারে, আর-সবে বলে হরি হরি ॥ দধি ঘৃত মঙ্গল, করি সবে উতরোল, করয়ে আনন্দ পরকাশ। আনিয়া বৈষ্ণবগণ, দিয়া মালা চন্দন, কীর্ত্তন মঙ্গল অধিবাস ॥ সবার আনন্দ মন, বৈষ্ণবের আগমন, কালি হবে চৈতন্য-কীর্ত্তন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম, শ্রীনিত্যানন্দ ধাম, গুণ গায় দাস বৃন্দাবন ॥ ২

মঙ্গল গুর্জ্জরী।

বিনোদ বন্ধনে নাচে শচীনন্দনে, চৌদিকে রূপ পরকাশ। বামে রঘু পণ্ডিত, প্রিয় গদাধর দক্ষিণে নরহরি দাস ॥ গৌরাঙ্গ-অঙ্গেতে, কনয়া কদম্ব জনু, ঐছন পুলকের আভা। আনন্দ

।নভোল, ঠাকুর নিত্যানন্দ, দেখিয়া গৌরাঙ্গের শোভা॥ যাহার অনুভব, সেই সে সমুঝই, কহনে না যায় পর কাশ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ-গুণ গায় বৃন্দাবন দাস॥ ৩

শ্রীরাগ।

জীবের ভাগ্যে অবনী আইলা গৌরহরি। ভুবন-মোহন রূপ সোণার পুতলী॥ হরি-নামামৃত দিয়া করিলা চেতন। কলিযুগে ছিল যত জীব অচেতন॥ নিত্যানন্দ অদ্বৈত আচার্য্য গদাধর। সকল ভকত মাঝে সাজে পহুবর॥ খোল করতাল মন্দিরা ঘন রোল। ভাবের আবেশে গোরা বলে হরিবোল॥ ভুজ তুলি নাচে পহু শচীর নন্দন। রামাই সুন্দর নাচে শ্রীরঘুনন্দন॥ শ্রীনিবাস হরিদাস আর বক্রেশ্বর। দ্বিজ হরিদাস নাচে পণ্ডিত শঙ্কর॥ জয় জয় জয় ধ্বনি জগতে প্রকাশ। আনন্দে মগন ভেল বৃন্দাবন দাস॥ ৪

বংশীবৰ্দ্ধন।

ধানশী।

বাম ভুজ আঁখি, সঘনে নাচিছে, হৃদয়ে উঠিছে সুখ। প্রভাতে স্বপন, প্রতীত বচন, দেখিব পিয়ার মুখ॥ হাতের বাসন, খসিয়া পড়িছে, দুজনার একই কথা। বন্ধু আসিবার, ঠিক না সুধাইতে, নাগিনী নাচায় মাথা॥ ভ্রমর কোকিল, শবদ করয়ে, শুনিতে সাধায়ে চিত। রুরু মৃগগণে, করয়ে মিলনে, যৈছন পুরব নীত॥ খঞ্জন আসিয়া, কমলে বৈসয়ে, সারী শুক করে গান। বংশী কহয়ে, এ সব লক্ষণ, কভু না হইবে আন॥ ১

বিভাস।

হের দেখ বাছার, রুচির করতল আঁখি, বিধির কারণ এক ঠাম। আমার মনের সাধ, বুঝিয়া সে মুনিরাজ, গোপাল বলিয়া থুইলা নাম॥ অতিশয় শিশু-মতি, মন্দ মন্দ গতি, কটি-তটে কিঙ্কিণী বাজে। কম্বু কণ্ঠ পরি, মোতিম-মালবর, লম্বিত রুরু-নখ সাজে॥ অনেক সাধ করি, করে নবনীত ভরি, দেয়লু ভোজন লাগি। সো নাহি খাওত, ক্ষিতিতলে ডারত, ইহ মোর করম অভাগী॥ বংশী কহয়ে শুন, মাতা যশোমতি, তোহারি চরণে করু সেবা। এ তুয়া নন্দন, ভুবন-বিমোহন, পুণ-ফলে পাওই কেবা॥ ২

ভাটিয়ারি।

ভাল নাচ রে নাচ রে নাচ রে নন্দ-দুলাল। ব্রজ রমণীগণ চৌদিগে বেড়ল যশোমতী দেই করতাল॥ ঝুনুর ঝুনুর ঝুনুর ধ্বনি, ঝাঁঝর কিঙ্কিণী গতি নট খঞ্জন-ভাঁতি। হেরইতে অখিল, নয়ন মন ভুলযে ইহ নব-নীরদকাঁতি॥ করে করি মাখন, দেই রমণীগণ, খাওই নাচই রঙ্গে। ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ, পঙ্কজ সুললিত, চরণ চালই কত ভঙ্গে॥ কুঞ্চিত কেশ, বেশ দিগম্বর, কটি-তটে ঘুঙ্গুর সাজ। বংশী কহই কিয়ে, জগ-জন মঙ্গল, শ্রবণে সুধা সম বাজ॥ ৩

কামোদ।

জয় জয় নবদ্বীপ মাঝ। গৌরাঙ্গ আদেশ পাএল ঠাকুর অদ্বৈত যাএল করে খোল মঙ্গলের সাজ॥ আনিয়া বৈষ্ণব সব, হরিবোল কলরব, মহোৎসবের করে অধিবাস। আপনি নিতাই ধন, দেই মালাচন্দন, করে প্রিয় বৈষ্ণব সম্ভাষ॥ গোবিন্দ মৃদঙ্গ লৈয়া, বাজায় তাতা থৈয়া থৈয়া, করতালে অদ্বৈত চপল। হরিদাস করে গান, শ্রীবাস ধরয়ে তান, নাচে গোরা কীর্ত্তন মঙ্গল॥ চৌদিকে বৈষ্ণবগণে, হরি বোলে ঘনে ঘনে, কালি হবে কীর্ত্তন মহোৎসব। আজি খোল মঙ্গলি রাখিয়ে আনন্দ করি, বংশী বলে দেহ জয় রব॥ ৪

চম্পতিপতি।

শ্রীগান্ধার।

দধর দূত করি, কি তোহে সম্বাদব, মধু-রসে সো মাতোয়ারা। মলয়-পবন দেই, কি তোহে সম্বাদব, সো অতি মন্দ সঁচারা॥ মাধব! কা দেই সম্বাদব তোয়। যব তুহুঁ আওব, সবহুঁ নিবেদব, মদন রাখয়ে যদি মোয়॥ আছু না ঐছন, চতুর সখীগণ, যা দেই সম্বাদ পাঠাই। গুরুয়া লাজ বড়, এ দূর দেশান্তর, তেঞি হাম একলি না যাই॥ তো বিনু দুখ যত, তাহা না কহিব কত, দারুণ বিরহ বিষাদ। চম্পতিপতি, প্রতি কহইতে ঐছন, বাঢ়ল প্রেম উনমাদ॥ ১

শ্রীগান্ধার।

আওল শরদ, নিশাকর নিরমল, পরিমল কমল-বিকাশ। হেরি হেরি বরজ, রমণীগণ মুরছয়ে, সোঙরিয়া রাস-বিলাস॥ মাধব! তুয়া অতি চপল চরিত। কিয়ে অভিলাষে, রহলি মথুরাপুরে, বিসরিয়া পূরব-বিপরীত॥ এ সুখ যামিনী, বিরহিণী কামিনী,

কৈছনে ধরব পরাণ। রোই রোই ভরম, সরম সব তেজল জীবইতে নাহি নিদান॥ অমল কমল-দল, যো মুখ-মণ্ডল, অব ভেল ঝামর তুল। চম্পতিপতি তোহে, কিয়ে সমুঝায়ব, পেখহ বল্লবীকুল॥ ২

পঠমঞ্জরী।

মথুরার নাম শুনি পরাণ কেমন করে। বড় মনে সাধ করে কানু দেখিবারে॥ আর কি গোকুল-চান্দ না করিব কোলে। পাইয়া পরশ-মণি হারাইনু হেলে॥ ও পারে বন্ধুর ঘর বৈসে গুণনিধি। পাখী হৈয়া উড়ি যাউ পাখা না দেয় বিধি॥ আগুনেতে দিয়ে ঝাঁপ আগুণ নিভায়। পাষাণেতে দিয়ে কোল পাষাণ মিলায়॥ যমুনাতে দিয়ে ঝাঁপ না জানি সাঁতার। কলসে কলসে সিঁচি না টুটে পাথার॥ কত দূরে প্রাণ-নাথ আছে কোন দেশ। চম্পতিপতি বিনু তনু ভেল শেষ॥ ৩

কামোদ।

সো বর শঠ গুণ, গুরুবর গুরুতর, যছু গুণ জলনিধি-সার। হাম অবলা জাতি, তাহে দুঃখিত মতি, কৈছনে পাওব পার॥ সজনি! আর কত করু পরলাপ। সো মুঝে যৈছন, করলহিঁ অপমান, সো বড় হৃদয়ক তাপ॥ যো বর-নারী সার করি লেওল, সো পদ সেবউ আনন্দে। তাকর লাগি জাগি দিন যামিনী, পিবউ সো মক রন্দে। তাহে লাগি অন্ন, পাণী সব তেজউ, জপ করু তাকর নাম চম্পতি পতি কয়, সেই যুবতী বর, গায়ত তছু গুণ-গাম॥ ৪

নরহরি দাস।

বেলোয়ার।

দেখ শচীনন্দন, জগত-জীবন-ধন, অনুক্ষণ প্রেম-ধন জগ-জনে যাচে। ভাবে বিভোর বর, গৌর তনু পুলকিত, সঘনে বোলাওত হরি গোরা পহু নাচে॥ সব অবতার-সার গোরা অব-তার। হেম বরণ জিনি, নিরুপম তনু-খানি অরুণ নয়ানে বহে প্রেম-ধার॥ বৃন্দাবন-গুণ শুনি লুঠত সে দ্বিজ-মণি, ভাব-ভরে গর গর পহুঁ মোর হাসে। কাশীশ্বর অভিরাম, পণ্ডিত পুরুষোত্তম, গুণ গান করতহি নরহরি দাসে॥ ১

শ্রীরাগ।

ঝুলয়ে সুন্দর, রসময় গোরা, না জানি কি রঙ্গে মাতিয়া গো! হেরি

হেরি গদাধর মুখ, আঁখি ভঙ্গী করে, কত ভাতিয়া গো॥ নরহরি মুকুন্দাদি সঙ্গিগণে, মৃদু মৃদু হাসি হাসিয়া গো। সুরচিত নব, হিন্দোলা যতনে, ঝুলাওত সুখে ভাসিয়া গো॥ মধুর সুস্বর, গায় কেহ কেহ, কে ধরে ধৈরজ শুনিয়া গো। সে শোভা দেখি, আঁখি কি ফিরয়ে, মৈনু মনে মনে গুনিয়া গো॥ এত দিনে কুললাজ, যাবে সব, বলিয়ে সব, সে পথ খাইয়ে গো। নরহরি নাথে, নেহার বারেক, সুরধুনী তীরে যাইয়া গো॥ ২ ২৩.৯৪।

বেলোয়ার।

ঝুলত সুখময় শ্যাম গোরী। বৃন্দাবন-বিপিন, নিকুঞ্জ মাঝ মিলি, প্রিয় ললিতাদি ঝুলাওত থোরি॥ সুললিত তরল, হিন্দোল মাঝ অতি, ঝলকত যুগল-রূপ রুচি ধাম। মৃগমদ-অঞ্জন পুঞ্জ, জলদ-তনু কেশর, বিদলিত-দামিনী-দাম॥ শোভা •ভুবন, বিজয় নহ সমতুল, দুহুঁ মুখ চন্দ বিমল পরকাশ। হেরি দুহুঁক গুণ, গাওত চৌদিশে, শুক পিককুল হিয়া অধিক উল্লাস॥ ঝঙ্করু ভ্রমর, যন্ত্র জনু বাজত, নৃত্যতি শিখিকুল উমগ অভঙ্গ। নরহরি কহ করি, কো বরণব ইহ, বৃন্দাবন মধি বিবিধ তরঙ্গ॥ ৩

কেদার।

আজু ললিত হিণ্ডোর মাঝে। রঙ্গে ঝুলত নাগর-রাজে॥ যাই সুবদনী বাম পাশ। কতহুঁ আনন্দ-সায়রে ভাস॥ কিবা অদভুত দুহুঁক শোভা। নাহিক উপমা ভুবন-লোভা॥ দুহুঁ দুহুঁ মুখ দুহুঁ সে হেরি। হাসি চুম্ব দেই বেরি বেরি বেরি॥ আঁখি-ভঙ্গী করি কতেক ভাতি। কহে গদ গদ রভসে মাতি॥ ললিতাদি সখী সে সুখে ভাসি। নেহারে দোঁহার বদন শশী॥ রঙ্গে ঝুলায়ত মন্দ মন্দ। হিলিয়া গাওত গীত সুছন্দ॥ বাজত বেণু বীণ উপাঙ্গ। মধুর মৃদঙ্গ মুরজ চঙ্গ॥ কেহ নাচে কত ভঙ্গী করি। অতি মোহিত তা দোঁহে হেরি॥ সুর-নরনারী নিজগণ সঙ্গে। পুষ্পবৃষ্টি করত রঙ্গে॥ জয় শবদ বৃন্দাবন ভরি। শুনিয়া রঙ্গে মাতে নরহরি॥৪

শিবরাম দাস।

মায়ূর।

রঙ্গে হো হো হোরি। খেলত নওল কিশোরী॥ বাজত তাল, রবাব পাখোয়াজ, সখীগণ ঘন করতালি। কুসুম চন্দন, আবির উড়ত ঘন, বরিখত জনু পিচকারি॥ দুহুঁ দুহুঁ খেলন,

সমর প্রবন্ধহি, দুহুঁ পর দুহুঁ পড়ু-ভোরি। জিতনু জিতনু স্বন, দুহুঁ জন গরজন সখীগণ ভণ রব জোরি॥ ক্ষণে ক্ষণে স্থকিত, বদন দুহুঁ নিরীক্ষন, যৈছন চাঁদ চকোরী। তহিঁ শিবরাম, দাস মন আনন্দে, হেরি হাসে থোরি থোরি॥ ১

বসন্ত।

হোরি হো রঙ্গে মাতি। আবিরে অরুণ গোরী শ্যামক কাঁতি॥ নিপতিত যন্ত্রে, সুরঙ্গিম কুঙ্কুম, চুয়া নন্দন কেশর সাথী॥ চৌদিগে আবির, উড়ায়ত ব্রজ-বধূ, অরুণ তিমির কিয়ে ভেল দিন রাতি॥ বীণ উপাঙ্গ, মুরজ স্বরমণ্ডল, ডম্ফ রবাব বাওয়ে কত ভাতি। কোই মায়ূর, সুরট কোই সারঙ্গ, কোই বসন্ত গাওয়ে স্বর জাতি॥ নাচত ময়ূর, ঘোর ঘন কোকিল, রোল বোলে মত্ত মধুকর পাঁতি। ঋতুপতি পরম মনোহর খেলন, হেরি শিবরাম হরিখে ভরু ছাতি॥ ২

গান্ধার।

একি পরমাদ আই। লোকের বদনে, শুনি যা শ্রবণে, তাহাই দেখিতে পাই॥ তোমার আমার, বাপের কুলেতে, কখন কথাটি নাই। তবে কেন তুমি, কানু কানু করি, সদাই জপহ রাই॥ কানু নাম শুনি, চমকি উঠহ, পুলক তাহার সাথী। কালা-রূপ দেখি, ছল ছল আঁখি, বেকত এ সব দেখি॥ আমি ননদিনী, সব রস জানি, পসারের চৌপিঠ। কহে শিব-রাম, বুঝিনু কথায়, তুমি সে বড়ই ঢীট॥ ৩

বরাড়ী।

ননদিনি লো, মিছাই লোকের কথা। যদি কানু সঙ্গে, পিরীতি করিত, শপতি তোমার মাথা॥ নিজ পতি বিনে, অন্য নাহি জানি সেই সে আমার ভাল। কোন গুণে যাই, রাখালে ভজিব, যাহার বরণ কাল॥ মণি মুকুতার, আভরণ নাহি, সাজনি বনের ফুলে। চূড়ার উপরে, ভমরা গুঞ্জরে, তাহে কি রমণী ভুলে॥ রাজা হৈয়া যারে, দেখিতে না পারে, মায়ে বলে ননীচোরা। কহে শিবরাম, রাধার কলঙ্ক, মিছাই করিলা তোরা॥ ৪

সনাতন গোস্বামী।

বালাধানশী।

রাধে নিগদ নিজং গদ মূলং। উদয়তি তনু মনু, কিমিতি পুলক-কুল, মনুকৃত-বিটপ-মুকুলং॥ প্রচুর-

পুরন্দর, গোপ-বিনিন্দিত-কান্তি-পটল মনুকূলং। ক্ষিপসি বিদূরে, মৃদুলং মুহুরপি, সংভৃত মুরসি দুকূলং॥ অভিনন্দসি নহি, চন্দ্র-রজোভব, বাসিতমপি তাম্বূলং। ইদমপি বিকিরসি, বর-চম্পক কৃত, মনুপম-দাম সচূলং॥ ভজদনবস্থিতি, মখিল-পদে সখি, সপদি বিড়ম্বিত-তুলং। কলিত-সনাতন, কৌতুক মপি তব, হৃদয়ং স্ফুরতি সশূলং॥ ১

তুড়ী।

সিচয়মুদঞ্চয় হৃদয়াদল্লং। বিলিখাম্যদ্ভুত মকরীকল্পং। ইহ নহি সঙ্কুচ পঙ্কজ নয়নে। বেশং তব করবৈ রতি-শয়নে॥ রাধে দোলয় ন কিল কপোলং। চিত্রং রচয়ামহম-বিলোলং॥ তব বপুরদ্য সনাতন-শোভং। জনয়তি হৃদি মম কঞ্চন লোভং॥ ২

সুহই।

হন্ত ন কিং মন্থরয়সি সন্ততম-ভিজল্পং। দন্ত-রুচিরন্তরয়তি সন্তম-সমনল্পং॥ রাধে পথি মুঞ্চ ভূরি সম্ভ্রমমভিসারে। চারয় চরণাম্বুরুহে ধীরে সুকুমারে॥ সতনু-ঘন-বর্ণমতুল-কুন্তল-নিচয়ান্তং। ধ্বান্তং তব জীবতু নখ-কান্তিভিরতিশান্তং॥ সা সনাতন-মনসাদ্য যান্তী গত-শঙ্কং। অঙ্গীকুরু মঞ্জু-কুঞ্জ-বসতেরলমঙ্কং॥ ৩

মুরারি।

ধানশী।

সখি হে, ফিরিয়া আপন ঘরে যাও। জীয়ন্তে মরিয়া যে, আপনা খাইয়াছে, তারে তুমি কি আর বুঝাও॥ নয়ান পুতলী করি, লৈয়াছে মোহনরূপ, হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ। পিরীতি আগুন জ্বালি, সকলি পোড়াঞাছি, জাতি কুল শীল অভিমান॥ না জানিয়া মূঢ় লোকে, কি জানি কি বলে মোকে, না করিয়ে শ্রবণগোচরে। স্রোত বিথার জলে, এ তনু ভাসাঞাছি, কি করিবে কুলের কুকুরে॥ খাইতে শুইতে চিতে আন নাহি হেরি পথে, বন্ধু বিনে আন নাহি ভায়। মুরারি গুপতে কহে, পিরীতি এমতি হৈলে, তার যশ তিন লোকে গায়॥ ১

সুহই।

রসবতি! ইহ রসিক জন মানস, যদি না পুরবি রামা। গুণগণ তেজি, দোষ সব সঙ্করু, তব কৈছে গুণবতী নামা॥ মানিনি! মোহে তেজসি কতি

লাগি। এক তুয়া সঙ্গে রসসিন্ধু নিমজনু, কত কত যামিনী জাগি॥ পহিল মিলনে সদয় হৃদয় ছিল, এবে হইল অতি কঠিনাই। কঠিন পয়োধর সঙ্গে কঠিন ভেল, সঙ্গদোষ নাহি যাই॥ যা লাগি নয়ন শায়ন ঘন বরিখয়ে, নিশি দিশি অন্তরে রাধা। তাকর মনে যদি করুণা না উপজয়ে, তব কিয়ে জীবন সাধা॥ এই দুই চরণ অমিয়ানিধি সন্তত, অন্তরে লেখই মোর। ভণই মুরারি প্রাণপতি হই, তনু জীবন তোর॥ ২

কামোদ।

কি ছার পিরীতি কৈলা, জীয়ন্তে বধিয়া আইলা, বাঁচিতে সংশয় ভেল রাই। সফরী সলিল বিনু, যোগাইব কত দিনু, শুন শুন নিঠুর মাধাই॥ ঘৃত দিয়া এক রতি, জ্বালি আইলা যুগবাতি, সে কেমনে রহে অযোগানে। শুন মোর নিবেদন, শীঘ্র কর আগমন, ঝাট আসি রাখহ পরাণে॥ বুঝিলাম উদ্দেশে, সাক্ষাতে পিরীতি তোষে, স্থানছাড়া বন্ধু বৈরি হয়। তার সাক্ষী হয় ভানু, জলছাড়া তার তনু, শুখাইলে পিরীতি না রয়॥ যত সুখে বাড়াইলা, তত দুঃখে পোড়াইলা, করিলা কুমুদবন্ধু ভাতি। গুপ্ত কহে এক মাসে, দ্বিপক্ষ ছাড়িল দেশে, নিদানে হইল কুহুরাতি॥ ৩

জগদানন্দ।

বালা ধানশী।

নিজ অপরাধ, মানি যব মাধব, কোরে আগোরত ধাব। সরস-বিরসময়ী, ইঙ্গিতে রসবতী, অসমতি সমতি বুঝাব॥ দেখ সখি! রাই কি করয়ে নৈরাশে। মান জলদ সঞে, নিকসয়ে মুখ-শশী, কানুক দীঘল নিশাসে॥ কনয়াচল-রুচ, উচ কুচ-চুচুক, সরসহি পরশিতে নাহ। মানক শেষ-লেশ-রস-সূচক, আধ মুদিত দিঠি চাহ॥ অধর সুধা-রস, পিবইতে যব ধনী, বঙ্কিম করু মুখ আধা। জগদানন্দ ভণ, তবহি সফল করু, হরি মন মনসিজ-বাধা॥ ১

ধানশী।

(আলি রি) হোত মনহুঁ উলাস সুলছন, বাম নিজ ভুজ উর জঘন ঘন, কম্পই দূর সঞে প্রাণ পিউ কিয়ে, অদূরে আওব রে। যবহুঁ পহু পরদেশ তেজব, আগে লিখন-সন্দেশ ভেজব, তবহুঁ বেশ বিশেষ বিভূখন, সবহুঁ ভাঅব রে॥ ত্রিপথ-গামিনী-তীরে প্রভু যব, অচিরে আওব শুনই পাওব,

আলস তেজি কুচ কলস জোর,আগোরে সাজব রে। তবহি হিয় মাহা হার পহিরব, বেণী ফণী মণি মাল বিরচব, চলব জল ছলে কলস লই সব, কলস ভাজব রে॥ নদীয়াপুরে জয় তূর বাজব, হৃদয়-তিমির সুদূর ধায়ব, ভকত-নখতক মাঝ যব দ্বিজরাজ রাজব রে। রঙন শয়নক ভঙন পৈঠব, পীঠ দেই হাসি পালটি বৈঠব, কছু সরস দেই কছু বিরস ভই, দোখে দোখব রে॥ পীন কুচ কর কমলে করষব, ক্ষীণ তনু মঝু পুলকে পুরব, ভাখি নহি নহি আঁখি মুদি রস, রাখি রোখব রে। বাহু গহি তব নাহ মাধব, সময় বুঝি হাম সরস সাধব, সুধই সুধাময় অধর পিবি পিয়া, পুন পিয়ায়ব রে॥ মীন-কেতন-সমরে চেতন-হীন হোয়ব নিশি নিকেতন, অবিরোধ বিনু অবোধ পিউ পরবোধ পায়ব রে। মিটব কিয়ে হিয়ক বিষাদ, ছল ছল কহু যব তবহুঁ কলনাদ, সুখদ সম্বাদ এক ধনী, ধায়ি লাওল রে॥ নাহ আওল এতহি ভাখিল, মৃত-সঞ্জীবন শ্রবণে পিবি পুন, জগত-আনন্দ ভণ জনু তনু জীবন পাওল রে॥ ২

ভৈরবী।

অকরুণ পুন বাল অরুণ, উদিত মুদিত কুমুদ বন, চমকি চুম্বি চঞ্চরী পদুমিনীক সদন সাজে। কি জানি সজনি রজনী থোর, ঘুঘু ঘন বোলত ঘোর, গতি যামিনী জিত দামিনী, কামিনী কুল লাজে॥ কুহরত হত-শোক কোক, জাগর-অবশ দুহুঁ লোক, শুক শারীক পিক কাকলী, নিধুবন ভরু ওয়াজে। গলিত ললিত বসন সাজে, মণিযুত বেণী ফণী বিরাজে, উচ কোরক করু চোরক, কুচ জোরক মাঝে॥ বিমল তড়িত জড়িত ভাতি, দোহে সুখে রহল মাতি, জিনি ভাদর রস-বাদর, পরমাদর শেজে। বরজ-কুলজ জলজ নয়নী, যুমত বিমল কমল-বয়নী, কৃত মালিশ ভুজ বালিশ আলিস নাহি তেজে॥ টুটল কিয়ে যুন ধনুগুণ, কিয়ে রতি-রণে ভেল তুণ শূন, সমর মাঝ পড়ল লাজ, রতি-পতি ভয় ভাজে। বিপতি পড়ল যুবতীবৃন্দ, গুণগণ গতি কহই মন্দ, জগদানন্দ সরস বিরস, রসবতী রসরাজে॥ ৩

মনোহর দাস।

বালা ধানশী।

শ্যামের মুরলী, হৃদয় খুবলি, করিলি সকল নাশ। মোর মিনতি, না শুনি আরতি, করহ বাজিতে আশ॥ শুন শুন রে ধরমনাশা। দেব আরাধিয়া,

ও মুখ বান্ধিব, ঘুচাব তোমার আশা॥ আমরা অবলা, সহজে অখলা, দেখিয়া তোহারি লোভ। অলপে অলপে সকল খাইয়া, জীবনে করহ ক্ষোভ॥ এখনে আমরা সতর হইনু তেজহ এ সব আশ। যাহার যেমন, না ছাড়ে কারণ, কহে মনোহর দাস॥ ১

বসন্ত।

দেখ, দেখ, অপরূপ গৌরাঙ্গের লীলা। ঋতু বসন্তে, সকল প্রিয়গণ মেলি, জলনিধি তীরে চলিলা॥ এক দিকে গদাধর, সঙ্গে স্বরূপ দামোদর, বাসুঘোষ গোবিন্দাদি মিলি। গৌরীদাস আদি করি, চন্দন পিচকা ভরি, গদাধরের অঙ্গে দেয় ফেলি॥ স্বরূপ নিজগণ সাথে, আবির লইয়া হাতে, সঘনে ফেলায় গোরা গায়। গৌরীদাস খেলি খেলি, গৌরাঙ্গ জিতল বলি, করতালি দিয়া আগে ধায়॥ রুষিয়া স্বরূপ কয়, হারিলা গৌরাঙ্গ রায়, জিতল আমার গদাধব। কক্ষতালি দেয় কেহ, নাচে গায় ঊর্দ্ধ-বাহু, এ দাস মোহন মনোহর॥ ২

গৌরী।

জয় জয় রাধে জি শরণ তোহারি।
ঐছন আরতি যাঙ বলিহারি॥
পাট পটাম্বর ওঢ়ে নীল শাড়ী।
সীথক সিন্দূর যাঙ বলিহারি॥
বেশ বনায়ল প্রিয়-সহচরী।
রতন-সিংহাসনে বৈঠলি গোরী॥
চৌদিকে সখীগণ দেই করতারি।
আরতি করতহি ললিতা পিয়ারী॥
রতন-জড়িত মণি মানিক-মোতি।
ঝলমল অভরণ প্রতি অঙ্গে জ্যোতি॥
চৌদিকে সহচরী মঙ্গল গাওয়ে।
প্রিয়-নর্ম্ম-সখীগণ চামর ঢুলায়ে॥
ও পদ-পঙ্কজ সেবন কি আশা।
দাস মনোহর করত ভরোসা॥ ৩

মাধবীদাস।

বরাড়ী।

কলহ করিয়া ছলা, আগে পহু চলি গেলা, ভেটিবারে নীলাচল-রায়। যতেক ভকতগণ, হৈয়া সকরুণ মন, পদ-চিহ্ন-অনুসারে ধায়॥ নিতাই বিরহ-অনলে ভেল ধন্দ। আঠারনালাতে হৈতে, কান্দিতে কান্দিতে পথে, যায় নিতাই অবধূত-চন্দ॥ সিংহ-দুয়ারে গিয়া, মরমে বেদনা পাইয়া, দাঁড়াইল নিত্যানন্দ রায়। হরেকৃষ্ণ হরি বলে, দেখিয়াছ সন্ন্যাসীরে, নীলাচল বাসীরে সুধায়॥ জাম্বুনদ-হেম জিনি, গৌরাঙ্গ-বরণ খানি, অরুণ বসন শোভে গায়।

প্রেম-ভরে গরগর, আঁখিযুগ ঝর, ঝর হরি হরি বোল বলি ধায়। ছাড়ি নাগরালী বেশে, ভ্রমে পহু দেশে দেশে, এবে ভেল সন্ন্যাসীর বেশ॥ মাধবী দাসেতে কয়, অপরূপ গোরা রায়, ভট্টগৃহে করল প্রবেশ॥ ১

বরাড়ী।

নিত্যানন্দ সঙ্গতি মুকুন্দ গদাধরে।
দেখিলেন গৌরচন্দ্র-সার্ব্বভৌম ঘরে॥
প্রতপ্ত কাঞ্চন-কান্তি অরুণ বসন।
প্রেমে ছল ছল দুই অরুণ নয়ন।
আজানুলম্বিত ভুজ চন্দনে শোভিত।
উন্নত নাসিকা ঊর্দ্ধ-তিলক-শোভিত॥
গোপীনাথ সার্ব্বভৌম বাণীনাথ কাশী।
গোরা-রূপ দেখে যত নীলাচল-বাসী॥
দক্ষিণে নিতাই বসি বামে গদাধর।
মিলিলেন গোরাচাঁদের যত অনুচর॥
যে দেখয়ে গোরা-মুখ সেই প্রেমে ভাসে
মাধবী বঞ্চিত হৈল নিজ কর্ম্ম-দোষে॥ ২

ধানশী।

নীলাচল হৈতে, শচীরে দেখিতে, আইসে জগদানন্দ। রহি কত দূরে, দেখে নদীয়ারে, গোকুলপুরের ছন্দ॥ ভাবে পণ্ডিত রায়। পাই কি না পাই, শচীরে দেখিতে, এই অনুমানে যায়॥ তরু লতা যত, দেখে শত শত, অকালে খসিছে পাতা। রবির কিরণ, না হয় ফুটন, মেঘগণ দেখে রাতা॥ ডালে বসি পাখী, মুদি দুটি আঁখি, ফল জল তেয়াগিয়া। কান্দয়ে ফুকরি, ডুকরি ডুকরি, গোরাচাঁদ নাম লৈয়া॥ ধেনু যূথে যূথে, দাঁড়াইয়া পথে, কার মুখে নাহি রা। মাধবীদাসের ঠাকুর পণ্ডিত, পড়িল আছাড়ি গা॥ ৩

নৃসিংহ।

শ্রীগান্ধার।

ব্রজ নন্দকি নন্দন নীলমণি।
হেরি চন্দন-তিলক ভালে বনি॥
শিখি-পুচ্ছক বন্ধনী বামে টলি।
ফুল-দাম নেহারিতে কাম ঢলি॥
অতি কুঞ্চিত কুন্তল-লম্বী চলি।
মুখ নীল-সরোরুহ বেড়ি অলি॥
ভুজ-দণ্ডে বিখণ্ডিত হেমমণি।
নব-বারিদ বিদ্যুত স্থির জনি॥
অতি চঞ্চল লম্বিত পীত ধটি।
কল-কিঙ্কিণী সংযুত পীত কটি॥
পদ নূপুর বাজত পঞ্চস্বরে।
কর বাদন নর্ত্তন গীত বরে॥
পদ নূপুর বাজত পঞ্চরসে।
বেণু রাব বেয়াপিত দিগ দশে॥
যোগী যোগ ভুলে মুনি ধ্যান চলে।
ধায় কামিনী কাননে তেজি কুলে।

গজ সর্প সঙ্গে গিরিরাজ চলে।
সুখ-রূপ সুবীরুধ পুষ্প-ফলে॥
সুরাসুর লজ্জিত শান্ত মনে।
পদ সেবক দেব নৃসিংহ ভণে॥ ১

ভৈরবী।

আকাশ ভরিয়া উঠে জয় জয় ধ্বনি।
াচে শিব ব্রহ্মা ইন্দ্র চন্দ্র দিনমণি॥
ন্মতিথি-পূজা কৃষ্ণচন্দ্র-অভিষেক।
হের নর-মুনিগণ দেখে পরতেক॥
াঞ্চগব্য পঞ্চামৃত শত ঘট জলে।
ায় জয় দিয়া কৃষ্ণচন্দ্র-শিরে ঢালে॥
ানা যন্ত্র-বাদ্য গীত দুন্দুভির রোল।
তিন ভুবনের লোক বলে হরিবোল॥
কলরব মহোৎসব জগত বেড়িয়া।
ানন্দে হাসে প্রেমে ভাসে
ভূমিতে পড়িয়া॥
অখিল ব্রহ্মাণ্ড-নাথ নন্দের নন্দন।
নরসিংহ দেব মাগে চরণে শরণ॥ ২

সুহিনী।

নব নীরদ-নীল সুঠাম তনু।
মুখ-মণ্ডল ঝলমল চান্দ জনু॥
শিরে কুঞ্চিত কুন্তল-বন্ধ ঝুঁটা।
ভালে শোভিত গোময়-চিত্র ফোঁটা॥
অধরোজ্জল রঙ্গিম বিম্ব জনি।
গলে শোভিত মোতিম-হার মণি॥
ভুজ-অন্বিত অঙ্গদ মণ্ডলয়া।
নখ চন্দ্রক গর্ব্ব বিখণ্ডনয়া॥
হিয়ে হার রুরু-নখ রত্নে জড়া।
কটি কিঙ্কিণী ঘাঁঘর তাহে মোড়া॥
পদ নূপুর বঙ্করাজ সুশোভে।
থল পঙ্কজ-বিভ্রমে ভৃঙ্গ লোভে॥
ব্রজ বালক মাখন লেই করে।
সবে খাওত দেওত শ্যাম-করে॥
বিহরে নন্দ-নন্দন এ ভবনে।
পদ-সেবক দেব নৃসিংহ ভণে॥ ৩

শচীনন্দন।

সুহই।

ইহ পহিল মাঘক মাহ। সব ছোড়ি চলু মঝু নাহ॥ জিনি কনক কেশর-দাম। পহুঁ গোর সুন্দর-ধাম॥ পহুঁ গোর সুন্দর-ধাম শ্যামর-প্রেমে ডগ মগ শোহই। কুসুম-শর-বর, জিনিয়া সুন্দর, কতহুঁ ভাবিনী মোহই॥ না হেরিয়ে সো মুখ, ফাটি যায়ে বুক, প্রাণ ফাফর হোয়ে রি। কেশব ভারতী মন্দমতি অতি, কয়ল প্রিয় যতি সোঙরি॥

ইহ মাহ ফাগুন ভেল। বিহি নাহ কাঁহে লেই গেল॥ তাহঁ আওয়ে পূর্ণিমক রাতি। দিন সোঙরি ফোরত ছাতি॥ দিন সোঙরি, ফুরত ছাতি সো মুখ, জন্ম-দিন ইহ গাবিয়া।

ভকত-চাতক, অঝরে লোচন, রোয়ত সো সুখ ভাবিয়া॥ হাম কৈছে রাখব, প্রাণ পামর, গৌর-তনু নাহি হেরিয়া। ঐছে মাধুরী, প্রেম চাতুরী, সোঙরি ফাটত ছাতিয়া॥

ইহ আওয়ে চৈতক মাহ। ঋতু-রাজ-রাজক দাহ॥ ইহ ভকতবৃন্দক মেলি। পহুঁ করত কীর্ত্তন-কেলি॥ পহুঁ করত কীর্ত্তন, কেলি কাঞ্চন বল্লী-মাধুরী গঞ্জিয়া। বাহুযুগ তুলি, কৃষ্ণ হেরি বলি লোরে নদী কত সিঞ্চিয়া॥

ইহ মাধবী পরবেশ। পিয়া গেল কিয়ে দূর দেশ॥ ইহ বসন তনুসুখ ছোড়। অব ধারল কৌপীন ডোর॥ অব ধারল কৌপীন, ডোর অরুণহি, বাস ছোড়ল চন্দনে। তেজি সুখময়, শয়ন আসন, ধূলায় পড়ি করু ক্রন্দনে॥ যো বুক পরিসর, হেরি কামিনী, পরশ রস লাগি মোহই। সো কিয়ে পামর, পতিত কোলে করি, অবনী মুরছিত রোয়ই॥

অব জেঠ মাহ ইহ আই। পহুঁসঙ্গ যদি নাহি পাই॥ হাম কৈছে রাখব দেহ। সখি! বিছুরি সো পহুঁ-লেহ॥ সখি! বিছুরি সো পহুঁ, লেহ দারুণ, দেহ রহে কিবা লাগিয়া। নিমিষ তরে তার, বিরহ-ভয়ে হাম, রজনী দিন রহি জাগিয়া॥ যো পদতল থল কমল-সুকোমল, কঠিন কুচে নাহি ধারিয়ে। সো পদ মেদিনী, তপত কুশ-বনে, ফিরয়ে সহিতে কি পারিয়ে॥

ইহ বিরহ দারুণ বাঢ়। তাহে আওয়ে মাহ আষাঢ়॥ গগনে নব নব মেহ। সব লোক আওল গেহ॥ সব লোক আওল, গেহ দারুণ, ঐছে বাদর হেরিয়া। হাম সে তাপিনী, পূরব পাপিনী, পহুঁ না আওল ফেরিয়া॥ কিবা সে চাঁচর, চিকুর শ্যামর, চূর্ণ-কুন্তল শোভিত। ভালে চন্দন, তাহে মৃগমদ বিন্দু রতি-পতি মোহিত॥

ইহ সঘনে বাঢ়ত দাহ। তাহে আওয়ে শাঙণ মাহ॥ ইহ মত্ত দাদুরী-বোল। শুনি প্রাণ ফাটয়ে মোর॥ ইহ মত্ত দাদুরী-রোল দামিনী চমকি ঝমকিত কাঁতিয়া। মেহ বাদর, বরিখে ঝর ঝর, হামারি লোচন-ভাতিয়া॥

মঝু প্রাণ কঠিন কঠোর। তাহে আওয়ে ভাদর ঘোর॥ মঝু প্রাণ জ্বলি জ্বলি যায়। দেহ ছোড়ি নাহি বাহি-রায়॥ দেহ ছোড়ি নাহি, বাহিরায় সো মুখ-চাঁদ অব নাহি পেখিয়া। হায় রে বিধি, না জানি করমহি, আর কি রাখিয়াছে লেখিয়া॥ আজানু-লম্বিত, বাহুযুগল, কনক করিবর-শুণ্ড রে। হেরি কামিনী, থির দামিনী, রোই ছোড়ল মন্দিরে॥

এ দুখ কহববিঁ কাহ। তাহে আওয়ে আশিন মাহ॥ ইহ নগর নবদ্বীপ মাঝ। তাহে ফিরত নটবররাজ॥ তাহে ফিরত নটবর রাজ কীর্ত্তনে, প্রেম আনন্দে মাতিয়া। নগর-নাগরী, হেরী ও মুখ, পতি ঘাতিতি ছাতিয়া॥ আর পুন কি, আওব ফিরব, নগর-কীর্ত্তন গাইয়া। খোল করতাল, গান সুমধুর, রোই ফিরব কি চাহিয়া॥

এত দুখ সহে কিয়ে ছাতি। তাহে আওয়ে কাতিক রাতি॥ তাহে শরদ চঁাদ উজোর। তঁহি ডাকে অলিকুল ঘোর॥ তাহে ডাকে অলিকুল কুসুম সমূহমে, গন্ধরাজ বিকাশ রে। শ্রীবাস আদি কত, ভকত শত শত, করল কীর্ত্তন রাস রে॥ সে হেন সুখ দিন, গেল দুরদিন, ভেল বিহি অব বাম রে থাকুক দরশন, অঙ্গ পরশন, শুনিতে দুর্লভ নাম রে॥

মঝু প্রাণ করে আনচান। যব শুনিয়ে আঘণ নাম। পহুঁ অধুনা না আওয়ে রে। মোরে বিধাতা বঞ্চল রে॥ মোরে বিধাতা, বঞ্চল রে দারুণ, প্রাণ চলু তছু পাশ রে। এ ঘর ছাড়িয়া, দণ্ড করে লৈয়া, কাঁহে কয়ল সন্ন্যাস রে॥

যব দেখি পৌষকি মাস॥ তব তেজলু জীবনক আশ। অব ধন্য সো নবনারী। যো দেশে পহুঁ পরচারি॥ যো দেশে পহুঁ পর-চারি ভেলহি, গেল তাসব দুঃখ রে। এ শচীনন্দন, দাস নিবেদন, কেন বা ছাড়িলা দেশ রে॥১*

পাহিড়া।

পহু মোর অদ্বৈত-মন্দির ছাড়ি চলে। শিরে দিয়া দুটি হাত, কান্দে শান্তিপুর-নাথ কিবা ছিল কিবা হৈল বলে॥ কৃপা করি মোর ঘরে, অবধূত বিশ্বম্ভরে কত রূপে করিলা বিহার। এবে সেই দুই ভাই, কি দোষে ছাড়িয়া যাই, শান্তিপুর করিয়া আন্ধার॥ অদ্যৈত-ঘরণী কান্দে, কেশ-পাশ নাহি বান্ধে, প্রভু বলি ডাকে উচ্চস্বরে। নিত্যানন্দ করি সঙ্গে, প্রেম-সংকীর্ত্তন রঙ্গে, কে আর নাচিবে মোর ঘরে॥ শান্তিপুরবাসী যত, তারা কান্দে অবিরত, লোটাঞা লোটাঞা ভূমি-তলে। শচীর নন্দন ভণ, শান্তিপুরে হৈল যেন, পূরবে শুনিল যে গোকুলে॥ ২

---

* শচীনন্দনের এই পদটি 'দ্বাদশ মাসিক বিরহ' বা 'বারমাস্যা' নামে খ্যাত।

নবচন্দ্র দাস।

সারঙ্গ।

মোহন যমুনার মাঠে অশোকের বন।
নবীন পল্লব সব অতি সুশোভন॥
তার মধ্যে দুই ভাই কৃষ্ণ বলরাম।
সখা সঙ্গে বিহরয়ে অতি অনুপাম॥
নবীন-জলদ-শ্যাম-তনু মনোহর।
ধাতু-রাগ-নব-গুঞ্জা-শৃঙ্গ-বেত্রধর॥
কদম্ব মঞ্জরী কাণে শিখি-চন্দ্র চূড়ে।
পীতবাস পরিধান বনমালা উরে॥
শ্রীদামের অংশে রাম হস্ত-পদ্ম দিয়া।
দক্ষিণ হস্তেতে এক পদ্ম ঘুরাইয়া॥
দাঁড়াইয়া তরু-তলে সঙ্গে বলরাম।
নবমেঘে চান্দে কিয়ে ভেল একঠাম॥
আহীর-বালক সব বেড়ি চারি পাশ।
মনের হরিষে দেখে নবচন্দ্র দাস॥১

ভাটিয়ারি।

ভালি রে গোপাল চূড়ামণি।
বংশীবটের মাঠে গোঠের সাজনি॥
বান্ধিয়া মোহন চূড়া গুঞ্জার আঁটনি।
বরিখা বকুলমালে ঈষত টালনি॥
গলায় ফুলের দাম গো-ধূলি সব গায়।
নাচিয়া যাইতে সে মঞ্জীর বাজে পায়॥
মণিময় আভরণ শ্যাম কলেবর। তড়িতে জড়িত যেন নব জলধর॥ সবার সমান বেশ নাটুয়া কাছনি। সঘনে পবন বেগে ফিরায় পাঁচনী॥ ব্রজ-বালক সঙ্গে রঙ্গে চলি যায়। নবচন্দ্র দাস পায় পড়িয়া লোটায়॥২

রসময় দাস।

তিরোতা।

রাইক ব্যাধি শুনহ বর কান।
যাহা শুনি গলি যায় দারু পাষাণ॥
উঠিছে কম্পের ঘটা বাজিছে দশন।
কণ্ঠ ঘড় ঘড় ভেল কি আর ভাবন॥
কণ্টকের ফল যেন পুলক-মণ্ডলী।
ফুটিয়া পড়ল সব মুকুতার গুলি॥
নয়ানের জলে বহে নদী শত-ধারা।
পাণ্ডুর বরণ দেহ জড়িমার পারা॥
তুয়া নাম শ্রবণে ডাকিছে কোন সখি।
শুনিতে বিকল হিয়া না মেলয়ে আঁখি॥
ক্ষীণ তনু দেখিয়া বাড়িছে মনে ব্যথা।
ভাঙ্গিলে মূরছাখানি কি আর বা কথা॥
সখিগণ বেড়িয়ে ডাকয়ে চারি পাশে।
কিয়ে ইথে করবহি রসময় দাসে॥ ১

গান্ধার।

বাহুড়িয়া আইস বন্ধু পরাণ পুতলি।
তোমা না দেখিয়া প্রাণ করিছে বিকলি
কত আঁখি পসারিব মথুরার পথে।
পাপিয়া পরাণে নাহি গেল
তোমার সাথে॥

হৃদে হে গোকুল প্রাণ জীবন ধন শ্যাম!
এক বেরি দরশন দিয়া রাখ প্রাণ॥
জনম অবধি দুঃখ আছে হিয়া ভরি।
দেখিলে তোমার মুখ সকল পাসরি॥
একবার বাহুড়িয়া আইস ব্রজপুরে
নিরখিয়া তোমার মুখ দুঃখ যাউক দূরে
শীতল মন্দির মাঝে তোমা বসাইব।
যত জনের দুঃখ কথা সকল কহিব॥
কত দিনে পূরিবে হিয়ার অভিলাষ।
শ্যাম নিয়ড়ে চলু রসময় দাস॥ ২

দেবকীনন্দন।

ভাটিয়ারি।

নাহি নাহি রে, গৌরাঙ্গ বিনে, দয়ার ঠাকুর নাহি আর। কৃপাময় গুণ নিধি, সব মনোরথ সিদ্ধি, পূর্ণ পূর্ণ অবতার॥ রাম আদি অবতারে, ক্রোধে নানা অস্ত্র ধরে, অসুরেরে করিলা সংহার এবে অস্ত্র না ধরিলা, কারু প্রাণে না মারিলা, মন-শুদ্ধি করিলা সবার॥ কলি-কবলিত যত, জীব সব মুরছিত, নাহি মন্ত্র ঔষধির তন্ত্র। তনু অতি ক্ষীণ প্রাণী, দেখি মৃত সঞ্জীবনী, প্রকাশিলা হরিনাম মন্ত্র॥ এ হেন করুণা তার, পাষাণ হৃদয় যার, সে না হৈল মণির সোসর। দেবকীনন্দন ভণে, হেন প্রভু যে না মানে, সে ভাড়িয়া গড়িয়া শূকর॥ ১

কেদার।

বিপরীত রতি অবসান কমল-মুখী, ঘামহি ভীগল চীর। সহচরী দাসী, চামর করে বীজই, কোই যোগায়ত নীর॥ বৈঠল রাধা নাগর কান। দুহুঁজন চির অভিলাষ পরি-পূরল, পরিজন মঙ্গল গান॥ কালিন্দী-তীর, নিকুঞ্জ মনোহর, বহতহি মলয়-সমীর। কত পরিহাস, রভস রস-কৌতুক, দুহুঁ পর দুহুঁ জন গীর॥ বৃন্দা দেবী, সময় বুঝি কুঞ্জহি, সেবই কত পরকার। ও রস-সায়রে, ওর না পাওল, দেবকীনন্দন আর॥ ২

রঘুনাথ দাস।

সারঙ্গ।

জয় জয় শ্রীজয়-দেব দয়াময় পদ্মা-বতী-রতি-কান্ত। রাধামাধব-প্রেম-ভকতি-রস, উজ্জল-মুরতি নিতান্ত॥ শ্রীগীতগোবিন্দ, গ্রন্থ সুধাময়, বিরচিত মনোহর ছন্দে। রাধাগোবিন্দ-নিগূঢ়-লীলা-গুণ-পদ্মাবলী-পদ-বৃন্দে॥ কেন্দু-বিল্ব বর, ধাম মনোহর, অনুক্ষণ করয়ে বিলাস। রসিক-ভকতগণ, যো সরবস

ধন, অহর্নিশি রহু তছু পাশ ॥ যুগল বিলাস-গুণ, কর আস্বাদন, অবিরত ভাবে বিভোর ॥ দাস রঘুনাথ ইহ, তছু গুণ বর্ণন, কিয়ে করব নব ওর ॥ ১

গৌরী।

চন্দ্র-বদনী ধনী মৃগ-নয়নী। রূপে গুণে অনুপমা রমণী-মণি ॥ মধুর হাসিনী, কমল-বিনাশিনী, মোতিম-হারিণী কম্বু-কণ্ঠিনী। থির-সৌদামিনী, গলিত-কাঞ্চন জিনি, তনু-রুচি-ধারিণী পিক-বচনী ॥ উরোজ-লম্বি-বেণী, মেরু পর যেন ফণী, আভরণ বহু মণি গজ-গামিনী। বীণা-পরিবাদিনী, চরণে নূপুর ধ্বনি, রতি-রসে পুলকিত জগ-মোহিনী ॥ সিংহ জিনিয়া মাঝ ক্ষীণা, তাহে মণি-কিঙ্কিণী, কাঁপি উছলি তনু পদ অবনী। বৃষভানু-নন্দিনী, জগ-জন-বন্দিনী,দাস রঘুনাথ পহুঁ মনোহারিণী ॥

গোকুল দাস।

তুড়ী।

পতিত দুর্গতি দেখি, আঁখিযুগল রে, কত ধারা বহে প্রেম-জলে। হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র, উপদেশ করাইয়া,তুমি আমার আমি তোমার বলে॥ করুণা শুনিতে প্রাণ কান্দে। তাপিত ত্রিজগত প্রেম-জলে সিঞ্চিত,শীতল করল গোরাচাঁদে ॥ খোল করতাল, পঞ্চম রসাল, অবনী করল ধনি। গোলোক-গোকুল-বৈভব লইয়া, আইলা পরশ-মণি ॥ ১

পাহিড়া।

কান্দে দেবী বিষ্ণুপ্রিয়া, নিজ অঙ্গ আছাড়িয়া, লোটাঞা লোটাঞা ক্ষিতি-তলে। ওহে নাথ কি করিলে, পাথারে ভাসাইয়া গেলে, কান্দিতে কান্দিতে ইহা বলে॥ এ ঘর জননী ছাড়ি, মুই অনাথিনী এড়ি, কার বোলে করিয়া সন্ন্যাস। বেদে শুনি রঘুনাথ, জানকী লইয়া সাথ, তবে সে করিলা বনবাস ॥ পুরবে নন্দের বালা, যবে মধুপুরে গেলা, এড়িয়া সকল গোপীগণে। উদ্ধবেরে পাঠাইয়া,নিজ-তত্ত্ব জানাইয়া, রাখিলেন তা সবার প্রাণে॥ চাঁদ-মুখ না দেখিব, আর পদ না সেবিব, না করিব সে সুখ বিলাস! এ দেহ গঙ্গায় দিব, তোমার শরণ নিব, কি আর জীবনে মোর আশ ॥ ২

গুরু নানক।

(সংক্ষিপ্ত জীবনী ২য় খণ্ড সঙ্গীত-সার-সংগ্রহে ১১৯৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

আলাইয়া—যৎ।

তু মেরো প্রাণ আধার। (প্রভুজী) নমস্কার দণ্ডবৎ বন্দন অনেক বার জো বার॥ (প্রভুজী) উঠত বৈঠত, শোয়ত জাগত, এমত তুজেহি চিতারে; যো তুম্ কর, সোহি ফল আমারে; তুমি আগে সার (প্রভুজী)॥ তু মেরে ওঠ বল, বুদ্ধি ধন তুম হি, তু মেরে পরবার, সুখ দুখ সব, মন কি বেরথা। সেবক নামক গুরুচরণার॥ (প্রভুজী) ১

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

বিসার সেই সব তত্ত্ব পরাই। যব সে সাধুসঙ্গ মায় পাই॥ নাহি কোই বয়রি, নাহি বেগানা, সকল সঙ্গ হাম্‌রি বলি আই। যো প্রভু কিনা, সো ভাল কর্ মান্ নো, এহি সুমতি সাধুতে পাই॥ সওমে রমো রহা প্রভু একো, পেক পেক নানক বিগশাই॥ ২

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

যেঁও জানো তেঁও তার স্বামী। ময কুটিল খল কপট কামী॥ জপ তপ নেম শুচ সংযম। এন বিধ নেহি ছুটে কারো স্বামী॥ গরদে ঘোর তু মন্দ সে কাঢ়ো। নানক নজর নেহারো স্বামী॥ ৩

মুলতান—আড়াঠেকা।

বর খো কঁহু কৌনসি মনকি। লোভ গ্রাস দশহুঁ দিশ ধাবত, আশা লাগে ধন কি। সুখ কা হেতু বহুতা দুখ পাওয়েত, সেবা করত জনক জননী, দ্বারে দ্বারে ছুঁ হানুয়াসা ফেরত, নাহি শুধু হরি ভজন কি॥ মানুষ জনম অকারণ খোয়াওত, লাজ না লাগে লোক হাসনকি। নানক! হরগুণ কেঁও নেহি গাও রে, কুমতি বিনাশ মন কি॥ ৪

খাম্বাজ - ঠুংরি।

প্রভুজী! আয়সো নাম তোমারো। পতিত পবিত্র লিয়ে কর আপনার, সকল করত নমস্কার॥ জাত বরণ কো পুছে নেহি, যাচত চরণার ধার। সাধুসঙ্গ নানক বুধ পাই, হরি-কীর্ত্তন জীবাধার॥ ৫

খাম্বাজ—যৎ।

ঠাকুর! তেঁই শরণাই আয়া। উতার' গেয়া মেরে মন্‌কি সংশয়, যব

তেরে দরশন পায়া॥ অনাপোলাতা মেরে বেরথা জানি, আপনা নাম জপায়া। দুখ নাটে সুখ সমজে গমায়া, আনন্দে আনন্দ গুণ গাযা॥ ৬

কবীর।

(জীবনী ২য় খণ্ড সঙ্গীত-সার-সংগ্রহে ১১৭৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

জয়জয়ন্তী—যৎ।

দরমা দে থাঁড়ে দরবারা। তুঝ বিন সুরতে কৌন লে হামারা, দরশন দিজে খোলে কেওয়াড়া। তুম্ ধন ধনী, উদারা ত্যাগী, শ্রবণে ন শুনিয়াত সুযশ তোমারি: মাঙ্গ কিছ্ ছে আওয়ে, রঙ্গ সব দেখ, তুম মেরে নিস্তারা॥ জয়দেব নামা, বিপ্র সুদামা, তেনকো কৃপা ভাঁই হ্যায় অপার; কহেত কবীর তু সমরথ দাতা, চার পদারথ দেত অনিবারা॥ ১

সুরতমল্লার—যৎ।

নাম না লেয়েং গোয়ারা, (হরিকে) ক্যা শোচতা বারম্বারা। দরশন কর না চাহিয়ে, তো দরশন মাজৎ রহিয়ে, যব দরশন লাগে কাই, তো দরশন কাঁহাতে পাই। পার উতারা না চাহিয়ে, তো খেঁউট সে মেন রহিয়ে, যব উতরি পাতরি গেয়া পারা, তো কাঁহা হাম্ কাঁহা জগৎ সংসারা॥ দেখ কবীর জীবে করণী, ওয়াকে অন্তর বিচ্ কা তরণী, কা তরণীকা ফান্দা ছুটে তোরহস রহস যমলুটে॥ ২

শব্দ।

জাগ রে মেরি সুরত সোহাগিন জাগ রে (টেক)। ক্যা তুম সোবত মোহ লোভ মেং উঠ কে ভজনিয়াঁ মেঁ লাগ রে। চিত সে শব্দ সুনোসরবন দে উঠত মধুর ধুন রাগ রে। দেনো কর জোর সীস চরনন দে ভক্তি অচল বর মাঁগ রে। কহত কবীর শুনো ভাই সাধো জগত পীঠ দে ভাগ রে॥ ৩

একতালা।

মায় গোলাম, মায় গোলাম,
মায় গেলাম তেরা।
তু দেওয়ান, তু দেওয়ান,
তু দেওয়ান মেরা॥
এক রোটীতে লংগটী,
দুয়ারে তেরে পাওয়া।
ভকতি ভাও দে অরোগ
নাম তেরা গাওয়া॥
তু দেওয়ান মেহেরবান্
নাম তেরা বারেয়া।
দাস কবীরা শরণে আয়া
চরণ লাগে, তারেয়া॥ ৪

নবরত্ন

সম্রাট আকবর দিল্লীর সিংহাসন অধিকার করিয়া সমগ্র রাজ্য সুশাসিত করিলে, তিনি একটি সঙ্গীত-বিষয়ক নবরত্নের সভা সংস্থাপন করেন। উক্ত সভায় সঙ্গীত-বিদ্যা-বিশারদ নয়জন ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহাদিগের নাম; —মিঞা খোদাবক্স, মিয়া মসনদ্আলি খাঁ, মিয়া তানসেন, বাবা রামদাস, সুরদাস, জ্ঞান খাঁ, জরিয়া খাঁ, মাহমুদ খাঁ ও খাণ্ডেরাও। এই নবরত্ন রচিত কয়েকটী সঙ্গীত এই স্থানে লিখিত হইল।

ভৈরব—চৌতাল।

আকবর প্রাণনাথ অনাগনকো ইহ নাথএ জাপৈ অষ্টসিদ্ধ নবনিদ্ধ পাইয়ে। পরম দাতা জ্ঞাতা সবহিকো মনরঞ্জন ইহ দুঃখ ভঞ্জন কল্পবৃক্ষ প্রত্যক্ষ পাইয়ে॥ অন্তরযামী স্বামী জগকাজ করবেকো এ রসনাল বনা- ইয়ে। জিলালউদ্দীন মহম্মদ এয়সে দাতা কি'য় তিহুঁ লোকমে যশ পাইয়ে॥ ১

ভৈরব—চৌতাল।

অশ্বপতি গজপতি নরপতি দিল্লী- পতি চকতাবলী চক তারণ। দারিদ্র্য- হরণ দিনমণি সুরজ শশী উড়গণ দুজ- বল ভীম ডর তেরি ত্রাস দান সমান কলি কারণ॥ রাজ সাজকে তুয় সমান ইন্দ্র ভাণ্ডারী কুবের আয়ও তুব শরণ। অপ বল বলী অচল রহো জিলাল-উদ্দীন আকবর সাহ জোলোঁ তোলোঁ নাম ধ্রুব ধরণ॥ ২

ইমন্—ঝাঁপতাল।

শুভ ঘরি শুভ দিন লগন্ মোহ- রতে বৈঠে তকত আজু দিল্লীপতি নররে। নৌখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড গুণিয়ণ কি আগে, ইন্দ্র যো বরখত মতিলাল তোমারো নগর রে॥ অচল কুশীধর চৌছত্র ছায়ে হিরা মতি লররে। যুগে যুগে জীও হুমায়ূন কি নন্দন সাহান কি সাহা পাতসাহা আকবর॥ ৩

কানাড়া—চৌতাল।

অচল রাজ করো লাখোঁ বরষ লোকে কায়েম্ রহো মহম্মদ সা আক- বর সাহা পাতসাহা কুঁ সোহত ছত্র তখত সব দেশ দেশতে লিজে খৈয়- রাৎ। অনেক জগ লোক রাজ কিয়া হায় এয়সেহি যশ হোয়ে শুভ নচ্ছত্র

যাগে সব দুনিয়াকে ভয়ে মনকে কাজ চাত ॥ ৪

দরবারী কানাড়া—চৌতাল।

শুভ নচ্ছত্র গায়েন গোহি সাধ শোভা লগন সকল ভুয়া রাজটিকো দয়ে শোভন চঞ্চক ধনে সঙ্গে প্রভাবিত বিভা ধায়েও। উমাগে চৌপাবেয়া চঢ়ায় চতুরদলে সঙ্গে বরাত বনায়ে, আনন্দে দুন্দুভি বাজায়ে শীশ বাজায়, নওরঙ্গ মাচোয় লাহোর নগর লায়ে সহর ধন লগ মাহদি কর রঙ্গ রচায় লায়েও ॥ শুভ নখত বলি বখত ওখত বৈঠায়ে, ছত্র সমান ছায়েও লাজ সাজ বিছাওনা বিছায়ে নৌখণ্ড দেশ দহে-জমে দেখায়ে, জগমঙ্গল গায়ে তেঁহুপুরা আনন্দ ভয়েও। কুট জগন চিরঞ্জীব রহো সাহে সাহে সাহে আলা মতু-হেলা যা প্রভো দিলি দুলাহান বেয়া হোগেই তোমসঙ্গে ছাব লাই জগমন ইচ্ছা সুফল ভই তব গুণী নেকী নেগ মরাতব আপনো পায়ে, দুঃখ • দরিদ্র গায়েও ॥ ৫

দরবারী কানাড়া—চৌতাল।

দুলে আয়ওবি আকবর নারী দিল্লী দুলহন বর পায়ও। ছত্র বলা বিরা-জত আলয়ত্ত ফানুশ মশাল বখত প্রতাপ জগ [illegible]য়ও। যব ধিগানে লেলিনে ঠেল [illegible]লে দুরজন দেশ দেশ জগ মগায়ও, রাখো নিশান ঘর ঘর মঙ্গল গায়ও। চির চিরঞ্জীবী রহো হুমায়ুনকো যায়ও ॥ ৬

মহারাজ মানসিংহ।

মহারাজ মানসিংহ আকবর পাত-সাহের দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন। ইনি মুসলমানের সহিত কুটুম্বিতা করিয়া নিজ কুল কলঙ্কিত করিয়াছিলেন। ভারতে ইহার নাম বিখ্যাত।

দেশ—জলদ তেতালা।

কঁহি বাজ রহো ছয়জী ছোটী লাডী জিয়ো বিছুয়া ছম্ ছম্ ছম্। চুড়লা চম্ চম্, ঝাঁঝড় ঝম্ ঝম্ গজ গমনী মহল চড়িছে ঠম্ ঠম্ ঠম্ ॥ রসিলে রাজ সুখসে সে ঝঁড় লেয়াওয়ে লাগ রহিছে রম্ ঝম্ রম্। মৃগনয়নী জীও বিছুওয়া ছন্ ছন্ ছন্ ॥ ১

পরজ—ধিমাতেতালা।

সা জানিয়ারে উয়ো দিন শাল ছে। বদন মিলায়ে মিলাওয়াছে বিদুনী ইঁও বিরহা জিয়া চালে ছে। সঁখীয়াঁ সহেলিয়া তানা দেছে, হাস

বাণ আন লিকালে ... । রসরাজ প্রিত্ লাগায়ে গরিবা সোঁ। ইঁও কই ছাড়না চালে ছে ॥ ২

রাজ্ঞী মীরাবাই।

মীরাবাই চিতোরের রাণা কুম্ভের মহিষী ছিলেন। ইনি বাল্যকাল হইতেই নিতান্ত ভক্তি-পরায়ণা ও কৃষ্ণ-প্রেমে তদ্গত-প্রাণা ছিলেন। ইনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইয়াও কৃষ্ণ-... ও ভক্তিরস বিস্মৃত হন নাই। ইনি ...ন সুগায়িকা ছিলেন। ইঁহার কৃষ্ণ-প্রেম-গীতি শুনিয়া ব্যক্তি-মাত্রেই মন্ত্রমুগ্ধবৎ হইতেন। 'ভক্তমাল' গ্রন্থে কথিত আছে,—সম্রাট আকবর তানসেন-সমভিব্যাহারে বৈষ্ণবের বেশে ইঁহার কৃষ্ণ-প্রেম-গীতি শুনিতে গিয়াছিলেন। তানসেন ইঁহার গান শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। সম্রাটের আগমনবার্ত্তা প্রচার হইলে, রাজমাতা মীরাবাইয়ের শিরচ্ছেদন করিতে উদ্যত হন। মীরাবাই বাটী পরিত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে কিছুকাল থাকিয়া, পরে দ্বারকায় অন্তর্হিত হন। মিরাবাই 'রাগগোবিন্দ' নামে একখানি ভজন-গ্রন্থ ও জয়দেব-কৃত 'গীতগোবিন্দের' টীকা প্রস্তুত করেন।

ভেরো—একতালা।

আজ সখী মেরো আনন্দ ভয়োহৈ ঘরমে মোহন লাধোরী, বনযোই বৃন্দাবন যোই যোই বিরাজে সব বাধোরী।

সতবে মলিয়ে অজব ঝরোখে তেহি ঠাঁহরি মাধোরী, মেরেতো ঘরমে মহি ঘনেরো চোর চোর দধি খাধোরী॥

অপনে দ্বারমে কবটী ঠাঢ়ি বাহ পকর হরি সাধোরী মীরানে প্রভু গিরিধর মিলিয়া বিরহ বাজনে বাধোরী ॥ ১

ভৈরবী—ঠেকা।

যমে ফাঁকি দিতে, জাগাব জীবে চিতে,
জাগাব রচিতে কবিতা গান।
তাই জীবে প্রাণে, সকল জীবের প্রাণে
উথলি উঠিবে হরিনাম ॥ ২

মহারাজ নন্দকুমার।

(জীবনী—দ্বিতীয় ভাগ সঙ্গীত সার-সংগ্রহে ৭৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

সুরট মল্লার—জলদ তেতালা।

আপন তনয়ে দয়া না করিলে, ত্রিজগত অম্বে! এ তোমার উচিত নয়। আমি যদি গুণহীন পাপী

দুরাচার অতি, জননীর রোষ নাহি সম্ভবে বালক প্রতি, কিঞ্চিত করুণা বিতরয়, তবে কিবে নাহি হয়॥ স্বকর্ম্ম-ফলের ভোগ অবশ্য ঘটিবে জীবে, ইথে মম মনে খেদ কদাচ নাহিক হবে, নির্ম্মল তারিণী নামে অযশঃ এ দুঃখ নাহিক সয়। দীন-নিস্তারিণী পতিত উদ্ধারিণী, কি গুণে এ নাম ধর শুনি নগ-নন্দিনী, নন্দকুমার জড়মতি প্রতি, না হইও নির্দ্দয়॥ ১

টোরি—তেতালা।

হরিণ-হীন রজনীশ-বদনী তারা কোকনদ জিনি ত্রিনয়নী। বিম্বাধর মৃদুহাস্য, বিহিতামরগণ প্রতি মা ভয় ভাষ্য, অমৃত-যুত, ভুবন মোহিত রূপ, অতসীকুসুম-বরণী॥ ত্রিশূল কর-বালাদি আয়ুধ শোভিত কর, সসৈন্য মহিষকুল সমূল বিনাশ কর কোটি যোগিনী আবৃত শিবে, শিবে মৃগেশ-বাহিনী। কমলদলাশ্রিত শশী একি অদ্ভুত, সুরবন্দিত পদে এ শোভা প্রকাশিত, নন্দকুমার-বাঞ্ছিত পদে, রাখ তারিণী॥ ২

রামকেলী—একতালা।

বিহরে রণে কেরে বামা মৃগেন্দ্র বাহনে। নারী হয়ে রণে একি রহস্য, অনায়াসে নাশে দনুজ পশ্য, ঈষৎ হাস্যযুক্ত আস্য, কেশ অঙ্গনে॥ রূপে দশ দিশ দীপ্ত, দশ করায়ুধ লিপ্ত, মহিষ শিরসি ক্ষিপ্ত বাম চরণে। নন্দকুমারে কয়, করেছ মা বিশ্ব জয়, বিশ্রাম কর গো মম হৃদিপদ্মাসনে॥৩

সুরট—তেতালা।

অকারণে বৃথা ভ্রমে ভ্রমি কাল যায়॥ সব সুখ সম্পদ, তোমার অভয় পদ, কেন মন নাহি ডুবে তায় মতি চঞ্চল অতি দুরিত দুরাশা বাসনা নাহি যায়। নন্দকুমারে রিপুগণে কি করিতে পারে, তব কৃপা লেশ যদি হয়॥ ৪

কেদারা—জলদতেতালা।

তারিণি! তার দুরিত নিবার দীনহীন পতিতজনে। পাপেতে মোহিত আমি, পতিতপাবন তুমি, ভাবিয়াছি তরিব তব নাম গুণে॥ বিকসিত কোকনদ, নাশয়ে বিষয়মদ, বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত পদ, পাবে কি এ জনে। নন্দকুমার-বাণী, শুন স্মর-হর-রাণী, নিজ দাসগণে গণি, রাখিও চরণে॥ ৫

ভৈঁরো—তেতালা।

হর হর মদন-বিনাশন ভয়-নাশন ত্রিপুরারে শম্ভো ত্রিগুণাকর শঙ্কর। শারদ নির্ম্মল শিশু শশধর-ধর সুরাসুর ধর হর জটিল দিগম্বর, পঞ্চবদন ভুবনেশ ত্রিলোচন স্মরহর গিরীশ মহেশ্বর॥ সুরেস কমলকর অজীন কৃতাম্বর ভবভয়সংহর, সুন্দর সকল শুভঙ্কর। গঙ্গাধর বিধুশেখর, ঈশ্বর জগদীশ্বর, জয় জয় বিশ্বেশ্বর জনমনু পালয় শিব মৃত্যুঞ্জয়, নন্দকুমারে করুণাকর॥ ১০

রাজা রামমোহন রায়।

রাজা রামমোহন রায় হুগলী জেলার অন্তর্গত খানাকুল কৃষ্ণনগর গ্রামে ১১৮০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মের সংস্থাপক। সন ১২৩৬ সালে ইনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা করিয়া বিলাত গমন করেন। তৎকালীন মোগল সম্রাট ইহাঁকে 'রাজা' উপাধি দান করেন। সন ১২৩৯ সালে বৃষ্টল নগরে ইহাঁর মৃত্যু হয়। ইহাঁর রচিত গীতগুলি বঙ্গভাষায় বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিয়াছে। ইহাঁর গানগুলি এতই সুমধুর যে তৎকালীন ব্যক্তিমাত্রই উহা শুনিয়া মুগ্ধ হইতেন।

ইমন কল্যাণ—তেওট।

ভাব সেই একে। জলে স্থলে শূন্যে সে সমান ভাবে থাকে। যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যাঁর, যে জানে সকল, কেহ নাহি জানে তাঁকে। তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং, তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং। পতিং পতিনাং পরমং পরস্তাৎ, বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং॥ ১

সাহানা—ধামাল।

ভয় করিলে যাঁ'রে না থাকে অন্যের ভয়। যাঁহাতে করিলে প্রীতি জগতের প্রিয় হয়॥ জড়মাত্র ছিলে জ্ঞান যে দিল তোমার, সকল ইন্দ্রিয় দিল তোমার সহায়, কিন্তু তুমি ভুল তাঁরে এতো ভাল নয়॥ ২

বেহাগ—কাওয়ালী।

নিত্য নিরঞ্জন, নিখিল-কারণ, বিভু বিশ্বনিকেতন। বিকার-বিহীন, কাম-ক্রোধ হীন, নির্ব্বিশেষ সনাতন॥ অনাদি অক্ষর, পূর্ণ পরাৎপর অন্তরাত্মা অগোচর। সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বত্র সমান, ব্যাপ্ত সর্ব্ব চরাচর॥ অনন্ত অব্যয়, অশোক অভয়, একমাত্র নিরাময়। উপমা-রহিত, সর্ব্বজনহিত, তব সত্য সর্ব্বাশ্রয়। সর্ব্বজ্ঞ নিষ্কল॥

বিশুদ্ধ নিশ্চল, পরব্রহ্ম স্বপ্রকাশ। অপার মহিমা, অচিন্ত্য অসীমা, সর্ব্ব-সাক্ষী অবিনাশ॥ নক্ষত্র তপন, চন্দ্রমা পবন, ভ্রমেণ নিয়মে যাঁর। জলবিন্দু পরি, শিল্পকার্য্য করি, দেন রূপ চমৎকার॥ পশুপক্ষী নানা, জন্তু অগণনা, যাঁহার রচনা হয়। স্থাবরজঙ্গম, যথা যে নিয়ম, সেই ভাবে সব রয়॥ আহার উদরে দেন সবাকারে, জীবের জীবন-দাতা। রস-রক্ত-স্থানে, দুগ্ধ দেন স্তনে পানহেতু বিশ্বপাতা॥ জন্ম স্থিতি ভঙ্গ, সংসার-প্রসঙ্গ, হয় যাঁর নিয়মেতে। সেই পরাৎপর, তাঁরে নিরন্তর, ভাব মনে বিধিমতে॥ ৩

ভুল না নিষাদ কাল, পাতিয়াছে কর্ম্মজাল, সাবধান রে আমার মানস-বিহঙ্গ। দেখ, নানাবিধ ফল, ও যে কর্ম্মতরু ফল, গরলময় কেবল দেখিতে সুরঙ্গ॥ ক্ষুধায় আকুল যদি হইয়াছ মন। নিত্যসুখ-জ্ঞানারণ্যে করহ গমন॥ সুন্দর তরু নির্ভয়, অমৃতাক্ত ফলচয়, পাইবে ভোগিবে কত আনন্দ বিহঙ্গ॥৪

ইমনকল্যাণ—ধামাল।

শাশ্বতমভয়মশোকমদেহং।
পূর্ণমনাদি চরাচরগেহং॥
চিন্তয় শান্তমতে পরমেশং।
স্বীকুরু তত্ত্বমিমামুপদেশং॥
দিনকরশিশিরকরাবতিযাতঃ।
যস্য ভয়াদিহ বহতি বাতঃ॥
ভবতি ততোজগতাস্য বিকাশঃ।
স্থিতিরপি পুনরিহ তস্য বিনাশঃ॥
যদনুভবাদপগচ্ছতি মোহঃ।
ভবতিপুনর্ণশুচামধিরোহঃ॥
যেন ভবতি বিষয়ঃ করণানাং।
জগতি পরং শরণং শরণানাং॥ ৫

মন এ কি ভ্রান্তি তোমার। আবাহন বিসর্জ্জন বল কর কার॥ যেবিভু সর্ব্বত্র থাকে, ইহাগচ্ছ বলে ডাকে, তুমি কে বা আন কাকে, এ কি চমৎকার। অনন্ত জগদাধারে, আসন প্রদান করে, ইহ তিষ্ঠ বল তাঁরে এ কি অবিচার। এ কি দেখি অসম্ভব, বিবিধ নৈবেদ্য সব, তাঁরে দিয়া কর স্তব, এ বিশ্ব যাঁহার॥ ৬

কালাংড়া—আড়াঠেকা।

মন যারে নাহি পায় নয়নে কেমনে পাবে। সে অতীত গুণত্রয়, ইন্দ্রিয় বিষয় নয়, যাহার বর্ণনে রয়, শ্রুতি মনস্তাপে॥ ইচ্ছামাত্র করিল যে বিশ্বের প্রকাশ, ইচ্ছামতে রাখে, ইচ্ছামতে করে নাশ, সেই সত্য সব আর অসার এ ভবে॥ ৭

ভৈরবী—আড়া[illegible]

এই হল এই হবে [illegible] বাসনায় দিবানিশি মুগ্ধ হয়ে দে[illegible]তে না পায় ॥ মরে লোক প্রতিক্ষণে, দেখে তবু নাহি জানে না মরিব এই [illegible]নে, কি আশ্চর্য্য হায়। অহন্যহনি [illegible]তানি গচ্ছন্তি যম মন্দিরং, শেষাঃ স্থিরত্ব মিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরং ॥ ৮

—

সুরট—কাওয়ালী।

[illegible] অকাল নির্ভয়ে। পবন তপন শশী [illegible]ার ভয়ে। সর্ব্বকাল বিদ্যমান, সর্ব্বভূতে যে সমান, সেই সত্য তাঁরে নিত্য ভাবিবে হৃদয়ে ॥ ৯

—

রামকেলী—আড়াঠেকা।

একবার ভ্রমেতেও মনে না ভাবিবে। কি কষ্টে জন্মিয়াছিলে কি দুঃখেতে প্রাণ যাবে ॥ মাতৃগর্ভ অন্ধকারে, বদ্ধ ছিলে কারাগারে, অন্তে পুনঃ অন্ধকার সংসার দেখিবে। প্রথমেতে সংজ্ঞাহীন, ছিলে পঙ্গু পরাধীন, সেই সব উপদ্রব শেষেও ঘটিবে ॥ অতএব সাবধান যে অবধি থাকে জ্ঞান, পরহিতে মন দিবে সত্যকে চিন্তিবে ॥ ১০

—

রামকেলী—আড়াঠেকা।

গ্রাস করে কাল পরমায়ু প্রতিক্ষণে। তথাপি বিষয়ে মত্ত সদা ব্যস্ত উপার্জ্জনে ॥ গত হয় আয়ু যত, স্নেহে কহ হল এত, বর্ষ গেলে বর্ষ বৃদ্ধি বলে বন্ধুগণে। এ সব কথার ছলে, কিম্বা ধন জন বলে, তিলেক নিস্তার নাই কালের দশনে। অতএব নিরন্তর চিন্ত সত্য পরাৎপর, বিবেক বৈরাগ্য হ'লে কি ভয় মরণে ॥ ১১

—

বাগশ্রী—একতালা।

স্মর পরমেশ্বরে অনাদি কারণে। বিবেক-বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে ॥ বিষয়ের দুঃখ নানা, বিষয়ীর উপাসনা, ত্যজ মন এ মন্ত্রণা, সত্য ভাব মনে ॥ ২

—

রামকেলী—আড়াঠেকা।

অনিত্য বিষয় কর সর্ব্বদা চিন্তন। ভ্রমেও না ভাব হবে নিশ্চয় মরণ ॥ বিষয় ভাবিবে যত, বাসনা বাড়িবে তত, ক্ষণে হাস্য ক্ষণে খেদ, তুষ্টি রুষ্টি প্রতিক্ষণ। অশ্রু পড়ে বাসনার দন্ত করে হাহাকার, মৃত্যু স্মরণে কাঁপে, কাম ক্রোধ রিপুগণ ॥ অতএব চিন্ত শেষ, ভাব সত্য নির্বিশেষ, মরণ সময়ে বন্ধু, একমাত্র তিনি হন ॥ ১৩

—

রামকেলী—আড়াঠেকা।

দম্ভ ভাবে কত রবে হবে সাবধান। কেন এত তমোগুণ কেন এত অভিমান॥ কাম ক্রোধ লোভ মোহে, পরনিন্দা পরদ্রোহে, মুগ্ধ হয়ে নিজ দোষ না কর সন্ধান। রোগেতে কাতর অতি, শোকেতে ব্যাকুল মতি, অথচ অমর বলি মনে মনে ভান॥ অতএব নম্র হও সবিনয় বাক্য কও, অবশ্য মরিবে জানি সত্য কর ধ্যান॥ ১৪

দেওয়ান রঘুনাথ রায়।

(জীবনী—২য় ভাগ সঙ্গীত-সার সংগ্রহে ১০৬০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সিন্ধুভৈরবী—আড়াঠেকা।

পড়িয়ে ভব সাগরে ডুবে মা তনুর তরী। "মায়াঝড়, মোহতুফান" ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করি॥ একে মনমাঝি আনাড়ি, তাতে ছ'জন গোঁয়ার দাঁড়ি। কুবাতাসে দিয়ে পাড়ি হাবুডুবু খেয়ে মরি॥ ভেঙ্গে গেল ভক্তির হাল, ছিঁড়ে পড়ল শ্রদ্ধার পাল, নৌকা হ'ল বানচাল, বল কি করি। উপায় না দেখি আর, অকিঞ্চন ভেবে সার, তরঙ্গে দিয়ে সাঁতার, দুর্গানামের ভেলা ধরি॥ ১

[illegible]—একতালা।

মা কত [illegible] বিড়ম্বনা। অজ্ঞানান্ধে রাখি [illegible]র দিও না যন্ত্রণা॥ অনিত্য সুখে [illegible]লায়ে, দুঃখার্ণবেতে ডুবায়ে, মা হয়ে সন্তানে কত কর বিড়ম্বনা। (ভাল[illegible]রহিত করুণা)॥ যাগযজ্ঞ পুজনাদি, বিবিধ বিধান বিধি, দুর্গে! তব কৃপা বিনা না হয় ঘটনা। অকিঞ্চন প্রতি কৃপান্বিতা হয়ে ভগবতী, দুর্গতি-নাশিনী যশঃ[illegible] প্রকাশ কর মা॥ ২

আড়ানা বাহার—[illegible]

(মা) কে বিহরে সমরে কাল কামিনী। বিবসনা ত্রিনয়নী অম্বুদবরণী॥ ঘন হুহুঙ্কার ধ্বনি, বিকট ব্যাপ্তাননী, মহাঘোরে ঘোর নিনাদিনী। শব শিশুকুণ্ডল, লোল শ্রুতি মূল, দনুজ মুণ্ডমালে আপদ লম্বিনী॥ হর হৃদি পঙ্কজোপরি, চরণ-সরোজ হেরি, অকিঞ্চনে কৃতার্থ কারিণী॥ ৩

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

কেরে বামা নিবিড়-নীরদ-বরণী। বল-হারিণী, প্রতিপদ বিহরণে কম্পিত ধরণী, এতো নয় (নয়) সামান্য রমণী॥ বিগলিত কেশী, উন্মত্তবেশী, মুখে অট্টহাসি, দশনে চমকে যেন তড়িত-

শ্রেণী। অকিঞ্চনে ... অভয়, কটাক্ষে দনুজ ক্ষয়, অপ... দনুজকুল-বল-হারিণী ॥ ৪

খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

কবে সেদিন হবে, তারিণী মোরে তারিবে। অনন্য শরণ জনে চরণে রাখিবে শিবে ॥ রসনায় বলিবে তারা, নাম মধুরাক্ষরা। তারা নাম বিনা শ্রবণ আর না শুনিবে ॥ ৫

আড়ানা—আড়া।

...মজেছি তোমা বিনে গতি নাহি আর তারা। তবে কেন জেনে শুনে ভুলি ওগো ত্রিপুরা ॥ মাতৃগর্ভে অন্ধকারে, জ্ঞানদীপে আলো করে, রবিশশী মহাঘোরে, হেথা এলে পথহারা ॥ ৬

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়াঠেকা।

নিবিড় নিতম্বিনী কে রমণী সমরে। অম্বর করেছে আলো নাচে এলো চিকুরে ॥ বয়সে বালা ষোড়শী, মুখে মৃদু মৃদু হাসি, উদয় হয়েছে শশী, আসি পদ-নখরে। বাম করে অসি ধরি, রণমাঝে দিগম্বরী, নাচে অসুর সংহারি, মগ্না হয়ে রুধিরে ॥ ৭

গান্ধার—একতালা।

ভবসিন্ধু মাঝে কি শোভে রে তারিণী,—পদযুগল বিচিত্র তরণী ॥ যদি হবি পার এ অপার সংসার-পারাবার কর সার চরণ দুখানি। শুন ওরে মূঢ় মন, বলি তোমায় পুনঃ পুনঃ, বৃথা কেন ভ্রমিছ অমনি, অকিঞ্চনে বিস্তার বিচার করে নিস্তার তারা কর্ণধার-স্বরূপিণী ॥ ৮

সোহিনী—কাওয়ালী।

শৈলসুতে স্মরহর দয়িতে মা। শিশু শশধর শিরসি শোভিতে, শমন-সদন গমন বারণ কারণ স্মরণ তোমার মা ॥ সুরাসুর শুভাশুভ দায়িনী, শিবে সাধক শরণাগত সম্পদবর্দ্ধিনী সর্ব্বেশ্বরী শ্যামা সুন্দরী, শঙ্করী, অকিঞ্চনে তার মা ॥ ৯

ইমন—তিওট।

মা, তব চরণ দুখানি, শোভে বিচিত্র তরণী, দুস্তর ভবার্ণব হইতে (গো) পার। মনন স্মরণ এ তরণীর বাহকগণ, শ্রীগুরুচরণ ভবকর্ণধার ॥ যতনে যে জন ইহাতে করে দৃঢ়মন, অনায়াসে তারিণী সে হইবে উদ্ধার। ভবান্ধ-কূপে মগন, মূঢ়মতি অকিঞ্চন, কৃপা বিনা গতি নাহি আর ॥ ১০

সিন্ধু – আড়া।

একি মা করুণার রীত! মম প্রতি না হয় উচিত, মায়ায় মুগ্ধ রাখি আমায় ঘটাও হিতাহিত॥ বিনে তব প্রসন্নতা, কিসে হয় অজ্ঞান দূরতা, বিশ্বমাতা স্বীয় গুণে যে কর বিহিত॥ যদি উত্তম দেহ দিলে, কি হবে আর ভ্রমাইলে, বিতরণ কর মা দুর্গে, করুণা কিঞ্চিৎ। তব কৃপা লেশে হয়, মমাশুভচয় ক্ষয়, অকিঞ্চনে কৃপাদানে ক'র না বঞ্চিত॥ ১১

——

যোগীয়া—তেতালা।

মহিষমর্দ্দিনী রূপে ভুবন করে উজ্জ্বল। অমল কমলদল নিন্দিত চরণ তল, শশধর নিকর নখর ছলে প্রকাশিল। রতন নূপুর সাজে, কটিতটে কিঙ্কিণী বাজে, বিরাজে যোগিনীমাঝে করি কুতূহল। মৃদুহাস সুধাভাষ, সুর নর ত্রাস নাশ, এই অকিঞ্চন আশ, দেহি শ্রীচরণে স্থল॥ ১২

——

ইমন – একতালা।

হর উরোপরে কে বিহরে ললনা, তিমিরবরণা দিগ্‌বসনা। করে করবাল, ভাল শশী শোভে শিরে, লোল রসনা, অতি বিস্তৃত বদনা॥ অসংখ্য দনুজ দল, সমুলে বিনাশ হল, শোণিত হিল্লোলে, মত্ত [illegible] মগনা। মম হৃদি পদ্মাসনে বি[illegible] শ্যামা, অকিঞ্চন দীনের এই নি[illegible] কামনা॥ ১৩

——

সোহিনী—[illegible]ড়া।

নবাম্বুদ বরণী কার [illegible]মিনী নাচে উলঙ্গিনী। বিকট অট্টহাস, নাহি লাজ ভয় লেশ, একি বেশ এলোকেশ, রণ-উন্মাদিনী॥ নারীর এমন সাজ, অসম্ভব মহারাজ যুদ্ধে নাহি [illegible]য়, বুঝি হবে সর্ব্বসংহারিণী। [illegible] অকিঞ্চনে, কি ভাব রে [illegible] যে ভব ভাব মনে, সে[illegible] ভব ভাবিনী॥ ১৪

——

টোরী-বাগেশ্রী—তেতালা।

বিবসনী কার বামা, নবজলধরবরণী শ্যামা॥ করালবদনী, ভয়ঙ্কর নাদিনী, বিশালনয়নী, কে ভীমা। আপাদলম্বিত কেশী, সমরে উন্মত্তবেশী, শব শিরে উরসি, নৃত্যতি অবিরামা। ব্রহ্মময়ী কালীরূপা, কুরু অকিঞ্চনে কৃপা, নির্গুণা অনন্ত গুণধামা॥ ১৫

——

কেদারা—আড়া।

কে রণতরঙ্গে উলঙ্গী ভীমভঙ্গিনী। কুরঙ্গনয়নী-নীরদাঙ্গী শবচারিণী॥ পদভরে কাঁপে ধরা, করে অসি মুণ্ড

ধরা, প্রত্যঙ্গে [illegible] রা, নরশির-হারিণী॥ এক [illegible] অসহনে, করিছে ক্ষয় রিপুগণে, [illegible] ট দশন বদনাতি-বিস্তারিণী। [illegible] হেরি অকিঞ্চন, চরণে সঁপেছে [illegible] নে, দীনে কুরু কৃপা কালী কাল [illegible] লুষনাশিনী॥ ১৬

[illegible] পরজ—একতালা।

[illegible] দুঃখদ আর্দ্দিত কাতরজনে সদ [illegible] শিবে। জগতজননী অকৃতী-তন [illegible] শ। সন্তবে॥ ম য়াবদ্ধ ক'রে, ক [illegible] র মোরে, অসার সংসারে ঘুরাইবে। কৃপাবলম্বনে অকিঞ্চনদীনে এবার গো তারা নিস্তারিবে॥ ১৭

পরজ—তেতালা।

আমারে কি রাধানাথ হেরিবে নয়নে। ইহা ত না লয় মোর মনে॥ যোগীগণ যোগাসনে, যে পদ না পায় ধ্যানে, সে পদ অকৃতী জনে, পাবে কেমনে॥ কামাদিতে হয়ে মত্ত, না চিন্তিলাম তব তত্ত্ব, কাল এল গেল কাল বৃথা ভ্রমণে। নিজ গুণে কৃপা করি, যদি দীন হের হরি, তবে অকি-ঞ্চনের কি ভয় শমনে॥ ১৮

রামকেলি—জলদ তেতালা।

মন-মধুকর হরিপদ-পঙ্কজ, মধু-পানে মজ, এই তো মিনতি রাখ রে আমার॥ নানা কুরস আস্বাদ করি নিরন্তর, মোর ঘটালে প্রমাদ। এখন না হইও চঞ্চল তুমি আর, কর রে কিঞ্চিত হিতাচার॥ বেদাদিতে রে প্রমাণ, হরি সাধন বিনে না হইবে ত্রাণ, কর মন শ্রীহরি চরণ অনুধ্যান, সাধ অকিঞ্চনের উদ্ধার॥ ১৯

টোরি—ঝাঁপতাল।

গোপিকাবল্লভ গদাধর গোবিন্দ গোলকনাথ গোবর্দ্ধনধারী॥ কঞ্জলোচন কৃপাময় কল্মষখণ্ডন, কৃষ্ণ কমলাপতি কুঞ্জবিহারী॥ মদনমোহন মধুসূদন মুকুন্দ, মরকত বরণ মাধব হে মুরারি। চিন্তামণি চতুর্ভুজ চারুচক্রধর, চানূর হর অকিঞ্চনচিত্ত-চারী॥ ২০

খাম্বাজ—আড়া।

অকৃতি পতিত জনে না হের নয়নে। পতিত-পাবনী নামে অযশঃ রবে ভুবনে॥ পতিতে না তার যদি, তবে শিব সত্যবাদী, ইহা শিবে প্রতীত হইবে গো কেমনে॥ তব নাথ-শূল-পানি, নাম পতিতপাবনী, রাখিয়াছে

পতিত পামর ত্রাণ কারণে। নিগুণ রঘুনন্দনে, না তার খেদ নাহি মনে, পতির কুযশ সতী, শুনিবে শ্রবণে॥ ২১

—

যোগিয়া—যৎ।

তিমির-বরণে তিমির নাশে, কে ও বামা নাচে রণে॥ বিগলিত-কেশী শিরে কলা-শশী সুশোভিত শব-শিশু শ্রবণে॥ মুণ্ডমালিনী, অসি-ধারিণী বিবসনী করালবদনী দনুজ ভয়ঙ্কর-নাদিনী, রুধির ধারা বহে আননে। শ্রীরঘুনন্দনের এই নিবেদন যেন মন থাকে ও শ্রীচরণে॥ ২২

—

কালাংড়া—খয়রা।

অরি প্রাণ হরি করি-অরি পরে কে ষোড়শা॥ পরম রূপসী, রূপে হরে মনোগত মসি॥ শ্রীচরণে মঞ্জির, শোভিত মনোহর, কটিতটে কিঙ্কিনী, শিরে কালশশী। ঘন মৃদু মৃদু হাসি, খেরে সৌদামিনী রাশি॥ কহে রঘুনন্দনে, হেরিলে রূপ নয়নে, নাহি ভয় শমনে, পুনঃ ভবনে—না আসি। অতএব ঐরূপ ভাব মন দিবা নিশি॥ ২৩

—

ঝিঁঝা [illegible] মগনা। মম

হরি হে পতি[illegible] শ্যামা, অকি-

গুণে। পতিত-পা[illegible] কামনা॥ ১৩

ভুবনে॥ শুন হে [illegible]

উচিত হয়, বঞ্চনা উ[illegible]ড়া।

অকিঞ্চনে॥ ২৪ [illegible]মিনী নাচে

— [illegible]াস নাহি

ঝিঁঝিট—মধ্যমান। [illegible]লোকেশ,

বারে বারে ভ্রমিব কি ম[illegible] সাজ,

মজিয়ে এ বিষয়ে কর[illegible] [illegible]য়,

হের এ দীনে॥ বিধিমতেও

পথেতে হই রত, তব করু[illegible]

কর গো রহিত, কৃপা বিনে [illegible]

দেখি আর মায়া তরণে॥ নামের মহিমা বিশেষ কলিতে গো মা শুনি, বেদাগম স্মৃতি পুরাণে, স্থির এই মনে করেছি, ডাকিব অষ্ট যামে; ত্রাহি মে ধূমে ক্ষেমে বামে শ্যামে, অকিঞ্চন কি উদ্ধার না হবে নাম গুণে॥ ২৫

—

সুরট-তেতালা।

ময়ি পামরজনে নিজ গুণে তারিণি উদ্ধার॥ প্রমাথী চঞ্চল চিত, নিয়ত ফেরে কুপথ, সঞ্চয় করে পাপ-সম্ভার॥ জরা জনম মরণ, দেখিয়া যে প্রতিদিন, তথাপি স্থিরতাভাণ, মনে যে আমার। অতিভ্রান্ত অকিঞ্চনে, দুর্গে তব কৃপা বিনে, না হইবে ভবেতে নিস্তার॥ ২৬

ধরা, প্রত্যঙ্গে ... রায়
হারিণী ॥ এক ...
... নন্দী।
ক্ষয় রিপুগণে, ...
বিস্তারিণী। ... জেলার অন্তর্গত কালী-
চরণে সঁপেছে ... ৯২ সালে জন্মগ্রহণ
কালী কালী ... প্রথমতঃ ত্রিপুরার
... মুন্সীর কার্য্যে নিযুক্ত
... জন্য ইনি সাধারণতঃ "রাম-
মুন্সী" নামে পরিচিত। ইনি
সদ... কাল আদালতের সেরেস্তাদার
ত... ; পরে ত্রিপুরার মহারাজের
ক... রি চাকলে রোসনাবাদের
দেওয়ান-পদ প্রাপ্ত হন। ১২৫৮
সালের ২৪ অগ্রহায়ণ ইঁহার মৃত্যু
হয়।

গৌরী—একতালা।

পরম পরম পরম কারণ। পরম-ব্রহ্ম পরাৎ চিন্তামণি রূপিণ। তেজ-মধ্যে চণকাকার, প্রকৃতি পুরুষ জগদা-ধার, একই কায়, যে যেই চায়। তাহা সেইরূপে কর পূরণ ॥ শৈব আদি ভাবুকগণ, শিব আদি রূপে পায় দরশন। সাধনহীন, অতিশয় দীন, শ্রীরামদুলালে প্রণমে চরণ ॥ ১

বাহার—আড়া।

মা মনে যত আশা করি তবে পূর্ণ হয়। বাণী তুল্য পাই বিদ্যা, শিব তুল্য হয় সিদ্ধা, পিতামহ সম আয়ু, ধনেশের ধন হয় ॥ মা মনে যত আশা করি, হয় না হয় করী করি, কি করি কি করি দয়াময়। শ্রীরামদুলালে কয়, মানবে কি ইহা হয়, দিচ্ছেন আত্ম-পরিচয় মন মহাশয় ॥ ২

ঝিঁঝিট—আড়া।

সকলের প্রাণ তুমি বেদাগমে শুনি। তবে কেন মতভেদ হও গো জননি ॥ কেহ হয় ধনেতে রত, কেহ নারীর অনুগত, কেহ হিংসাপরায়ণ কেহ তত্ত্বজ্ঞানী ॥ সর্ব্বস্ব রূপিণী তারা, সর্ব্বে সর্ব্ব রুচিকরা, সর্ব্ব ভাবে ব্রহ্ম সারা দুলালের বাণী ॥ ৩

ঝিঁঝিট—আড়া।

হেন কৃপানয়নে তারা সাধনহীনে। কে লবে দীনের ভার ঈশানী বিনে ॥ পাতক দেখিয়ে ভারি, ভয় ক'র না ভয়ঙ্করি, কৃপাসিন্ধু শুকাবে না কণিকা দানে ॥ কলুষেতে পূর্ণ আমি, কলুষ-নাশিনী তুমি, মা তাই তারিতে হবে দুলাল ভণে ॥ ৪

ললিত—আড়া।

কি কর পামর মন, ঘুমায়ে রহিলে কেন। প্রায় দিবা অবসান মহানিদ্রা আগমন॥ মহানিশি জাগরণে, কালী কালী বদনে, ডাক রে সঘনে যদি মুক্ত হবে এ জীবন॥ ঘুমেরে পাড়ায়ে ঘুম, তুল কালী নামের ধূম, শ্রীরামদুলালের এই মিনতির নিবেদন॥ ৫

——

বেহাগ—আড়া।

সর্ব্বস্ব-রূপিণী করণ কারণ। তুমি সে কর ত্রিলোক সৃজন পালন॥ জনক জননী তুমি স্বরগ পাতাল ভূমি, ত্রিভুবনে জন্তু রূপা সকলি আপনি॥ আর শুনেছি অধিক, করেছ পুণ্য পাতক স্বর্গ নরক তবে তাহা নাহি মানি, যাহা নাহি হও আপনি, তবে কি হবে তাহা ভোগের কারণ॥ শ্রীরামদুলালে ভণে, কিবা লীলা ভুবনে, কর মা কখন—কি কহিবে জ্ঞানহীনে॥ বেদে নাহি ভেদ জানে, তাহে আমি দীন হীনে, না জানি ভজন॥ ৬

——

আলাইয়া—আড়া।

নাহি ধন না হইবে বিল্বঅর্চ্চনা। ঘরে দাক্ষায়ণী পূজা করিব স্ব বাসনা। অষ্টকোণ মণ্ডপেতে, রতন বেদি উপরে, সিংহাসনে প্রেত শিরে, আছে বামা স্থাপনা বপুস্থ [illegible] দ্রব্যেতে। পঞ্চ উপহার দিয়ে পূ[illegible] তাহায় পুষ্পে-ন্দ্রিয় মালাদানে, ক[illegible]মোদি বলি প্রদানে, শ্রীনাথ দ্বারায় পূজা করিব শবাসনা॥ ৭

——

আলাইয়া মিশ্র—[illegible]কতালা।

আহা মরি মরি কি [illegible]রূপমাধুরী, কাঞ্চন-জিনি স্বরূপা সুন্দরী। [illegible]জঙ্গিনী-জিনি, শোভিছে ত্রিবেণী, [illegible]হেশ-মোহিনী॥ ভালে ইন্দু শোভিছে [illegible]াল, নয়ন খঞ্জনে অঞ্জন মিশান, নাস[illegible]তিল-ফুল জিনিয়ে—আস্যে হাস্য [illegible]ঞ্চলা চপলা, দশন-পাঁতি মুকতা ভা[illegible], অধর পক্ক বিম্ববরণী॥ ৮

——

আলাইয়া মিশ্র—একতালা।

ত্বং নমামি অপাদ গামিনী। অবাণী, সর্ব্বদায়িনী, অচক্ষে হেরিণী, অকর্ণে শ্রবণী, সর্ব্ব আত্মারূপিণী॥ সগুণা নির্গুণা তুমি ত্রিলোচনা কৃষ্ণ কৃষ্ণা বেদে নাহি সীমা, তুমি সকলে সর্ব্বমঙ্গলে; শ্রীরামদুলালে মনকুতুহলে, নিবেদয়ে বাণী চরণকমলে। যে রূপা হও তুমি, সে রূপে প্রণমি রূপের সীমা না জানি॥ ৯

——

আলাইয়া—আড়া।

তারিবে কি না তারিবে ভাবিয়াছ কি? শ্রীনাথ চরণে তোমার শরণ লয়েছি॥ স্বকর্ম্মফলে রাখিবে, তারা নাম কিসে রবে, তাই ভেবে দিবানিশি ভীত হয়েছি॥ এ ঘরে ছয় জন আছে নাচিয়া ফিরে, জ্ঞান-দ্বার পাপের কপাটে রোধ করে। মুক্তি করা না জানিয়ে শ্রীনাথ সহায় নিয়ে, স্বকর্ম্ম ছাড়িয়া ভার তোমায় দিয়াছি॥ ১০

—

রামপ্রসাদী ছটা।

যেতে হবে সুদর্বারে। যথা কোর্ট-নাযি কারও খাটেনা রে॥ দেওয়ান যথা ভয়মাথা কপট-ভক্তি জানেনা রে, সেথা লেংটা গেলে আদর আছে, ধন কড়ি তায় লাগেনা রে॥ দুলাল বলে, কোন ফের টাকা দিয়ে মিলেনা রে, তথায় হাজির-বাসী জানাইলে, দয়া-ময়ী দয়া করে॥ ১১

—

ললিত—আড়া।

প্রবোধ অবোধ মন না মান প্রবোধ কেন। হবে কি সুবোধবুধ কর বুধ-আচরণ॥ বালকে যেমন খেলাকালে জনক জননী বলে, তেমনি মোহেতে র'লে নানারূপে কর ধ্যান॥ এক ব্রহ্ম নাই আর, কেন ভ্রান্ত বারং-বার, প্রকৃতি পুরুষে মন, কেন কর ভেদ। বেদে নাহি ভেদ রয়, যে অভেদে অভেদ হয়; শ্রীরামদুলালে কয় সর্ব্ব ঐক্য কর মন॥ ১২

—

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

সকলি তোমার ইচ্ছা ইচ্ছাময়ী তারা তুমি। তোমার কর্ম্ম তুমি কর, লোকে বলে করি আমি॥ পঙ্কে বদ্ধ কর করী, পঙ্গুকে লঙ্ঘাও গিরি, কারে দেও মা ইন্দ্রত্ব-পদ, কারে কর অধো-গামী॥ যে বোল বলাও তুমি, সেই বোল বলি আমি তুমি যন্ত্র তুমি মন্ত্র, তন্ত্রসারে সার তুমি॥ ১৩

—

ভৈরবী—মধ্যমান।

কিবা করুণাসিন্ধু চরণে ধারণ। মম অভাজনে হ'ল দয়াবারি বিতরণ॥ নাহি ভজন পূজন, জপন মনন ধ্যান, নাহি কীর্ত্তন শ্রবণ সদা ধ্যায়ী পরি-জন॥ ক্রমে শেষ হল দিন, বয়স গেল পঞ্চাশ, ভীতিতে করে উত্তীর্ণ রাখিবি যশঃ ঘোষণ॥ হ'ল স্থগিত আমার নয়নখঞ্জন। দশ দিক্ নিরখিয়ে না হেরে মনোরঞ্জন॥ কে নিল কি কারে, ভাবে বুঝিলাম অন্তরে, সকলি কপালে করে, কারে করিব গঞ্জন॥

শ্রীরামদুলালে বলে, নয়ন সারাও কলে, সে মনোলোভায় সতত কর নয়ন অঞ্জন॥ ১৪

রামপ্রসাদ সেন।

(জীবনী ২য় ভাগ সঙ্গীত-সার-সংগ্রহে ৭৫৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মা! আমি কি আটাশে ছেলে? আমি ভয় করি না চোক রাঙ্গালে॥ সম্পদ আমার ও রাঙ্গা পদ, শিব ধরে যা হৃদ্‌কমলে। আমার বিষয় চাহিতে গেলে, বিড়ম্বনা কতই ছলে॥ আমি শিবের দলিল সৈ'মোহরে, রেখেছি হৃদয়ে তুলে। এবার করব নালিশ বাপের আগে, ডিক্রী লব এক সওয়ালে॥ মায়ে পোয়ে মোকদ্দমা, ধুম হবে রামপ্রসাদ বলে। তখন শান্ত হব ক্ষান্ত করে, আমায় যখন করবি কোলে॥ ১

গৌরী গান্ধার—একতালা।

মা, মা, বলে আর ডাকিব না। তারা, দিয়াছ দিতেছ কত যন্ত্রণা॥ বারে বারে ডাকি মা মা বলিয়ে, মা বুঝি রয়েছে চক্ষুকর্ণ খেয়ে, মাতা বর্ত্তমানে, এ দুঃখ সন্তানে, মা বেঁচে তার কি [illegible] না॥ [illegible]ছিলেম গৃহবাসী, করিলি স[illegible]াসী, আর কি ক্ষমতা রাখিস্ এলোকে[illegible], না হয় ঘরে ঘরে যাব, ভিক্ষা মাগি [illegible]াব, মা ব'লে আর কোলে যাবনা॥ [illegible]ামপ্রসাদ মায়ের পুত্র, মা হয়ে হলি [illegible] ছেলের শত্রু, দিবা নিশি ভাবি, আ[illegible] কি করিবি, দিবি দিবি পুন জঠর-যন্ত্রণা॥ ২

রামপ্রসাদী সুর—একতা[illegible]।

কাজ হারালেম কালের বশে। মন মজিল রতি-রঙ্গ-রসে॥ যখন ধন উপার্জ্জন করেছিলাম দে[illegible] বিদেশে। তখন ভাই বন্ধু দারা সুত, সবাই ছিল আমার বশে॥ এখন ধন উপার্জ্জন, না হইল দশার শেষে। সেই ভাই বন্ধু দারা সুত নির্ধন ব'লে সবাই রোষে॥ যমদূত আসি, শিয়রেতে বসি, ধর্‌বে যখন অগ্রকেশে। তখন সাজায়ে মাচা, কলসী কাচা, বিদায় দিবে দণ্ডিবেশে॥ হরি হরি বলি, শ্মশানেতে ফেলি, যে যার যাবে আপন বাসে। রামপ্রসাদ মলো, কান্না গেল, অন্ন খাবে অনায়াসে॥ ৩

জঙ্গলা—ঝাঁপতাল।

ও জননী অপরা জন্মহরা জননী। অপার ভবসংসারে এক তরণী॥

অজ্ঞানেতে অন্ধ জীবা, ভেদে ভাবে শিবাশিব, উভয়ে অভেদ পরমাত্মা রূপিণী। মায়াতীত নিজে মায়া, উপাসনা হেতু কায়া, ব্রহ্মময়ী বাঞ্ছাতীত ফলদায়িনী॥ আনন্দ-কাননে ধাম ফল কি তারিণী নাম, যদি জপে দেহান্তে শিব বাণী। কহিছে প্রসাদ দীন, বিষয় সুক্রিয়া হীন, নিজগুণে তার গো ত্রিলোক-তারিণি॥ ৪

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মন কেন রে ভাবিস এত। যেমন মাতৃহীন বালকের মত॥ ভবে এসে ভাবছো ব'সে, কালের ভয়ে হয়ে ভীত। ওরে কালের কাল মহাকাল, সে কাল মায়ের পদানত॥ ফণী হ'য়ে ভেকের ভয়, এ যে বড় অদ্ভুত। ওরে, তুই করিস্ কি কালের ভয়, হয়ে ব্রহ্মময়ী সুত॥ একি ভ্রান্ত নিতান্ত তুই, হলি রে পাগলের মত (ও মন) মা আছেন যার ব্রহ্মময়ী, কার ভয়ে সে হয় রে ভীত॥ মিছে কেন ভাব দুঃখে, দুর্গা বল অবিরত। যেমন "জাগরণে ভয়ং নাস্তি," হবে রে তোর তেম্নি মত॥ দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, মন কর রে মনের মত। ও মন গুরুদত্ত তত্ত্ব কর, কি করিবে রবিসুত॥ ৫

জঙ্গলা—একতলা।

ওরে, তারা বোলে কেন না ডাকিলাম। (আমার) এ তনু-তরণী ভব সাগরে ডুবালাম॥ এ ভবতরঙ্গে তরী বাণিজ্যে আনিলাম। (তাতে) ত্যজিয়া অমূল্য নিধি পাপে পূরাইলাম॥ বিষম তরঙ্গ মাঝে চেয়ে না দেখিলাম। মন-ডোরে ও চরণ হেলে না বাঁধিলাম॥ প্রসাদ বলে, মাগো আমি কি কার্য্য করিলাম। (আমার) তুফানে ডুবিল তরী আপনি মজিলাম॥ ৬

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

তারা! আর কি ক্ষতি হবে। হাদে গো জননি শিবে॥ তুমি লবে লবে বড়ই লবে প্রাণকে আমার লবে॥ থাকে থাক্ যায় যাক্ এ প্রাণ যায় যাবে। যদি অভয়পদে মন থাকে তো কাজ কি আমার ভবে॥ বাড়ায়ে তরঙ্গ রঙ্গ আর কি দেখাও শিবে। একি পেয়েছ আনাড়ি দাঁড়ি তুফানে ডরাবে॥ আপনি যদি আপন তরী ডুবাও ভবার্ণবে। আমি ডুব দিয়ে জল খাব তবু অভয়-পদে ডুবে॥ গিয়েছি না যেতে আছি আর কি পাবে ভবে। আছি কাঠের মুরদ খাড়া মাত্র গণনাতে সবে॥ প্রসাদ বলে, আমি গেলে

তুমিই তো মা রবে। তখন আমি ভাল কি তুমি ভাল, তুমিই বিচারিবে॥ ৭

মুলতান—একতালা।

মায়ের নাম লইতে অলস হইও না, রসনা! যা হবার তাই হবে। দুঃখ পেয়েছ (আমার মন রে) না আরো পাবে। ঐহিকের সুখ হল না বলে, কি ঢেউ দেখে নাও ডুবাবে॥ রেখো, রেখো সে নাম সদা সযতনে, নিও রে, নিও রে নাম শয়নে স্বপনে। সচেতনে থেক (মন রে আমার), কালী ব'লে ডেক, এ দেহ ত্যজিবে যবে॥ ৮

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মন রে তোর বুদ্ধি একি! ও তুই সাপ ধরা জ্ঞান না শিখিয়ে, তালাস করে বেড়াস, সেকি!! ব্যাধের ছেলে পাখী মারে, জেলের ছেলে মৎস্য ধরে। (মন রে) ওঝার ছেলে গরু হলে, গোসাপে তায় কাটে না কি? জাতি ধর্ম্ম সর্প-খেলা, সেই মন্ত্রে ক'রো না হেলা। (মন রে) যখন বল্‌বে বাপ সাপ ধরিতে, তখন হবি অধোমুখী॥ ৯

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মন রে আমার ভোলা মামা। ও তুই জানিস্ না রে খরচ জমা॥ যখন ভবে এমা হলি, তখন হইতে খরচ গেলি। ওরে, জমা খরচ ঠিক করিয়ে, বাদ দিয়ে তিন শূন্য নামা। বাদে হইলে অঙ্ক বাকী, তবে হবে তহবিল বাকী। তহবিল বাকী বড় ফাঁকি, হবে না তোর লেখার সীমা। দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, কিসের খরচ কাহার জমা। ওরে, অন্তরেতে ভাব বসি, কালী তারা উমা শ্যামা॥ ১০

মুলতান—একতালা।

কার বা চাকরী কর (রে মন)। ও তুই বা কে, তোর মনিব কেরে, হলি কার নফর॥ মহাছিবা দিতে হবে, নিকাশ তৈয়ার কর। ও তোর আমদানিতে শূন্য দেখি, কর্জ্জ জমা ধর (ওরে ও মন)॥ দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, তারার নামটী সার। ও রে, মিছে কেন দারা সুতের, বেগার খেটে মর (ওরে ও মন)॥ ১১

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

ভাল নাই মোর কোন কালে। ভালই যদি থাক্‌বে আমার মন কেন কুপথে চলে॥ হেদে গো মা দশভুজা, আমার ভবে তনু হইল বোঝা, আমি না করিলাম তোমার পূজা, জবা বিল্ব গঙ্গাজলে॥ এ ভব-সংসারে আসি, না

করিলাম গয়া কাশী, যখন শমনে ধরিবে আসি, ডাকব কালী কালী ব'লে ॥ দ্বিজ রামপ্রসাদ বলে, তৃণ হয়ে ভাসি জলে, আমি ডাকি ধর ধর বলে, কে ধ'রে তুলিবে কূলে ॥ ১২

জঙ্গলা—একতালা।

মা! তোমারে বারে বারে, জানাব আর দুঃখ কত। ভাসিতেছি দুঃখ নীরে, স্রোতের সেহলার মত ॥ দ্বিজ রামপ্রসাদে বলে, মা বুঝি নিদয়া হলে। দাঁড়াও একবার দ্বিজমন্দিরে, দেখে যাই জনমের মত ॥ ১৩

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মন তুমি দেখ রে ভেবে। ওরে, আজি বা শতাব্দান্তে অবশ্য মরিতে হবে ॥ ভব-ঘোরে হ'য়ে রে মন, ভাবলিনে ভবানী-ভবে। সদা ভাব সেই ভবানী-পদ, যদি ভব-পারে যাবে ॥১৪

জঙ্গলা—একতালা।

(মাগো) আমি অই খেদে খেদ করি। ঐযে তুমি মা থাকিতে আমার, জাগা ঘরে হয় চুরি ॥ মনে করি তোমার নাম করি, আবার সময়ে পাশরি। আমি বুঝেছি পেয়েছি আশয়, জেনেছি তোমার চাতুরী ॥ কিছু দিলে না, পেলে না, নিলে না খেলে না, সে দোষ কি আমারি। যদি দিতে পেতে, নিতে খেতে, দিতাম খাওয়াইতাম তোমারি ॥ যশঃ অপযশঃ সুরস কুরস সকল রস তোমারি। ওগো রসে থেকে রস-ভঙ্গ, কেন কর রসেশ্বরি ॥ প্রসাদ বলে, মন দিয়াছি মনেরি আঁখিঠারি ॥ ও মা, তোমার দৃষ্টি সৃষ্টি পোড়া, মিষ্টি ব'লে ঘুরে মরি ॥ ১৫

খট-ভৈরবী—তাল পোস্তা।

জানিগো জানিগো তারা তোমার যেমন করুণা। কেহ দিনান্তরে পায় না খেতে, কারু পেটে ভাত গেঁটে সোণা। কেহ যায় মা পাল্কী চড়ে, কেহ তারে কাঁধে করে। কেহ উড়ায় শাল দুশালা, কেহ পায় না ছেঁড়া টেনা ॥ ৬

ভৈরবী—একতালা।

গেল না, গেল না, দুঃখের কপাল। গেল না গেল না, ছাড়িয়ে ছাড়ে না, ছাড়িয়ে ছাড়ে না মাসী হলো কাল ॥ আমি মনে সদা বাঞ্ছা করি সুখ, মাসী এসে তাহে দেয় না দুখ; মাসীর মায়া জালা, করে নানা খেলা, দেয় দ্বিগুণ জ্বালা, বাড়ায় জঞ্জাল ॥ দ্বিজ রামপ্রসাদের মনে এই ত্রাস, জন্মে মাতৃ-

কূলে না করিলাম বাস; পেয়ে দুখের জ্বালা, শরীর হইল কালা, তেঁতুল দুধে ছেলে বাঁচে এতকাল॥ ১৭

গৌরী—একতালা।

জগত জননী তুমি গো মা তারা। জগৎকে তরালে, আমাকে ডুবালে, আমি কি জগত-ছাড়া গো মা তারা॥ দিবা অবসানে রজনী কালে, দিয়েছি সাঁতার শ্রীদুর্গা ব'লে। মম জীর্ণ-তরী, মা আছে কাণ্ডারী তবু ডুবিল ডুবিল ডুবিল ভরা॥ দ্বিজ রামপ্রসাদ ভাবিয়ে সারা, মা হ'য়ে পাঠাইলে যাসীর পাড়া। কোথা গিয়েছিলে, এ ধর্ম্ম শিখিলে, মা হ'য়ে সন্তান ছাড়া গো তারা॥ ১৮

জয়জয়ন্তী—একতালা।

তুমি কার কথায় ভুলেছ রে মন, ওরে আমার শুয়া পাখী। আমারি অন্তরে থেকে, আমাকে দিতেছ ফাঁকি॥ কালী নাম জপিবার তরে, তোরে রেখেছি পিঞ্জরে পূরে মন। ও তুই আমাকে বঞ্চনা করে, ঐরি সুখে হইলে সুখী॥ শিব দুর্গা কালী নাম জপ কর অবিশ্রাম মন, ও তোর জুড়াবে তাপিত অঙ্গ, একবার শ্যামা বল দেখি॥ ১৯

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

মা গো আমার খেলা হলো। খেলা হলো গো আনন্দময়ী। ভবে এলাম কর্ত্তে খেলা, করিলাম ধূলা খেলা। এখন কাল পেয়ে পাষাণের বালা, কাল যে নিকটে এলো॥ বাল্য-কালে কত খেলা, মিছে খেলায় দিন গোঁয়ালো। পরে জায়ার সঙ্গে লীলা খেলায়, অজপা ফুরায়ে গেল। প্রসাদ বলে, বৃদ্ধকালে, অশক্তি কি করি বল, ও মা শক্তিরূপা ভক্তি দিয়ে, মুক্তি জলে টেনে ফেল॥ ২০

সিন্ধু কাফি—একতালা।

আপন মন মগ্ন হলে মা, পরের কথায় কি হয় তারে॥ পরের কথায় গাছে চড়ে, আপন দোষে পড়ে মরে। পরের জামিন হইলে পরে, সে না দিলে আপনে ভরে॥ যখন দিনে নিরাই করে, শিকারী সব রয় না ঘরে। জাঠা বর্শা লয়ে করে, নাও না পেলে চলে তরে॥ চাষা লোকে কৃষি করে, পঙ্ক-জলে পচে মরে। যদি সে নিরাইতে পারে, অঝরে কাঞ্চন ঝরে॥ ২১

হরুঠাকুর।

(জীবনী ২য় ভাগ সঙ্গীত-সার-সংগ্রহে ১০৩৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

একি অকস্মাৎ ব্রজে বজ্রাঘাত, কে আনিল রথ গোকুলে। রথ হেরিয়ে ভাসি অকূলে। অক্রূর সহিতে, কৃষ্ণ কেন রথে, বুঝি মথুরাতে চলিলে। রাধারে চরণে ত্যজিলে রাধানাথ, কি দোষ রাধার পাইলে? শ্যাম, ভেবে দেখ মনে. তোমার কারণে, ব্রজাঙ্গনাগণে উদাসী। নাহি অন্য ভাব, শুন হে মাধব, তোমার প্রেমের প্রয়াসী। নিশাভাগে নিশি, যথা বাজে বাঁশী, তথা আসি গোপীসকলে। দিয়ে বিসর্জ্জন কুল শীলে। এতেই হলাম দোষী, তাই তোমায় জিজ্ঞাসি—এই দোষে কিহে ত্যজিলে? শ্যাম, যাও মধুপুরী, নিষেধ না করি, থাক হরি, যথা সুখ পাও। একবার সহাস্য বদনে, বঙ্কিম-নয়নে ব্রজগোপীর পানে ফিরে চাও। জনমের মত, শ্রীচরণ দুটী, হেরি হে নয়নে শ্রীহরি। আর হেরিব আশা না করি! হৃদয়ের ধন তুমি গোপিকার হৃদে বজ্রহানি চলিলে॥ ১

——

তুমি রাধে, অতি সাধে, করেছ প্রণয়। সে লম্পট কভু নয় সরল হৃদয়। তোমারে সঙ্কেত জানায়ে, শ্যাম বিহরিছে অন্যেরে লয়ে। দেখিবে ত এস রাধে, দেখাই তোমারে, আছে চন্দ্রাবলীর ঘরে। দেখে এলাম তোমার শ্যামচাঁদেরে শুয়ে কুসুম শয্যাপরে। নিশির শেষে অলসে অচেতন, শ্যাম অঙ্গে নাহি বসন ভূষণ। ভুজে ভুজে বাঁধা, যুক্ত অধরে অধরে॥২

——

কোন্ প্রাণে সে তোমারে দিলে হে বিদায়। তুমি বা কেমনে ত্যজে আইলে হেথায়। বিদরে আমার বুক তব মুখ হেরিয়ে। এসেছ শ্যাম কোথা নিশি জাগিয়ে। শূন্যদেহ লইয়ে এলে কারে প্রাণ সঁপিয়ে। এখন কি হইল মনে রাধা বলিয়ে? কি ভাবিয়ে শ্রীমতীরে গেলে শ্যাম ত্যজিয়ে? ৩

——

নাহি পীতধটি, মুরলী গোচারণের সে ভূষণ। ধ'র না রাধার পায় এখন। এবে যদুপতি, হয়েছ ভূপতি, দ্বারকা-পতি সোণার ভবনে। হরি, ব্রজনারী চেনে না ওহে ব্রজগোপীর প্রাণধন। প্রভাস-তীর্থে দরশন পাইয়া কৃষ্ণেরে, অভিমান ভরে, কহে করে ধ'রে গোপীগণ। যদুনাথ, আর কেন দুখিনী-গণে স্মরণ হবে। গিয়াছে সে সব ব্রজের ভাব, মজেছ হে নব ভাবে।

রুক্মিণী আদি রাজদুহিতা সবে সেবে ও চরণ, ভুলেছ সে গোপীগণ। রাধা কুরূপিণী, গোপের রমণী, বনবাসিনী কি তারে লাগে মন ? ৪

শিশির নিশির যন্ত্রণা সই ! এ হতে ত ছিল ভাল। বসন্ত হয়ে কৃতান্ত বিরহী বধিতে এল। মনের কথা কই, এমন কে আছে—ঋতুরাজ যিনি, নারী বধেন তিনি, তবে আর দাঁড়াব কার কাছে ? আসি সপ্তরথী মিলে, আমারে মজালে, যেন অভিমন্যু ঘেরেছে কৌরব। কাল বসন্তের হাতে যায় বা সতীত্ব-গৌরব। যে ধন দিয়ে গেলেন প্রাণনাথ, তায় বা করে গো আঘাত, কত সই গো সই, মুহুমু হু কুহুরব ॥ ৫

সখিরে। রসেরো অলসে। গত দিবসেরো রজনী শেষে ॥ অচেতনো হয়ে সুখে আবেশে। শ্যামের অঙ্গে পদ থুয়ে, শ্যামেরে হারায়ে, কেঁদে ছিলাম কত হুতাশে ॥ যে বিচ্ছেদো ডরে পরাণো শিহরে, তাই ঘটেছিলো সই। অমনি কম্পান্বিত হৃদি, হেরে শ্যাম নিধি, হোরে নিল বিধি কি দোষে ? রাই অত্যন্ত কাতরা, নয়নেতে ধারা বহিছে কহিছে ওহে শ্যাম। তব দরশনো, আকাঙ্ক্ষী যে জনো, তার প্রতি কেন হোলে বাম্ ? কোন সখি কহে, হেথা থাকা নহে এ বন অতি দুর্গম। আনি সুশীতল বারি, কোন সহচরী, বদনে দিতেছে হুতাশে ॥ ৬

রহিল না প্রেম গোপনে। হোলো প্রকাশিতে ভাল দায়। কুল কলঙ্কী লোকে কয়। আগে না বুঝিয়ে, পিরীতে মজিয়ে, অবশেষে দেখো প্রাণ যায় ॥ আমি ভাবিলাম আগে, যে ভয় অন্তরে, ঘটিল আমারে সেই ভয়। গৃহেরো বাহিরো, না পারি হইতে, নগরেরো লোকো গঞ্জনায় ॥ হায় ! কত জনে কত বলিছে নাথো, মোরে থাকি মরমে। বদন তুলিয়া কথা নাহি কই সরমে। হায় ! কি পুরুষো নারী, করে ঠারাঠারি, যখন তারা দেখে আমায়। ভাবি কোথা যাব, লাজে মোরে যাই, বিদরে ধরণী যাই তায়। হায় ! হৃদয়ো মাঝারে লুকায়ে, সদা রাখি প্রেমো রতনে। কি জানি কেমনে সখা তথাপি লোকে জানে ॥ হায় ! পিরীতেরো কিবা সৌরভো আছে, সে সৌরভো মম অঙ্গে বয়। কলঙ্ক-পবনে লইয়ে সে বাসো, ব্যাপিল জগতোময় ॥ ৭

পিরীতি নাহি গোপনে থাকে। শুন লো সজনি, বলি তোমাকে॥ শুনেছ কখনো, জ্বলন্ত আগুনো, বসনে বন্ধনো রাখে? প্রতিপদের চাঁদ, হরিষ-বিষাদ, নয়নে না দেখে, উদয় লেখে। দ্বিতীয়ের চাঁদ কিঞ্চিৎ প্রকাশ। তৃতীয়ের চাঁদ, জগতে দেখে॥ ৮

যৌবন কালে যদি নারী বুঝিতো পিরীত। আমাগুণে না হইত পূরিত॥ পুরুষেরো হইত বাধিত। তবে ত হইত প্রেমে সুখ সমুচিত॥ সময়ে প্রেমেরো নাহি করে আকিঞ্চন। করয়ে কখন্— যায় যৌবনে যখন॥ সে প্রণয়ে হয়ো কি না—নানা বিঘটিত॥ ৯

কি হবে! কোথা গেলে হরি, অনাথো করি, তেজিয়ে পথ মাঝে। তব বিরহে হৃদয় বিদরে যে। আমি একাকী এ বনে, রহিব কেমনে, মরি মরি প্রাণে যে॥ হায়! এই স্কন্ধে করি, আমারে মুরারি, লইতে চাহিলে হে যে। আবার কি ভাবান্তরে, অদেখা আমারে, হোলে কি মনে বুঝে॥ হায়! ওহে তরুগণো, মোরো শ্যাম-ধনো, দেখেছ কেহ তোমরা। বিড়ম্বিলো বিধি, সে প্রাণনিধি, এই খানে হোয়েছি হারা॥ ১০

এত দুখো অপমান, সাধেরো পিরীতে প্রাণ। নিতি নিতি প্রাণো, নূতনো আগুনো, উঠে না হয়ো নির্ব্বাণ॥ অতি সমাদরে, জুড়াবারো তরে, কোরেছিলাম পিরীতি। আমার সে সকলো গেলো, শেষে এই হলো, সদা ঝোরে দুনয়ান॥ ১১

এ সময় সখা দেখা দেও হে। তব অদর্শনে ব্রজনাথ, আমার আঁখি মনো সদা দয় হে। হরি তোমার বিচ্ছেদে প্রাণ যায়,হায় হায় হায় হে॥ গিরীষ্ম, বরষা, হিম, শিশিরে, যত দুখ দেয় হে। সব সম্বরণ কোরেছি কৃষ্ণ, বসন্ত যাতনা প্রাণে না সয় হে॥ প্রায় ব্যাধ-জাল হোয়ে, ঘেরেছে আমায়, কোকিলের স্বর-জাল। তাহে পোড়ে আমি, হরিণী সমানো, ডাকি হে তোমারে নন্দলাল। জীবনো যৌবনো, ধনো প্রাণো হরি,সঁপেছি সব তোমারে হে। বিপত্তে মধুসূদনো, আমা প্রতি কেনো, নিদয়ো জনার্দ্দন হে॥ ১২

আয় দোসরী, বনে গিয়ে হেরি সেই বংশীধারী, বৃন্দে সখীর করে ধরি করে সবিনয়। যেমন্ আছিস্ তেমনি আয় গো, আর বিলম্ব নাহি সয়॥ মুক্তকেশী হোয়ে আসি গৃহ বাহিরে।

সজলনয়নে সাধে সবারে ॥ ব্যথার ব্যথী কে আছিস আমার, এস গো এ সময় ॥ ১৩

ইথে কার অসাধ কমলিনি! বল শুনি হাঁগো রাধে হেরিতে নীলকান্ত-মণি ॥ আমরা তো সব তব আজ্ঞা-বর্ত্তিনী। যাবে কৃষ্ণদরশনে, এতো শ্লাঘা করে মানি। কায় মন প্রাণো যার পদে সমর্পণ। সে ধনে হেরিতে আমাদের আলস্য কখন্ ॥ যদ্যপি কাল বল তুমি, আমরা প্রস্তুতো এখনি ॥ ১৪

নিধুবাবু।

(সংক্ষিপ্ত জীবনী ২য় ভাগ সঙ্গীত-সার-সংগ্রহে ৮২৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

বাগেশ্রী—পিডেবন্দি।

অচিন্তা চিন্তারূপিনী, চিন্তাময়ী সনাতনী, বিশ্বরূপা চরণে তারিণী। সত্ব রজ তম গুণ, গুণত্রয় তব গুণ, গুণময়ী গুণ-প্রসবিনী। অনুপমা রূপ তব, সে রূপ স্বরূপরূপ, কোন রূপে সাদৃশ না জানি। নখপরে নিশাকর, পদতলে দিবাকর, জ্ঞানরূপা আনন্দ-রূপিণী ॥ ১

কামোদ—আখড়াই।

অপার মহিমা তব, উপমা কেমনে দিব, নিরুপমা ত্রিকালবর্ত্তিনি—মা। যক্ষ রক্ষ সুরাসুর, গন্ধর্ব্ব নর কিন্নর, চরাচর সর্ব্ব সচেতনি - মা। প্রকৃতি চতুর্ব্বিংশতি, ভূতাশ্রমে অবস্থিতি, মন যথা নিয়োগ আপনি—মা। এমন দুর্গমে পার, তরিবারে শক্তি কার, নগরাজ কুল-কুণ্ডলিনি - মা ॥ ২

আলাইয়া - ঢিমে তেতালা

জলে কমলিনী জ্বলে, কোথা মধুকর। বিরস অনল জলে, জ্বলে নিরন্তর ॥ বিচ্ছেদের শর [illegible]লে, ডুবিল আকার। ভাসিছে নয়ন জলে, জ্বলে অনিবার ॥ কার মন্ত্রণা শুনি প্রাণ ভুলিলে অধীনে। আমি তব ধ্যানে থাকি, না হেরে নয়নে ॥ ৩

ছড়া।

আঙ্গুর গাছের কিছু করি বিবরণ। মাচা বিনে তরুবর বাড়ে না কখন। ফুল ফল সুমধুর কিছুই ধরে না। অল্প দিনান্তে বৃক্ষের প্রাণও থাকে না ॥ কিন্তু এক বৃক্ষ যদি পায় সে আশ্রয়। শাখা পল্লব প্রতিদিন উন্নত হয় ॥ ফুলে ফলে ত্বরান্বিত হয় সুশোভিত। হেরিলে জগজ্জনের হয়

মন মোহিত॥ ঐরূপ মানব-তরু আশ্রয় পাইলে। উন্নত হইতে পারে সকল সকালে॥ বিনাশ্রয়ে শুন কই না পারে বাড়িতে। অবশেষে মরে যায় ভাবিতে ভাবিতে॥ ৪

ভৈরব—ঢিমে তেতালা।

অরুণ সহিতে করিয়া অরুণ আঁখি, উদয় প্রভাতে। কমল বদন, মলিন এখন, না পারি দেখিতে॥ উচিত না ছিল তব প্রভাতে আসিতে, দুখের উপর, দুখ হে অপার, তোমারে হেরিতে॥ ৫

ভৈরব—জলদ তেতালা।

দেখনা সই প্রভাতে অরুণ, সহ উদয় শশী। গেল বিভাবরী, কাতর চকোরী, এখন শশীরে পেয়ে, রহিল উপোষী॥ প্রফুল্ল নীরে কমল, মলিন হৃদি-কমল, সময়ের গুণ, কি কব এখন, মিলনে অধিক দুখ হইল প্রেয়সী॥ ৬

ভৈরব—জলদ তেতালা।

উদয় অরুণ মলিন হৃদয়-কমল, ভাবিতে শশীরে, নিশি, শশিসনে গেল॥ বিভাবরী পোহাইল, অনেকে হরিষ হ'ল। আমার হতেছে বোধ দিনমণি কাল॥ ৭

ভৈরব — জলদ তেতালা।

দেখনা সই! একি বিষম হইল পিরীতি মোরে। কইতে সে দুখ, বিদরয়ে বুক, নয়ন-নীরেতে ভাসে অনল অন্তরে॥ রাখিতে কুলের ভয়, ত্যজিতে প্রাণ সংশয়, গন্ধমুখি মুখে, হরি, হরি ডাকে, ত্যজিলে নয়ন যায়, খাইলে সে মরে॥ ৮

ভৈরব—জলদ তেতালা।

বিনয়ের বশ যদি হইত যামিনী, প্রভাত-প্রমাদ তবে সহে কি কামিনী। পরশে প্রাতঃ-সমীর, চঞ্চল অন্তর মোর, কেমনে রাখিব আর, শুন গুণমণি॥ ৯

ভৈরব — জলদ তেতালা।

এমন পিরীতি প্রাণ জানিলে কে করে। সুখ আশে ভাসে সদা দুখের সাগরে॥ সতত চাতুরী করি জ্বালাবে আমারে। তবে কি যতনে প্রাণ সঁপিছে তোমারে॥ বিরহ জ্বালায়, মন করি ত্যজিবারে। ছাড়িলে না ছাড়া যায়, কি হ'ল আমারে॥ ১০

বেলোয়ার ঝিঁঝিট—ঢিমে তেতালা।

অধরে মধুর হাসি, বচনে সুধা বরিষে। নিন্দি ইন্দিবর নয়ন কি শোভা, মুখ সরোজ সদৃশ, দ্বিজরাজ আভা নাসা, তিলফুল জিনি বুঝহ বিশেষে॥ অতিশয় নিবিড় নীরদ-নিন্দিত কেশ, হেরিয়ে চাতক, উল্লাসিত মন, শিখী নৃত্য করে, করি সখা অনুমান, শ্রবণেতে কুণ্ডল, দামিনী প্রকাশে॥ ১১

আড়ানা—হরি।

অনেকের আশ্রয় দিয়াছ ও মৃগ-নয়নি! রাহু-ভয়ে, মুখে শশী, ভালে দিনমণি॥ খগবর ভয়ে, ভীত হয়ে ফণি, কেশে আসি হলো বেণী॥ ১২

ভৈরবী—হরি।

অন্তর অন্তরে অন্তর হবে কেন। উর্দ্ধে দিনমণি, সলিলে নলিনী, মনে মনে একই মন॥ চক্রবাক চক্রবাকী, নিশিতে বিচ্ছেদ দেখি, অন্তরে অন্তরে দেখ, পিরীতের এই গুণ॥ ১৩

সিন্ধুকাপি—ঢিমে তেতালা।

অপরূপ শশধর, প্রকাশে দামিনী। দামিনী সদৃশ বটে, হাসি অনুমানি॥ শ্রবণে শোভে কুণ্ডল, যেন দিন-মণি। নিবিড় নীরদাধিক, কেশেরে বাখানি॥ ১৪

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—জলদ তেতালা।

আইল বসন্ত সকলে উন্মত্ত, দুখী বিরহিণী। বন আর উপবন, দেখ কুসুম-কানন, ফলে ফুলে প্রফুল্লিত, বিনা কমলিনী॥ মদনের পঞ্চশর, কোকিলের পঞ্চম স্বর, শরে শরে শরজাল, বুঝ অনুমানি। সংযোগী কাতর নহে, পতিত রমণী দহে, কান্ত কান্ত এই স্বর, তার মুখে শুনি॥ ১৫

বাগেশ্রী—জলদ তেতালা।

আইলে হে বিরহিনীর প্রাণপ্রিয়, এত দিন পরে। কি সুদিন, সুদীনের সুদিন, শূন্য দেহে প্রাণ, আসিবে ছিল কি মনেরে॥ প্রথম মিলন, অমিয় পান করিয়ে জীবন, করেছি ধারণ। বিচ্ছেদের চ্ছেদ মোর, অন্তর ছিল জর জর, ঘুচিল পাইয়ে তোমারে॥ ১৬

ধনশ্রী পুরিয়া—জলদ তেতালা।

আমারে বলে সই মোহিনী আপনারে বলে না মোহন। যদি কদাচিত, দেখয়ে ভাবিত, কহে কত মত, সাবধান মোর মন॥ হরিণ আমার মন, নাহি কহে সে বচন,

কেবল আপন। তার সুখে সুখী, আমি দুঃখে দুঃখী, তাহা কখন কি, শুনিতে পায় শ্রবণ॥ ১৭

কালাংড়া—হরি।

লোক লাজ কুল ভয়, কি করে মন মজিলে। যারে সদাক্ষণ প্রাণ প্রাণ প্রাণ করে বাঁচে কি তারে ত্যজিলে॥ দেখিবারে যার মুখ, নয়ন পাগল দেখ, বচন শ্রবণে ভুলালে। পরশ পরশে, নাসিকা সুবাসে, রসে রসনা শেষ শুনিলে॥ ১৮

কামোদগৌড়—তাল টিমেতেতালা।

নয়নে না দেখে যারে, মানেতে সে মনেতে উদয় কেন। নয়নের বশ হ'লে, ত'ব বাঁচে কি জীবন॥ অঙ্গ আপনার, বশ নহে মোর, করি হে ইহাতে কেমন কেহ মান করে, কেহ কাতর তাহার কারণ॥ ১৯

দেশকার—জলদ তেতালা।

কলঙ্ক শশাঙ্ক হেরিলে কলঙ্ক হয়, খেদ কি তাতে। অকলঙ্ক শশী হেরি, কলঙ্ক কুলেতে॥ চতুর্থী ভাদ্র মাসেতে, নিষেধ শশী হেরিতে, কখন বারণ নহে, এ শশী দেখিতে॥ ২০

বেহাগ—জলদ তেতালা।

চঞ্চল চিত্ত কেন লো, তোমার চিত্রাণি। মৃগ অন্বেষণ, করিবারে মন, বুঝিলো মৃগনয়নি॥ ইহা বিনে প্রাণ-সখি, আর কিছু নাহি দেখি, না দেখে সে রূপ, থাক লো যেরূপ, দেখে ভয় হয় ধনী॥ ২১

শ্রীধর কথক।

হুগলী জেলার অন্তর্গত বাঁশবেড়িয়া নামক গ্রামে কথক শিরোমনি শ্রীধর জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ৺রতনকৃষ্ণ শিরোমণি ইনি বাল্যকাল হইতেই অত্যন্ত প্রতিভাশালী ছিলেন। পাঠ্যাবস্থায় সহাধ্যায়িদিগের নামে নানারূপ গান রচনা করিতেন, যৌবনে সঙ্গীতের সহিত পাঁচালি ও কবি গাহি-তেন; কিন্তু গুরুজনের তাড়নায় ইনি সঙ্গীত-চর্চ্চা পরিত্যাগ করিয়া ব্যবসায় করিতে বাধ্য হয়েন। ইনি ব্যবসায় করিবার জন্য মুরশিদাবাদ যাত্রা করেন; কিন্তু ব্যবসায়ের কুট-প্রবৃত্তি ইঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ হওয়ায় উহা পরিত্যাগ করেন। পরে ইনি বহরম-পুরে ৺কালীচরণ ভট্টাচার্য্যের নিকট কথকতা শিক্ষা করিয়া উহার চরমোৎ-কর্ষ লাভ করেন। ইনি যে কেবল

সুকণ্ঠক ছিলেন, তাহা নহে; ইহাঁর কণ্ঠস্বরও অতি মিষ্ট ছিল; ইহাঁর রচিত আরও অনেকগুলি গীত ২য় ভাল সঙ্গীত-সার-সংগ্রহে ১১৩৩ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

খাম্বাজ—মধ্যমান।

আমার মনোবেদনা কভু জানাই-ওনা তায়। শুনিলে আমার দুঃখ সে পাছে বেদনা পায়॥ সে বাসে না বাসে ভাল, ভাল থাকে সেই ভাল, শুনিলে তার মঙ্গল, তবু ত প্রাণ জুড়ায়,

---

খাম্বাজ—মধ্যমান।

প্রাণপণে যতন করে পেয়েছি পরেরি মন। পোড়া লোকে কেন এত ঘুচাতে করে যতন? প্রেমে পরাধীন হয়ে, দিবানিশি মরি ভয়ে, পাছে কুমন্ত্রণা দিয়ে, পরে করে জ্বালাতন ॥২

সিন্ধু খাম্বাজ—মধ্যমান।

চ'খের দেখা এসে দেখে যাব, তবু আশা না ছাড়িব। তোমার যে ভাল-বাসা কোন দিনে অপমান হব ॥ মনে যত ছিল আশা, সে আশা হল নৈরাশা রহিল প্রেম-পিপাসা, যত দিন প্রাণে বাঁচিব ॥ ৩

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কি জানি কি ছলে ছিল ব'সে। আমারে ত্যজিবার আশে। আমি ত জানিতাম ভাল, সে যে বড় ভাল বাসে॥ অভিমান ছল পেয়ে, প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়ে, মনোমত ধন লয়ে, রয়েছে উল্লাসে ভেসে॥ আমার মনোবেদনা সেকি তা জেনে জানে না, কিসে যাবে এ যন্ত্রণা, তাই ভেবে মরি হুতাশে ॥ ৪

সিন্ধু—মধ্যমান।

কে তোরে শিখায়েছে বল, প্রেম ছলনা। যে তোমারে শিখায়েছে, সে বুঝি প্রেম জানে না॥ পরে মন নিতে জান, দিতে বুঝি নাহি জান, এমন ক'রে কত জনার বধেছ প্রাণ বল না॥ ৫

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—আড়াখেম্‌টা।

প্রাণসই সই লো সই, ও তার এত অযতন। আমি যারে তুষি সে ত তোষেনা তেমন। প্রথম প্রেমেরি তরে যে সেধেছে পায়ে ধরে, এখন সাধিলে তারে, সে হয় জ্বালাতন ॥ ৬

খাম্বাজ—মধ্যমান ঠেকা।

আর গৃহে কি হবে সখি চল চল শ্রবণ নয়ন মন জীবন চঞ্চল। বিস্তারিয়ে প্রেম-ফাঁসি, প্রকাশিয়ে সুধারাশি মনচোরের মোহন বাঁশী ঐ বাজিল। ওগো সখি, সকলে আকুল হয়ে দুকুল ত্যজিল। রবে মাতিল শ্রবণ, দূরে লয়ে গেল মন, মন যে কেমন হ'য়ে গেল। এখন দেখিতে তারে নয়ন পাগল॥ ৭

ঝিঁঝিট—মধ্যমান ঠেকা।

বাজিছে বৃন্দাবনের বনে কোন জন নাহি জানে। কুলরমণীর মনে বাঁধে মধুর তানে, কি সন্ধানে, কি সাধনেরি সাধনে। বন-মাঝে প্রকাশিল, হৃদে আসি প্রবেশিল, অকস্মাৎ একি হ'ল, উদাস করিল প্রাণে॥ ৮

খাম্বাজ—মধ্যমান ঠেকা।

কালি কালি দিব কুলে (কত স'ব) মোহন মুরলী রবে কে র'বে গোকুলে কুলে॥ পরাণেরি পরিমাণ, নাহি হয় কুলমান, মন না-মানে বারণ, মজিল অকুলে। কালী ঘুচাইবেন কালি, কালাচাঁদের অনুকূলে॥ ৯

রামবসু।

(জীবনী ২য় ভাগ সঙ্গীত-সার সংগ্রহে ১১৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

ত্যজে সুখের বৃন্দাবন, বৃন্দে সই, তিলেক আমি নই। কেবল ভক্তের মনোরথ পুরাতে, মথুরায় এলেম রসময়ী। মরি সুধাও কি সখি! আমায় আশ্চর্য্য? রাই হতে শ্রেষ্ঠ নয় জেন সই মধুর মধুরাজ্য; এলাম অপার্য্যে মধুপুরে, ত্যজে গোপিকারে, কেবল এই কংস-ধ্বংস কারণে। তিলেক গো বৃন্দাবন ছাড়া নই আমি বাঁধা সেই রাধার চরণে; বাজাই বাঁশীতে রাধার নাম, আমি সেই রাধার শ্যাম, রাধা বই ধ্যানে জ্ঞানে জানি নে॥ ১

নিরখি মধুপুরে একি আজ অপরূপ। মধু রাজ্যেশ্বর, হয়ে বসেছেন ব্রজের নট ভূপ। খেদে বিষাদে অঙ্গ দয়; কোটালের রাজত্ব দেখে চিত্ত ব্যাকুলিত হয় ব্রজের মনচোরা যে হরি, রাজা সে আ মরি, বিধির বিচারের পায়ে নমস্কার। ছি! ছি! এই কি দশা এখন দেখ্‌তে হল মথুরার। যে নাগর গোপীর বসন চোর, চোরে মহারাজ হল একি চমৎকার। ভাগ্য এমন আর দেখি

নাই কাহার। ছিল কোটালি ব্রজে যার, ঘাটেলি ঘুচিয়ে দেখি, রাজ্যলাভ হল তার, যদি হলে হে ভূপতি তুমি যদুপতি, গোষ্ঠেতে ধেনু চরাবে কে আর॥ ৭

বসন্ত ঋতু আসি সসৈন্যে ব্রজেতে হইল উদয়। বিরহে ব্যাকুলা হ'য়ে বৃন্দে কোকিলের প্রতি কেঁদে কয়। প্রাণের কৃষ্ণ ছেড়ে গিয়াছে, কৃষ্ণ-বিরহিণী হয়ে কমলিনী, ধূলাতে পড়ে রয়েছে। বাঁকা ত্রিভঙ্গ-বিহনে, শ্রীঅঙ্গ শ্রীহীনে রাই, তারে কি হবে মধুরধ্বনি শুনালে। সহে না কুহুস্বর, ক্ষমা দে পিকবর, ডাকিস্ না শ্রীকৃষ্ণ ব'লে; শুন বলি হে নিরদয়, এ ত রাধার সুখের সময় নয়, প্রাণে মরবে রাই জ্বালার উপর জ্বালালে। ব্রজবাসী সবে ভাসি নয়ন-জলে। হয়ে কৃষ্ণ শোকে শোকাকুল গোপ গোপীকুল, পশু পক্ষীকুল, বিরহে সকলে ব্যাকুল; ত্যজে বকুল মুকুল, অধৈর্য্য অলিকুল হে, কোকিল এ সময় কেন এলি গোকুলে; এখন দুখের সময় কেন তুই এলি কুঞ্জে; ব্রজনাথ অভাবে ব্রজে রাই কাতরা, অলি, কি সুখে তবে বেড়াও ভৃঙ্গে? অধীরা ধরাসনে পড়ে রাই চক্ষে জলধারা বয়; এ সময় স্বপক্ষ হও পক্ষী হে, বিপক্ষ হওয়া উচিত নয়। এই ভিক্ষা করি, পিকবর, করিস্‌নে ধ্বনি আর, প্রাণ রাখ শ্রীরাধার, দুখিনীর কথা রক্ষা কর। কোকিল, দেখ্‌লি ত স্বচক্ষে মরণের অপেক্ষা নাই, হ'য়ে রয়েছি জীবন্মৃত গোপীসকলে॥ ৩

সকল ভণ্ড কাণ্ড ভোলা তোর, তুই পাষাণ্ড নচ্ছার। ভজিস ঢেঁকি বলিস্ কিনা গৌর-অবতার। কি সে করিস্ দ্বেষ, নাই ঘটে বুদ্ধিলেশ, বুঝিস্ না সূক্ষ্ম, ও মূর্খ, দিস্ কোন ঠাকুরের ঠেস্? তুই কাঠের ঠাকুর খাটে তুলে মিছে করিস্ পচা ভুর। সেই হরি কি তোর হরু ঠাকুর। যিনি বাম করেতে গিরি ধ'রে রক্ষা করেন ব্রজপুর। যাঁর অভয়চরণ শিরে ধ'রে জীব তরাচ্চেন গয়াসুর। যে রজক ছেদন ক'রে করে ধ্বংস করলে কংসাসুর। ৪

হ'য়োনা সকাতরা প্রেয়সী, শুন তোমায় কই;—আমায় বেদে কয় বাঞ্ছাপূর্ণকারী শ্যাম, ভক্তাধীন আমি রসময়ী। ভক্তের বাঞ্ছা সিদ্ধ করিতে, ব্রজে ত্যজে প্যারী, করে তোমায় সুন্দরী, মজেছি তোমার প্রেমেতে

আমি যাব না ব্রজে আর, ভাবনা নাই তোমার, দিবনা তোমায় মনোবেদনা। রাজসভাতে যেতে কুবুজা নিষেধ কর না, যদি না যাই রাজসভাতে, এ মধুপুরেতে, দয়াময় বলে কেউ আর ডাক্‌বে না। আমার অনন্ত ভাব তুমি ভেব না। আমি কখন্ কারে হই সদয়, দেব ব্রহ্মাদি নাহি পারে বুঝিতে; এজন্য অনন্ত নাম কয়। আছে পুণ্য যার যতদিন, বাঁধা তার থাকি তত-দিন, জেন জোর করে নে যেতে কেউ পারবে না। ৫

নিত্যানন্দ বৈরাগী।

(জীবনী ২য় ভাগ; সঙ্গীত-সার-সংগ্রহে ১০৪৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

হেরি প্রাণ বে তব মুখোকমলে নয়নো খঞ্জন। ওলো, হবে দুখো নিবারণ॥ অতি সুমঙ্গল হেরি আজ যুবতি, বুঝি ভূপতি হব এখন্॥ কমলোপরেতে খঞ্জন যদি দেখে কোন জন। অবশ্য তাহারো হয় রাজ্য লাভ ওলো, এইতো বেদের বচন্॥ হায়, ইহার কারণে যাত্রাকালেতে, শুন ওলো সুন্দরি। বামে শব শিবা কুম্ভ দক্ষিণে মৃগ দ্বিজ হেরি॥ তারি ফল বুঝি আমার আসি ফলিলো এখন। ছত্র-ধারী হবো, তোমারো হৃদয়ে পাব হৃদি-সিংহাসন॥ ১

আগে মনো কোরে দান ফিরে যদি লই। লোকে দত্তহারী কবে সই॥ ভাল বোলে ভাল বাসি যায়, প্রাণো সঁপি তায়। সে কি মন্দ হোলে, তারে মন্দ বলা যায়? এত তারো শঠতা ব্যাভার। তবু সে অত্যজ্য আমার॥ সখ্যতা কোরেছি আগে, কেমনে বিপক্ষ হই? ২

আমি তো সজনি! জানি এই।
যে ভালবাসে ভালবাসি তায়॥
পরেরি সনে করে প্রণয়,
পরের লাগিয়ে, প্রাণে মরি গিয়ে,
পর যদি আপনারি হয়।
আমারে যে জন করয়ে মমতা,
সরলতা ব্যাভারেতেই সই।
আমারি কেমন স্বভাব গো সই,
বিনা মূল্যে তার দাসী হই॥ ৩

সখি! ঐ মনোচোরা মোরো মনো লয়ে যায়। কেমনে গো প্রাণসখি! ধরিব উহায়॥ আঁখিরো অন্তরো হোতে অন্তরে লুকায়। চোরেরো চরিত্র সখি, না জানি এমন। নয়নে

নিদিলি, মোরো, দিলে গো কেমন॥ জেগে যেন ঘুমাইলাম্, কি হোলো আমায়॥ ৪

পিরীতি নগরে বিষমো সখি! মন চোরেরো যে ভয়। বসতি ইহাতে দায়। নয়নে নয়নে সন্ধানো, মনো অমনি হরিয়ে লয়। সন্ধানো করিয়ে মন চোর, ভ্রমিছে নগরময়! কুলেরো বাহিরো হোয়োনা, থেকো সাবধানে লো সদায়॥ ৫

পিরীতে সই এমন বিরাগী হই। ভাবি তার মুখ নিরখিব না। এ মুখ তারে দেখাব না। বিরহে প্রাণ গেলে তবু কথা কব না। পুনো হলে দরশন করয়ে কি গুণ,তখন সে মন থাকে না। সখি! না জানি কি ক্ষণে. সে লম্পটো সনে, হইলো বিধিরো ঘটনা। অন্তরে সদা ঔদাস্য, দিবা নিশি ঐ ভাবনা॥ সখি! হেন নাহি কেহ, নিবারে এ দাহ দেখ না॥ ৬

আমি তোমার মন বুঝিতে করেছি মান। দেখি, আমায় কেমন তুমি ভালবাস প্রাণ॥ মনে আমার এক-বার নাহি বিভিন্নতা জ্ঞান। অন্তরে হরিষ, মুখেতে বিরস, কপটে ঝুরিছে এ দুটি নয়ান॥ তুমি বল প্রেয়সী আমি তোমার প্রেমাধীন। অন্য নারী-সহবাস নাহি কোন দিন। প্রত্যক্ষে সে কথা, করি ঐক্যতা, সরলো কি তুমি পুরুষো পাষাণ॥ ৭

জয়জয়ন্তী—আড়া।

আমি যে তাহারে না হেরিলে মরি, জানাইব না এখন। দেখি, আগে আমা প্রতি তাহার আছে কি না আছে মন॥ দুই মনে এক হয়, তবে অতি সুখোদয় তা নহিলে আমি চাব তাহারে, আরে চাহিবে সে জন॥ ৮

ধিক্ ধিক্ ধিক্ আমারে, ললিতে গো ধন্য কুবুজায়। যোগী যারে ধ্যানে নাহি পায়। হেন গুণসিন্ধু হরি, কি গুণে ভুলালে তায়। এত দিন অবধি আমরা কোরে আরাধন। হইলাম্ বঞ্চিতো, সে হরির চরণ। গৃহে বোসে অনায়াসে, অতুলো চরণো পায়॥ ৯

কেন সজনি! মোরো মরণ নাহিক হয়। সুখো কালে সুখ ঋতু, দুখ দেয় অতিশয়। তথাচ এ পাপ প্রাণো, কি সুখে এ দেহে রয়॥ যারো অনুগত প্রাণো, সে গেল তেজে আমায়।

তারো সাথে, সেই পথে, প্রাণো কেন নাহি যায়। মরিলে এ দেহ সখি, জলে চিতা আগুনে। দুখ বোধো ন'হি হয়ো, শব-অঙ্গ-দাহনে। সজীব শরীরো এ যে, বিরহ-অনলে দয়। দগধিয়ে মরি সখি, ইহা কি পরাণে সয়। ১০

—

কমল কম্পিতো পবনে। অলি কাতরো প্রাণে। এই সরোবরে নিত্য করি যাতায়াত। এমনো দেখিনে কভু ঘটিতে উৎপাত। অস্থির নলিনী, প্রাণে সহে কেমনে। হায় যে দিকে নলিনী হেলে, মধুকরো ধায়। পবনেতে বাদো সাধে বসিতে না পায়। হায়, গুন গুন স্বরে কাঁদে অলি অধোবদনে। ধারা বহিছে অলির দুটি নয়নে। অলিরো দুর্গতি দেখি হাসে তপনে। ১১

—

পাহাড়ী— আড়াঠেকা।

কি হেতু এমন ভাব নিরখি তোমায় রে, বহিতেছে দু নয়নে শোক নীর-ধার রে। বল তব ধরি করে প্রাণ যে কেমন করে, ভালো ত আছেন প্রাণে প্রাণেশ আমার রে হেরি তব ম্লান মুখ, বিদরিয়ে যায় বুক, উথলিয়া উঠিতেছে, শোক পারাবার রে॥ ১২

বসন্ত—একতালা।

যাহার লাগিয়ে জাগিয়ে যামিনী, রয়েছ বসিয়ে শ্যাম সোহাগিনি, যাহার লাগিয়ে, সুরাগে রাগিয়ে, ওগো সুধামুখি! রাই, সোহাগে গলিয়ে, ত্যজিয়ে ভবন, সাজায়েছ আজ নিকুঞ্জ-কানন কুসুম-ভূষণে সেজেছ মোহন, কুল শীল লাজে দিয়েছ ছাই॥ ১৩

—

সই, কি করেছ হায়! তোমারো সরলো প্রাণ স'পেছ কাহায়। চেতনা উহারে প্রাণো সখি রে, কত রমণীরো বোধেছে জীবনো, ঐ শঠজনো, পিরীতি কোরে। নয়নেরো বশো হোয়ে প্রাণসখি, পোড়েছ যে দেখি বিষম ফেরে। হৃদয়-মণ্ডলে, কারে দিলে স্থান, পুরুষো পাষাণো, চেননা ওরে। তুমি লো যেমনো, রমণী সুজনো, তোমার এগুণো, কেবা বুঝিবে। ও যে অতি শঠো, কুমতি কুরীতো, পরেরে মজায়ে সদাই ফেরে॥ ১৪

—

ওহে প্রাণ রে! কহ কুমুদিনী পদ্মিনী কোথা আমার। এ সরোবরে, না হেরি তারে, আমি সবো হেরি শূন্যাকার। আমায় কে দেবে মধুদান। কারো মুখো নিরখিয়ে জুড়াইব প্রাণ।

তাহারো বিচ্ছেদে, মনো প্রাণো কাঁদে, চারিদিকে অন্ধকার। পদ্মিনীরো সখা ভ্রমরো, জানে এই জগতে। এই সরোবরে আসিতাম, তারো মনো রাখিতে। বিধি তাহে নিদয়ো হোয়ে। এমনো সুখেরো প্রেমো, দিলে ঘুচায়ে। কি হোলো, কি হোল, কমল কোথা গেলো, তারে কি পাবনা আর ॥ ১৫

ব্রজে মাধবো এলো না, কি হবে বল না। কি ক্ষণে গমনো, করিলো মদনমোহনো, প্রাণ থাকিতে মিলনো হলো না॥ হরি আসিবে আসিবে বলিয়ে মিছে করি দিন গণনা। এইরূপে গত, শিশিরো হেমন্ত, বসন্ত উদয়ো দেখ না॥ আঁখি জলে তরু মূলে সিঞ্চিলাম হায় ব্রজাঙ্গনা। চিরো দিনো বঁধু, মথুরা রহিলো, আশা তরু ত ফলিল না॥ ১৬

ব্রজে কি সুখে রোয়েছে। কি দশা ঘটেছে। সে শ্যাম সুন্দরো বিহনে দেখনা ওগো রাই, বনের পশু পক্ষী আদি ঝুরিছে। হায়! সহজে শ্রীমতি তোমার অঙ্গ যে দহিছে। শ্যামেরো বিচ্ছেদো, সামান্য কি খেদ পাষাণো বিদারো হতেছে॥ হায়! ভ্রমরার দশা দেখ, এ সুখো বসন্ত সময়ে। ধূলায়ে ধূসরো হোয়ে কলেবরো, ভূমেতে রয়েছে পড়িয়ে॥ হায় সখি! কোকিলেরা না করে গানো, অজ্ঞানো হোয়ে রয়েছে। কৃষ্ণবিরহেতে দেখ না প্যারি, খেদে কুহুরব ভুলেছে॥ ১৭

তুমি কৃষ্ণ বোলে ডাকো একবার। শুন রে কোকিল শুন শুন, বলি শুন মিনতি আমার। হরি হারা হোয়ে আছ মৌনে বসিয়ে, মধুর রবো শুনিনে যে আর। এই দেখো বৃন্দাবনে বসন্ত এলো। নীরবে রয়েছ কেন ওরে কোকিলো। হরি গুণ গানো পিক্ কর রে এখন, শুনে প্রাণ জুড়াক শ্রীরাধার॥ ১৮

তোমা বিনা গোপীনাথ, কে আছে গোপীকার। শ্রীনন্দনের নন্দন কৃষ্ণ, কোথা হে আমার॥ ওহে ব্রজ হরি, মরে রাধা প্যারী, দেখা দিয়ে প্রাণ রাখ রাখ একবার। দীনবন্ধু দুখো ভঞ্জনো, অকিঞ্চনো জনেরো ধনো। কেন হোলেহে, হেন নিদারুণো॥ কুলাইতে পার, ব্রহ্মাণ্ডেরো ভার॥ ১৯

মনো জলে, মানো-অনলে, আমি জলি তারো সনে। এ পিরীতি-মিলনে, তুয়া দুঃখে আমি সুখী কি অসুখী, বিধুমুখি ইহা বুঝনা কেনে॥ অভি-মানো দূরে না ত্যজিলে প্রাণো, কি কর, কি কর, বলি এক্ষণে। প্রলয়ো লক্ষণো, হতেছে এখনো, দুই জনো পাছে মরি প্রাণে॥ যাদৃশ কাননে অনলো লাগিলে যেমন, কীটো পত-ঙ্গাদি হয়ো জ্বালাতন। তোমারো পিরীতে দিবস শর্ব্বরী, ততোধিক আমি হতেছি দাহন॥ ওলো এদায়ে যে জনো করে পলায়নো, পরাণো লইয়ে সেই সে বাঁচে। আমি লো সুন্দরি, পলাতে না পারি, কেবলি তোমারি ঐ মমতা গুণে॥ ২০

কমলিনি! কুঞ্জে কি কর। তোমার নব প্রেম ভাঙ্গিল, ব্রজের বসতি বুঝি উঠিল। মথুরাতে যাবে কৃষ্ণ ঐ নন্দের ভেরী বাজিলো। সহচরী কহে কিশোরী ব্রজে প্রমাদ হইলো। মথুরা হইতে, প্রাণনাথে হোরে নিতে, অক্রুর আইলো। যে শ্যাম-চাঁদ সোহাগে তোমার আদরিণী বলে ব্রজেতে। সে শ্যাম সুন্দর মথুরা নগরে, যাবে নিশি-প্রভাতে। সেই বংশীধারী, যাবে গো প্যারি ত্যজে গোকুলো। নিধুবনে 'রাধা রাধা' বোলে কে বাঁশী বাজাবে বলো। ২১

সখি! এই বুঝি সেই রাধার মনো-চোর, নটবর বংশীধারী। ত্যজে সেই বৃন্দাবন, শ্যাম এলেন এখন মধুপুরী। আমা সবা পানে কটাক্ষে চেয়ে, কোরে নিল চিতো চুরি। মথুরানাগরী কহিছে সবে, কৃষ্ণেরো লাবণ্য হেরি। অক্রুর সহিতে, কে এলো ঐ রথে, কালো রূপে আলো করি। শ্রবণে যেমন শুনেছিলাম সই, দেখিলাম আজ নয়নে। আঁখি মনেরো বিবাদ আমার ঘুচে গেল এত দিনে। এত গুণো রূপো না হোলে সখি, গুণময় হয় কি হরি। এমন মাধুরি, কভু নাহি হেরি, আহা মরি মরি মরি॥ ২২

দাশরথি রায়।

(জীবনী ২য় ভাগ সঙ্গীত-সার-সংগ্রহে ৮৯২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

দক্ষযজ্ঞ।

আলাইয়া—আড়া।

কেন্দে কহে নন্দী কি বপদ ঘটিল। স্বর্ণময়ী মা আমার কেন রে বিবর্ণ হ'লো॥ লজ্জি শিব-

আজ্ঞে, আসিয়া অশিব যজ্ঞে, অকস্মাৎ কিমাশ্চর্য্য, হেরি প্রাণ না হয় ধৈর্য্য, হর-হৃদি করি ত্যজ্য, শয্যা মায়ের ধরাতলে॥ ১

ললিত ঝিঁঝিট—ঝাপতাল।

নন্দি রে! কার মায়ায় বন্দী হয়ে থাকি এ মন্দিরে। মহামায়ায় হারালেম কার মায়ায় হয়ে বন্দী রে॥ দক্ষালয়ে গিয়েছিলি, তুই ত সতীর সঙ্গে ছিলি, (নন্দি রে) প্রাণ ত্যজিতে কেন দিলি আমার প্রাণের উমারে। আমি ঈশান সন্ন্যাসী, সতত শ্মশানবাসী. বাস বাসে ভাল না বাসি বাসনা হয় অন্তরে। তবে গৃহে বসতি করি সতী ভার্য্যারই. মায়ায়, হৃদ-বসতি ছেড়ে আমার সে সতী আজ রইল কোথায়, মিছে মায়ায় কেউ কারো নয় নন্দি! দেখ মনে করে॥ ২

শিব-বিবাহ।

সুরট—কাওয়ালি।

আই আই পালাই কি বালাই, কাজ নাই এ জামাই, দেখ মিছে একি রঙ্গ। যত মেয়ের হাট পেয়ে. অল্পেয়ের মাথা খেয়ে, আবার হ'য়েছে উলঙ্গ॥

চল গো সজনী চল, নালা কেটে যেন জল, এন না বুড়াকে করি ব্যঙ্গ খেপা মহেশের যেও না পাশে, মা ত্রাসে বুকে এসে, পাছে খাবে সে ভুজঙ্গ। এ বড় মর্ম্মের ব্যথা, এ বরেরে স্বর্ণলতা, দিবে গিরি খেয়ে কি অপাঙ্গ॥ আহা মরি ছি ছি মেনে এ বাদ সাধিল কেনে, বিরোধে নারদে বুড় রঙ্গ। সাধের উমার বর খেপা হর দিগম্বর, শিরে জটা উদং মোটা কি ঘোর ঘটা ভুতের সঙ্গ॥ ৩

ঝিঁঝিট—খেম্‌টা।

মুনিবর এলো বর, পরিধান বাঘাম্বর, মাখা ভস্ম কলেবরে। সাধের গিরিবর-নন্দিনী, ছি মা, এই বরে কেউ বরে। রূপ দেখে সই মলেম হেসে. অস্থিমালা গলদেশে বর এসে কি বলদে বসে, দোষের সাগরে। বুড়ার কপালে আগুণ, কেবল মাত্র একটী গুণ, মুখে রামগুণ গান করে॥ ৪

পরজ—একতালা।

ভবাণী মা কবে মজিবে ভবের ভাবে. কবে গো ভবাণী মা মোর ভবের ভাবনা যাবে॥ শুন গো মা দীনতারা, শিবের দরশন বিনে তারা, তারা বলে তারা; ধারা শিবের সারা দিবে। চল মা শিবের ধামে, দুঃখ

কত আর দিবে উমে, না বসিয়ে বামে
শিবে বাম হয়ে রবে ॥ ৫

টোরি—কাওয়ালি।

দয়াময় দীন দুঃখ হর হে দীননাথ দীনোহং। দুর্জ্জন দুর্ম্মন দনুজদল-দমন দিনকর-সুত দুর্ভাগত দয়া দীনে কর। দেব দরশন দেব প্রতি দিনে দান দেহ নাহি মম দ্বিজ সমাদর॥ দ্বেষা দ্বেষ দোষ আদি দ্রোহী, কর্ম্মে হয়েছি দৃঢ় সদা দুষ্পথে ভ্রমি, করি দুষ্করণীয় ভব দুষ্পার পার মম দুষ্কর, দায় জানি বড়। দুঃখ দাবানলে দেহ দিবস রজনী হে দহিছে, দ্বিজ দাশরথির দুরদৃষ্ট নিবারি দাস দুর্গতি কর দূর॥৬

সিন্ধুভৈরবী – যৎ।

শঙ্কর কুলীনের পতি এমনি কুলীন এ অখিলে। হ'য়ে কুল হীনে অনুকূল ভবকুল দেন ভবের কূলে॥ আছে শিবের কুলে কালি, তিনি তাতেই মান্য চিরকালি, কুলে না থাকিলে কালি, গৌরব নাই সে মহাকালে। হারিয়ে তারি কুলদায়িনী, কুলভ্রান্ত ছিলেন তিনি, এখন তাঁরি কুলকুণ্ডলিনী, জন্ম নিলেন পাষাণ কুলে॥ ৭

খট্‌ভৈরবী – একতালা।

ওমা পাষাণী আবার কি শুনি বল কু বচন সদানন্দে। তা কি শুন নাই শ্রবণে, তেজেছিলাম আমি জীবনে, দক্ষ-ভবনে করে শ্রবণে, শ্রবণ শিবের নিন্দে॥ কেন কর তুমি বিপদ উৎ-পত্তি, জননী গো আমি পতিপ্রাণা সতী, বিক্রীত করেছি মতি, আমি প্রাণপতি পশুপতির পদারবিন্দে॥ ৮

বেহাগ—যৎ।

কি রূপ বিহারে রে কৈলাস-শিখরে হর বামে হরমনোমোহিনী বিচ্ছেদের বিচ্ছেদ হল উভয় শরীরে॥ হর-সোহাগিনী অতি হরিষ অন্তরে, হেরে হৈমবতীমুখ হর দুঃখ হরে। সুখে সদানন্দ ভাসে প্রেম সুধা-সিন্ধুনীরে॥ ৯

ললিত ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

পঞ্চ বদনেতে একবারে দিতে বর-মালা। গিরিপুরে দশভুজা হন দুর্গে গিরিবালা॥ দাঁড়াইলেন উমেশ সম্মুখে ঊর্দ্ধ কর করি, রাকা চন্দ্র ঢাকা রূপধারিণী হরসুন্দরী নিরখি রূপ গগনে চঞ্চল চঞ্চলা॥ কিবে কাঞ্চন-কবরী আর, কমলাদি কুসুমহার, কমল করে করি বিমলবদনী বিমলা। দশ

কর আভায় দশদিক্ অন্ধকার হয়ে, প্রতি করনখরে কত শরদ-ইন্দু শোভা করে, নখর হেরি চকোর সুধামানসে উতলা॥ ১০

আগমনী।

কাফি—যৎ।

কি শুনালে গিরিবর! উমা কি ভবনে এলো। ভবেশ্বি ভবাণী আমার ভবন করিল আলো। উমা শশী না হেরিয়ে, ছিল নয়ন অন্ধ হ'য়ে, এবে নয়ন-তারা নিরখিয়ে, আঁখি মম জুড়াইল। ১১

আলিয়া—যৎ।

ওহে ভ্রান্ত গিরি! এত অর্থ আছে কি তোমার। অর্থ কি আয়র্থ দিয়ে তত্ত্ব করিবে তত্ত্বময়ী তনয়ার। ত্রিনয়নী চতুর্ব্বর্গ-প্রদায়িনী হে;—আছে জগজ্জীবের পরমার্থ, পদপ্রান্তোপরি অর্থ, দিয়ে করিবে তত্ত্ব, তুমি কি তাঁর জান তত্ত্ব হে। ১২

আলিয়া—যৎ।

এই ভিক্ষা করি আমায় ত্যজে আজি গিরিপুরী। যেও না হে রাজকন্যা অন্নপূর্ণেশ্বরী। আমি তোমায় ভাবি ব্রহ্ম, তুমি কৈ রেখেছ ধর্ম্ম, জন্ম কি কান্দাবে দেখে জনম-ভিখারী। দয়া কিঞ্চিৎ প্রকাশিবে, শরণাগতোহং শিবে, বিচ্ছেদসাগরে শিবে, স'পনা শঙ্করী॥ ১৩

আলিয়া—কাওয়ালি।

শঙ্কর! কর মোরে করুণা। গুণধর গঙ্গাধর, অধৈর্য্য ধরাধর, ধর মিনতি ধর না। হর হর বিষাদ, পুরাও হে মন সাধ, সাধ পুরাইতে করি সাধনা। হর ক্লেশ হে অশেষ, গুণমণি শূলপাণি, পাষাণী প্রাণে বাঁচে না। বিপদে তব দাস, নাম হে দিগবাস, আশায় নৈরাশ যেন ক'রনা। নাম ধরেছ আশুতোষ, আমারে আশুতোষ, তবে রয় এ যশ ঘোষণা। দেহ তিন দিন জন্যে, পরাণ ঈশানী কন্যে, তিন দিবে বিনা শিবে রবে না॥ ১৪

বারোঁয়া—যৎ।

বিধি ভাগ্যেতে করেছে আমায় পাষাণী। তেঁই তো তোর শোকে এ দুঃখে জীবন থাকে গো ঈশানী॥ নৈলে কি ভেবেছ মনে, দেখা হতো মায়ের সনে, উমা গো তোর অদর্শনে, বাঁচিতো কি পরাণী॥ ১৫

আলিয়া—যৎ।

সাজিল না শঙ্করি মা তোরে আভরণে সাজিল না। কোন বিধি গড়িল মা তোয় হর-অঙ্গনা॥ কিরূপ ধরেছ তারা, শরৎ-চন্দ্রমুখী তারা, মা আমি চাঁদের নাম রেখেছি তারা, নয়ন-তারা ছিল না॥ রূপে হরের মন হরে, মনের অন্ধকার হরে, মা উমা তাইতে বুঝি ত্রিনয়ন ছাড়া করে না॥ ১৬

বারোঁয়া—যৎ।

উমা কি ধন আছে আমার দিতে পারি। দেখিলাম নয়ন মুদে ব্রহ্মাণ্ড-ময় সকলি তোমারি॥ কি দিব তোয় রত্নবাস, রত্নাকর তব দাস, স্বর্ণকাশী মাঝে বাস, অন্নপূর্ণেশ্বরী॥ কুবের ভাণ্ডারী ঘরে, কে বলে ভিখারি হরে, তোমার ত্রিলোচন ভিখারীর দ্বারে, ত্রিজগৎ ভিখারী॥ ১৭

শুম্ভবধ।

সিন্ধু—কাওয়ালী।

রঙ্গে করিছে রণ, কে রমণী হে রাজন, তোমারে নিদয় বামা কি জন্যে। এলোকেশী, করে অসি, ষোড়শী কুলকন্যে॥ বিবাদ ঘটিল কেনে, কি বাদ বামার সনে, করেছে নিদয়া মেয়ে, সারিলে প্রাণে॥ চল হে রাজন চল, প্রাণ-ভয়ে প্রাণাকুল, অকূল সাগরে কুল আর দেখিনে। ধরি চরণে করি মিনতি, যদি হে দানবপতি দাশরথী গতি পায় অতি যতনে॥ ১৮

জয়জয়ন্তী—যৎ।

ওরে শুম্ভ সৈনপতি রণে ভঙ্গ দিও না। বধে যদি ব্রহ্মময়ী ভবে জন্ম হবে না॥ অদ্য কি শত বৎসরে, যাবে প্রাণ রবে না রে, প্রাণ-ভয়ে হাতে পেয়ে পরমার্থ হারাইও না॥ ১৯

ধ্রুব-চরিত্র।

খাম্বাজ—পোস্তা।

কোথা আছ হে কৃষ্ণ। এত কষ্ট সইতে নারি। পার কর দুঃখিনীরে, দুঃখ-নীরে দিয়ে অভয় চরণ-তরী। বনে দিলেন স্বামী, নিরাশ্রয়ে আছি আমি, রক্ষ ভুবনের স্বামী, ভবের ধন ভূভারহারী। শুনেছি নাম দীনবন্ধু, কৃপাময় কৃপাসিন্ধু, দাও হে চরণার-বৃন্দ, পতিত-পাবন হরি॥ ২০

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

ধ্রুব লাগি কান্দিয়ে আকুল বলে এ দুঃখ-সাগরে কে আর কুলাবে কূল॥ শুনিয়াছি রামায়ণে, কৈকেয়ী দিল রামকে বনে, সুরুচি মোর পুত্র-ধনে, প্রতি হলো প্রতিকূল॥ নৃপতির পত্নী হয়ে, আছি বনবাসী হয়ে, ধ্রুব রে তোর মুখ চেয়ে, বুঝি হারাইলাম মূল॥ ২১

—

প্রহ্লাদ চরিত্র।

মুলতান—কাওয়ালি।

কি পড়া পড়ালি পড়রে ও পাষণ্ড ষণ্ড রে। মোর রিপু গুণগান কেন করে একি পাপ আমার ঘরে॥ এ আমার তনয় হতো নয় নয়, তনয় নয় তনয় নয় দিয়ে কালি ওর মুখে, কুলে কালি বালকে পুরোহিতে, দূর করে দে দূর করে দে॥ ২২

—

টোড়ী—কাওয়ালী।

আমি নিবারিতে নারি তব নন্দনে মহারাজ! বার বার বারণ করি ভূপতি, আমি হে ভজিতে সে বারিদ-বরণে। শুনে রাধিকায় সম অনিবারি বারি নয়নে॥ যত শিখাই সুনীত স্মৃতি কাব্য, করিয়া বলে লভ্য, ভাব্য অসার কথা কেনে! ত্রিভঙ্গ হীন রসভঙ্গ এ পাঠ বলে ভঙ্গ দিয়ে কেন অদিনে। গিয়ে বিরলে বিরসে ভাসে গোবিন্দ গুণগানে॥ ২৩

—

রামের রাজ্যাভিষেক।

আলাইয়া—আড়া।

তুই কি আলি রে রামধন, তুই কি আলি রে রামধন। তুই বিনা আর কেটা বুঝে মর্ম্ম-ব্যথা কৈ কই দুঃখের কথা শুনরে বাপধন॥ ভুবন-জীবন তোরে বনে দেই নাই আমি অন্তরেরই ভাব জান অন্তর্যামি, রাবণ-বধিবারে বনে গেলে তুমি, আমায় ক'রে বিড়ম্বন। বিধির চক্রে বাছা বনে গমন তোমার, কুলবধূ কাঁদে কোলে নিয়ে কুমার, পাপিনী মা ব'লে দেখে না আমায় পুত্র ভরত শত্রুঘ্ন॥ ২৪

—

খাম্বাজ—একতালা।

আমার কি ফলের অভাব,
তোরা এলি বিফল ফল যে লয়ে।
পেয়েছি যে ফল, জনম সফল,
মোক্ষফলের বৃক্ষ রাম হৃদয়ে।
শ্রীরাম-চরণ-কল্পতরুমূলে রৈ,
যে ফল বাঞ্ছা মনে সে ফল প্রাপ্ত হই,

ফলের কথা কৈ, ও ফল গ্রাহক নৈ, যাবো তোদের প্রতিফল বিলায়ে॥ ২৫

রাম বনবাস।

অহং সিন্ধু—জৎ।

সঙ্গী কর রঘুবর॥ ত্যজ না রাম নিজ দাসে। এই যে বল ভালবাসি একাকী যাও বনবাসে। পীত বসন পরিহরি, বাকল পরিলে হরি, মরি মরি কাজ কি আমায় এ ছার আবরণ বাসে রবির কিরণে মুখ, ঘামিলে পাইবে দুখ, ছত্রধারী হবে কে এসে। ক্ষুধাতে হলে আকুল কে যোগা'বে ফলমূল, এ দাসে হও অনুকূল, রবে হে হরি হরিষে॥ ২৬

রাবণ বধণ।

বিভাস—একতালা।

ওহে হৃষিকেশ! এ জনমের শেষ, কৃপা করি হরি দাঁড়াও সম্মুখে। আমি অতি দীন ভজন-বিহীন, সুদিন কর আমায় অধীন দেখে। শঙ্খ চক্র হরি ধর গদাপদ্ম, দেখে প্রফুল্লিত হউক আমার হৃদিপদ্ম, মুদি নয়নপদ্ম, ধ্যান করি পদ, শ্রীপাদ-পদ্ম আমার দেও হে মস্তকে। বলেছিলে হরি জন্ম-জন্মান্তরে শত্রুভাব ভাবলে দয়া করবো তোরে, (তাই) মা জানকী হ'রে আনলেম লঙ্কাপুরে (এখন) মুক্ত কর আমায় রক্ষকুল থেকে। ভজন সাধন আমি না জানি হে হরি, পার কর আমায় দিয়ে চরণ-তরি, মুখে বলে হরি হরি, মুকুন্দমুরারি, যেন প্রাণ গেলেও নাম রসনায় ডাকে॥ ২৭

আলিয়া—একতালা।

প্রাণান্ত হ'লো আজি আমার কমল-আঁখি। একবার হৃদ্‌কমলে দাঁড়াও দেখি॥ ইন্দ্র বেটা হার যোগালে, অশ্বশালে কালকে রাখি। পাছে কালবেটা কালপেয়ে ধরে, ঐ ভয়ে রাম তোমায় ডাকি॥ ঐহিকের ঐশ্বর্য্য করা, রাম কিছু মোর নাই হে বাকি। একবার বদ্ধ হ'লে পরকালে কাল বেটাকে দেখাই ফাঁকি॥ ২৮

ললিত বিভাস—আড়খেমটা।

আর নাই মোচন পিতা ত্রিলোচন বসালেন শরমধ্যে জীবন বধিতে। এমন সময় কোথা গো মা ঈশানি বিপদ-নাশিনি! মা রাখ সন্তানে শ্রীপাদ পদ্মে। কি করি শঙ্করী পিতা শঙ্কর বিরূপ, তাই হ'য়ে চিরকাল কালের স্বরূপ, বিনে চরণতরী তরি গো মা

কিরূপ, ব্রহ্মময়ী বিপদ-সাগর মধ্যে। ছিল যে ভাই আমার প্রাণের অনুগত হ'ল সে দিন গত সে ভাই আমার গত, না হতে কাল গত হ'ল কালাগত, আমি ভেঙ্গেছিলাম ও তার অকাল-নিদ্রে॥

ভৈরব—একতালা।

দিন গত কিন্তু নয় হে রাম তোমার চরণে এ দীন গত; আমার গত অপরাধ কত, প্রাণ নির্গতি সময়ে দেও হে চরণ, হলেম চরণে শরণাগত। সতের সঙ্গে হরি স্বতন্তর করি। অসৎ ক্রিয়া সতত; তোমায় শত শত মন্দ, বলিছি রামচন্দ্র (একবার) না ভাবিয়ে ভবিষ্যৎ। ও হে গুণধাম স্বগুণ-প্রকাশ, গুণহীন জ্ঞানহীন দোষ নাশ, সগুণে তারিলে কি পৌরুষ, সে তো স্বগুণে পাবে সুপথ; জননী-জঠরে কঠোর যন্ত্রণা আর দিবে হে রাম কত; আমার নাহি কালব্যাজ, দশরথাত্মজ, ঘুচাও দাশরথির যাতায়াত॥

বিভাস—একতালা।

তাই বলি হে! রাবণ করো না আর রণ। লও শরণ নীলবরণ-চরণ-পল্লবে। কেন রণ সাজে, আর কি রণ সাজে, কে জিনে ত্রিভুবন মাঝে, সে লক্ষ্মী-বল্লভে। জাহ্নবীর জল চন্দন-তুলসীতে যে চরণ পূজেন হর হরষিতে, তায় হরণ ক'রে সীতে, সবংশ নাশিতে, আনিলে হে চল ফিরে দেও সীতে, সেই রাঘবে। মানব জ্ঞানে অশোক বনে রাখিলে সীতে, পারেন পলকে সীতে ব্রহ্মাণ্ড নাশিতে, তুমি যাও সীতে অসিতে নাশিতে, জ্ঞান নাই হে ঐ সীতেকে অসিতে যে যা ভাবে ভবে॥ ৩১

সীতার বনবাস।

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

ও মা জানকি, বল মা একি ধরা-তনয়া পড়ে ধরা। সঙ্কট কি হ'লো কেন পঙ্কজনয়নে ধারা॥ কেন বিধি হইল বাম, ভাঙ্গিল তব সুখধাম, বদনে ধ্বনি অবিরাম, রাম রাম গো রামদারা ও মা বল ব্রহ্ম-স্বরূপিণী, কি ধন-হারা আপনি, সাপিনী যেন তাপিনী, গো মা শিরোমণি হয়ে হারা। নিরখিয়ে মা তব মুখ, বিদরিছে আমার বুক, ভানুতাপে ঘেমেছে মুখ অনুতাপে তনু জরা॥ ৩২

ঝিঁঝিট—ঝাপতাল।

ও গো এস মা রামপ্রিয়ে ভেস না নয়ন-নীরে। থাকতে হবে কিছু দিন

অতি দীন মুনি-মন্দিরে॥ ভবভাব্য-ভাবিনী সীতে! তুমি ভাব কি অন্তরে সহজে কি এসেছ আমার সাধ পুরাতে সাধ করে? বেন্ধে এনেছি পদ নিজ সাধনের ডোরে॥ তোমার বনে দেন পীতাম্বর, সে সব দুঃখ সম্বরে, সম্প্রীত বিতর ধন্য কর মুনিবরে॥ রাজভূষণ রাজবাস ভালবাস গো রাজরাণী আমি কোথা পাব, দিতে কেবল দিব গো জগদ্বন্দিনি! চন্দন তুলসী চরণাম্বুজোপরে॥ ৩৩

আলেয়া—একতালা।

রামের তুল্য পুত্র কেবা পায়। এ সব অনিত্য কুপুত্র, অন্তে কে হয় মিত্র বিচিত্র সে দশরথের পুত্র, যার নাম শ্রবণ মাত্র, ত্রিনেত্র পবিত্র, রবি-পুত্র দূরে যায়। ধন্য দশরথ শ্রীরাম ধনে ধনী, রত্নগর্ভা-রাণী সে কৌশল্যা ধনী, এমন পুত্র গর্ভে ধরেছিলেন তিনি, জন্মেন সুরধুনী যাঁর পায়॥ ৩৪

শ্যামা-বিষয়ক।

সুরট মল্লার—আড়াঠেকা।

মনেরি বাসনা শ্যামা শবাসনা শোন্ মা বলি। অন্তিমকালে জিহ্বা যেন বল্‌তে পায় মা কালী কালী॥ হৃদয় মাঝে উদয় হয়ো মা, যখন কর্‌বে অন্তর্জলী। তখন আমি মনে মনে, তুল্‌ব জবা বনে বনে, মিশায়ে ভক্তি-চন্দনে, পদে দিব পুষ্পাঞ্জলি। অর্দ্ধ অঙ্গ গঙ্গাজলে, অর্দ্ধ অঙ্গ থাক্‌বে স্থলে, কেহ বা লিখিবে ভালে, কালী নামাবলী;—কেহবা কর্ণকুহরে, বল্‌বে কথা উচ্চৈঃস্বরে, কেহ বল্‌বে হরে হরে, করে করে দিয়ে তালি॥ ৩৫

বদনে বল কালী, আজ ম'লে দু'দিন হবে রে কালী। কালী কালী যদি বল্‌তেম রে সকালে তবে কি রে আমায় ছুঁতে পারে কালে, আমায় নিয়ে যায় যমদূত কালে, সঘনে বদনে বল রে কালী। দাশরথির মনে আছে রে এই কালী, কালী কালী ব'লে ঘুচাও মনের কালী, অঙ্গে লিখ কালী মুখে বল কালী, কালের মুখে এখন পড়বে রে কালী॥ ৩৬

মুলতান—একতালা।

জীব সাজ সমরে, রণবেশে কাল প্রবেশে ঘরে। ভক্তি-রথে চড়ি, করি জ্ঞান-তূণ, রাসে ধনুকে বেঁধে প্রেমগুণ, কালীর নাম ব্রহ্ম-অস্ত্র তা'তে সংযোগ ক'রে॥ আর এক যুক্তি রণে চাই

না রথরথি, সব শত্রু নাশের হবে সুসঙ্গতি, জীব রে রণ-ভূমি যদি পায় দাশরথী, ভাগীরথীর তীরে॥ ৩৭

আলেয়া—কাওয়ালী।

কালী-অকূল-সাগরে কূল দেখিনে। কি হ'বে কুলীনে, অকুল দেখিয়ে যদি অনুকূল হয়ে, কুলকুণ্ডলিনী কুলাও কূলবিহীনে। আমি কুলহীন দীন ভ্রান্ত, কুলের পাবক মা হয়েছে একান্ত, কাল বেশে করিয়ে কালান্ত, কুলে এলাম হয়ে কুলশ্রান্ত, না হইয়ে প্রতিকূল, দাশরথী প্রতি কূল, দে মা গিরি কুলোদ্ভবা স্বগুণে॥৩৮

আলেয়া—একতালা।

হের মা অপাঙ্গে ভঙ্গ, সুখ মোক্ষপ্রদা জ্ঞানদা গঙ্গে। তার তরঙ্গিণী, দিয়ে পদ-তরণী; তরল ভয়-তরঙ্গে॥ যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র সুরেন্দ্র স্মরণী, শশধরধর শিবিবিহারিণী, শমন ভবন-গমন-বারিণী, দমনকারিণী সুর মাতঙ্গে, স্মরণ মনন সাধন ভকতি, সঙ্গতিহীন দীন দাশরথী, স্বীয় গুণে প্রাণ-বিয়োগ সময়, দিও গো স্থান মা এ পাপাঙ্গে॥৩৯

সুরট মল্লার—কাওয়ালী।

কি জন্যে ভব-রোগে ভোগ রে ভ্রান্ত মন। ত্যজে দুষ্টাহার সংসার এখন তারা-নাম মহৌষধি কর রে সেবন। কুমতি-চূর্ণ ভক্তি-মধু তার অনুপান। যাবে সব বেদনা মনের মন বেদ, তারা নাম পাবকেতে কর রে তনু স্বেদ, নয়ন-রোগনাশক, ধর গুরু চিকিৎসক, তারাতে মিশিলে তারা তিনি দিবেন জ্ঞানাঞ্জন। নিবৃত্তি-লঙ্ঘনে কর রসের দমন, তবে হইবে প্রেমক্ষুধার উদ্দীপন; যোগসুধা পথ্য করে, হবে বল হলে পরে, আরোগ্য-নির্ব্বাণ-পুরে দাশরথির গমন॥ ৪০

হুম ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

তো'রা সব ফিরে যা ভাই তিনু রে। আমি যা'ব না যেতে পারব না ভবে আসতে হ'য়েছে একা, যেতে হ'বে একা রে। আমার যত কিছু ধন কড়ি, ঘর দরজা বাগান বাড়ী, সকল ধনের অধিকারী তিনকড়ি ভাই তুমি রে, হ'য়ে বিচক্ষণ, কর রে রক্ষণ, ঘরে বিধবা রমণী রইল তা'রে অন্ন দিও রে॥ ও রে তো'রা ভাবিস্ রে একা, আমি কিন্তু নইরে একা, বসে আছি আমি মায়ের কোলে রে। ১

ব'লে ভগবান, যদি বের হয় রে প্রাণ, অন্তিম কালে দাশরথির ভাগিরথীর তীরে রে॥ ৪১

মধু কান।

যশোহর জেলার অন্তর্গত বনগ্রাম মহকুমার অধীন গোপালনগর নামক গ্রামে মধু কানের জন্ম হয়। ইহাঁর পূর্ণ নাম মধুসূদন কিন্নর। বিখ্যাত ঢপ-সঙ্গীত-রচয়িতা মোহন দাস বাউল ইহাঁর গুরু। মধু কানের ঢপের গান শুনিয়া এক সময়ে এদেশের লোকমাত্রেই বিমোহিত হইতেন। ইহাঁর রচিত গীতগুলি রচনা-চাতুর্য্যে ও ভাবমাধুর্য্যে পরিপূর্ণ। তাহার উপর সুরের মিষ্টতায় ইহাঁর গানগুলি যেন অমৃত বর্ষণ করে। মধু কানের ঢপ-সঙ্গীত,—কলঙ্কভঞ্জন, অক্রুর-সংবাদ, মাথুর ও প্রভাস নামক চারি ভাগে বিভক্ত। ইহাঁর রচিত আরও বহুতর গীত ২য় ভাগ সঙ্গীত-সার-সংগ্রহে ১২৫৬ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

মঙ্গল-বিভাস—কাওয়ালী।

বীণে একবার হরি বল, হরি ভবের কাণ্ডারী, হরি বোলে পারে চল। বীণায় বল হরিধ্বনি, শমন পালাবে আপনি, কালনিবারণ চিন্তামণি, প্রহ্লাদ হরি বলেছিলো। শু'নছি পুরাণে বলে, হরিনামের গুণে মোক্ষ ফলে, অজামিল তরিল হেলে, নারায়ণ বলেছিল। সূদন বলে, কি করিলাম, মিছে মায়ায় বন্দি হলাম, (এখন) গুরুপদ না ভজিলাম আসা যাওয়া সার হ'ল। ১

দেওগিরি—ঢিমা কাওয়ালি।

আহুত এসেছি মোরা রবাহুত কও কারে। আবাহন করেছে রাজা তাই এসেছি তোদের দ্বারে। যদি যেতে দেওরে বাঁধা, ধর এই দেখাওনে বাধা, হের্‌লে আর মান্‌বে না বাঁধা, আস্‌বে বাধা মাথায় করে। আমরা ত নই অত্র মানী, তো'দের রাজার পত্রে জানি, জান্‌তে পারি, শুন্‌তে পারি, আগে হোক রে জানা জানি, তোদের রাজা যে যদুরায়, তায় রাধার নফর গোকুলে কয়, কর্ত্তে চাও কাঙ্গালি বিদায় দ্বারি গোকুল তোরা চিনিস্ নারে। তোদের রাজার নীলমণি নাম, ছিল মোদের বৃন্দাবনে, লয়ে আমরা সকল ধেনু চরাইত বনে বনে, সূদন বলে, শুন দ্বারি, কেন কর তেরিমেরি, তোদের রাজার লালন মেরি, একবা'র এনে দেখাও দ্বারে॥ ২

দেওগিরি—টিমা তেতালা।

পাষাণ চাপা মায়ের বুকে, স্বচক্ষেতে দেখে গেলে। যত দ্বারী করে বন্ধন, তত ডাকি আয় কৃষ্ণধন, মনে নাই দুখিনীর বেদন, হ'য়ে যশোদার ছেলে। জনকের যন্ত্রনা বল শুনে হবে সুখ-জনক, পাসরি রয়েছ জনক, গোকুলে পেয়েছ জনক, ঐ দেখ দাঁড়ায়ে পায়ে, আরও প্রহার পারে না রে, দিনান্তে না খেতে পেয়ে বাঁচে কেবল কৃষ্ণ বলে। বল তারে ভাল করে, গিয়াছে খুব ভাল ক'রে, মাতা পিতা হত্যা পাতক কিছুই না মনে করে; সূদন বলে, ও দেবকি, ও কথা আর বল্‌ব কি; চিরকাল ত এমনি দেখি, পাতকী তোমার ছেলে॥ ৩

ঝিঁঝিট—ঠেকা।

এ কে ভুবন মোহিনী বিদেশিনী। কে নারী চিনিতে নারি, নারী হেরে ভোলে নারী, আহা! মরি কি মাধুরী, যেন এ নারী সৌদামিনী। মরি মরি কি লাবণ্যে, যেন রাজকন্যে, কি জন্যে এসেছে হেথায় দেখি মনঃ-ক্ষুন্নে, তরুণী নবযৌবনী, ভাব যেন বিবেকিনী মলিন চাঁদবদন যেন নূতন প্রণয়ে বিরহিণী। এ রমণী যাঁর রমণী, সে যে শিরোমণি, কি জন্যে ত্যজেছেন তারে, কি ত্যজেছেন তিনি, কি জানি কি রসাভাসে, সদা নয়ন জলে ভাসে, জ্ঞান হয় আভাসে, যেন রতন হারা কাঙ্গালিনী। এলোকেশে এলো কে সে, তোরা কি পারিস্ চিন্তে, হেরিয়ে জুড়াল আঁখি দূরে গেল চিন্তে। যায় হেরে যায় ভবচিন্তে, তাঁর যে দেখি ভাবাচিন্তে সূদন বলে, তাইতে চিন্তে, হারায়েছেন চিন্তামণি॥ ৪

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

শুন হে কোকিলে, ব'সে তমালে, ডেকনাকো আর কৃষ্ণ ব'লে, এখন সুখের গান, নাহি দুখ [illegible]ন, প্যারির যে যায় প্রাণ, প'ড়ে অকুলে। দেখ, শ্রীকৃষ্ণ বিহনে, হইয়ে শ্রীহীনে, ভ্রমিতেছে প্যারী বনে বিপিনে, শুনে কুহু-ধ্বনি, করে উহুঃধ্বনি, শুনে ধনীর ধ্বনি, আমরা বাঁচিনে। কৃষ্ণের পক্ষে কৃষ্ণপক্ষ, তুমি কি জাননা পক্ষ, তবে কেন হ'য়ে বিপক্ষ, কমলিনীর বুকে শেল হানিলে। কাঁদে অলিকুল, ত্যজিয়ে বকুল, কাঁদিতেছে শুক মনের অসুখে, কাঁদে শিখিগণ, হইয়ে অজ্ঞান তুমি সদা গান কর কি সুখে। আমরা যত ব্রজনারী, শ্রীহরি বিহীনে মরি, কখন বাঁচি কখন মরি, হেরি সূদন পড়ে ভূতলে॥ ৫

ঝিঁঝিট—আড়খেমটা।

শ্যামের প্রেমে সখি! কেবা না মজেছে এই গোকুলে। সবার হয় আনন্দ, হেরিয়ে গোবিন্দ, কলঙ্ক কেবল আমার (রাধার) কপালে॥ এ বিশ্ব-মণ্ডলে, কে না হরি বলে, যে না বলে তার বিফল জনম; নারদ আদি ঋষি, সে পদ প্রত্যাশী আছে দিবানিশি ও চরণ কমলে॥ আমি যদি বলি হরি, ননদী কয় কিশোরী কি স্মরিতে কিনা স্মরি, ভয়ে মরি আজ না জানি কি বলে। গয়াসুর শিরে, যে পাদ পদ্ম ধ'রে, বিশেষ পিণ্ডদানে ভবের তরণী; যে পাপ-[illegible] হ'তে গঙ্গা অবনীতে, হ'য়ে আছেন তিনি ত্রিলোক-তারিণী। আমার ভাগ্যে এই ছিল, কুল বাড়াইতে দুকুল গেল, সূদন বলে, আর কি বল, কপাইলার কপালে এমনি ফলে॥

—

ঈশ্বর গুপ্ত।

(জীবনী ২য় খণ্ড সঙ্গীত-সার-সংগ্রহে ১০৫২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

বেহাগ—একতালা।

কে রে বামা, বারিদ-বরণী, তরুণী, ভালে, ধ'রেছে তরণি, কাহারো ঘরণী আসিয়ে ধরণী, করিছে দনুজ জয়। হের হে ভূপ, কি অপরূপ, অনুরূপ নাহি স্বরূপ, মদন নিধন করণ কারণ, চরণ শরণ লয়॥ বামা হাসিছে ভাসিছে, লাজ না বাসিছে, হুহুঙ্কার রবে বিপক্ষ নাশিছে, গ্রাসিছে বারণ. হয়। বামা, টলিছে ঢলিছে, লাবণ্য গলিছে, সঘনে বলিছে, গগনে চলিছে, কোপেতে জ্বলিছে, দনুজ দলিছে, ছলিছে ভুবনময়॥ কে রে ললিত রসনা, বিকট দশনা, করিয়ে ঘোষণা প্রকাশে বাসনা, হ'য়ে শবাসনা, আসবে মগনা রয়॥ ১

—

শ্রীকৃষ্ণের আশায় হয়ে নিরাশা এই দশা ঘটেছে আমার। পূর্ব্বভাবে তাই ভাবান্তর, মনেতে যন্ত্রণা অপার। ব্রজে আনব বলে ব্রজের জীবন ধন, গেলাম করিয়া মন-সাধ, কৃষ্ণ সাধিল বাদ, বিষাদে মগ্না তাই এখন। মাধব এল না ব্রজেতে, মজে কুবুজার প্রেমেতে, এখন বল গো সই কিসে বাঁচাই শ্রীরাধায়। জানলাম নিশ্চিত গো প্রাণসই, ব্রজে আসবে না শ্যাম-রায়। প্রাণসই, শুন কই, কৃষ্ণ ভুলেছেন রাধার ভাব, তাঁর এখন নব ভাব, আর কি শ্যাম জুড়াবেন রাধিকায়? এই দশা ঘটে থাকে সখি গো, সুখের দশা যখন যায়। মিছে ভাবলে হবে সখি কি এখন, রাধার কপালে সে সুখ

আর এখন গো হওয়া ভায়, গোপিকার জুড়াবে না মন। সুখ হবে না ব্রজের আর, মনে বুঝেছি আমি সার, এখন অকুলে বুঝি দুকুল ভেসে যায়। ২

এই দশা ঘটিল ক্রোধে শ্রীরাধার। হায়। শ্রীদামের অভিশাপে মনস্তাপ; গোলক ধাম হল শূন্যাকার। কেন বিরজা সই ভাব আর শ্রীমতী, আদ্যা প্রকৃতি, প্রধানা সবাকার। করি হরি সে বিষাদ, হরিষে বিষাদ, হইল সাধে গো তোমার। কেন সখী ভাব অকারণ হ'য়ে আমার প্রেমময়ী, হ'লে তুমি জলময়ী, ও জলে ডুবিয়া সই জুড়াব জীবন। গোকুলে হব কৃষ্ণ অবতার, রাধা ইচ্ছাময়ী, সকল ইচ্ছা তাঁর ॥ ৩

ললিত—আড়া।

কি হবে কি হবে, ভবে, কি হবে আমার হে। কতদিনে পাব আমি প্রবোধকুমার হে। ভূতময় যত হয়, কিছু তার সার নয়, সদানন্দ শিবময়, তুমি মাত্র সার হে। কেহ নাই তব সম, প্রাণাধিক প্রিয়তম, মানস-মন্দিরে মম, করহ বিহার হে। সবে ভাবে অপরূপ, বিরূপ কিরূপ রূপ, স্বরূপে স্বরূপ রূপ, ধর একবার হে। মনোময় রূপ দেখে, অন্তরে বাহিরে রেখে, নিরন্তর ঢেকে রেখে, নয়নের দ্বার হে। সকলে তোমায় কয়, নিরাকার নিরাময় আমি দেখি মনোময়, তোমার আকার হে। কত রূপ কত রূপ, দেখিতেছি যত রূপ, তাহাতেই তব রূপ, রোয়েছে প্রচার হে। দেখে এই তব রূপ, না দেখে যে তব রূপ, হায় একি অপরূপ বৃথা জন্ম তার হে। অচল সচল-চয়, রূপশোভা যত হয়, সকলেরই দয়াময় তুমি মূলাধার হে ॥ ৫

যতনে মন প্রাণ তোমায় দান করেছি লো প্রাণ, নিয়ত তব আশ্রিত, তবু বল হে পরের প্রাণে ভুলে ধর্ম্ম পানেও চেয়ে দেখ না। নিশি দিন তুমি মন তোষ না তবু মন, এ দুঃখে প্রাণে বাঁচি না। উচিত নয় বিধুমুখী, অনুগতে করা দুখী, হান কি দোষে নির্দ্দোষীরে বাক্য-বাণ। বুঝলাম প্রেয়সী, আমায় ক'রে দোষী, অন্যজনে দিবে প্রাণ। আমি নিতান্ত অনুগত, তোমারই প্রেমে রত, কেন মিছে কথায় বাড়াও মন অভিমান। ৪

ঝিঁঝিট—যৎ।

বারণ কর গো সই, আর যেন শ্যামের বাঁশী বাজেনা বাজেনা। না বুঝিয়ে অনুরাগ, ননদিনী করে রাগ,

আর যেন প্রেম-রাগ, শ্যাম ভাঁজেনা ভাজেনা ॥ ৬

আলাইয়া—আড়াঠেকা।

কিবা জল কিবা স্থল আকাশ অনিলানল। স্বভাবে এ ভবে সদা শোভে সমুদয়। প্রকৃতির কার্য্য সব, স্বভাবে উদ্ভব ভব, ভেবে ভব ভাবী ভব পরাভুব হয়॥ ভবের ভাব বোঝা ভার, মাস পক্ষ তিথি বার, যথাক্রমে বার বার হয় আর লয়। কত ভূত হ'লো ভূত, কত ভূত আবির্ভূত, ভেবে ভূত অভিভূত, হ'তেছি বিস্ময়॥ ভূতে ভুক্ত ভূত অংশ ভূতে ভূত হয় ধ্বংশ, ভূতে ভূত অবতংশ, হেরি বিশ্বময়; সে ভূতের পতি যেই, ভূতাতীত হয় সেই, অতএব ভূতনাথে কর রে প্রত্যয়॥ ৭

বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়।

নদীয়া জেলার অন্তর্গত মাটিয়ারি গ্রামে বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়ের নিবাস। সন ১২৩৮ সালে ইঁহার [illegible] হয়। ইঁহার পিতার [illegible] চট্টোপাধ্যায়। ই[illegible]-তেই গীত রচনা [illegible]ন। কবিবর ৺দাশরথি রায় ইঁহার বাল্য-রচিত গীত শ্রবণে বড়ই প্রীত হইতেন।

আধি একতালা বা আড় খেম্‌টা।

তরু বল্‌ রে বল্‌ ও তরু বল্‌ রে। কে তোরে সাজা'লে দিয়ে গায়ে গায়ে পত্র পুষ্প ফল রে। ছিলি এক বালির মত, হ'লি তায় হস্ত শত, কাণ্ড প্রকাণ্ড কত, কার কৃত কৌশল রে;—ওরে বল্‌ রে তরু কার উদ্দেশে, গগন ভেদ ক'রে যাস্‌ ঊর্দ্ধদেশে, হ'লি সংসারে এসে কার প্রেমে অচল রে। এমন শীত উষ্ণ স'য়ে, নিরন্তর খাড়া র'য়ে, কি ভাবিস্‌ নীরব হ'য়ে, ভাব দেখে বিহ্বল রে;—ওরে, ত্যজ্য ক'রে ভোগবাসনা, তরু করিস্‌ রে কার যোগ সাধনা, কিজন্য যোগী জনা, সার করে তোর তল্‌ রে। অনিলের সঙ্গে মিলে, আনন্দে হিলে হিলে, কার গুণ গাস্‌ রে জিলে, স্বরে হই শীতল রে;—কেন, দেখ্‌তে পাই রে প্রভাত হ'লে, ধরা ভেসে যায় তোর নয়নজলে, না জেনে লোকে বলে, শিশির পড়া জল রে। শাখী তোর শাখাপরে, পাখীতে কি গান করে, তাই প্রেম-ভরে মাথা নড়ে, ঝরে পাতা দল রে;—মাথা নোয়ায়ে কারে, তরু, প্রণাম করিস্‌ বারে বারে,

কি জানাস্ করযোড়ে হইয়ে চঞ্চল রে। পর হিতেরি তরে, প্রাণ দান দিস্ অকাতরে, বল্‌ব কি ধন্য তোরে, ধন্য ধর্ম্ম বল রে ;—আশ্রিত হিংস্রকে, আতপে করিস্ রক্ষে, এ নীতি শিখালে কে, লোকে যা বিরল রে। রূপ গুণ ভঙ্গী ভাবে, ভক্তি-প্রীতি-প্রভাবে, মুগ্ধ করেছিস্ সবে, শোভে ভূমণ্ডল রে ;—বল্ রে তোর পত্রে পত্রে, কে লিখ্‌লে ছত্রে ছত্রে, এক সত্য জগৎ মিথ্যে, মোহময় সকল রে ॥ ১

আধি একতালা বা আড় খেম্‌টা।

পাখী বল্ রে বল্ ও পাখী বল্ রে। কে তোদের রূপে গুণে এ ভুবনে করেছে উজ্জ্বল রে। গায়ে বিচিত্র পাখা, যেন পোষাকে ঢাকা, রত্নবৎ চক্ষু বাঁকা গল চঞ্চু যুগল রে ;—কোথা, যাস্ রে পাখী শূন্যে ধেয়ে, ডানার ডাঁড়ে ডিঙ্গী বেয়ে, কার গুণ বেড়াস্ গেয়ে, কার কাজে চঞ্চল রে। নিশি পোহালো দেখে, মিত্যলোক জাগাস্ ডেকে, নিত্য যাস্ বৃক্ষ থেকে, সুদূর অঞ্চল রে ;—আবার, সন্ধ্যা হ'লে আসিস্ চলে, দিন গেলো দিন গেলো ব'লে, কার কথায় পথ না ভুলে, করিস্ চলাচল রে। সামান্য চঞ্চু দুটী, এনে তায় কাটীকুটী, করিস্ ঘর পরিপাটি ধার টাটি সকল রে ;—সুখে থাক্‌বে বলে শিশু ছানা, বিছাস্ তায় কোমল বিছানা, এ কোথা হলো জানা, রচনা কৌশল রে। নাই রোগ নাই কোনো বালাই, না চাই ঔষধ বৈদ্য দাই, সক্ষম স্বচ্ছন্দ সদাই, সর্ব্বদাই নির্ম্মল রে ;—তোরা, যেমন চতুর চূড়ামণি, সতর্ক সাবধান তেমনি, তেমনি অনু-সন্ধানী, অগম্য কোন্ স্থল রে। পালকে তিলক পরে, ভক্তের ন্যায় ভাবটী ধ'রে, নগর কীর্ত্তন কি ক'রে বেড়াস্ বেঁধে দল রে ;—গান গেয়ে বেড়াস্ যথা তথা, কষ্ট দিলেও মিষ্ট কথা, এ প্রথা শিখ্‌লি কোথা, দেবতায় বিরল রে। কভু এক পদে নগ্ন, মুদে চোক্ ধ্যানে মগ্ন, সঞ্চয় না করিস্ অন্ন, রত্ন যেন মল রে ; দারুণ শীত গ্রীষ্ম বর্ষাদিতে, সমভাব পাই দেখিতে জ্ঞান লভে শুকপাখীতে, সেই শিক্ষার কি ফল রে। গুণে হোস্ মহৎ ভারি, নোস্ কারো ঈর্ষা-কারী, এ লোকে উল্‌টো তারি, নর নারী খল রে,—বুঝি, তাইতে যেতে চাস্‌নে কাছে, লোক ছেড়ে বাস করিস্ গাছে, গাছ তাই আহ্লাদে নাচে, দুলিয়ে শাখাদল রে। কি পুণ্যে পূর্ব্বমত, তোরা স্বধর্ম্মে রত, সতত দৃঢ়-ব্রত, স্বজাতি-বৎসল রে ;—কারো,

কুচ্ছ্বতে নাই উচ্চমতি, উচ্চে তোদের স্থিতি গতি, নীচে নীচ হয়ে অতি, আমরা রই কেবল রে। কে বলে তোদিকে হীন, তোরাই সুখী সং স্বাধীন, নাই প্রভু দাস ধনী দীন, ভাণ্ডার ভূমণ্ডল রে ; - তোদের, পবিত্র দম্পতী-প্রীতি, প'ড়েছিস্ কি ধর্ম্মনীতি, পাতা কি পুরাণ পুঁথি, চৌপাড়ী জঙ্গল রে। ২

পিলু—পোস্ত।

শুন্‌তে সুখ সকলি দুখ সংসারে সকলি জ্বালা। রোগের জ্বালা শোকের জ্বালা চিন্তা-জ্বরে মনের জ্বালা। ঘরে বাহিরে জ্বালা স্বজন দুর্জ্জনের জ্বালা, জ্ঞাতি কুটুম্বের জ্বালা, বিষম জ্বালা বাক্য-জ্বালা। হ'লে জ্বালা নইলে জ্বালা, রইলে জ্বালা গে'লে জ্বালা জ্বালায় প্রাণ ঝালাপালা, জ্বলে গেলে জুড়ায় জ্বালা। প্রথম আগুনের জ্বালা, শেষেও আগুনের জ্বালা, মাঝেও আগুনের জ্বালা, আগুন জ্বালায় জঠর-জ্বালা। অধীনের অধিক জ্বালা, ততোধিক ঋণের জ্বালা, চার চালার কত জ্বালা সংসার-জ্বালা ভস্ম জ্বালা। বিষয়ের বিষের জ্বালা, তার কাছে কিসের জ্বালা, স্থান দিয়ে শীতল পদে, ঘুচাও হরি ! পাপের জ্বালা। ৩

পিলু—পোস্ত।

মিছে সুখ মিছে শোভা মিছে ভাল বাসাবাসি। মিছে সাধ মিছে আহ্লাদ কাল সাধে বাদ প্রমাদ রাশি। মিছে ধন মিছে স্বজন, মিছে এ জীবন যৌবন, যৌবন বন-ফুলের মতন, মূলে পতন হ'লে বাসি। মিছে ভাব মিছে ভঙ্গী, মিছে জাঁকজমক-জঙ্গী, কে হবে সঙ্গের সঙ্গী, কে থাবা রবে দাস দাসী। মিছে সমাদর সম্মান মিছে অহং অভিমান কেশে যেই পড়িবে টান, শুকাবে মুখ যাবে হাসি। জগতের উপর নীচে, যা দেখ সকল মিছে, ছাড় রে মিছের পিছে ধর রে সেই অবিনাশী। ৪

সিন্ধু ভৈরবী—পোস্ত।

বর সাজিয়ে ঢোল বাজিয়ে লোক জাগিয়ে জানিয়ে যায়। আ'জ শ্বশুর বাড়ী সোণার বেড়ী পরিতে চলিলাম পায়। যাবজ্জীবন কারাবাস, তায় কত মনে উল্লাস, গলায় দিয়ে প্রেমের ফাঁশ, বেদেনী বাঁদর নাচায়। ঠুলি দিয়ে টানায় ঘানি, বা'র করে তেল খাওয়ায় ছানি, হাঁকায় মেরে পার গুতানি, চড়ে আর পাথর চাপায়। হ'তে হয় শেষ ধোবার গাধা, চড়ে চাপায় লাদার গাদা, ডাকায় হাঁকায়

মেরে গদা, ছোলা ঘাস ছুটো না পায়। ভরে না বাসনার খাদ, পে'তে সাধ গগনের চাঁদ, সদাই মুখে দে দে নাদ, বজ্রনাদ চেয়ে চমৎকায়। কেউ করে খেদ বৌ না পেয়ে, কেউ পেয়ে দুখ বেড়ায় গেয়ে দিল্লীর লাড্ডু, কেউ বা খেয়ে কেউ বা না খেয়ে পস্তায়। জড়ায় যেই আটা কাটিতে, উড়তে যায় পড়ে মাটিতে, জুড়াতে ভবের ভাটীতে, ভজন বই আর নাই উপায়। হরি ভজন বই আর নাই উপায়॥ ৫

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

আগে আপনার মনকে বোঝা। তবে ঘাড়ে নিস্ বোঝানোর বোঝা। ভুত ছাড়াতে গিয়ে দাঁতে দাঁত লাগে যার, ওরে, পাগল দাঁত লাগে যার, সে কি ওঝা? কানায় কানায় পথ দেখাতে গর্ত্তে পড়ে দুজনাতে, কুঁজর কুঁজ করিতে সোজা যাস্ পশ্চাতে, ওরে পাগল আপনি আগে হ রে সোজা। যে নয় দাঁড়ীর কাজের কাজী সে যদি হয় নায়ের মাঝি, মজায় আর সে মজে নিজে মাঝামাঝি, ওরে পাগল সব কাজে চলে না গোঁজা। ঢাল তরয়াল ক'রে হাতে, বেহাতো হয় যেজন তাতে, পরের ঘরে সে কি পারে চোর তাড়াতে, ওরে পাগল মুখ সাপোটে হয় না যোঝা। মুখে সাধু মনে পাজী, মেলে তা অনেক বাবাজী, মনে মুখে সমান হলে সবাই রাজি, ওরে পাগল তুই ভাল নয় পূজা রোজা॥ ৬

বাহার—কাওয়ালী।

কাল হয়েছে কলি দুখের কথা বলি কায়। আসল যে তা অচল হ'লো আদরে নকল বিকায়। পুরাতনে আর রোচে না, তাই দেশের দুঃখ ঘোচে না, ভাল কি মন্দ বাছে না, শস্তা চায় বঙ্গের বোকায়। হবে কি ধান্য গোধূম, যজ্ঞ-বেদিকা নির্ধূম, এখন কেবল সভার ধুম, কু মৎলবে [illegible] পাকায়। দেখে শুনে পায় লাজ, বক হয়েছে হংসরাজ, চড়াই এখন শিকরে বাজ, দ্বারকার ছাবা কাকের কায়। সফরি শেষ করবে সিন্ধু চাঁদ নিন্দে খদ্যোৎ এক বিন্দু, বামনে ধরিবে ইন্দু, বিড়াল বাঘকে মুখ বাঁকায়। ব্যাস বশিষ্ঠ আদি দেবে, আসন পান্‌না হেথা এবে, না জানি পরে কি হবে, ভেবে যে রক্ত শুখায়। হলে যোগ-তপস্যা বিড়ম্বনা, উপবাস ভোগে বঞ্চনা, শ্রাদ্ধ শান্তি প্রতারণা, সাধ্য কার কথায় ঠকায়। নারী পূজাই প্রধান কর্ম্ম, গলৎস্তয়ে গলদঘর্ম্ম, কথায় যত জ্ঞান ধর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম নাই ট্যাকায়। ৭

সুরট মল্লার—কাওয়ালী।

পোড়া দেশের কথা বলতে বড় ব্যথা পাই। সে সুখ সৌভাগ্যের এখন নাই এক পাই, বিধির বিধি গেলো নিধি গেলো উদরান্নে পড়্লো ছাই। প'ড়ে চুপাত ইংরেজি, হেঁজি পেঁজি হ'লো ঝেঁজি, মহা তেজী পুঁথি পাঁজি মানে না, বাপের বাপের নাম সবাই জানে না ; চায় না পরিচয় দিতে সে নামে, নেড়ানেড়ীর গোত্র গাই। হ'লো একাকার ব্রাহ্মণ হাড়িতে, সাধু সন্ন্যাসী দাড়ীতে, মজা'লে দেশ ষাঁড়ীতে আর তাড়ীতে ; —লাগিয়ে আগুন দেয় ফুৎকার, ধূমায় ভারত অন্ধকার, ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ধব্লো সকল বাড়ীতে ; বেড়া আগুনে হবে পুড়িতে, নিজে, পুড়্বে তবু পরের পোড়ার মজা দেখ্বে মজা তাই। ৮

ভৈরবী—মধ্যমান ঠেকা।

ভুলিতে যতন করি তায়, ভোলা চ'লো দায়। জীবিত হ'তে মরণেতে সকলে মনে পাড়ায়। গৃহ শয্যা সজ্জা আর, বসন ভূষণ তার, রূপ গুণ ব্যবহার, যেন তায় ধ'রে দেখায়। খে'তে শু'তে দিনে রে'তে, ছোটে মন তার ভাবে যে'তে, না পারি ধ'রে রাখিতে কোথা সে খুঁজে বেড়ায়। বেঁচে থেকে দিয়ে সুখ, ম'রে কেন দেয় দুখ, বিচ্ছেদে ফাটিছে বুক, কাছে গে'লে প্রাণ জুড়ায়। ৯

খট ভৈরবী—যৎ।

নীচ কুলে জন্মিলে কি হয় পঙ্কজের ত জন্ম পাঁকে॥ রূপে গুণে ফুলের শ্রেষ্ঠ, দেবে তুষ্ট পেলে তাকে। জন্ম হউক যথা তথা, কর্ম্ম ভাল ল'য়ে কথা, রবি বই মুখ খোলে কোথা, কবি বই কার কথায় থাকে ? ১০

খট ভৈরবী—যৎ।

চুপে চুপে মুখটী চেপে একি হাসি গোলাপ ফুল। কতক ঢাকা কতক খোলা ঐটী ত হয় জ্বালার মুল। শরৎ শশীর হাসি ভালো, সবারি মুখ করে আলো, তেমুনি ক'রে হেসে ফেলো, হবে তায় শোভা অতুল। ১১

খট ভৈরবী—যৎ।

বাগানের ফুল সেজে গু'জে রূপে বটে করে আলো। রীত চরিত্রে সকল হ'তে বুনো ফুল কেতকী ভালো। ফুলে ফুলে বেড়ায় অলি, ফুল পড়ে তার ভাবে ঢলি, কেতকী রয় খাঁড়া তুলি চয় না লম্পট কপট কালো।১২

খাম্বাজ—মধ্যমান ঠেকা।

দুদিনের খেলা খেল্‌তে আসা, কতই আশা মনে মনে। আমি যেমন তেম্‌নি দেখি, আশার পাগল জগ-জনে। হেসে খেলে নেচে গেয়ে কেঁদে কেটে কষ্ট পেয়ে, যেতে হবে জান্‌ছে সবে যাচ্ছে কত দেখ্‌ছে চেয়ে; তবু, গাছ তলায় রয় আঁচল পেতে ভবিষ্যতের ফল কারণে। লেগেছে বিষম ধাঁধা, কালো দেখে বলে সাদা, কেউ কারো নয় নিজ ভেবে কয়, বাবা কাকা মামা দাদা; কথা, যে মোলো সেই ফুরিয়ে গেলো, হরি বল চাঁদবদনে! ১৩

কাফি—ঝাঁপতাল।

মনো যে তোমারে চাহে তোমারি সে গুণে। গন্ধ পেয়ে ধায় যথা ষট্‌-পদ প্রসূনে, না দেখে না শুনে। কেমন কুসুম তুমি না দেখি নয়নে সৌরভেতে আমোদিত করেছ তিন ভুবনে। যথা যাই তথা পাই সৌরভ তোমারি সন্ধান না মিলে বিকশিলে কোন্‌ উদ্যানে;—অনুপ সৌন্দর্য্য তব জগত বাখানে, তত্ত্ব-পথে মত্ত সাধু তব মধু পানে। ১৪

মুলতান—যৎ।

কিবা চাঁদটী উঠে ছটাছুটে আলো করেছে। যেন, জ্যোতির্ম্ময়ী খর্জ্জুরী জাহ্নবী-জলে প'ড়েছে। শশী যেন স্নান করি, মুক্ত-গাত্র স্থলোপরি, যেন ধৌত-রূপ ঝরি, রঙ্গে বারি ভ'রেছে। দেখে সাধ হয় মনে, তুলে লই শ্রবণ রতনে, রতনের ফণি গলনে, কত যেন ফরেছে। কূলে যেন ফেলে মণি, খেলে বেড়ায় সোণার ফণী, উর্ম্মিতে মনেতে গণি, অযুত ফণা ধরেছে। যেন হীরকের দণ্ড, হিল্লোলে হয় খণ্ড খণ্ড, খণ্ড যেন যজ্ঞকুণ্ড, জল যেন সাজ পরেছে। যেন প্রকৃতি সুন্দরী, সুবর্ণ মার্জ্জনী ধরি, করিছে মার্জ্জনা বারি, ভাবে মনো হ'রেছে। পরিবর্ত্ত পলে পলে সাঁজের প্রদীপ জলে জ্বলে, চাঁদ জেলে আজ যেন জলে, জরির জালে জুড়েছে। ভাসিয়ে না যাই ভেটেলা জলে, যেমন যাই জাল সঙ্গে চলে এত নয় সামান্য জেলে, ইন্দ্রজালে ঘিরেছে। ১৫

আলাহিয়া—আড়াঠেকা।

মানিলাম হও তুমি বড় লোক ভবে বৈভবে। বড় বাড়ী বড় গাড়ী বড় বাড়াবাড়ি সবে। শূরবীরে ঘিরে থাকে, আগে আগে নকীব হাঁকে

হুজুরালি বলে ডাকে, ঢাকের মত গাকে রবে। যা ভাল খাও পর মাখ, সুখের জন্য যা চাই রাখ, প্রমোদে প্রমত্ত থাক, মান্য গণ্য মান গৌরবে; -কিন্তু জেনো মনে সার, তোমা হ'তে সুখ চাষার, পাবে পার যার কৌপীন সার, তোমায়, ঘাটে ব'সে কাঁদ্‌তে হবে। রাজা হও পাতসা হও, কালের কাছে কিছুই নও, কশাঘাতে কর্‌বে সোজা, তখন, সোজা মুখে কথা কবে; —ভেঙ্গে যাবে ভারিভুরি, বাহির হবে বাহাদুরি, ক'র্‌বে এক ঘাটে বাঘ-বক্‌রী এক চড়ে সব কেড়ে লবে। ঘরে বাহিরে আলোক, ঘরে লোক বাহিরে লোক, প্রতাপে কাঁপে ভূলোক, কালে সকলি উল্‌টাবে;—অতএব এই বেলা পারে যাবার বাঁধো ভেলা, মাধুকরী কর্‌লে লালা, তেম্‌নি ভ'জলে কালা ত'রবে তবে। ১৬

খাম্বাজ—কাওয়ালী।

এ কটা দিন, দুখে সুখে জীবন কাটাও। হবে না যা চাও, খাটো খোটো ভানো কোটো, খাও দাও ফেলে পলাও। আয় ব্যয় স্থিতি ক্ষিতি, বুঝে লয় নিতি নিতি, না এড়ায় মায়া রতি, মোহ-মতি ছেড়ে দাও। দক্ষিণ দুয়ারে গিয়ে যেতে হবে ঝাড়া দিয়ে, কি ধন যাবে সঙ্গে নিয়ে, ভবের ধন ভবে বিলাও। ঘটনাতে যা ঘটিবে, কেবা তাহা নিবারিবে, যা হবার তাই হবে, সদা হরির গুণ গাও। ১৭

বেহাগ—ঝাঁপতাল।

নিশীথে হেরি নিশানাথে দিবা ভ্রমে ভাবেন রাই। এত বেলা হ'য়েছে উঠিতে গিয়ে দেখিতে পাই না পাই। কালিয়ে কালিন্দী কূলে, সে কেলি-কদম্বমূলে, এ'সে হয় ত গেছে চলে, কি ছলে বা এখন যাই। কন্‌ রাধে চেতন করি, একি ঘুম গো সহচরী, তপনোদয়ে তাতে মরি, তাতে নাকি গা কহ তাই;—সখা কহে, কালার পিরীতে, নিশি কি দিন নার বুঝিতে, বিরহ-তাত লেগেছে চিতে, তপন-তাতে তাতে নাই। ১৮

সোহিনী—কাওয়ালী।

নিশি পোহাইল সই! কালা এলো কই। হ'লো অকারণ জাগরণ আহরণ, প্রভাত, সমীরণ জ্বালে হুতাশন, কিসে বল শীতল হই। থেকে থেকে পাতা পড়ে, বাতাঘাতে লতা নড়ে, মনে করি এই বারে এলো অই;—আবার ভাবি এসে কাছে, গাছের আড়ালে আছে নয়নের জল মুছে মুছে চেয়ে

রই। সাধ ছিল দাঁড়াব বামে, প্রাণ ভরে দেখিব শ্যামে, বামে বাম তার দেখিনে আর আঁধার বই ;—শুকালো বনফুলের মালা, মালা গেঁথে হ'লো জ্বালা, আমার, কেনা কালা হরিল কোন রসময়ই। ১৯

—

সোহিনী—কাওয়ালী।

তখন, ব'লেছিলাম রাই বনে যাসনে একে যামিনী, তাতে কামিনী, ধনী, কি জানি কি হ'তে কি হবে ঘরের বাহির হোসনে। বলি, লম্পট নটবর, তরুণ তাহে নাগর, তার প্রেম তরঙ্গে ভাসিসনে ;—ভুগ্‌তে হবে আপন ভুলে, মাছিতে হানিবে হুলে চাকে চেঁ'লে গেলে মধু খাসনে। দিবানিশি কালা কালা, কালা ভেবে হলি কালা, কালা-রোগে কথা ত শুনিসনে ;—যেমন কর্ম্ম তেম্‌নি ফল, এখন রাধে ঘরে চল, সাধের কান্না কেঁদে আর কাঁদাসনে। ২০

—

পরজ বাহার—কাওয়ালি।

হায়, শ্যাম শুকপাখী। ভুজ-ডাঁড়ে বাধা থাকি, পালিয়েছে কাল্ শিকলি কেটে দিয়ে গো ফাঁকি ; আমরা স্বত্ব-অধিকারী, তত্ত্ব ক'রে বেড়াই তারি, দেখলে পরে চিন্তে পারি, মন-চোরা আঁখি। তোমরা কি দেখেছ পাখী বঙ্কিম সুঠাম, পাখীর মাথায় পাখীর পাখা (তায়) লেখা রাধার নাম ;—সদাই পাখী বাঁশীর স্বরে, রাধা রাধা গান করে, কে ধ'রে হৃদি-পিঞ্জরে দিয়েছে রাখি। আজ ব'লে নয় চির-দিন তার শিকলী কাটা রোগ, এক সমানে কোন খানে করেনাক' ভোগ —থাকৃতে দশরথ ভবনে শিকলি কেটে পলায় বনে, আবার পালিয়ে আসে বৃন্দাবনে, শুন নাই তা কি আমাদের সে পোষা পাখী জানে সব লোকে, শারী শুকে মুখে মুখে ছিল গোলকে —সেই শারী শুককে না দেখে মরা হ'লো ডে'কে ডে'কে খুজে বেড়ায় মনের দুখে বনের সব শাখী। ২১

—

খাম্বাজ—একতালা।

প্যারী ! ঐ এলো তোর। ও তোর লম্পট-শঠ-শ্যামনটবর পরবধূ বাসে করে নিশি ভোর। ত্রিলোক-রঞ্জন তিলক অঞ্জন, ঐ দেখ প্যারী ! হ'য়েছে ভঞ্জন, কেশ বেশ ছিন্ন ভিন্ন কি লাঞ্ছন, সিন্দূরের চিহ্ন কপোলে ওর। সারা নিশি জেগে আসিতেছে উঠি, আসিতে অলস টলে পদ দুটী, জৃম্ভণ থাকি থাকি চায় আঁখি উলটি, রয়েছে ঘুমের

ঘোর ;—শ্রান্ত প্রাণকান্ত প্রেমের অন্ত করি, দেখে দুঃখ হয় রাগে জ্ব'লে মরি, ফুল-শয্যা ক'রে দে দে কিশোরী, পাসরি যে জ্বালা দিলে কিশোর। গোপীর প্রেম-ভারে তিন ঠাঁই ভঙ্গ, ভারের উপর ভারে ভঙ্গ সর্ব্ব অঙ্গ প্রভাহীন প্রভাতে ক'রে অপসঙ্গ, সে চাঁদ নয় যেন চোর ;—কমল-বন উদ্দেশে এসে পথ ভুলে, পড়েছিল অলি কেতকীর ফুলে, কৃষ্ণ-সেবাব সে কি জানে গো গোকুলে, বল্‌তে পারি আমরা করিয়ে জোর। ২২

রামকেলী—আড়াঠেকা।

কত ডুবে ডুবে রতন পেলি সাগরের তলায় গো। পর পরশন দোষে (আজ) ত্যজিল ধূলায় গো। যে রতন রয় হৃদ্‌কমলে, সে প'ড়ে তোর চরণ-তলে, চেয়ে দেখ রাই! নয়ন মেলে, আহা, মলিন মলায় গো। অমূল্য নীলরতন, নাহি আর ইহার মতন, পাবার তরে কত জন, রাজ্য ধন বিলায় গো ;— চোরে যদি হরে লয়, তায় কি রতন দোষী হয়, ভাগ্যে নিধি মিল্‌লো যদি, গেঁথে রাখ গলায় গো ॥২৩

বারোঁয়া—ঠুংরি।

রাই! তোর হৃদয় কি পাষাণ। একবার দেখ্‌লিনে শ্যাম যায় ফিরে চায় হ'য়ে ম্রিয়মাণ। কাতর হ'য়ে বিনয় ক'রে সাধ্‌লে কত পায়ে ধ'রে, আর কি কর্‌বে বল তাই করে, ডেকে, কর্‌ নয় অপমান। চাইলিনে যেন শ্যাম-পানে, ত্যজিলি লো যেন মানে, আঁকা যে হৃদয়-পাষাণে, বাঁকার চাঁদ-বয়ান ॥ ২৪

খাম্বাজ—একতালা।

যেতে বল ফিরে যোগীরে স্বজনী, আছে কি রাই ধনী তোষিবে দানে। সর্ব্বস্বান্ত আসি, নয়ন-জলে ভাসি, বাসি ফুলের রাশী ল'য়ে এখানে। কইলে "নবীন যোগী কালোয় আলো করে, ভস্ম মাখা মেঘে ঢাকা চাঁদ বিহরে," মনের মত ভিক্ষে মিল্‌বে যান্‌ নগরে, আমি চাব না আর কালোর পানে। আমরা অবলা আছি এ নির্জ্জনে, কাজ কি আলাপে উদাসীনের সনে, ভণ্ড-যোগীর কাণ্ড শুনি রামায়ণে, কি আছে তার মনে তাই কে জানে। কালো হ'তে গেল কুল-শীলমান, কালো মাত্র কুঞ্জে পাবে নাক স্থান, কালো গৌর হ'লে এম্‌নি

কাঁদ্‌লে প্রাণ, পায় সে কালা যদি যুগাবসানে। ২৫

—

খটভৈরবী—মধ্যমানঠেকা।

আয়রে বীণে! বিপিনে গাই কিশোরীর গান। শ্রীরাধে জয়রাধে জয় জয় রাধে ব'লে তুলে তান। যে নামে সাধা মুরলী, সেই সুধা-নাম বল আর বলি, বলিতে বলিতে চলি, কর রাধে কৃপা দান। যোগে সপ্তস্বর সংযোগে যুক্ত হব যথা রাই, বীণে তোরি গুণের গুণে যদি গুণময়ী পাই;—রাই আমার প্রেমের আদ্যে, রাই আমার পরমারাধ্যে, জ্বালায় তায় অপরাধ-রন্ধ্রে, প্রবেশি মান দহে প্রাণ। মানভরে রয় নতশিরে চেয়ে কথা কহে না, গর্জ্জে যেন কাল সর্প মানের দর্প সহে না;— বীণে তুই হ শরাসন, আমি হয়ে ষড়ানন, রাগে শর করি যোজন, আজ বধিব দুর্জ্জয় মান। (কিম্বা) বীণা তুই হ স্বরাসন, আমি হ'য়ে স্বরানন, রাগে স্বর করি যোজন আজ, ঘুচাব দুর্জ্জয় মান। ২৬

—

খাম্বাজ—আধি একতালা।

বিদেশিনী, বীণাতে দিয়ে ঝঙ্কার। গিয়ে কুঞ্জদ্বার, কয়, ভিক্ষা পাই কুঞ্জ-বাসিনী, কখনও আসিনি আর। কেবল, সেবার প্রত্যাশী, ডাকি দূর হ'তে আসি, ধনী, দয়া কর দুখিনীরে হই উপবাসী; প্রেমের কথায় তুষ্ট কি অদৃষ্ট, তাও জগতে মেলা ভার। ২৭

—

খাম্বাজ—আধি একতালা।

কি বল্‌ব গো, আমি হই বিদেশিনী। বড় দুখিনী, ছার কপাল দোষে এই বয়সে হ'য়েছি বিরহিনী। আমি হই সাধ্বী সতী, কথা বলতেছি সত্যি, আমায়, বিনিদোষে দোষ দিয়ে ত্যাগ করেছেন পতি। যাইনে ধর্ম্মভয়ে লোকালয়ে বনে রই একাকিনী। ২৮

—

কালেংড়া—কাওয়ালী।

ওগো রাই! এমন রূপ দেখি নাই রমণীর। দেখে, পুরুষের ত হতেই পারে নারীর মন করে অস্থির। যেন, আঁকা বাঁকা দুটী বাঁকা আঁখি, নাচে তায় খঞ্জন পাখী, যত দেখি তত করে দেখি দেখি মন, মজালে মৃগ-নয়নী নয়নে নয়ন; কইলে ঘুরিয়ে নয়ন হেসে কথা কন্দর্পের ঘুরে যায় শির। তোর, বাঁকার মত নীরদবরণ, বাঁকার মত মুখের গড়ন, বাঁকার মত বাঁকা ভাবে দাঁড়ায় রূপসী, ধড়া চূড়া পরাস্ যদি সেই কালশশী; তোর,

কাছে রাখ তায়, ক্ষতি কি তায়, পিপাসা যায় দেখ লে নীর। ২৯

কালেংড়া—কাওয়ালী।

এসো সই, এক যোগে রই আমরা দুজনে। বনে বসে মনের কথা কব দুজনে নির্জ্জনে। তুমি যেমন স্বামী ত্যাগী, আমি তেমনি শ্যাম-ত্যাগী, দুজনাই এক রোগে রোগী ভোগে ভুগি তায়, তোমার যে দায় বিদেশিনি! আমারও সেই দায় ; আজ, মিলাইল বিধি ভাল দুখিনী দুঃখিনীর সনে সই, দুখের কথা তোমায় বলি, পথে পেয়ে চন্দ্রাবলী, শ্যামকে নিয়ে করলে সুখে নিশি জাগরণ, শ্যাম, আমায় দিয়ে বনবাসে তুষ্‌লে তারি মন ; সে শ্যাম কি রাম চিন্তে নারিলাম একই রীত আচরণে। ৩০

কালেংড়া—কাওয়ালী।

তোমার কাছে রই আমার ত বাসনা মনে অই। তুমি সই! বল সৌভাগ্য আমার, আমি দাসীর যোগ্য নই। তোমার সহচরী সর্ব্ব, দেখিতে দেব গন্ধর্ব্ব, রতির গর্ব্ব করে খর্ব্ব এমনি রূপ ধরে, যা, কুবেরের ভাণ্ডারে নাই, সে রত্ন গায় পরে ; আমি, অনাথিনী দীনদুখিনী কুরূপা কুৎসিতা হই। তুমি, বৃষভানুরাজ-নন্দিনী, রাজরাজেন্দ্রবন্দিনী, বিনোদিনি! এ অধীনী এই ভিক্ষা চায়, যেন ব্রজলীলে সাঙ্গ হ'লে আবার সঙ্গ পায় ; পায়, ঠেলোনা আর এ মিনতি গতি যে নাই তোমাবই। ৩১

কালেংড়া—কাওয়ালী।

শুন রাই! করেছি এক মন্ত্রণা মনে। সতে সতত্ত্ব ব্যবস্থা শঠতা চাই শঠের সনে। তোমার, নূতন সখীর শ্যাম-অঙ্গ, শ্যামের মত ভাব ত্রিভঙ্গ, হবে রঙ্গ দিয়ে ধড়া চূড়া বাঁশরী, বসো, শ্যাম সাজিয়ে কোলে কিম্বা লও কোলে করি ; যেমন, দিলে জ্বালা দেখে কালা জ্বল্‌বে মনের জ্বলনে। তোমার মান ভাঙ্গিতে বারে বারে, আসে শ্যাম নিকুঞ্জের দ্বারে, এবার এলে দেখাব তাই ব'ল্‌ব আর তারে, যাও, চাঁদের কাছে চাঁদ মিলেছে চায়না তোমারে ; একে বাসি, তায় দাসীর উচ্ছিষ্ট, কি কাজ কৃষ্ণ দুজনে। ৩২

কালেংড়া—কাওয়ালী।

আমরি, সখীরে শ্যাম সাজান সুন্দরী পরশে প্রেমরসের বশে অঙ্গ উঠে শিহরি। কর কমলে অধর

ধরি, শ্রীধর-তিলক চিত্রকরি, চূড়া বাঁধি বদন হেরি মুখটী ঢাকেন রাই, সেই, শ্যামকে শ্যাম সাজালেন জেনে লজ্জা হলো তাই ; যেমন, লজ্জা হ'লো হাসিও এ'লো হাসে সব সহ-চরী। তখন, শ্যাম বলেন দাও পরিয়ে ধড়া, নয় ফিরে দাও পায়ে ধরা, এই ত প্রেমের ধারা করেন ধরাধরি তায়, কুঞ্জে, বাধিল আয়ুধ-যুদ্ধ বাদ্য বাজে পায় ; রণে, দুয়েরি মান হ'লো হত জয় শ্রীরাধে শ্রীহরি। ৩৩

বিভাস—কাওয়ালী।

রাধে ! তোর কি পীরিতি এত ভারি। মরি মরি, ভারে শ্যাম কাতর ভারি, হ'য়ে বাঁকা দিয়ে ঠেক দাঁড়ায় হেন গিরিধারী। একে ভার আত্মদান, তার উপরে অপমান, সয় কি নবীন শ্যামে হো'ক্ শক্ত-ভারী ;—যা, বয় বয় সয় হয় করা তা উচিত প্যারী। ৩৪

খাম্বাজ—একতালা।

একবার দাঁড়া রাই ! শ্যামের বামে। হেরি, একত্রে নেত্রে রাই শ্যামে। আমাদের যুগল মন্ত্রে উপা-সনা, যুগল রূপ সদা দেখিতে বাসনা মিলুক তাই কাল-মাণিক কাঁচা-সোনা, যে মিল রাধাকৃষ্ণ নামে। যুগল রূপ কেবল দেখিবার জন্যে, সকল ত্যজ্য ক'রে এসেছি অরণ্যে, কথা রাখ নতুবা যত গোপকন্যে, রব না আর ব্রজধামে। ৩৫

কাফিমিশ্র—পটতাল।

দুনয়নে, যুগল রূপ ধরেনা কি করি। আহা, রাই হেরি কি শ্যাম হেরি, কি শোভা মরি মরি ! ত্রিভঙ্গ মুরলী ধরা, কিবে ধড়া চূড়া পরা, মনোহরের মনোহরা, বামে রাই সুন্দরী। চাঁদে চাঁদে মিলিয়াছে, নীলকান্ত হেমের কাছে, যেন নব ঘনে আছে জড়িত বিজরী। এই বাসনা সদাই, যুগল রূপ দেখিতে পাই, হ'য়ে থাকি শ্যামরাই চরণের সহচরী। ৩৬

বেহাগ—ঝাঁপতাল।

বলো মা ! তারা এ কি ধারা আমি কি তোমার ছেলে নই। জন্মকালে পোড়া কপালে লেখ নাই কি কষ্ট বই। কারে দাও মা ! দুধে ভাতে, কারে ব' রাখ আঁতে দাঁতে, তেল দিয়ে মা হেলা মাথাতে নাম পাড়া'লে দয়া-মই। বঞ্চিত করেছ সবে, শবাসনা তা সবি সবে, সবে না যদি চরণ-ধনে বঞ্চিত হই ;—যারে, ভালবাস মা ! ভাল ব'লে, তারে আদরে ধর কোলে,

এ দীনে রাখ চরণে ফেলে, নাম ল'য়ে মা! প'ড়ে রই ৩৭

আলাইয়া—আড়াঠেকা।

মা ব'লে কাঁদিলে ছে'লে জননীর কি প্রাণে সয়। ধে'য়ে গিয়ে কোলে নিয়ে আদর দিয়ে কত কয়। এই ত মায়ের ধারা, মায়ের বাড়া তুমি তারা, কেঁদে ডাকি পাইনে সাড়া, ভয়েতে কাঁপে হৃদয়। আমি কি মা ছেলে নই, কেঁদে কেঁদে সারা হই, নিয়ত কাঁদাও আমারে এতো তোমার উচিত নয়,—মর্ত্তিতে প'ড়ে কেঁদেছি, সংসার জ্বালায় কাঁদিতেছি, কাঁদ্‌তে হবে মরণ-কান্না, ম'রেও কাঁদ্‌তে আস্‌তে হয়। আমি হই দুর্ব্বল অতি, না'ই হেন গতি শকতি, কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়ে লব যে তব আশ্রয়;—লও মা! তুলে অকিঞ্চনে, ভবের তরি শ্রীচরণে, এবার আর যেন শরণ্যে অরণ্যে রোদন না হয়। ৩৮

কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য।

৺কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য একজন প্রকৃত সাধক ছিলেন। বর্দ্ধমানের অন্তর্গত অম্বিকা কাল্‌না ইহাঁর আদি-বাসস্থান। *ইনি বর্দ্ধমানাধিপতি তেজশ্চন্দ্র বাহাদুরের গুরু ও সভাপণ্ডিত ছিলেন। সঙ্গীত রচনায় ইহাঁর বিশেষ ক্ষমতা ছিল ও ইনি একজন সুগায়ক ছিলেন। প্রবাদ আছে, ইনি একবার 'ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা' নামক স্থানে একদল দস্যুকর্ত্তৃক আক্রান্ত হন; কিন্তু ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাহাতে কিছুমাত্র ভীত না হইয়া (১৯ সংখ্যক) গীতটি গাহিতে থাকেন। দস্যুগণ উক্ত সঙ্গীত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করত স্বস্থানে প্রস্থান করে।

ঝিঁঝিট—একতালা।

যতন্ কোরে, ডাকি তোরে, আয় আয় মন সুয়া পাখি! কালী পাদপদ্ম পিঞ্জরে, পরমানন্দে থাক দেখি॥ সদা শুন কুমন্ত্রণা, নিত্য নূতন বিড়ম্বনা, মায়ের নাম সুধায় ভাঙ্গ ক্ষুধা, কুসন্তানে দিয়ে ফাঁকি॥ পাইয়া পরম ধাম, সুখে ডাক মায়ের নাম, এসো অনিত্য বাসনা ত্যজি, নিত্য সুখে হওনা সুখী॥ কমলাকান্তের মন! ত্যজ অন্য আরাধন, এসো কালী নামে ডঙ্কা দিয়ে, শঙ্কা ত্যজে বসে থাকি॥১

খাম্বাজ—জলদ তেতালা।

তুমি কার ঘরের মেয়ে কালি গো! আপনার রঙ্গরসে মগনা আপনি॥

কে জানে কেমন তব, রূপ নিরুপম নিরখিয়ে না বুঝি মা! দিন কি যামিনী॥ দলিত অঞ্জন জিনি, চিকণ বরণ খানি, না পর অম্বর হেমমণি। আলিয়ে চিকুর পাশ, সদাই শ্মশানে বাস, তথাপি যে মন ভুলে কি লাগি, না জানি॥ পুরুষ রতন এক চরণাভি রত দেখ, তাঁর শিরে জটাজুট ফণী॥ তুমি কে তোমার ও কে, হেরি অসম্ভব লোকে, হেন অনুমানি যে ত্রিদশ চূড়ামণি॥ অশরণ শরণ, জগত মনোরঞ্জন, অতি ধন চরণ দুখানি। কমলাকান্ত অনন্ত না জানে গুণ, তব রূপে আলো করে গগন ধরণী॥ ২

পরজ—জলদ তেতালা।

কত রঙ্গ জান গো শ্যামা! সুমতি কুমতি গতি, তুমি সে কারণ॥ প্রকৃতি পুরুষাকারে নিরঞ্জনী নিরাধারে যেরূপে যে জনা ভাবে, সে পাবে তেমন, গো॥ কমলাকান্তের মনে, কি আছে তারিণী বিনে, যা কর আপনার গুণে, লইলাম শরণ॥ ৩

খাম্বাজ - একতালা।

তোমার গুণ তুমি জান, আর কে জানে গো! কিঞ্চিৎ জানে অনাদি, সদাশিব শরণ লইল চরণে॥ বিধি চতুরানন, সহস্র-বদন, হরি তব গুণ যশ কথনে। তথাপি নশ্বর সীমা মহিমা না পাইয়ে, দীনসুত কোন গণনে॥ ত্বং বিষ্ণু মায়া বিশ্ব বন্ধন কারণ, বিষ্ণুময়ী বিশ্ব পালনে। কমলাকান্ত আরাধিত তব পদ ভব-জলনিধি তরণে॥ ৪

খাম্বাজ বাহার—জলদ তেতালা।

ওগো তারা সুন্দরি! তব যশ শুনি কত, ভরসা আমার মনে। অশেষ পাতকী জনে, তুমি তার নিজ গুণে॥ কদাচিত যম ভয় যদি তব নাম লয়, তবে তার কি করে শমনে। দূরে ত্যজি অবচয়, সদা নিত্যানন্দ ময়, সেই জীব শিব সম, শ্রম বিনে॥ এ বড় বিষম কাল, প্রবল সে রিপুজাল, ইথে গতি হইবে কেমনে। দেখি ভব বিড়ম্বন, কমলাকান্তের মন, হৈয়া ভীত অনুগত শ্রীচরণে॥ ৫

সুরট মল্লার—তিওট।

শ্যামা নামের মহিমা অপার, কেনে মন! মিছে ভ্রম বারে বার, রে মন! চঞ্চলরে মানসা মধু আশে, অভয় চরণ কর সার রে! মন রে সুকৃতি বট, সদা শ্যামা নাম রট, রে অনায়াসে নাশ ভব-ভার। কমলাকান্তের মন! মিছে০

ফেরে ফের কেন, কালী বিনা কে আছে তোমার রে॥ ৬

জঙ্গলা ঝিঁঝিট—একতালা।

নিশি জাগিয়ে পোহাও, জননীর গুণ গেয়ে। কি সুখ চৈতন্য দেহ অচৈতন্য হইয়ে, রে॥ নিদ্রায় কি আছে ফল, মহানিদ্রা নিকট হইল মন! তখনি মনের সাধ, পূরাবে ঘুমায়ে, রে॥ যদি না ঘুমালে নয়, যোগ নিদ্রা উচিত হয়, শ্যামারূপ স্বপনে দেখ, নয়ন মুদিয়ে॥ কমলাকান্তের চিত, মিছা সুখে অনুগত, মন! সকল সুখের সুধানিধি, গিরিরাজের মেয়ে রে॥ ৭

কালাংড়া—একতালা।

ওরে কিছু পথের সম্বল কর ভাই! ঐহিকের যত সুখ হ'লো হ'লো নাই নাই॥ ক্রোশেক দুই ক্রোশ যেতে, গেঁঠে বেন্ধে লও খেতে, এ বড় দুর্গম পথে, মাথা কুড়্লে পেতে নাই॥ বাণিজ্য ব্যবসায় এসে, মূলে টানাটানি শেষে, এখন উপায় বল, কল্পতরু মূলে যাই। কমলাকান্তের মন! তথা আছে মহাধন, সকল আশায় দিয়ে ছাই, দৃঢ় করে ধর তাই॥ ৮

মূলতান—একতালা।

আমার অসময়ে কে আছে করুণাময়ি! ও পদে বিপদ নাশে, নিতান্ত ভরসা ওই॥ কখন কখন মনে করি, ধন পরিজন; কোথা রব কোথা রবে, সে ভাব থাকয়ে কৈ॥ মজিয়ে বিষয় বিষে, দিন গেল রিপু বশে, আপনারি ক্রিয়া দোষে, অশেষ যন্ত্রণা সই॥ সুকৃতি যে জন, সে সাধনে পাবে শ্রীচরণ, অকৃতি অধম প্রতি কি গতি তারিণী বই। কমলকান্তের আশ, হইতে চায় মা! তব দাস, কেন হবে মন বশ, আমি ত তাদৃশ নই॥ ৯

ললিত যোগিয়া—জলদ তেতালা।

শ্যামা মা! নয়নে নিবস আমার, গো! লোকে জানে অঞ্জন রেখা, নবঘন ও রূপ তোমার গো॥ ত্যজ গো চঞ্চল বেশ, নিবস নয়ন দেশ, অচঞ্চল হইয়ে একবার। কমলকান্তের আশা পূরয় শঙ্করি, তবে জানি মহিমা তোমার, গো॥ ১০

ললিত—একতালা।

কেন রে আমার শ্যামা মারে বল কালো॥ যদি কালো বটে, তবে কেন ভুবন করে আলো॥ মা মোর কখন শ্বেত কখন পীত, কখন নীল লোহিত

রে! আমি জানিতে না পারি জননী কেমন, ভাবিতে জনম গেলো॥ মা মোর কখন প্রকৃতি, কখন পুরুষ, কখন শূন্য মহাকাশ রে, আরে কমলাকান্ত ওভাব ভাবিয়ে, সহজে পাগল হ'লো॥ ১১

বেহাগ—একতালা।

চরণ দুটি তোর, গো শ্যামা! তারণ কারণ কলি ঘোর। দশনখ চন্দ্র নিরখি পরম সুখী, মানস মম চকোর॥ অশরণ শরণ, ভকত মনো-রঞ্জন, মদন দহন মনচোর। কমলা-কান্ত নিতান্ত তমস, হৃদি-কমল নির্ম্মল কর মোর, গো॥ ১২

সিন্ধু কাফি—টিমেতেতালা।

তারা! বল, কি অপরাধে, অথ অনুরোধে, বঞ্চনা করিলে আমায়॥ এ ছার মানব জাতি, সতত চঞ্চলমতি, তায় ক্রোধ কেমনে জুয়ায়॥ শ্রুতি স্মৃতি পরিহরি, যা মানস তাই করি, ভর্ৎসনা দিয়াছি তব দায়। কমলাকান্তের আর কে আছে ভুবন মাঝে, মা! এ তনু স'পেছি রাঙ্গা পায়॥ ১৩

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

সদানন্দময়ি কালি! মহাকালের মনমোহিনী গো মা! তুমি আপন সুখে আপনি নাচ, আপনি দেও মা করতালি॥ আদিভূতা সনাতনী, শূন্য-রূপা শশী ভালী, যখন ব্রহ্মাণ্ড না ছিল গো মা! মুণ্ডমালা কোথায় পেলি। সবে মাত্র তুমি যন্ত্রী, যন্ত্র আমরা তন্ত্রে চলি, তুমি যেমন রাখ তেমনি থাকি, যেমন বলাও তেমনি বলি॥ অশান্ত কমলাকান্ত, দিয়ে বলে গালাগালি, এবার সর্ব্বনাশি, ধ'রে অসি, ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটই খেলি॥ ১৪

কালাংড়া—টিমেতেতালা।

আদর করে হৃদে রাখ, আদরিণী শ্যামা মাকে। তুমি দ্যাখ, আমি দেখি, আর যেন ভাই কেউ না দেখে॥ কামাদিরে দিয়ে ফাঁকি, এস তোমায় আমায় জুড়াই আঁখি, রসনারে সঙ্গে রাখি, সেও যেন মা ব'লে ডাকে॥ অজ্ঞান কুমন্ত্রী দেখ, তারে নিকট হ'তে দিওনাকো, জ্ঞানেরে প্রহরী রাখ, খুব যেন সাবধানে থাকে॥ কমলাকান্তের মন, ভাই—আমার এক নিবেদন, দরিদ্র পাইলে ধন সেও কি অযত্নে রাখে॥ ১৫

বেহাগ—জলদ্ তেতালা।

কালি! তুমি কামরূপা, কেমনে রহে ধ্যান। আমি কোন কীট মানুষ, মানসে কত জ্ঞান॥ বেদশাস্ত্র পুরাণাদি, কি করিছে সাংখ্যবাদী, যার, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের অসাধ্য অনুমান। যদি নির্বাণ উত্তম বটে, তবে অণিমাদি কিসে খাটে, ইথে বিদ্যা কি অবিদ্যা বটে কে জানে সন্ধান। কমলাকান্তের চিত্ত, অনুভবে এক সত্য, যার যে শ্রীনাথ দত্ত, সে তত্ত্ব প্রধান মা॥ ১৬

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

যন্ত্রণা কত সব, আর গো বল মোরে, মা! ভবে প্রজ্বলিত পতঙ্গের মত, বারে বারে পড়ি বিষয় ঘোরে॥ গমনাগমন করি অকারণ, অভয় চরণ না ভাবি কখন; অমৃত ত্যজিয়ে, গরল ভুঞ্জিয়ে, মৃতপ্রায় ভাসি ভবের নীরে॥ মহামায়া যুক্ত মানব দেহ, মৃতকায়া হেরি করয়ে স্নেহ। অসার আপনি না ভাবয়ে প্রাণী, বিপদে ভাবনা করে অন্তরে॥ নিতান্ত পতিত কমলাকান্ত; নিবেদন করে চরণোপান্ত। আমার মন অশান্ত বিষয়-ভ্রান্ত, হেরি কৃতান্ত ভয় না করে॥ ১৭

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

তেঁই শ্যামারূপ ভালবাসি, কালি জগমনমোহিনী এলোকেশি। তোমায় সদাই বলে কালো কালি, আমি দেখি অকলঙ্ক শশী॥ বিষম বিষয়ানলে মা! দহে তনু দিবা নিশি। যখন শ্যামার রূপ অন্তরে জাগে, আনন্দ-সাগরে ভাসি॥ মনের তিমির খণ্ড করে, মায়ের করের অসি। মায়ের বদন শশী, মধুর হাসি, সুধা ক্ষরে রাশি রাশি॥ কমলাকান্তের মন নহে অন্য অভিলাষি। আমার শ্যামা মায়ের যুগল-পদে, গয়া গঙ্গা বারাণসী॥ ১৮

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

আর কিছু নাই শ্যামা তোমার, কেবল দুটী চরণ রাঙ্গা। শুনি তাও নিয়াছেন ত্রিপুরারি, অতেব হইলাম সাহস ভাঙ্গা॥ জ্ঞাতি বন্ধু সুত দারা, সুখের সময় সবাই তারা, কিন্তু বিপদ-কালে কেউ কোথা নাই, ঘর বাড়ী ওড়গাঁয়ের ডাঙ্গা। নিজ গুণে যদি রাখ, করুণা নয়নে দ্যাখো, নইলে জপ করে যে তোমায় পাওয়া, সে সব কথা ভূতের সাঙ্গা॥ কমলা কান্তের কথা, মারে বলি মনের ব্যথা, আমার জপের মালা ঝুলি কাঁথা, জপের ঘরে রইল টাঙ্গা॥ ১৯

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

তোমার গলে জবা ফুলের মালা, কে দিয়াছে তোমায় গলে। সমর পথে, নেচে যেতে, রয়ে রয়ে রয়ে দুলে॥ রণতরঙ্গ প্রথম সঙ্গ, চিকুর আলয়ে উলঙ্গ, কি কারণে ল'জ ভঙ্গ, শিব তব পদতলে॥ অভয় বরদ সব্য হস্ত, বাম করে শিরসি অস্ত্র, দেখে সুরগণ হ'য়ে ব্যস্ত, রক্ষ রক্ষ রক্ষ বলে॥ মুকুট গগনে ঘোর বরণ, খল খল হাসি তিমির হরণ, কমলাকান্ত সতত মগন, শ্রীচরণ কমলে॥ ২০

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

পরের কথায় আর কি ভুলি। কত ভ্রমিয়া দেশ, পেয়েছি শেষ, যা কর দক্ষিণা কালি॥ যত ইতি নাম আদি শিব রাম, সকলের কর্ত্তা মুণ্ড-মালী। মায়ের চরণ-কমল, অতি নির্ম্মল, মন! গিয়ে তায় হওনা অলি॥ কালীনাম সুধাপান কর রে মন! নাচ গাও দিয়া করতালি। নীল শশধর ক'রেছে আলো, মহানিশি প্রায় হয়েছে কলি॥ ত্যজিয়ে বসন, বিভূতি ভূষণ, মাথায় লও কালীনামের ডালি। কমল বলে, দেখ দেখি মন, কত সুখে সুখী হলি॥ ২১

সিন্ধুকাফি—ঢিমাতেতালা।

আপনারে আপনি দেখ, যেওন মন! কারু ঘরে। যা চাবে এই খানে পাবে, খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে॥ পরম ধন পরশ মণি যে অসংখ্য ধন দিতে পারে। এমন কত মণি পড়ে আছে, চিন্তামণির নাচদুয়ারে॥ তীর্থ গমন দুঃখ ভ্রমণ, মন! উচাটন হ'য়োনা রে। তুমি আনন্দ ত্রিবেণীর স্নানে, শীতল হওনা মূলাধারে॥ কি দেখ কমলা-কান্ত, মিছে বাজি এ সংসারে। ওরে! বাজিকরে চিন্‌লে না সে, তোমার ঘটে বিরাজ করে॥ ২২

সিন্ধু—ঢিমাতেতালা।

মন! ভেবেছ কপট ভক্তি করে, শ্যামা মারে পাবে। এ ছেলের হাতের লাড়ু নয়, যে ভোগা দিয়ে কেড়ে খাবে॥ সাত গেঁয়ে আর মাম্‌দো বাজি, কেবা কারে ফাঁকি দেবে। সে কড়ার কড়া তস্য কড়া আপনার গণ্ডা বুঝে লবে॥ আইন স্মৃত গঙ্গাজলি, করেছ সাবধান হবে। তুমি মধ্যে মধ্যে মুখ মুছে খাও, একথা কি জানতে হবে॥ কমলাকান্তের মন! এখন কি উপায় করিবে। কালী-নাম লও, সত্বর হও, নামের গুণে ত'রে যাবে॥ ২৩

ঝিঁঝিট—জলদ্ তেতালা।

তুমি কি ভাবনা ভাব, ওরে আমার অবোধ মন। সময় পেয়েছ ভাল, সাধনা রে শ্যামা-ধন॥ সৃজন পালন লয় যে তিন হইতে হয়; তারা তোর ভাবনা ভাবে, বিধি হরি ত্রিলোচন॥ কমলাকান্তের মন অনিত্য এই ত্রিভুবন, নিত্য কেবল নিত্যানন্দময়ীর দুটী শ্রীচরণ॥ ২৪

সিন্ধু—ঢিমাতেতালা।

মন পবনের নৌকা বটে, বেয়ে দে শ্রীদুর্গা বোলে। মহামন্ত্র যন্ত্র যার, সুবাতাসে বাদাম্ তুলে॥ মহামন্ত্র কর হাল, কুণ্ডলিনী কর পাল; সুজন কুজন আছে যারা, তাহাদের দে রে দাঁড়ে ফেলে॥ কমলান্তের নেয়ে, নঙ্গর তোল দুর্গা কোয়ে; পড়িবি তুফানে যখন, সারি গাবি সবাই মিলে॥ ২৫

পুরবি—একতালা।

মন্ গরিবের কি দোষ আছে। তারে কেন নিন্দা কর মিছে॥ বাজি করের মেয়ে তারে, যেমন নাচায় তেম্নি নাচে॥ শুনেছ দীনদয়াময়ী, লোকে বলে বেদে আছে। আপনাকে যে আপনি ভোলে, পরের বেদন কি তার কাছে॥ আপনি যেমন শঠের মেয়ে, তেম্নি সঙ্গ ভাল মিলেছে। সে লেংটো থাকে, ভস্ম মাখে, লোকে ভাল বলে পাছে॥ তবে যে কমলাকান্ত, ও চরণে প্রাণ সঁপেছে। তাতে ভিন্ন, নাহি অন্য, নৈলে কেন সার করেছে॥ ২৬

বিভাস—একতালা।

এছার দেহের কি ভরসা ভাই! আরে মন! তোরে আমি সুধাই তাই। তুমি কি বুঝিতে পার, দেহ কখন আছে কখন নাই॥ তোমায় আমায় ঐক্য হোয়ে, রসনারে সঙ্গে ল'য়ে। দেহ যদিন আছে তদিন রোয়ে, সুখে শ্যামার গুণ গাই॥ ধর্ম্মাধর্ম্ম দুটা পাখি, তারা কেবল মাত্র আছে সাক্ষি। এসো কামাদিরে ফাঁকি, কল্পতরুর মূলে যাই॥ কমলাকান্তের ভাষা, মন! পূর্ণ কর আমার আশা। এসো বিশ্বময়ীর নাম লৈয়ে, বিশ্বনাথের বিষয় পাই॥ ২৭

রামপ্রসাদী সুর—একতালা।

কালী! সব ঘুচালি লেঠা।
শ্রীনাথের লিখন আছে যেমন,
রাখ্‌বি কি না রাখ্‌বি সেটা॥
তোমার যারে কৃপা হয় তার, সৃষ্টি

ছাড়া রূপের ছটা। তার কটিতে কৌপীন যোড়ে না, গায়ে ছাই আর মাথায় জটা॥ শ্মশান পেলে সুখে ভাস, তুচ্ছ বাস মণি কোঠা। আপ্‌নি যেমন ঠাকুর তেমন, ঘুচ্‌ল না তার সিদ্ধি ঘোঁটা॥ দুঃখে রাখ, সুখে রাখ, কর্‌বো কি আর দিয়ে খোঁটা। আমি দাগ দিয়ে পরেছি আর পুঁছতে কি পারি সাধের ফোঁটা॥ জগত জুড়ে নাম দিয়াছ, কমলাকান্ত কালীর বেটা। এখন মায়ে পোয়ে কেমন ব্যাভার, ইহার মর্ম্ম জান্‌বে কেটা॥ ২৮

সিন্ধু—টিমাতেতালা।

শুক্‌না তরু মুঞ্জরে না ভয় লাগে মা! ভাঙ্গে পাছে। তরু পবন-বলে সদাই দোলে, প্রাণ কাঁপে মা! থাক্‌তে গাছে॥ বড় আশা ছিল মনে, ফল পাব মা! এই তরুতে। তরু মুঞ্জরে না শুকায় শাখা, ছটা আগুন বিগুণ আছে। কমলাকান্তের কাছে, ইহার একটী উপায় আছে—জন্মজরা মৃত্যু-হরা, তারা নামে ছেঁচলে বাঁচে॥ ২৯

পরজ-কালাংড়া—জলদ তেতালা।

হায় গো আমার কি হইলো, হৃদি সরোরুহ দলে। কালো কামিনী লুকালো॥ যখন নয়ন মুদিয়াছিলাম, তখনি ছিল, চাহিতে চঞ্চলা যেন্থে, পলকেতে মিশাইল॥ আমরি কি সুন্দরী, অতুল পদ রাঙল, আদ্য যামে হংস যেমন অংশুতে উজ্জল। কমলাকান্তের মন! মিছে ভাব অকারণ, যদি পাবে শ্যামাধন; নয়ন মুদে থাকা ভালো॥ ৩০

বেহাগ—তিওট।

আমি কি হেরিলাম নিশি স্বপনে। গিরিরাজ! অচেতনে কত না ঘুমাও হে॥ এই, এখনি শিয়রে ছিল, গৌরী আমার কোথা গেল, হে! আধ আধ মা বলিয়ে বিধুবদনে॥ মনের তিমির নাশি, উদয় হইল আসি, বিতরে অমৃত রাশি সুললিত বচনে। অচেতনে পেয়ে নিধি, চেতনে হারালাম গিরি, হে! ধৈরয না ধরে মম জীবনে॥ আর শুন অসম্ভব, চারিদিকে শিবা রব! হে! তার মাঝে আমার উমা একাকিনী শ্মশানে। বল কি করিব আর, কে আনিবে সমাচার, হে! না জানি মোর গৌরী আছে কেমনে॥ কমলাকান্তের বাণী, পুণ্যবতী গিরি-রাণি, গো! যেরূপ হেরিলে তুমি অনায়াসে শয়নে॥ ওপদ-পঙ্কজ লাগি, শঙ্কর হৈয়েছে যোগী, গো! হর হৃদি-মাঝে রাখে, অতি যতনে॥ ৩১

কেদারা—একতালা।

গিরি! প্রাণগৌরী আন আমার। উমা বিধুমুখ, না দেখি বারেক, এঘর লাগে আন্ধার॥ আজি কালি করি দিবস যাবে, প্রাণের উমারে আনিবে কবে; প্রতিদিন কি হে আমারে ভুলাবে, একি তব অবিচার॥ সোণার মৈনাক ডুবিল নীরে, সে শোকে রয়েছি পরাণে ধরে; ধিক্ হে আমারে, ধিক্ হে তোমারে, জীবনে কি সাধ আর॥ কমলাকান্ত কহে নিতান্ত, কেন্দনাকো রাণি! হও গো শান্ত: কে পাইবে তোমার উমার অন্ত, তুমি কি ভাব অসার॥ ৩২

—

ভৈরবী—জলদ তেতালা।

কবে যাবে বল গিরিরাজ! গৌরীরে আনিতে। ব্যাকুল হ'য়েছে প্রাণ, উমারে দেখিতে হে॥ গৌরী দিয়ে দিগম্বরে, আনন্দে রয়েছ ঘরে, কি আছে তব অন্তরে, না পারি বুঝিতে। কামিনী করিল বিধি, তেঁই হে তোমারে সাধি, নারীর জনম কেবল যন্ত্রণা সহিতে॥ সতিনী সরলা নহে, স্বামী সে শ্মশানে রহে, তুমি হে! পাষাণ তাহে, না করে মনেতে॥ কমলাকান্তের বাণী, শুন হে শিখর-মণি! কেমনে সহিবে এত, মায়ের প্রাণেতে॥ ৩৩

—

পরজ কালাংড়া—টিমাতেতাল।

গিরিরাণি! এই নাও তোমার উমারে। ধর ধর হরের জীবন-ধন॥ কত না মিনতি করি, তুষিয়ে ত্রিশূল-ধারী, প্রাণ উমা আনিলাম নিজপুরে॥ দেখো মনে রেখ ভয়, সামান্যা তনয়া নয়, যাঁরে সেবে বিধি বিষ্ণু ও হরে। রাঙ্গা চরণ দুটি, হৃদে রাখেন ধূর্জ্জটি, তিলার্দ্ধ বিচ্ছেদ নাহি করে॥ তোমার উমার মায়া, নির্গুণে সগুণ কায়া, ছায়ামাত্র জীবনাম ধরে॥ ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডোদরী, কালীতারা নাম ধরি, কৃপা করি পতিতে উদ্ধারে॥ অসংখ্য তপেরি ফলে, কপট তনয়া ছলে, ব্রহ্মময়ী মা বলে তোমারে। মেনকা-রাণি! কমলকান্তের বাণী ধন্য ধন্য গিরিরাণি? তব পুণ্য কে কহিতে পারে॥ ৩৪

—

মালসী—তিওট।

এলে গৌরি! ভবনে আমার। তুমি ভুলেছিলে, মা বল্যে বুঝি এত-দিনে। চিরদিনে। মায়ের পরাণ, কান্দে রাত্রিদিন শয়নে স্বপনে হেরি গো! ওমুখ তোমার। কভু কামনা

করিয়ে কাননে, আমি রতন পেয়েছি যতনে; সচন্দন ফুলে, নব বিল্বদলে, পুজেছিলাম গঙ্গাধরে, গো! হৈয়ে নিরাহার॥ গিরিপুর রমণী চারিপাশে, কত কহিছে হাস পরিহাসে। তরু-মূলে ঘর, স্বামী দিগম্বর, তা নহিলে আর কতদিন হইত তোমার॥ তুমি পুণ্যবতী গিরিরাণি॥ শুন কমলা-কান্তের বাণী! জগত-জননী, তোমার নন্দিনী, বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত ধন গো! চরণ যাহার॥ ৩৫

খট যোগিয়া – জলদ তেতালা।

শরত কমল-মুখে, আধ আধ বাণী মায়ের॥ মায়ের কোলেতে বসি, শ্রীমুখ ঈষদ হাঁসি, ভবের ভবনসুখ ভণয়ে ভবানী॥ কে বলে দরিদ্র হর, রতনে রচিত ঘর, মা! জিনি কত সুধাকর, শত দিনমণি। বিবাহ অবধি আর কে দেখেছে অন্ধকার, কে জানে কখন দিবা কখন রজনী॥ শুনেছ সতীনের ভয়, সে সকল কিছু নয়, মা! তোমার অধিক ভালবাসে সুরধুনী। মোরে শিব হৃদে রাখে, জটাতে লুকায়ে দেখে, কার কে এমন আছে সুখের সতিনী॥ কমলাকান্তের বাণী, শুন গিরিরাজ-রাণি! কৈলাস-ভূধর ধরাধর চূড়া-মণি। তা যদি দেখিতে পাও, ফিরে না আসিতে চাও, ভুলে থাক ভবগৃহে, ভূধর-রমণি॥ ৩৬

ঝিঁঝিট—ঠুংরি।

জয়া বলগো! পাঠান হবে না। হর মায়ের বেদন কেমন জানে না॥ তুমি যত বল আর, করি অঙ্গীকার, ওকথা আমারে বোলোনা॥ ওগো! হৃদয়-মাঝারে, রাখিব বাছারে, প্রহরী এ দুটী নয়ন। যদি গিরিবর আসি কিছু কয় জয়া! তখনি ত্যজিব জীবন। সবে মাত্র ধন, গৌরী মোর প্রাণ তিন দিন যদি রয় না। তবে কি সুখ আমার, এছার ভবনে, এ দুঃখে প্রাণ আমার রবে না॥ যাতনা কেমন, না জানে কখন, বিশেষ রাজার কুমারী। আর কত দুঃখ পাবে সেখানে, জয়া! হর যে জনম ভিখারী॥ ওগো! শ্মশানে মশানে, লৈয়ে যায় সে ধনে, আপনার গুণ কিছু জানে না। আবার কোন লাজে হর এসেছেন লইতে জানে না যে বিদায় দেবে না॥ তখন জয়া কহে বাণী, শুন শৈলরাণি! উপদেশ কহি তোমারে। কত বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত ওই পদ, তুমি তনয়া ভেবেছ যাহারে কমলাকান্তের, নিবেদন ধর, শিব বিনা শিবা পাবে না। যদি জামাতা শঙ্করে

পার রাখিবারে, তবে তোমার গৌরী যাবে না ॥ ৩১

পরজ কালাংড়া—ঢিমা তেতালা।

আমার গৌরীরে লয়ে যায়, হর আসিয়ে। কি কর হে গিরিবর! রঙ্গ দেখ বসিয়ে॥ বিনয় বচনে কত, বুঝাইলাম নানামত; শুনিয়া ন' শুনে কাণে, ঢোল্যে পড়ে হাসিয়ে! একি অসম্ভব তার, আভরণ ফণিহার; পরিধান বাঘছাল, ক্ষণে পড়ে খসিয়ে। আমি হে রাজার নারী, ইহা কি সহিতে পারি, সোনার পুতলী দিলে পাথারে ভাসায়ে॥ শুনি গিরিবর কয়, জামাতা সামান্য নয়, অণিমাদি আছে যার, চরণে লোটায়ে। কমলাকান্তের বাণী, কি ভাব শিখর-রাণি! পরম আনন্দে গো। তনয়া দেহ পাঠায়ে ॥৩৮

রূপচাঁদ পক্ষী।

(জীবনী ২য় ভাগ সঙ্গীত-সার-সংগ্রহে ১২৯৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

পড়েছি বিপদে, শুনগো যশোদে, তোর কালাচাঁদের লাগিয়ে। ননি নাহি চায়, ভাণ্ড ভেঙ্গে খায়, বলিলে পলায় ধেয়ে ধেয়ে॥ ননি সব ল'য়ে সাধা সাধি করি, খাবনা বলিয়ে যায় ফিরি ফিরি, মোরা অন্য মনে গৃহ কর্ম্ম করি, পুন ফিরি এসে লুকায়ে। যত পারে খায়, মর্কটে বিলায়, শেষে ভাণ্ড ফেলে ফাঙ্গিয়ে। দোহন না হ'তে ছাড়য়ে বাছুরি বাথানেতে করে গণ্ডগোল ভারি, ইচ্ছা হয় ধরি, আমরা নারী নারি, বাজায়ে বাঁশরী, দাঁড়ায় বাঁকা হ'য়ে॥ সম বয়েসের বালক সঙ্গে, কভু গৃহে পশি বিবিধ রঙ্গে, লম্ফ দিয়ে উঠে শয়ন-পালঙ্কে, কোন শঙ্কা ভয় করে না। দুগ্ধ সমুদয়, করে অপচয়, বারণ করিলে শুনে না। উচ্চে দুগ্ধ রাখি সিকার উপরে, পুঞ্জো পুঞ্জো খুঁজে সন্ধান ক'রে নল শর দিয়ে ভাণ্ড ছিদ্র করে, ফেলে গৃহ'পরে দেয় গো ভাসায়ে। আমরা তো ব্রজে আছি এত কাল, ওমা দেখি নাই আর এমত ছাওয়াল, গোপালের লাগি হলেম নাজেহাল, একি গো জঞ্জাল কবো কারে। যুড়ি যুগল পানি, তবু নীল মণি রমণী বলিয়ে ক্ষমা নাহি করে। বাঁকা ভঙ্গিভ'বে সব ভুলে যাই, আদরেতে ডাকি রে কাল কানাই, কালো বল্লে আর রাগের সীমা নাই, পাড়ে গালি মুখ খুলি, সম্পর্ক ছাড়িয়ে। গোপালের দায় ঘর করা দায়, নন্দের প্রমদা রাখ এই দায়, এত কষ্ট পেয়ে

এলাম হেথায়, তোমার নিকটে জানাতে। ইহার প্রতিকার, কর এই বার ভার দিলাম তব করেতে। কহে খগমণি, শুন বরজিনী, গোলক ত্যেজে ব্রজে এলেন চিন্তামণি, গোপলীলা খেলা করিতে আপনি, এ লীলা তাঁহার ব্রহ্মার অগোচর, ব্রহ্ম সম্মোহন গাথাতে লিখয়ে॥ ১

——

পরজ বাহার—কাওয়ালি।

ফিরে আয় কানাই ভাই! চল রে গৃহে যাই। তোমা বিনে, হ্রদপানে চায়ে নব লক্ষ গাই। তুমি রহিলে এজলে, কি ক'রে যাব গোকুলে, বল রে জীবন কানাই! যশোমতি জিজ্ঞাসিলে, বুঝাব তাঁরে কি ব'লে শ্রীদাম সুদাম, সবাই এলি, ত্রিভঙ্গ শ্যাম সঙ্গে নাই। মোরা ক'রে জলপান আগে ত্যজেছিলাম প্রাণ, তুমি দিলে জীবন দান, বাঁকা ত্রিভঙ্গ! তুমি রহিলে জীবনে, জীবন রাখি কেমনে, দহিছে অঙ্গ। ওরে কৃষ্ণ গোষ্ঠেতে আজ, এসেন নাই দাদা বলাই॥ কে আর ফিরাবে ধেনু, কে আর বাজাবে বেণু, কে আর যুড়াবে তনু, দিয়ে মিষ্ট ফল। মুনি রমণীর অন্ন কে করাইবে ভোজন, বল রে কৃষ্ণ বল। না পেলে ক্ষিদে, সেধে সেধে কে খেতে দিবে সদাই॥ বনফল হ'লে মিষ্ট, খেতে খেতে দিই উচ্ছিষ্ট, তাইতে বুঝি রেগে কৃষ্ণ, ডুবিলি হ্রদে। আমরা রে অবোধ গোয়ালা, না জেনে তোর লীলা খেলা, পোড়্লেম বিষম বিপদে। কহে খগমণি, দমন হ'লে ফণি, ফিরে আসিবে কানাই॥ ২

——

মিশ্র ললিত—একতালা।

বিনোদ বিনোদ বিনোদ সাজে। বিহরৈ ব্রজমাঝে রে॥ কত বিনোদিনী, হেরে সে নিছনী, ত্যজে কুলশীল লাজে রে॥ নখচন্দ্র হেরে গগনচন্দ্র চমকি লুকায় লাজে রে॥ (অমানিশি শশী) বিনোদ শ্রীপদে বিনোদ নূপুর, দূর হ'তে শুনি ধ্বনি সুমধুর, কটিতে কিঙ্কিনী, মণিশ্রেণী জিনি, রুণু রুণু রবে বাজে রে॥ পরিধান তাঁর, বিনোদ পীতাম্বর; বিনোদ পীত ধটী কটি আঁটিবার, বিনোদ কণ্ঠে লুণ্ঠে, বিনোদ হার, জড়িত রতন কাজে রে। (করেতে বলয়, মণি মুক্তাময়, কি সেজেছে রাখাল রাজে রে)॥ বিনোদ বরণ যিনি নবঘন, কোটীচন্দ্র জিনি শোভা চন্দ্রানন, সর্ব্বাঙ্গে চর্চ্চিত অগুরু চন্দন, নাসায় গজমতি সাজে রে। (কর্ণেতে কুণ্ডল, করে ঝলমল, আবৃত কুন্তল মাঝে রে)॥ কিবা

বিনোদ বিনোদ মোহন চূড়া, বিনোদ বিনোদ গুঞ্জমা'লা বেড়া, বিনোদ ভাবেতে, বামেতে টেড়া, নেহারে চরণ-সরোজে রে। চূড়া বাঁকা, তায় ময়ূর পাখা, কি সেজেছে বঙ্গ-রাজে রে)॥ বিনোদ অধরে বিনোদ মুরলী, ছত্রিশ রাগিণী ছয় রাগ তুলি, একুশ মূর্চ্ছনা সপ্ত সুরে খুলি; রাধা রাধা বলি বাজে রে। (শ্যামনীরদে, বিজরি শ্রীরাধে, কহে দীন খগরাজে রে॥ ৩

মিশ্র সিন্ধু—জলদ তেতালা।

জলে জ্বলে, প্রাণ জ্বলে, শীতল যমুনাজলে। হরিদাস, পীতবাস, অপ্রকাশ্য কোথা হলে॥ অবলা সরলা বালা, বুঝিতে নারি তব ছলা, না জেনে ত্রিভঙ্গ কালা দুকূল রাখিলাম কূলে। ননি চোর তব গুণ, প্রকাশ্য এ ত্রিভুবন, গোপনে হরি বসন লুকালে কদম্ব-তলে॥ ক্ষমা কর হে কেশব, বিবসনা গোপী সব, যাবে কুলের গৌরব, লোকে জানিলে। নারী করি বিড়ম্বনা, কি সুখ হবে ছলনা, ঘরে পরেতে গঞ্জনা, কেলে-সোনা দিলে দিলে। (ওহে) বারিদ-বরণ হরি, গভীর যমুনাবারি, শীতে হরি, কেঁপে মরি, রমণীকুলে। রঙ্গ তেজ হে ত্রিভঙ্গ, ক্রমে উঠিছে তরঙ্গ, ভয়েতে কম্পিত অঙ্গ, আতঙ্ক হ'লো অনিলে॥ ব্রজে হবে অপবাদ, জান নাকি কালাচাঁদ, বৃথা কেন সাধ বাদ গোপিকাকুলে। অপমানে প্রাণে মরি, আমরা নারী সইতে নারি, দেহ পরি-হরি হরি! ডুবে মরিব সলিলে॥ কহে দীন খগবর, তীরে গোপীকা উতর, সূর্য্যেরে প্রণতি কর, দ্বি বাহু তুলে। জলকেলি সমাপন হোলে পাইবে বসন, হ'য়োনাকো উচাটন গোপীনীগণ সকলে॥ ৪

খাম্বাজ—একতালা।

সই! ঐ নীপমূলে। ত্রিভঙ্গ ঠামে বামে হেলে, অধরে মুরলী, উচ্চ রব তুলি, শ্রীরাধে, জয়রাধে, রাধে রাধে বলে॥ সপ্ত সুরে যোগ করি, তিন গ্রাম, একুশ মূর্চ্ছনা অতি অনুপম, ছয় রাগে বেগে নব ঘন শ্যাম, রাগিণী সহিত লয়ে তালে তালে॥ এ রবে কি রবে বরজিনী সবে, কেশবের জ্বালা কে সবে কে সবে, যায় যাক্ কুল শীল যাবে যাবে, হেরিব মাধবে, জল ছলা ছলে॥ কি ক্ষণে সে ধনে হেরেছি নয়নে, আর আঁখি সখি! ফিরাতে পারিনে, হৃদি-মাঝে শ্যাম পসিল গোপনে, অনন্তর বাহির, তিমির নাশিলে। করি অনুরাগ, দীন খগ কয়,

কষ্ট নষ্ট কারি কৃষ্ণ দয়াময়। সর্ব্বত্রে তাহার আবির্ভাব হয়, ভূতলে কি জলে অনলে অনিলে ॥ ৫

মিশ্র সুরট—কাওয়ালী।

সই! হের নব-জলধর-বরণে। কটি-তটে পিতাম্বর কিবা শোভাকর মনোহর মুরহর বংশীবদনে॥ চরণ অরুণ কর, নখরেতে নিশাকর, মনোহর শোভাকর জানু করি-কর জিনে, চূড়া টেড়া মনোহর, তাহে বেড়া গুঞ্জহার, পক্ক বিম্ব ওষ্ঠাধর, সুধাক্ষরে বচনে॥ শ্রীনন্দের কুমার পুতনা নিধন কর, ননিচোর বৃন্দা বিপিনে, নট শঠ নাগর ব্রজবধূ মনচোর স্মরশর নয়ন সন্ধানে॥ ভণে দীন খগবর, সযতনে ধ্যানে ধর, শ্যামল সুন্দর ধনে। যাবে যদি ভব পার, ভাব ভবকর্ণ-ধার, রে মূঢ় মন আমার, হৃদি-পদ্মাসনে॥ ৬

দেশী—জৎ।

হের হের নব-জলধর-কায়। (ঐ সই) ধরাতে ধরেনা রূপ, নয়নে কি ধরা যায়॥ (যুগল) জিনি রক্ত কোকনদ, শোভিত তাঁর শ্রীপদ, পদোপরে দিয়ে পদ, দাঁড়ায়ে কদমতলায়। পাইলে যুগলপদ, ভবেরে ভাবি গোষ্পদ, তুচ্ছ হয় ব্রহ্মপদ, ও শ্রীপদ যেবা পায়॥ রম্ভা তরু উরু দুটি, কেশরী জিনিয়ে কটি, পরিপাটি পীত-ধটী, আঁটি সাঁটি বাঁধা তায়। কক্ষেতে পাচনী লাঠি, বক্ষে লেপা গোপীমাটি, হেরিয়ে সে ভঙ্গি দিঠি কোটীচন্দ্র লাজে ধায়॥ দিনকর জিনি কর, নখরেতে নিশাকর, কণ্ঠে লুণ্ঠে মণিহার, নাসা তিল ফুল প্রায়। পক্ব বিম্ব ওষ্ঠাধর, অধরে মুরলী ধর, সপ্ত-সুরে নিরন্তর, রাধা রাধা গুণ গায়॥ ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠামে, শিরে চূড়া টেড়া বামে, বিহরই ব্রজধামে, রাধা প্রেমে শ্যামরায়। খগ অনুরাগ ক্রমে, হৃদয়-নিকুঞ্জ ধামে, রাইকে রাখি শ্যামের বামে, অন্তিমে দেখিতে চায়॥ ৭

ইমন ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

ভব-পার কর্ণধার, তুমি ত আপনি। যমুনায় কাণ্ডারী, হরি, লইয়ে ক্ষেপণী॥ এ যমুনা ক্ষুদ্র নদী, পার কর ভব জলধি, তুমি অনাদির আদি, পুরাণেতে শুনি। অবলা গোপের নারী তাহে হরি জীর্ণ তরী, তরঙ্গের আতঙ্কে মরি রক্ষ চক্রপাণি॥ (এদায়ে) প'ড়ে এই ভব-নীরে, যে ডাকে প্রভু তোমারে, ভব পারে দাও তাঁরে চরণ-তরণী॥ (যুগল) যমুনার দেখে অঙ্গ

কাঁপিছে গোপিনী অঙ্গ, কৃপা কর হে ত্রিভঙ্গ, কহে খগমণি ॥ ৮

বিভাস—কাওয়ালী।

কৈ বনমালী! এ যে কালী! (বনে)। রাধে সাধে, শ্যামাপদে, দিয়ে পুষ্পাঞ্জলি ॥ তরুণ অরুণ যেন, শ্রীপদ শোভাকর, চরণ-সরোজে সাজে মণিময় নূপুর, অনুমানি ত্রিনয়নীর পদতলে শঙ্কর, শ্রীঅঙ্গ দি'ছে ঢালি। ক্ষীণ কটি তাহে আঁটি, নর কর-কিঙ্কিনী, শবাসনা, বিবসনা, নবঘন-বরণী, চতুর্ভুজ দনুজ নির্ম্মূলকারিণী, শিবরাণী নৃমুণ্ডমালী ॥ করে অসি মুক্তকেশী, অট্ট হাসি বদনে, মনো-লোভা কিবা শোভা, জিহ্বা চাপি দশনে, আসব পানেতে মত্ত দৈত্য রক্ত মর্দ্দনে, বিশ্ব পালী বিশালী। সাধ্বী সতী শ্রীমতী পদসেবা করে, জনম সফল হ'ল শ্যামা মায়েরে হেরে, কুটিলা ত্যজিয়া ছলা, পূজ শ্যামা-মায়েরে, অগতি খগপতির গতি গো করালী ॥ ৯

মনোহর সাই—একতালা।

নবীন নবীনে, নব কুঞ্জবনে, নব লীলা করে বিপিনে। নব নব বালা, নবীন হিন্দোলা, নব ফুলে সাজায় যতনে। নবীন নীরদে, বামে নব রাধে, মনসাধে ঝুলায় ঝুলনে। নব নব বন, নবীন গহন, নব শাখা দোলে পবনে। নব নব পিক, সরোবরে বক, ডাহুক ডাহুকী গগনে ॥ নব নব শারী, ময়ূর ময়ূরী নাচে পুচ্ছ ধরি, স্বগণে ॥ সুরি কাকাতুয়া, মনিয়া পাপিয়া, মোহিত করিছে সুতানে। নবীন আহীরী, করে করে ধরি, নাচে ঘুরি ফিরি কাননে। নবী অলঙ্কার, নব ফুলহার, নবাঙ্গ চর্চ্চিত চন্দনে ॥ শ্রীপদ পঙ্কজ, হেরি অলিরাজ, মধু ভ্রমে বসে চরণে পেলে পদসুধা, দূরে যাবে ক্ষুধা, তরিবে সে ভব-বন্ধনে। সদা বাঞ্ছা করি, যুগল রূপ হেরি, শয়নে স্বপনে মননে ॥ হরি নাম বিনা, গোপিকা রসনা, অন্য নাম না শুনে শ্রবণে। সদা এ দ্বিকর, কিশোরী কিশোর, থাক রে যুগল সেবনে। দীন খগপতি, করয়ে প্রণতি, শ্রীমতী শ্রীপতি চরণে ॥ ১০ ॥

গৌড় মল্লার—কাওয়ালী।

ঝুলে ঝুলে ঝুলন পর, শ্যামল সুন্দর, যুগল কিশোর কিশোরী। হো (ঝুলে ঝুলে ঝুলনি ঝুলে) বহেত পবন ঘন, গরজেত নবঘন, চমকে বিজরি, বেরি বেরি! বোলে মওরা

মরি, সুরী শুকশারী, মনিয়া, পাপিয়া, ঝঙ্কারি॥ হো। লিয়ে বহু ফুলহার, কৈ করত সিংহার, কৈ নাচে, সখি বিচে, দিয়ে করতারি। কৈ কৈ হরদম, আলাপে রাগ লয় সম, বরখত ঝম্ ঝম্ বারি॥ হো। কৈ লিয়ে তম্বুরা, কৈ সখি লিয়ে দারা, বাজাওয়ে সপ্তসুরা, গাওয়ত গৌরি। কৈ লাগাওয়ে কেদার, সোহিনী সুর বাহার, কৈ খেলে, কৈ ঝুলে, যেরী রাধে প্যারি॥ হো। ঘেরি বাকে ত্রিভঙ্গ, করতহি ঢং রং কৈ বাজায়ে মৃদং, তেহাই বিস্তারি। পঙ্খি ধায়ে মন হর, শ্রীরাধে শ্রীদামোদর, রে মন কর স্মরণ চরণ দোঁহারি॥ হো। ১১

মিশ্র বাহার—ঝাঁপতাল।

হোলি খেলে, লয়ে তালে, মিলে ব্রজ গোপিনী। মৃদঙ্গ বাজিছে রঙ্গে, কেড়ান ধা ধা, নি নি, নি নি॥ লালে লাল বৃন্দাবন, লাল পশু পক্ষীগণ, লাল যমুনা-জীবন, লালে লাল রাধারাণী॥ কেহ গাইছে সঙ্গীত, কেহ বা করিছে নৃত্য, অনুরাগেতে নিয়ত, আলাপে রাগ রাগিণী॥ ঠমকে গমকে চলে, কেহ নাচে তালে তালে, ধরাধরী গলে গলে, হেলে দোলে কিঙ্কিনী॥ তেটে কেটে ঝা ঝা ঝা, হেরে গেল রাখালরাজা, রাই রাজার জয় বাজা বাজা; তাক্ তাক্ সিন বিনোদিনী॥ খগ কহে গোপিকারা, সুর বেঁধে সপ্তসুরা, কেহ বাজায় সেতারা, ডাড়ে ডারা, গৎ ভুনি॥ ১২

মিশ্র সিন্ধু খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

খেলেত ফগুয়া, কঙর কাধইয়া, ধাকেটে তাক্ ধুম কেটে তাক্ বাজে মৃদং। ভও বৎ লাই, মাচে ব্রজ মাই, ওড়েত তেহাই, তবড়তং॥ বিন বিনা তম্বুরা, দারা সপ্তসুর, টিকারা মন্দিরা, সুর জম্ জম্। মাধেলা, তবলা, সারঙ্গি বেহালা, কৈ ব্রজবালা, লিয়ে মোরচং॥ সপ্তসুর তে ভুনা, একুশ মূর্চ্ছনা, আলাপি অঙ্গনা, গায় অহং। ষড়রাগে যোগে, গায় অনুরাগে, সোহাগে, বেহ গ গৌড় সারং॥ কণ্ কণ্ বুলি, বাজেত পায়েলি, রঙ্গিলি ছবিলি সুরঙ্গে রং। কেদার, মল্লার, বসন্ত বাহার, করেত ওঙ্কার বিবিধ ঢং॥ গোলাপ আবেরি, মারি পিচকারী, ভিঙ্গায়ে সারি, কুঞ্জ পালং। কহে পঙ্খিবর, মন ধ্যানে ধর, শ্যামল সুন্দর বাঁকে ত্রিভং॥ ১৩

সিন্ধু কাফি—যৎ।

কাহে রঙ্গ ডারি, হো ত্রিভঙ্গ মুরারি। সস্তার সস্তার, হো বাঁকে শ্যামর, মৎ মার পিচকারী; শ্বাশ্ শুনেগি, ননদী লড়েগি, মোরে সৈঁইয়া, দেওগি মুঝে গারি॥ (মুরারি) ছোড় ছোড় বাট, যানেদে যমুনা-তট, রে ধিট লানেদে বারি; রঙ্গিলা ছবিলা, রে নন্দ দুলালা, ছোড়দে বইয়া হামারি॥ (মুরারি) তু কেয়া জান লালা, ফগুয়া কে নিলা, হ, হো গোয়ালা গিরধারী, বন বন ঢাঁড়ত, গৌয়া চরাওত, তু কেয়া জানত খেলৈন হোরি॥ (মুরারি) কহে পণ্ডিবর, মন ভাওয়ে মোর, যুগল চরণ তুহারি; হো হো ত্রিভঙ্গ তেড়া, হোজি জেরেসে খাড়া, ময়ূর মকুট বড়া, বাঁকে বেহারী॥ (মুরারি) ১৪

পরজ বাহার—যৎ।

এসে ফাগুণ কে দিন, আই রজনী। পূর্ণমাসী শশী, ভঁই উজারা চাদনী॥ বহে মলয়া পবন, কোয়েলা কুহরে ঘন, গায়ে সব সখী অন, বাহার সোহিনী॥ লালে লাল যমুনা নীর, ওড়ে কুঙ্কুম আবির, জাবট ধীর মীর, লাল ব্রজ-ভামিনী॥ লালে লাল কুঞ্জবন, লাল রত্ন সিংহাসন, লাল মদনমোহন, লাল রাধেরাণী॥ লাল তাল তমাল, পশু পঙ্খি লালে লাল, কহে দাস পঙ্খিলাল, লাল গোপ, গোপিনী॥ ১৫

মিশ্র টোড়ী—কাওয়ালি।

সাঁচি কহ মন মোহন মুঝে, কাঁহা নিশি গোঁয়াই। (হো) ভোর ভয়েসো, চিড়িয়া বোলে, আব্ কে তুনে আয়ি॥ (হো) চপল নয়না, মদন মোহনা, অরুণ বরণ কাহে ভঁয়ো। (হো) হো, নট নাগর, কোন সতিনী তোর, মনকো লোভাই॥ হো কাহা হো অলকাবৃত, আব্ দেখা নখ ক্ষত, তাম্বুল রাগ সোহাগ কে হো, ঢিট লম্পট শঠ, কুঞ্জে সে হট হট, রাধে রাণীকে হুকুম ভই॥ (হো) যিনে লিয়ে নিশি জাগো, তড়পে হুঁয়া হো ভাগো, তেয়ে রাগ সোহাগ, কো শুনেগা হো, ভোরে চতুর আয়ি, মিঠি ঝুট বাতাই, না শুনেগা ব্রজমায়ী, কাঁধাই॥ (হো) দুঃখ দেয়ি ভগ্গা নে আয়ি, রে কপট চতুরায়ি, হাম্ সবে বিসরহি, নিশি গোঁয়াই হে। বিরহে কহে খগদাস, নিকট রহ পীতবাস, কৃপা কর পরকাশ, চরণ ধেয়াই॥ (হো)

গৌড় মল্লার—ঝাঁপতাল।

বেজনা বেজনা বংশী তুমি, ঘন ঘন বিপিনে। নিয়েছ নিয়েছ কুলমান, পুন প্রাণ নাশিবে ক'রেছ মনে॥ গুরু-জন মাঝে, থাকি গৃহকাজে, সেই সময়েতে বংশী বাজে, ছি ছি মরি লাজে, একি তোর সাজে, কোন কাজে, মন রাখিনে। সতত ব্যথিত, বনে ধায় মন, থাকি অনশনে করিয়ে শয়ন, দাবাদগ্ধ বন হরিণী যেমন, ত্যজে সে জীবন, পসিয়ে জীবনে॥ অসার বংশেতে জন্ম তোর বংশ, মম কোপে ধ্বংস হবে তোর বংশ, কখন জানিনা দুখের অংশ, স্বাধীনে, নবীনে গোপিনীগণে। বংশী সুর, ক্রুর, শুনি সুধামাখা, নিশিতে, বনেতে ধায়রে গোপিকা, কৃষ্ণ মন রাখা, তোষামোদে নেকা, কচি খোকার মত, দেয়ালি করিস নে॥ অসার কুলাঙ্গার তোমার বহু ছিদ্র, কৃষ্ণের মুখে থেকে হয়েছিস্ রুদ্র, বড় রে অভদ্র, শাল হ'তে ক্ষুদ্র, তব বাস খাস অরণ্যে। তব যম ডোম, ঘুচায় সব ভ্রূকুটী, চালনী ধুচনী করে কাটি ছাটি, আমরা হ'লাম মাটী বনে হাঁটি হাঁটি, ধরি চরণ দুটি, জ্বালাসনে জ্বালাসনে॥ (তোর) স্বপনে কখন দুঃখের বেদনা জানে না হে ব্রজনারী, (.রে বাঁশরী) তুমি হ'য়ে অরি, করিলে বনচারী, বনে বনে ফিরি, ওরে বাঁশরী হরি মুখামৃত কর রে পান, তবু না ছাড় রে কুটিল জ্ঞান, কহে খগবর, রাধায় পরিহর, কৃষ্ণ নাম কর, সুস্বর সুতানে॥ ১৭

বিহঙ্গড়া—একতাল।

কেন এলে এ বনে। (গোপীগণে) তোমরা কুলনারী, কুল পরিহরি. ঘোর বিভাবরী না জেনে না শুনে॥ (এলে এ বনে) হিংস্র পশু সব অতি ভয়ঙ্কর, নদ নদী আদি তাহে জলচর, খালে বিলে স্থলে কুশাঙ্কুর বিস্তর, পাছে বাজে চরণে। না জেনে নিগম, করিলে আগম, কিসেতে রাখিবে কুলের সম্ভ্রম, অবলা অবলার এই কি ধরম, নাহি শম দম, প্রেম ভ্রম টানে॥ কুলের কুলবতী, তোমরা সব সতী, একা ফেলে গৃহে এলে প্রাণপতি, হইবে অখ্যাতি, যাবে জাতি পতি, এমন কুরীতি কেনে। যাও যাও যাও গৃহেতে ফিরি, রাখ রাখ রাখ বচন আমারি, ক্রমে ক্রমে হয় ঘোর বিভাবরী, শ্রীহরি কর এক্ষণে॥ করিয়ে মিনতি খগপতি কয়, বাঁশীতে উদাসী হয় গোপীচয়, সে রবে যমুনা উজানে বয়, মুগ্ধ পশু পক্ষিগণে। যে শুনেছে বাঁশীর মধুর তান, সে কি ভয় কভু করে কুল মান,

কন্দর্পে মোহিত করে তার প্রাণ, শুন ভগবান নিবেদি চরণে ॥ ১৮

পিলু খাম্বাজ—পোস্তা।

বাঁশীর গানে এনে বনে, এখন কেন হও হে নিদয়। দয়াময় জগতে কয়, সেই দয়ার কি এই পরিচয় ॥ ত্যজি কুল শীল লাজ, গৃহকার্য্য সমুদয়, নিশিতে কাননে পশি, কাল শশী করিনে ভয়। তব লাগি বরজরাজ, ত্যজিয়ে গৃহ ঐশ্বর্য্য, বন কষ্ট করি সহ্য এ কার্য্য উচিত নয়। শয্যা হইতে গোপিকা, পতিরে ফেলিয়ে একা, পাব ব'লে তব দেখা, এসেছি হে প্রেমময়। তোমার নিষ্ঠুর বাণী অশনি প্রায় কর্ণে শুনি, রাখিতে পাপ পরাণী তিল মাত্র ইচ্ছা নয় ॥ শরচ্চন্দ্রে কৃষ্ণচন্দ্র এসেছেন গোপিকাচয়, কয় খগপতি, গোপীর প্রতি শ্রীপতি হে হও সদয় ॥১৯

খাম্বাজ—একতালা।

মন প্রাণ দিয়ে, প্রফুল্ল হৃদয়ে, হরি হরি বল বদনে। এ কলি কলুষ, হইবে নাশ, মধুর মধুর তানে ॥ বল উচ্চৈঃস্বরে, যতন ক'রে, কেশব মাধব যাদব শ্রীহরে, শ্রীপতি শ্রীধর শ্রীকৃষ্ণ কংশারে, ডাক শ্রীনন্দ-নন্দনে ॥ যেই নাম লাগি, সদাশিব যোগী, সর্ব্বস্ব ত্যাগী হলেন বৈরাগী, নামে অনুরাগী, জটাধারী যোগী, হরি হরি গুণ গানে ॥ হরি নাম ব্রহ্ম চারি যুগে বলে, নাম-বলে জলে ভেসেছিল শিলে, পিতা পুত্রে ডাকি নারায়ণ ব'লে, গেল সে কৈবল্য ভবনে ॥ গজরাজ হ'য়ে বিপদে পতন, উচ্চৈঃ ডাকে রক্ষ শ্রীমধুসূদন, কহে খগে, বেগে চক্র সুদর্শন, দুষ্টে নষ্ট করে প্রাণে ॥ ২০

ঝিঁঝিট খাম্বাজ,—আড়খেমটা।

হেলায় হায় যায় বয়ে কাল। মন খুলে, ডাক ববম্ ব'লে, বাজাইয়ে গাল ॥ বাল্যকাল ক্রীড়া বশে, প্রগণ্ডে প্রকাণ্ড রসে, যুবাতে যুবতী-বশে, বার্দ্ধক্যে বেহাল ॥ সংসারে হ'য়ে আবৃত, ভুলেছরে নিত্য তত্ত্ব, ভজ শিব নিত্য নিত্য, ল'য়ে যপ মাল ॥ অধৈর্য্য জীব ধর ধৈর্য্য, ত্যজ ঐশ্বর্য্য মাৎসর্য্য, পাইবে রে সুখরাজ্য, কাট মায়াজাল ॥ করিলে হে দৃঢ়ভক্তি, শক্তি-পতি দিবেন মুক্তি, শিবশক্তি এই যুক্তি, কহে খগপাল ॥ ২১

মিশ্র সিন্ধু,—পোস্ত।

কাটালি কাল, হ'য়ে নাকাল, ভাবলি না সেকাল। (জীব) দেখ রে ভেবে, দুদিন হবে, আজ মোলে তুই

কা'ল ॥ বাল্যকাল ক্রীড়ায় মাতি, যুবা কালেতে যুবতি, বার্দ্ধক্যে হ'লে হীন শক্তি, হবে কালাকাল ॥ বৃথা কাজে কাল কাটে, মলি ভূতের ব্যাগার খেটে, চিত্রগুপ্ত হাতচিটে, গুন্‌চে রে ত্রিকাল ॥ লেগেচে কি কালের দিশে, কায় হারালি কালের বসে, মহাকাল হাসেন ব'সে, পেতে কাল-জাল ॥ কুলেতে কালী দিও না, (মনুজ) কাল খায় তোর নাই চেতনা, কাল দমনে ভাবনা, কহে খগপাল ॥২২

মুলতান—একতালা।

বার ব্রত কর, বৃথা ঘুরে মর, হর হর মুখে বল না। লয়ে গঙ্গাজল পাত্র, মিশায়ে ত্রিপত্র, ত্রিনেত্রের শিরেতে ঢাল না ॥ জান না রে মন, শিয়রে শমন, কেন রে দমন কর না। ত্যজিয়ে ভ্রান্ত, বল গৌরীকান্ত, এ দিন্‌তো একান্ত রবে না ॥ যাঁরে যপে নিরবধি, ইন্দ্রচন্দ্র বিধি, হেন নিধি পেয়ে ছেড়না। তাঁরে যতনে আরাধ্য, করি গাল বাদ্য, মায়াজালে বদ্ধ হইও না ॥ মন দেহে রাজা, ইন্দ্রিয় প্রজা, কুতন্ত্রি কুমন্ত্রি ছয় জনা, তারে ক'রে ত্যজ্য, শাস নিজ রাজ্য, ঐশ্বর্য্য পাইয়ে ভুলনা ॥ কহে খগপতি, কর রে সুমতি, পশুপতি ব'লে ডাক না, তিনি অগতির গতি, পার্ব্বতীর পতি, যাঁরে প্রজাপতি, ধ্যানে পায় না ॥ ২৩

মিশ্র ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

ভব ব্যাধির মহৌষধি, বাবা বৈদ্যনাথ। অনুপান, গুণ গান, নিদান বিহিত মত ॥ যাব থাকে কর্ম্ম ভোগ, সে ভুঞ্জয়ে ভব রোগ, হ'লে তব মনোযোগ, আরোগ্য নিশ্চিত ॥ তোমার স্মরণ মাত্র, রোগীতে হয় পবিত্র, কৃপা করিলে ত্রিনেত্র, তরে শত শত ॥ ওহে প্রভু কৃত্তিবাস, ঝাড়খণ্ডে তব বাস, পুরাও জীবের আশ, তুমি বিশ্ব তাত ॥ তুমি ধন্বন্তরি বৈদ্য, তব সর্জিত ঔষধ, অংহি জগত-আরাধ্য, কহে খগনাথ ॥২

বিহঙ্গড়া—কাওয়ালি।

গিরিবর! যাও হর ভবনে। স্বপনে হেরেছি সে উমাধনে, কি করি কি করি গিরি, কেমনে ধৈর্য্য ধরি, বিনে প্রাণের কুমারী বাঁচিনে আর পরাণে ॥ হে গিরি রাজন! তুমি ত পাষাণ, পাষাণেতে তব হিয়া করেছ বন্ধন, ভাঙ্গড়ে কন্যা সঁপিলে ব'লে কুলীন, কৃত্তিবাসের নাহি বাস, সদা ফেরে শ্মশানে ॥ ধুতুরা করে ব্যবহার, অম্বর নাই দিগম্বর, উমায় পরায় বাঘাম্বর, শুনে বাঁচিনে, পার্ব্বতীর অঙ্গে বিভূতি,

প্রসূতি সহে কেমনে॥ সদাশিব চাপিয়ে বৃষভ'পরে, গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা করে, যোগে যাগে দিন হরে, সে পঞ্চাননে, এক গ্রাসে উপবাসে ক্ষীণাঙ্গী ভেবে ক্ষীণে॥ বৎসরাবধি হ'ল আসি, না হেরি সে মুখশশী চাতকিনী প্রায় বসি, উর্দ্ধ বদনে, অচল হ'য়ে সচল, আন উমা জীবনে॥ খগপতি করে স্তুতি যোড়কর করি, এই বশে কৈলাসে যাও ওহে গিরি অবিলম্বে, জগদম্বে, আন স্বগণে, হরগৌরী একাসনে, হেরিব আজ নয়নে॥ ২৫

মিশ্র বিহঙ্গড়া,—কাওয়ালী।

গো মেনকা! অম্বিকায় হের আসিয়ে! একবার নয়ন প্রকাশিয়ে, গগনের শশী আসি উদয় ভবালয়ে॥ সঙ্গে লক্ষ্মী সরস্বতী, ষড়ানন গণপতি, এসেছেন পশুপতি, বৃষে চাপিয়ে; গা তাল, মঙ্গলা এল, লহ লহ সম্ভাষিয়ে॥ অকলঙ্ক করে চন্দ্র চন্দ্রমুখ নিন্দে চন্দ্র, বদনখে দশ চন্দ্র আছে লুকায়ে, ভালে চন্দ্র চন্দ্রাননীর, চাঁদের হাট সঙ্গে লয়ে॥ এই তব কন্যা উমা, জগতে কি ইহা সমা, কিসেতে দিব উপমা মায়ে ল'য়ে, এ অভয়া, মহামায়া আছে মায়া বিস্তারিয়ে॥ হরজায়া অন্নপূর্ণা, ধরা কর অন্নপূর্ণা, তুমি ধন্যা গিরি-কন্যা, নহ সামান্যা মেয়ে; অন্তিমে খগ অধমে, দেহি মে চরণ অভয়ে॥ ২৬

মিশ্র মুলতান—খেমটা।

গো মেনকা! শোন্ তোর অম্বিকার দুর্গতি। গাঁজা টেনে, শ্মশানে যায় পশুপতি, মাঠে, ঘাটে বেড়ায় ছুটে কার্ত্তিক গণেশ দুই নাতি॥ শৈশব হ'তে যদি শিখাতে দুটীরে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ওরা আসিত পাশ ক'রে অনায়াসে দুইটিতে বিদ্যা বুদ্ধির জোরে, হ'ত হাইকোর্টের বিচারপতি॥ যত হটের সঙ্গে থেকে শিখেছে হট্টতা, কিরূপে তাহারা শিখিবে সভ্যতা, অসিদ্ধ বালকের নাম সিদ্ধিদাতা, কলা বৃক্ষ যার সঙ্গতি॥ (দেখ) সংসর্গ দোষেতে তোর দশভুজা, চণ্ডালের গৃহেতে লয় অগ্রে পূজা, ভোলা মহেশ্বর দিন রাত টানে গাঁজা, সঙ্গে সব আবাগের সন্ততি॥ কহে দীন খগ দ্বিকর যুড়ে, ইঁদুরে, ময়ূরে, দুটি শিশু চ'ড়ে, মাতঙ্গীর সিংহ, বুড়োর বুড়ো এঁড়ে, কে দিবে ঘোড়া হাতি॥ ২৭

মিশ্র রামকেলী—কাওয়ালি।

নবমী নিশি পোহাল, কি করি কি করি বল। ছেড়ে যাবে প্রাণের উমা, দেখ না বিজয়া এলো॥ (ও গো জয়া) বৎসরাবধি পরে তারা, আনন্দ করিলেন ধরা, যায় কিসে দুঃখপাসরা, আমারে বল; নবমী নিশি প্রভাত, একি দেখি বিপরীত, উমা হ'য়ে চমকিত, নত শিরেতে রহিল॥ (ওহে গিরি) বাণী শুনি বজ্রাঘাত, করি শিরে করাঘাত, কেন রে হলি প্রভাত, নবমী বল; পুত্র শোকে জীর্ণ জরা, ভুলেছিলাম পাইয়ে তারা, হই যদি তারা হারা জীবনে কি ফল বল॥ (ওহে গিরি) ও গো গিরিপুরবাসী, বৎসরাবধি পরে আসি, ত্রিরাত্র বাস উমা শশির, করা কি ভাল, পুরবাসী করে ধরে, বুঝাও গিয়ে মহেশেরে, উমা যাবেন দুদিন পরে, আজ্ঞা দেহ মহাকাল॥ মহামায়ার মহামায়া, মুগ্ধ করিলেন অভয়া, মা প্রকাশি নিজমায়া হ'লেন চঞ্চল,—কহে দীন খগপতি, দুঃখিতা তব প্রসূতি, মায়ে ভুল না পার্ব্বতী, ত্যজনা মা, হিমাচল॥ ২৪

ভৈরবী—কাওয়ালী।

কি দিবে, গো শিবে, তব কি আছে বৈভব। সবে ধন শ্রীচরণ, লয়েছেন শিব॥ অন্য ধনের প্রয়াসী, নহি গো মা মুক্তকেশী, শ্রীচরণ ধন ভালবাসি, কোথায় বা পাব॥ আশায় ভুলে তোমার, এলেম আশী লক্ষ বার, না হ'ল আশার সুসার, আর কারে জানাব॥ বন্ধ্যা প্রসব বেদনা, কোন ক্রমে জানে না, গতায়াতের যে যাতনা কারে বুঝাব॥ তপি জপি ঋষি যোগী, তারা নয় মা! ভুক্তভোগী খগে ভব-রোগে ভোগে মুক্তি অভাব॥ ২৯

কেদারা—ঢিমাতেতালা।

কাজে মজে দিন গেল। সে কাজের কি হ'ল বল, বৃথা কাজে কারে ভ'জে আছ ম'জে রে বাতুল! সেখানে কি ব'লে এলি, এসে শেষে ভুলে গেলি, কি সুখেতে কাল কাটালি, কাল ব্যাজ নাই কালাকাল॥ ত্যজে পরমার্থ তত্ত্ব, কর রে পর দাসত্ব, কি হবে অনিত্য বিত্ত, সে তত্ত্ব যার নাই সম্বল॥ জ্ঞাতি গোত্র দারা সুত, তারা যদি সঙ্গে যেত, বাঁচিত তোমায় বাঁচাত হ'ত কত সুখ-মূল॥ কহে দীন খগ-রাজ কর রে সাত্ত্বিক কাজ, ক'র না আর-কাল ব্যাজ, ভাব সে সর্ব্বমঙ্গল॥

আলেয়া—জলদ তেতালা।

সাধ্যাতীত তত্ত্ব নিরূপণ। হবার নয় অসাধ্য সাধন, সে বিভু অব্যক্ত জগত ব্যাপ্ত, এই দ্বীপ সপ্ত, লিপ্ত তিনি নন॥ কোথায় আছেন তিনি কে কহিতে পারে, ভূধরে সাগরে কিম্বা মহীপরে, আকাশে পাতালে সপ্ত তলাতলে, কোথা গেলে, মেলে নাহি নিদর্শন॥ যন্ত্রে তন্ত্রে শাস্ত্রে অষ্টাদশ পুরাণে, শ্রীমৎভাগবত গ্রন্থ রামায়ণে, চণ্ডী কাশীখণ্ডে, পুরাণ ব্রহ্মাণ্ডে, চৈতন্যমঙ্গলে আছে কি সেই জন॥ রামাত নিমাত আর ব্রকদ ব্রহ্মচারী, কর্ত্তাভজা নেড়া নেড়ী পুরি গিরি, বৌদ্ধ জৈন সংসার ত্যাগ করি, ফকিরী জপী তপী ঋষি, অনশনে বসি, সেই গুণ-রাশির পায় না দরশন॥ নিদেহ নিগূঢ় নাহি পদপাণি, সর্ব্বাত্মায় আছেন আত্মা রাম তিনি, ক্ষিত্যপতেজ আদি এই পঞ্চে আনি, কহে খগমণি, করেন মহাপ্রাণী আপনি সৃজন॥ ৩১

মিশ্র বাহার—একতালা।

দেহ গেছে পঞ্চভূত। (আছে স্থিত) জানহ নিশ্চিত, কেন নশ্বর দেহেতে অহঙ্কার এত॥ জান ত এ দেহ মর্ম্ম, অপ বায়ু তেজে জন্ম, অস্থি মেধ চর্ম্ম, (দেহধর্ম্ম) কুসূত্র দেহ-ক্ষেত্র, মল মূত্র পাত্র মিত্র, আছয়ে পূর্ণিত॥ প্রাজ্ঞ বিজ্ঞ বুদ্ধিবান, বিদ্যাবান ধনবান, কর অভিমান, (করি বহু দান) কিম্বাশ্চর্য্য এ মাৎসর্য্য, ক্রমে ঐশ্বর্য্য রাজ্য বীর্য্য হবে হত॥ তুমি কার, কে তোমার, কর না হে এ বিচার, এ সংসার সং সাজা সার; কলত্র জ্ঞাতি গোত্র পিতা পুত্র লবে না কো তত্ত্ব॥ মনুজের কায়া ধরি, অজ্ঞানে দিবা শর্ব্বরী, আছ আমরি, (তাঁরে পাশরি) আমি কারে কব হায়, গুটিপোকার প্রায়, আপন লালে জালে আপনি হও হত॥ নশ্বর হে এ দেহটা, তা'র ভিতরে ভূত পাঁচটা, মরি কি নেটা (ঘার ন'টা) দুর্জ্জন ছ'টা বড় ডানপিটা, মণিকোটার ভিতর প্রবেশে নিয়ত॥ ভাঙ্গা ঘরে দিয়ে খুঁচি, ইচ্ছা কর অধিক বাঁচি, এই আঁচাআঁচি, (অভিরুচি) গোড়া ঢিলে, পড়ছে হেলে, বলে লাঠি ধ'রে ঠেলে রাখিবে কত॥ এই দেখ এই নাই, নিশ্বাসে বিশ্বাস নাই, বেদের বাজি ভাই, [সব দেখিতে পাই] প্রতি পলে যেটা টলে, পাপ বোঝা বহা -মায়া কেন রে এত॥ উন্মত্ত যুবা বয়সে ঘুটে পোড়ে গোবর হাসে, বলিনা ত্রাসে, [পাছে দোষে] একটা যাচ্ছে, চখে দেখছে, তখন হাসছে খেলছে নাচিছে উন্মাদের মত॥ ব্যবসায়ী

ভেজা রাজা, দাস দাসী কৃষি প্রজা, বয় ভুতের বোঝা, (হয়ে সোজা) এ জগত, সব অনিত্য, সত্য পদার্থ বিভু তৎসত ॥ ভুতে দেয় ভুতেরে মত, যেন কানা দেখায় কানারে পথ, এইরূপ প্রায় জগত, (বাঁধি গৎ) চালনি ভদ্র ছুঁচে ছিদ্র, হ'তে চায় রুদ্র, ধর্ম্ম কর্ম্মে রত ॥ পুরুষে ভুত পত্নী প্রেতিনী, যে জীবেরা অধম প্রাণী, ঘোর অভিমানী, (শিরোমণি) কুহে খগ-রাজা, মন্ত্রে করে সোজা, শ্রীগুরু ওঝা, ঝেড়ে নামামৃত ॥ ৩২

গদাধর মুখোপাধ্যায়।

ইনি একজন প্রসিদ্ধ কবি ছিলেন। ভোলা ময়রা, বলরাম বৈষ্ণব, নীলু রামপ্রসাদ, রামসুন্দর স্বর্ণকার প্রভৃতি কবিওয়ালাদিগের দলে ইনি গান রচনা করিতেন। ৺রামবসুর ন্যায় ইনিও আসরে বসিয়া প্রতিপক্ষের গানসমূহের উত্তর রচনা করিতেন। কবির গান রচনা করিবার ক্ষমতা ইহাঁর যথেষ্ট ছিল।

এবার বৃন্দাবনের সুখ সব দেখে এলাম মথুরায়। স্বয়ং শ্রীহরি বিরাজমান্, বসন্ত মূর্ত্তিমান্, সুখে কোকিলে, জয় জয় কৃষ্ণের গুণ গায়। শুন রাই, বিশেষ বৃত্তান্ত নিবেদি তোমায়। এই ব্রজেতে যখন ছিলেন ব্রজেন্দ্র-তনয়, হতো গো রাই! প্রতিদিন বসন্ত উদয়, শুনি যেখানে কৃষ্ণ রয়, সেই খানে সুখোদয়, সুখ বুঝি কৃষ্ণের সঙ্গে সঙ্গে যায়। বিশাখা শোকাকুলা চঞ্চলা হইয়ে শ্রীমতীর প্রতি খেদে কয়। বসন্তে ভ্রমনার্থে, রাই গো, গেলাম সেই মথুরা কুব্জালয়। মধুধাম নাম, তাহে মধু ঋতুর আগমন! মধুময় সব, কর্ত্তা তায় শ্রীমধুসূদন। মধু মাধবী বিকশিত, মধুকর পুলকিত; সুখে সুমধুর স্বরে গুঞ্জরিছে তায়। সেই মথুরার মাধুর্য্য দেখে, শোক উথলিল রাই, ব্রজেরি ঐশ্বর্য্য হরিলেন হরি, গোপীর প্রাণে অসহ। রত্ন-সিংহাসনে কালাঁয়ে রত্ন, রঙ্গেতে আছেন বসিয়ে। বামেতে বসিয়ে কুব্জা রাজরাণী, শ্যামের অঙ্গে অঙ্গ হেলায়ে। সেই সময় রাই, তোমার চাঁদ মুখ মনে পড়িল, কৃষ্ণ-তাপ তায় হে আরো যে দ্বিগুণ বাড়িল; অমনি নয়নের বারি, নয়নে নিবারি, এলাম হে প্রণাম করি কৃষ্ণপায় ॥ ১

প্রাণের কৃষ্ণ বিনে একি হ'ল লো সই, বসন্তে বসন্ত নাই গোকুলে।

দেখি কোকিল নীরব, নাহি সে মধুর রব, হাহা রব গো, শুনি সব গো, আর ভ্রমরা গুঞ্জরেনা কমলে। ব্রজের ভাব, সে সুরব, সকলি হরি হরিলে প্রতি তরুলতা, রাধাকৃষ্ণের রূপের আভাতে, প্রভাতে কুঞ্জের শোভাতে গো, ময়ূর নাচিত উচ্চপুচ্ছ ভাবেতে, হ'ত গগনে উদয় চাঁদ, এখন গোকুল-চাঁদ গোকুল আঁধার করিল। বিশাখা শোকাকুলা চঞ্চলা হইয়ে, ললিতার প্রতি কয়,—জানি মনে বৃন্দাবনে, হ'ত নিত্য নিত্য নিকুঞ্জে বসন্ত উদয়। গেঁথে মালতীর হার, মাধবের গলায় আমরা দিতাম সই, সে দিন কই সে ভাব কই, প্রাণের কৃষ্ণ কই গো। সখি! কই গো সে বৃন্দাবনের শোভা কই, দেখি সামান্য অরণ্য, হ'ল বৃন্দারণ্য, বিচ্ছেদে বিবর্ণ হেরি শূন্যময় শীর্ণ ব্রজমণ্ডলী। ব্রজের ঐশ্বর্য্য মাধুর্য্য ফুরা'ল। মাধব অভাবে গো। অশোক, কিংশুক, পলাশ, কাঞ্চন, কুঞ্জে প্রফুল্ল হ'ত নানা ফুল। বহিত মন্দ মন্দ মলয় সমীরণ। জুড়া'ত গোপীর প্রাণ। সে হিল্লোলে, কালজলে, সুখে বহিত সই! তপনতনয়া উজান। গত হেমন্ত কাল, সুখের বসন্ত কাল, এতো সময় কাল, ঋতু কাল, এবার হল সই! কাল বসন্তের অন্তকাল একে কৃষ্ণ বিচ্ছেদের কাল, না মানে কালাকাল, কবে হয় পূর্ণ কাল, আছে কত কাল, দুঃখ গোপীর কপালে ॥ ২

রাই শত্রু রেখোনা হে শ্যামরায়! বধ ক'রে ব্রজের রাধারে, সুখে রাজ্য কর ল'য়ে কুজায়। ঋণের শেষ, শত্রুর শেষ, রাখ্‌লে প্রমাদ ঘটায়। তুমি হ'য়ে রাধার প্রেমের ঋণী, তারে করলে কাঙালিনী, তোমারও গুণ জানি জানি, এখন বধিলে রাধার প্রাণ বাড়িবে অধিক মান, মুক্ত হবে রাধার প্রেমের দায়। বৃন্দে গে কৃষ্ণে কয়, শুনেছি দয়াময়, করে ত সকল শত্রু নাশ ক'রে ধ্বংস, প্রধান শত্রু কংস, যদুবংশের বাড়ালে উল্লাস। তোমার আর এক শত্রু ব্রজে আছে, সে মোলে সব কণ্টক ঘোচে, মোলে সেও হে প্রাণেতে বাঁচে; রাজার নন্দিনী, হ'ল কাঙালিনী, বল হে কত দুঃখ স'বে তায় ॥ ৩

সজনি গো! আমায় ধর্ গো ধর্, বুঝি কি হ'লো আমা'রে; নিবিড় মেঘের বরণ, দলিত অঞ্জন, কে আসি প্রবেশিল অন্তরে। সই! ভাবিতে কেন অঙ্গ শিহরে। দারুণ বসন্ত তাপে কৃষ্ণবিচ্ছেদে, কৃষ্ণরূপ ভাব্‌তে ভাবতে

রাই হয় অচেতন, ধরে সখীগণ, রাইতে রাই যেন আর নাই। তখন চৈতন্ত পেয়ে কমলিনী কয়, একি দায়, বিশ্বম্ভরের প্রায়, কে আসি হৃদয়ে উদয়। হেন জ্ঞান হয় আমার, ব্রহ্মাণ্ডের যত ভার, পশিল আমার হৃদি-পিঞ্জরে। শ্রীকৃষ্ণ বিনে দেহ শূন্য, এতে অন্য ভারও কি সয় গো সই? এ দুঃখিনীর তাপিত অঙ্গেতে কে আসি হইল অবতীর্ণ। একে সহজে দীনে ক্ষীণে মলিনে, বিরহবিষেতে জরা। আমার আপনার, অঙ্গ আপনি ভার, বইতে দুঃখের পসরা। আবার অকস্মাৎ কেন গো হ'ল এমন, যেন এ দেহের সঙ্গেতে প্রাণ করেছে আকর্ষণ। মনে ভাব গো একবার, অন্তরে কি আমার, দেখি গো হৃদয় বিদীর্ণ করে॥ ৩

শ্যামের বাঁশী! ও তোর শ্যাম কোথায়, বল্‌রে কেন একা তুই ব্রজেতে এলি? তোরে অধরে ল'য়ে শ্যাম, করিতেন রাধার নাম, আমরা সব যেতেম কুঞ্জধাম, এখন সে মধুর ধ্বনি কি ভুলে গেলি। কৃষ্ণের সঙ্গে পেয়ে তোরে, লোকে কয় মোহন মুরলী। ও তুই যন্ত্র এলি হেথা, যন্ত্রী রইলেন কোথা, মরি, বিনে হরি, তুই আর রাই ব'লে বাজিসনে আর বাঁশরী। ও তুই হলিনে সানুকূল, মজালি গোপীকুল, অকূল পাথারে গোকুল ডুবালি। রেখে কৃষ্ণেরে কংসালয়ে, মুরলী লইয়ে, শ্রীনন্দ এলেন নন্দালয়। দেখে বাঁশরী, কেঁদে কিশোরী—অতি বিনয়ে বংশীর প্রতি কয় ও তোর মধুর মধুর গানে, মধুর নিধুবনে, আসি—ওরে বাঁশরী; আমি তো হ'তে হ'য়েছি কৃষ্ণের দাসী, ও তুই বাজ্‌তিস সর্ব্বদা জয়রাধা শ্রীরাধা সে মধুর ধ্বনি কি ভুলে গেলি॥ ৫

কে গো তুই কাদের কুলের বউ, কুল ত্যজে এমিস গোকুলে। তুই কি অনাথা, নাকি বিচ্ছেদ-উন্মত্তা, আয় আয় কাছে আয়, মনের কথা ব ব'লে। হেন জ্ঞান হয় যেন তুই দগ্ধা বিরহানলে। যেমন আমাদের রাইয়ের দশা কালিয়ে করেছে, ওগো সেই দশা তোর কি, তাই সুধাই ও সখি হোক্ মেনে বল্ আমার কাছে। হলি কি দুখে দুখিনী, ওগো সজনি! চক্ষের জল মুছিস্ কেন অঞ্চলে। ত্রিভঙ্গ বিদেশিনীর সজ্জা দেখে রঙ্গদেবী ডেকে কয়। তুই কি গোকুলের গোপিনী, কি উদাসিনী, নিকুঞ্জের নিকটে উদয় একে সুরঙ্গ অঙ্গ, তাহে কুরঙ্গনয়নী, অতি কৃশাঙ্গ দেখ্‌তে পাই

সঙ্গে কেউ সঙ্গী নাই, চলিস্ চলিস্ যেন গজগামিনী। হয়ে কন্দর্পপীড়িতা, রাগস্খলিতা, চলতে বাজে চরণ-কমলে। একে নবীন বয়স, তাতে সুসভ্য কাব্যরসে রসিকে। মাধুর্য্য গাম্ভীর্য্য, তাতে দাম্ভীর্য্য নাই, আর আর বৌ যেমন ধারা ব্যাপিকে। অধৈর্য্য হেরে তোরে সজনি! ধৈর্য্য ধরা নাহি যায়। যদি সাধ্য হয় সেই কার্য্য, কর্‌বি সাহায্য, বলি তাই ব'লে যা আমায়। একে রমণীজাতীয় আমিও রমণী। এমন ব্যথিত কোথায় পাবি, কোথায় প্রাণ জুড়াইবি, বল্‌বি কায় দুখের কাহিনী। আমায় বল্‌গো বল্ মনের ভাব, কি দুখে এ ভাব, তোমার ভাব দেখে ভাসি নয়ন-সলিলে ॥ ৬

যত বল সখি! কেবল কাণে শুনি, অবোধ মন, কথায় প্রবোধ মানে না। যখন যাবার বেলা, কেঁদে গেছে কালা, তখন আর গো, পাওয়া ভার গো, রাধার প্রাণ থাক্‌তে কৃষ্ণ ব্রজে আসবে না। বচনে আশ্বাসিয়ে, রাধারে বুঝাইয়ে, রাখিবো কত বার। কৃষ্ণ পাবে, প্রাণ জুড়াবে, ও কথায় ভোলেনা রাই আর। যখন চূড়া বাঁশী ল'য়ে নন্দরায় ফিরে এসেছে, জেনেছে, কপাল ভেঙেছে, কৃষ্ণ রাধার প্রেম যমুনায় ভাসিয়েছে। এখন রাধারে বল্‌বো কি ওগো প্রাণসখি! খেদে প্রাণ বাঁচে কি, শুধু কথাতে কত কর্‌বো সান্ত্বনা ॥ ৭

কৃষ্ণ আজ হে, বোলে কৃষ্ণচোর, আমায় ধরেছ সব ব্রজনাগরী। প'ড়ে গোপী-চক্রে, দাসীর প্রাণ যায়, শ্যাম শ্যাম শ্যাম হে – এখন বিপদে রক্ষা কর শ্রীহরি। কি হবে উপায়, বল কি করি। শুনে ভয় হয়, বলে যে সব কথা, কৃষ্ণ তোমায় কয় মনচোর, আমায় কয় কৃষ্ণচোর এখন দুই চোরে লুকাইব কোথা। বলে দুই চোরে বাঁধিয়ে, যাব ব্রজে লয়ে, আজ্ঞা দিয়াছেন শ্রীরাধা-প্যারী। সাজায়ে অষ্ট সখীর মণ্ডলী, বৃন্দে গে মথুরায় উদয়। সজলনয়নে, বিরসবদনে, কুব্জা কৃষ্ণের প্রতি কয়। রাধার প্রাণধন তুমি কালশশী, আমি প্রেয়সীর যোগ্য নই, শ্রীপদের দাসী হই, হে কৃষ্ণ দাসীরে কল্লে রাজ-মহিষী। বুঝি সেই রাগে হ'ল রাগ, বাড়ায়ে নব রাগ, বৃন্দেকে পাঠায়েছেন কিশোরী। বড় ব্যাপিকে গোপিকে দেখি, হে ত্রিভঙ্গ! করে কতই রঙ্গ, কি জানি কি হয়, প্রাণে পেয়ে ভয় কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে ডাকি। কৌশলে কত ছলে কত কথা কয়, কে পাবে সে

ভাবের অন্ত। আমি কি জানি, তুমি আপনি, মনেতে বুঝ শ্রীকান্ত! ইহার ভাব কি ওহে বনমালি! বলে আমাদের রাই রাজা, শ্যাম রাজা তার প্রজা, ব্রজে চিরকাল ক'রেছিল কোটালী। এখন যাহাতে থাকে মান, কর তার সুবিধান, তুমি হে বিপদ কালের কাণ্ডারী॥ ৮

ওহে বনমালি, আমি সেই কথা সুধাই, তোমার শ্রীপদে,—যখন দুই আঁখি মুদে থাকি, হৃদপদ্মে তোমায় দেখি, মাধব হে বাঁকা মাধব হে—তবে প্রাণ যায় কেন কৃষ্ণবিচ্ছেদে মরি হে মনের বিষাদে। তুমি মথুরায় যাত্রাকালে, শ্রীমুখে বলেছিলে, কুঞ্জছাড়া আমি নই। দয়াময় হে, মিছে নয় হে, শ্যাম—আমরা নিশিতে বংশীধ্বনি শুনতে পাই। শুনে সেই মধুর বেণুরব, কুঞ্জে যাই গোপী সব, গোপীনাথ! তোমার চাঁদমুখ না দেখিয়ে প্রাণ কাঁদে। [redacted]সধামে, কুব্জা ল'য়ে বামে, কৃষ্ণ আনন্দে করেন কালযাপন। রাধাসঙ্গিনী, বৃন্দে রঙ্গিনী, আসি রঙ্গে কয় বিবরণ। আমি গোকুলের বৃন্দে দূতী, দুঃখিনী দাসীর প্রতি, চাও হে বাঁকা নয়নে। সদয় হও হে, কথা কও হে, শ্যাম, কর আশীর্ব্বাদ, প্রণাম করি চরণে। তুমি গোপিকার জীবনধন, ব্রজের সর্ব্বস্বধন, ব্রজনাথ, বল কে করবে রক্ষা এই বিপদে। কও হে ত্রিভঙ্গ! কি রঙ্গ তোমার, ডাকি তাই হে শ্যাম—নটবর বেশ ধরি, বিরাজ হে অন্তরে, যখন ধ্যানে দেখি তখন বিচ্ছেদ থাকে না হে, যেমন দুটী আঁখি চেয়ে দেখি, সকল শূন্যাকার। ব্যাকুল হ'য়ে অতি বেগে ধেয়ে, সবে অরণ্যে করিছে গমন বন উপবন, মধুর নিধুবন, করি ভ্রমণ সব সখীগণ আবার গেলে যমুনার জলে, কালরূপ কাল জলে, জলে এমনি জ্ঞান হয়। দয়াময় হে মিছে নয় হে শ্যাম, জলে ঢেউ দিতে পারি না হে বিচ্ছেদ ভয়। তখন কেউ বলে ঘরে চল, কেউ বলে জলে চল্, চল্ চল্‌গো চল্, আমরা ধর্‌বো জলে ঐ কালাচাঁদে॥ ৯

আমি তাই জান্‌তে এসেছি এবার—(কেমন আছ তাই) যেমন শ্যাম বিচ্ছেদে শ্রীরাধার,—নিশি দিন হাহাকার, রাই-বিচ্ছেদ তেম্‌নি কিহে শ্যাম তোমার। ব্যবহারে বুঝ্‌বো হে ব্যবহার। যেমন দেখে এলাম সে গোকুলে, কমলিনী, রাজনন্দিনী কাঁদেন কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে। ভাল তুমি কি তেম্‌নি শ্যাম! রাই বলে অবিশ্রাম, কাঁদ কি

বিচ্ছেদে সেই শ্রীরাধার। শ্রীমতীর বিচ্ছেদ জ্বালা হেরিয়ে, মনেতে হইয়ে সংশয়, মথুরায় ধায়, পাগলিনী প্রায়, গিয়ে কৃষ্ণে সম্বোধিয়ে কয়। একবার ফিরে চাও হে কালশশী, ব্রজ হ'তে এসেছি হে—আমি বৃন্দে, তোমার দাসীর দাসী। অপার বিচ্ছেদ-সাগরে, ভাসায়ে রাধারে ভাল ত আছ হে নন্দকুমার! কও কুশল কও,—শ্যাম, প্যারীর অভাবে আছ কি ভাবে হে রাধার মতন তুমি কি হে রাধানাথ, অচৈতন্য হও। যেমন শ্রীমতির দশা, তেমনি তো তোমার হে, জানি তা মনে। কিন্তু শ্যাম না এলে মধুধাম, স্থাইবেশে থাকিতে পারিনে। সদাই মনে করি আসি আসি, একা ব্রজে—শূন্য কুঞ্জে, রাইকে কেমন কোরে রেখে আসি। আমরা তাই হে গোবিন্দ, হব হে নিসংন্দ, যাব হে কুশল জেনে মথুরায় ॥ ১০

প্যারি! আয় গো আয়, ধীরে ধীরে আয়, মধুপুর নিকট হ'য়েছে। রাধে, রাধে, মরি গো রাধে, পথশ্রমে শ্রীমুখ তোমার ঘেমেছে। কৃষ্ণপ্রেমে উন্মাদিনী রাধার মথুরায় গমন হেরে বৃন্দে, শ্রীরাধার পদারবিন্দে করে নিবেদন। রাজতনয়া রাই তুমি ব্রজে প্যারী গো অলক্তযুক্ত পদে, কুশাঙ্কুর যদি বিঁধে, বিপদ ঘটিবে পথমাঝে। ব্রজের কঠিন মাটিতে, ঝটিতে হাঁটিতে কটিতে কঠিন ব্যথা হয় পাছে ॥ ১১

প্যারীর রাজত্ব সুখেতে আর কাজ নাই বাঁচলে প্রাণেতে বাঁচি। বিচ্ছেদ জ্বালা রাই জুড়াতে, যমুনায় ঝাঁপ দিত, কেবল আমরা তাঁয় প্রমোদ দিয়ে রেখেছি। কব কি যে সুখে গোকুলে আছি। রাধার দাসী যত সেই ব্রজাঙ্গনা, রাধার চরণ বই জানে না, রাই মন্ত্র করে উপাসনা, কৃষ্ণ তোমারে হারায়ে, রাধার পানে চেয়ে, আমরা সব প্রাণে বেঁচে রয়েছি। শ্রীবৃন্দাবনেশ্বরী কিশোরী, যা বল সকলি সম্ভব। হে মাধব, রাধার সে গৌরব, গিয়াছে তোমা হ'তে সব। ছিলেন ব্রজেশ্বরী, রাই কিশোরী। হরি রাজত্ব তুমি তার, করেছ রাজপথের ভিখারী। আমরা কথায় ত ভুলব না, শ্রীরাধার যন্ত্রণা, এইমাত্র চক্ষে দেখে এসেছি ॥ ১২

দেখ কৃষ্ণ হে, এলেন কৃষ্ণকাঙালিনী রাই, সেই গেলে আর না এলে গোকুলে, রাইকে সঙ্গে ক'রে ল'য়ে এলাম তাই। জান ত' পদ-আশ্রিত, গোপিকা সবাই। রাধানাথ হে! যা

হবার তা হ'ল, এনে দিলাম হে তোমার রাই, তোমার ঠাঁই, আমাদের ব্রজের খেলা ফুরা'ল। দেহ যৌবন মন প্রাণ কুল মান, প্যারী সব্ সঁপেছেন, কৃষ্ণ তোমার ঠাঁই। শ্যাম এলেন সমন্তপঞ্চকে, নারদমুখে, শুনিয়া সংবাদ। সহচরীগণ সঙ্গে করি, এলেন প্যারী দেখ্‌তে কালাচাঁদ। কেঁদে রাধে, কৃষ্ণ কৃষ্ণ ব'লে, দুটি নয়ন ছল ছল অশ্রুজল, বহিছে ধারা বদনকমলে। কেঁদে ললিতে কৃষ্ণে কয়, দয়াময় পার চিন্‌তে, বহুদিন আজ দেখা নাই। প্রণাম করি নাথ—আমরা ব্রজের আহিরিণী নারী সব, দিলাম হে পরিচয়, মনে হয় কি না হয়, শ্যাম হে দুঃখিনীদের প্রতি কর দৃষ্টিপাত। শ্রীবৃন্দাবনে যে সব লীলে, ক'রেছিলে, আছে ত মনে? সে গুণ যত, মুখে ক'ব কত, শেলের মত, র'য়েছে প্রাণে। দেখ সেই, এই বৃকভানুসুতা— তোমার কালরূপ ভাবিয়ে, কালিয়ে, কালী [illegible]য়েছেন রাই স্বর্ণলতা। একবার বঙ্কিম-নয়নে, রাইপানে, ফিরে চাও হে, দেখে তাপিত প্রাণ জুড়াই ॥ ১৩

কথায় ভুল্‌বো না, কৃষ্ণ আমরা কথার কাঙ্গাল নই। রাধারে বসাও বামে, তীর্থধামে, দেখে ঐ চরণে, সবাই তৃপ্ত হই। শুন শ্যাম! এই করি নিবেদন। রাধানাথ হে, তব দরশনে—ছিল শ্রীদামের অভিশাপ, মনস্তাপ – বুঝিহে ঘুচিল এত দিনে। ভাগ্যে এসেছেন আপনি রাই, দেখা তাই, নইলে রাইকে তোমার মনে ছিল কই। করিতে রাধার মনরক্ষে, বিনয়বাক্যে, কল্লে সম্ভাষণ। মরি মরি ও বাক্যমাধুরী, শুনে হরি জুড়াল জীবন। দেখে রাইকে ভাবের উদয় হ'ল—ভাল বল দেখি মাধব এ গৌরব, এ প্রেম এতদিন কোথায় ছিল। অনেক যাতনা পেযেছে, জেনেছে, গোপীর নাই হে গতি কৃষ্ণ! তোমা বই—পূরাই মনসাধ, একবার যদি ঐ শ্রীমুখের আজ্ঞা পাই। যেখানে রাধাশ্যাম, সেইখানে ব্রজধাম, ভাবগ্রাহী আপনি তুমি জনার্দ্দন— এই খানে সাজাই বৃন্দাবন, নিধুবন, নিকুঞ্জকানন, সেই কিশোরী, সেই তুমি শ্রীহরি, সেই সব নারী, আমরা গোপীগণ। বসায়ে হে রত্নসিংহাসনে কৃষ্ণ! তুমি নীলরত্ন, রাইরত্ন, দুই রত্ন হেরি দুটি নয়নে। আমরা গেঁথে মালতীর হার, দুজনার অঙ্গে পরিয়ে কৃষ্ণ প্রেমানন্দে রই ॥ ১৪

শীত বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা আদি যত কাল; পতি বিনা সকল জেন নারীর পক্ষে কাল। সে কাল জেন সুখের— যে কাল পতিসুখে যায়; সুখের মূলাধার প্রাণপতি অবলার পুরুষে অবলা জুড়ায়। পতির সুখে সতীর সুখ, পতিদুঃখে দুঃখ নারীর সই! পতির বিচ্ছেদে অনেক জ্বালা সইতে হয়। ধৈর্য্য ধর সই! অধৈর্য্য হওয়া উচিত নয়। আস্‌বে নিবাসে প্রাণকান্ত, হবে দুঃখ অন্ত, সুশীতল করো তাপিত হৃদয়। কমল ত্যজিয়া মধুকর স্বতন্তর কভু নাহি রয়। কত দুঃখ দিলে রাবণ সীতা হরিয়ে; ঘুচিল দুঃখের কাল, হইল সুখের কাল, জুড়ালেন শ্রীরামে ল'য়ে নাথবিরহে সাবিত্রী ত বিষাদিত হ'য়েছিল সই; আবার পুনরায় পেলে সে ত রসময়॥ ১৫

এক ভাবে পূর্ব্বে ছিলে প্রাণ! সে ভাব তোমার নাই। পেয়েছ যে নূতন নারী, এখন মন তারি ঠাঁই, রাখ্‌তে আমার অনুরোধ, প্রাণ! তোমার প্রেমামোদ হবে, সে করিবে ক্রোধ। দ্বেষাদ্বেষী দ্বন্দ্ব ক'রে কি— দেশান্তরি করিবে? বল বঁধু হে! কার কথন মন রাখিবে? তোমার এক জ্বালা নয়, দু দিক রাখা, বল ইথে আর কিসে প্রাণ প্রাণ বাঁচিবে? সমভাবে এ প্রণয় কেমনে রবে? সবে তোমার একটী মন, তায় করেছ প্রেমাধিনী দুঠাঁয়ে দুজন। কপট প্রেমে এমন করে প্রাণ! আমায় কতবার আর কাঁদাবে? ১৬

কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য।

ইনি গদাধর মুখোপাধ্যায়ের সমসাময়িক কবি। ইনি ভোলানাথ ময়রা, নীলু ঠাকুর প্রভৃতির দলে গান বাঁধিতেন। নীলু ঠাকুর ও তাঁহার সহোদর রামপ্রসাদ উভয়েই দল চালাইতেন বলিয়া, তাঁহাদিগের দল 'নীলু-রামপ্রসাদের দল' বলিয়া বিখ্যাত ছিল। কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য্য কবির দলে গান বাঁধিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন।

মধুপুরে কৃষ্ণ আনতে যাই, কোকিল কৃষ্ণ বলে ডাক্‌রে এই সময়। শ্রীরাধায় আশ্বাসিয়ে, রঙ্গদেবী ধেয়ে, মথুরায় করিছে গমন। কোকিলে, ব'সে তমালে, স্বরহীন সজল নয়ন। দেখে খেদে কয়, ওরে কোকিল পাখি! কেন এ মধুর মাধবে, রয়েছ নীরবে ওই মুদে দুটি আঁখি। আমার গমন সময়ে, বিষাদ হইয়ে, অমঙ্গল করা তোমার

উচিত নয়। নাহি অবলার অন্য বল, কৃষ্ণনাম পথেরি সম্বল, যেন এই যাত্রায় মনস্কামনা সিদ্ধ হয়॥ ১

দ্বারী একবার বল্ তোদের কৃষ্ণ রাজার সাক্ষাতে। গোপিনী কৃষ্ণ তাপে তাপিনী, তোমায় দেখ্‌বে বলে, আছে ব'সে রাজপথে। এসেছি আমরা অনেক দুঃখেতে। তোদের রাজা না কি বড় দয়াময়, দুখিনীর দুঃখ দেখ্‌লে, দেখ্‌বো কেমন দয়া হয়। ইথে হবে তোমার পুণ্য, কর আশা পূর্ণ, প্রসন্ন হোয়ে গোপীর পক্ষেতে। বৃন্দে বিরহে কাতরা, হইয়ে সত্বরা, রাজ-দ্বারে দাঁড়ায়ে কয়। মধুরাজ্যের অধিপতি কৃষ্ণ, শুনে তাই ত এলাম্ কংসালয়। মনে অন্য অভিলাষো নাই। রাখাল রাজার বেশ, কেমন শোভা দেখে যাই। কোথা ভূপতি, জানাও শীঘ্রগতি, বিনতি করে ধরি করেতে। তাই এতো তোয় বিনয় কোরে বলি। বড় তাপিত হোয়ে এসেছি দ্বারী! তাই এতো তোয় বিনয় কোরে বলি। দংশিয়ে পলায়েছে কালিয়ে কালো বরণ ফণী, আমরা সেই জ্বালায় জ্বলি। বিষে না মানে জলসার, হয়েছে যে রাধার, আর ত না দেখি উপায়। ফণি-মন্ত্র জানে তোদের রাজা দ্বারী; তাই যে এলেম্ মথুরায়। এই আমরা শুনেছি নিশ্চয়, রাজার দৃষ্টিমাত্রে সে বিষো নির্ব্বিষো হয়, কৃষ্ণ-প্রেমের বিষে, কৃষ্ণবিচ্ছেদবিষে, ব্রহ্মাণ্ডে ঔষধ নাই জুড়াতে॥ ২

দ্বারী কহে শ্রীকৃষ্ণের সভায়, শুন ওহে যদুরায়। দ্বারের সংবাদ কিছু নিবেদি তোমায়। দুঃখিনীর আকার রমণী কোথাকার, কাতর হইয়ে কহে দেহ কৃষ্ণ দরশন। কে হে সে জন, নারী দ্বারে করিছে রোদন। কোথা হ'তে এসেছে তার কিবা প্রয়োজন। আমরি মরি, কি রূপের মাধুরী, সুধা-ইলে সুধুই বলে বসতি শ্রীবৃন্দাবন॥৩

বসন্তে শ্রীকান্তে সম্বোধিয়ে—বৃন্দে কয় ব্রজের বিবরণ। কৃষ্ণ হে, কৃষ্ণতাপে দগ্ধ, তোমার সেই মধুর বৃন্দাবন॥ শুক শারী ডাকে না হে কৃষ্ণ ব'লে। মধুকরের মধু মধুরব, সে সে রব নাই হে—কোকিল নীরবে ব'সে আছে তমালে॥ হ'ল সুখহীন বৃন্দাবন, শুন মধুসূদন, এ মধুর ফলে শুকালো। কৃষ্ণ! দেখ হে, একবার দেখে যাও, বসন্তের প্রাণান্ত হলে। ব্রজের দুঃখানল, রাধার শোকানল, প্রবল হ'য়ে বিচ্ছেদ-দাবানল, তোমার

ঋতুরাজ সসৈন্যে পুড়ে মোলো। কেন শ্যাম, তায় গোকুলে পাঠালে বল॥ ব্রজধামে, ঋতুরাজের আগমনে, নব নব, তরু লতা সব, সুখে মুঞ্জরিয়ে ছিল কুঞ্জকাননে। তাহে মলয় সমীরণ, জ্বালায়ে হুতাশন, বৃন্দাবন, সেই অনলে দহিল॥ ৪

রাধারি নবম দশা হেরে, ব্যাকুল অন্তরে, সত্বরে আসি কংসধাম, শ্রীগোবিন্দে কহে বৃন্দে, পদারবিন্দে করিয়ে প্রণাম। ব্রজের শ্যামবিচ্ছেদে প্যারী প্রলাপ দেখে, রাধানাথ হে! তোমার রাই বলে হৃদ্‌পদ্মের নীলপদ্ম আজ নিলে কে। কেন এমন হল প্যারী, নারী বুঝ্‌তে নারি, শ্যাম হে—ও তাই সমাচার দিতে এলাম মথুরায়। তোমার কমলিনী, কাল মেঘ দেখে কৃষ্ণ বলে ধত্তে যায়। আমরা তায় বলি করে ধরি, রাই! ধোরো না গো ও নয় শ্রীহরি, তবে 'কই কৃষ্ণ' বলি প্যারা মূর্চ্ছা যায়। এ কি ভ্রান্তি হ'ল শ্রীরাধার—কও শ্যামরায়, দেখে বিদ্যুৎ-লতা কাল মেঘের সঙ্গে, রাধানাথ হে! তোমার রাই বলে ঐ যে সই! পীত-বসন শ্যামের অঙ্গে। যখন গরজে জলধর, রাই বলে ধর গো ধর, সই গো, আমার বংশীধর মোহন মুরলী বাজায়॥ ৫

ব্রজেতে মধুর ভাব, মথুরায় ভক্তি ভাব, দুই ভাবের যে ভাবে হয় মন। বুঝে ভাব কৃষ্ণ রাখ ভাব, তুমি ভাব-গ্রাহী জনার্দ্দন। যদি তোমায় দেখে ব্রজাঙ্গনা, ছাড়্‌বে না, কৃষ্ণ ব'লে ডাক্‌'ল পরে রইতে পার্‌বে না। যদি না যাও হে কালাচাঁদ! গোপীসব প্রাণে বাচবে না, আবার আমারেও বধে যাওয়া উচিত নয়। কৃষ্ণ! যেমন তোমার স্বেচ্ছা হয়, তুমি না গেলে নে যায় কে, যাও ত রাখে কে, যা কর কৃষ্ণ! তুমি ইচ্ছাময়॥ ৬

বসন্ত আগমনে বৃন্দাবনে কৃষ্ণের আগমন হল না। গিয়ে কংসধামে, শ্যামে সম্ভ্রমে, বৃন্দে কয় করি করুণা,—প্রণাম করি হে কৃষ্ণ প্রণাম করি—আমি মথুরাবাসী নই, শ্রীরাধার দাসী হই, বৃন্দাবনবাসী নারী; বৃন্দা-দূতী নাম ধরি, বিধুবদন তোল বংশী ধারী, কিছু নিবেদন করি চরণ-কমলে—শ্যাম হে বসন্তেরে রাজ্য দিয়ে কি, নারীবধ করলে গোকুলে? আছে ব্রজেতে বিচ্ছেদ রাজা, এসে তায় বসন্ত রাজা, মিলে দুই রাজায় রাই

রাজার প্রাণ বধিল। বলিতে তোমারে দহি দুঃখের অনলে। ধনুর্যজ্ঞেতে এলে মধুপুরে—যজ্ঞ বিনাশি যজ্ঞেশ্বর হ'লে হে রাজ্যেশ্বর, বধিলে কংস অসুরে। ব্রজের শ্রীহরি শ্রীহরি, রাধার প্রাণ মন হরি, শেষে রাধারে ভাসাইলে অকূলে॥ ৭

—

বৃন্দে সভামধ্যে কহিছেন, কৃষ্ণে করিয়া প্রণাম,—এলাম বৃন্দাবনধাম হ'তে, রাধার সঙ্গিনী আমি—শ্যাম। দেখিলাম তব রাজ্যের শিক্ষা, আমি আজি তাই করব হে পরীক্ষা। তুমি রাজ্য কর ভাল, শুন হে ভূপাল, সুখ্যাতি শুনি তোমার সর্ব্ব ঠাঁই, কেমন বিচার কর কৃষ্ণ দেখ্‌ব তাই, আমায় জান্তে পাঠালেন ব্রজের রাজা রাই। শুনেছি তব রাজ্যে অবিচার নাই। ধন প্রাণ মন সঁপে হে যে যায়, পুনরায় ফিরে পায় কিহে নাহি পায়। দেখ্‌ব রাখালের রাজবিচার, ন্যায্য কি অবিচার, করলে সুবিচার সুযশ করিব কানাই॥ ৮

—

যে ছলে শ্যামরায়, এলে হে মথুরায়, হ'য়ে এক যজ্ঞে নিমন্ত্রিত কলিলে সে যজ্ঞ ত সমাধান, হ'ল তা জগতে বিদিত। আবার এক যজ্ঞ হবে ব্রজধাম শীঘ্র আসি তাও তুমি পূর্ণ কর শ্যাম। তারা অবলা গোপবালা, অনেক দুঃখে করেছে সব যজ্ঞের আয়োজন; আজ কৃষ্ণ চল হে নিকুঞ্জবন; প্রাণাহুতি যজ্ঞ করিবেন রাই, লহ তারি নিমন্ত্রণ॥ ৯

—

শ্রীমধুমণ্ডলে আসি বৃন্দে—খেদে গোবিন্দের পদারবিন্দে কয়; আমায় দেখে অধোমুখে কেন রহিলে বল দয়াময়। থাক থাক হে স্বচ্ছন্দে, তোমার কুবুজা সুখে থাক্‌, রাধা মরে যাক্‌, হবে না তোমার তাতে নিন্দে। তোমায় ল'তে আসি নাই হে, জান্তে এসেছি, চিন্তামণির তাতে চিন্তা নাই। শ্যাম, কথা কও শ্রীপদে এই ভিক্ষা চাই, প্যারী রয়েছেন অধর্য্যে তাই আসা অপার্য্যে, তোমার ঐশ্বর্য্যের অংশ লতে আসি নাই। শুন হে ত্রিভঙ্গ কানাই! সে যে স্বর্ণলতা রাজকন্যে কৃষ্ণবিরহজ্বালায়, মর্ম্মবেদনায়, ভ্রমে অরণ্যে শরণ্যে; প্রবোধ না মনে মানে ভ্রান্তে শ্রীমতী, উপায় কি করি বল শুনে যাই॥ ১০

—

কও কথা বদন তোল, হও সদয় এই ভিক্ষা চাই। রাধার অধৈর্য্যে, এলাম অপার্য্যে তোমার কংসরাজ্যের

অংশ ল'তে আসি নাই। অধোবদনে মদনমোহন! রও যদি কুবুজার দোহাই। তোমার সহাস্য বদনে নাই রহস্য, কেন মাধব! আজ দাসীর প্রতি ঔদাস্য, চারুচন্দ্রাস্য নহে প্রকাশ্য, যেন সর্ব্বস্ব ল'তে এলাম ভাব্‌ছ তাই। রঙ্গিনী যে জনা, সঙ্গিনী প্রধানা, বাক্য ছলে কৃষ্ণে কয়। ছিলে ব্রজের রাখাল, হ'লে ভব্য ভূপাল, সভা এখন কংসা লয়। আমার এখন এই দশা, আমি সেই বৃন্দে। আছি বিক্রীত শ্রীমতীর পদারবিন্দে। পার চিন্তে, কেন সচিন্তে চিন্তা কি, চিন্তামণির চিন্তা নাই। অন্য মনে কেন রইলে, কথা কইলে, ক্ষতি কি তোমার! যেতে হবে না পুন বৃন্দাবন, ল'তে হবে না রাধার ভার। রাজত্ব হোয়েছে, প্রভুত্ব বেড়েছে, তত্ত্ব কর্‌তে হয় একবার। অতি শত্রু এসে যদি শরণ লয়, সম্ভা ষণা কর্‌তে হয়। তাতে মহতের আরো বাড়ে মহত্ত্ব, লঘু তরালে হয় না লঘুত্ব। তোমার কি ধর্ম্ম, তোমার কি কর্ম্ম জানতে সেই মর্ম্ম, পাঠায়েছেন ব্রজের রাই ॥ ১১

শুন গো সখি, আজ আশ্চর্য্য রাজ-সভার বিবরণ; রুষ্ট হয়ে ব্রজের নারী এক কৃষ্ণে কহিছে গর্ব্বিত বচন। সে যে মুখরা প্রখরা নব যুবতী, হান্‌চে বাক্যবাণ, কুপিত ভ্রু নয়ান, তাহে শ্যাম কাতর অতি। তোরা ঘর থেকে বেরুস্‌নে, কেউ কিছুই জানিস্‌নে, এ মধুমণ্ডলে কি হ'তেছে। বৃন্দে নামে কে এক রমণী রাজসভাতে এসেছে; আমি দেখিলাম স্বচক্ষে, আমাদের রাজাকে, রাই রাজার প্রজা ব'লে বেঁধেছে ॥ ১২

কৃষ্ণ হে! যেও না আজ রাজসভায়। এল ব্রজের কে গোপিকে, ধর্‌তে তোমাকে, ধর্‌লে রাখ্‌তে পার্‌বে না কেউ মথুরায়। শুনেছি তাদের তুমি বাধা শ্যামরায়। কত পুণ্যফলে পেয়েছি তোমায়, দয়াময়, দেখো যেন দাসী ব'লে, ত্যজোনা আমায়। কৃষ্ণ! কি কব অধিক আর, জানি না তুমি কখন কার, পাছে গোপিকার কথায় ত্যজে যাও আমায়। কাতর অন্তরে, কৃষ্ণপদে ধরে, কুবুজা করে নিবেদন। শুন শ্যাম, ওহে গুণধাম, তুমি ব্রজ-গোপীর প্রাণ মন। দেখো দেখো কৃষ্ণ! হ'য়ো সাবধান, কাঁদে প্রাণ, হারাই হারাই কৃষ্ণ হারাই হয় হেন জ্ঞান। কে এক এ'সছে অবলা, সে নাকি অতি প্রবলা, হরি না জানি আজি কি দ্বন্দ্ব ঘটায় ॥ ১৩

বল উদ্ধব হে, কি লিখন কাঙ্গালিনী দেখালে। সজল আঁখি, মলিন বদন দেখি, কি দুখের দুঃখী, কৃষ্ণ অকস্মাৎ মূর্চ্ছাগত রাই ব'লে। বৃন্দাবনবাসিনী আজ কি প্রমাদ ঘটালে। শ্রীকৃষ্ণের হস্তে হস্তলিপি কার দিলে কোন্ ক্ষণে, পত্র দৃষ্ট মাত্র চিত্ত চমৎকার। যেন ছিন্নমূল বৃক্ষ প্রায়, পড়্‌লেন এই রাজসভায়, হরি, যেন শক্তি শেল বিঁধ্‌লো হৃদি-কমলে। শ্রীকৃষ্ণের ভাবোন্মাদ, হেরিয়ে সে সংবাদ, উগ্রসেন উদ্ধবেরে কয়। ওহে কৃষ্ণসখা, দেখ, দেখ হে কৃষ্ণের কি ভাব উদয়। যেন কি ধন হ'য়েছেন হারা, কি মনের দুঃখে, চক্ষের বারি বক্ষে, বহিছে ধারা। হ'য়ে কার মায়ায় মোহিত, ধূল্যবলুণ্ঠিত, হরি ত্যজে রত্নাসন, কাঙ্গবরণ ভূতলে। দুখী তাপী কত দেখ্‌তে পাই, এই মধুরাজ্যধামে এসে যায় হে। এমন কাঙ্গালিনী, শ্যাম মনমোহিনী, কখন ত দেখি নাই। কাঙ্গালিনী বুঝি নয় সে, নারীর বুঝ্‌তে নারি কি লীলে, সে কোন্ মনমোহিনী; দিয়ে মোহিনী, দিলে কৃষ্ণের মন মোহিয়ে। মায়া করে এসে মথুরায়, কাঙ্গালিনীর বেশে, কাঙ্গালের ধন কৃষ্ণে পাছে ল'য়ে যায়। নারী মায়াবী জানে ছল, নয়নে বহে অশ্রুজল, আগে আপনি কেঁদে শ্যামকে কাঁদালে ॥ ১৪

জয়নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে ভবানীপুর নিবাসী শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায় সখের দাঁড়াকবির দলের সৃষ্টি করেন। জয়নারায়ণ বন্দোপাধ্যায় এই দলের গান রচনা করিতেন। ইহাঁর কবিত্বশক্তি বিশেষ প্রশংসনীয় ও গানগুলি বড়ই—শ্রুতিমধুর। ইহার রচিত নিম্নলিখিত সমস্ত গীতগুলিই ৺মোহনচাঁদ বসুর সুর লয়ে গঠিত।

চন্দ্রাবলীর কুঞ্জ হ'তে কুঞ্জবিহারী 'কোথা রাই, কোথা রাই' ব'লে রাধা কুঞ্জে উদয় মুরারি। দেখেন মৌনাব লম্বিনী, কমলিনী মানিনী; হে অধৈর্য্য মুরারি, চক্ষে বহে বারি ভাসেন চিন্তার্ণবে সাধের চিন্তামণি সাধেন বিধি মতে, মানভঞ্জনার্থে—ধ'রে চরণে, হেরে গোবিন্দে, বৃন্দে সুধায় ইঙ্গিতে। মাধব! একি হে ভাব রাধার ভাবেতে, নটভূপ। একি অপরূপ তোমার অনন্ত ভাবের ভাব বোঝা দায়, কেন নীল কমল, ধরে কমলপদেতে? হেরে কত ভাব উদয় হয়

মনেতে। যাঁর অভয় চরণ, দেবের আরাধ্য ধন, বেদে কয়; সে আজ রাধার পদে ধরি, সাধেন মরি মরি, দেখে হৃদয় দুখে দগ্ধ হয়। ধর কি দুখে রাধার পায়, একি শ্যাম! শোভা পায়, পাছে চন্দ্রাবলী দেখে চক্ষেতে॥১

যদি মাধব রাধার, মাধব, হতেছে নিশ্চয়, ত্রিভঙ্গ, রাধার শ্রীঅঙ্গ, কিহে তবে অনঙ্গেতে দয়। দেখ, স্বর্ণলতা রাধার শীর্ণবেশ হৃষীকেশ, যেজন শ্রীপদের দাসী হয়, হে দয়াময়, তার কি এই দশা কর অবশেষ। ওহে—শ্যাম হে। যারে আশা দিলে, নিশি জাগাইলে, কেন পায় ধ'রে তারে সাধিতে এলে? মাধব, আর সাধায় কাঁদায় রাই ভুলে; কালাচাঁদ! ঘটেছে প্রমাদ, তোমার বিচ্ছেদ রূপ রাহু আসি নিশিতে দেখ ঘেরেছে শশিমুখ-মণ্ডলে। এখন কি হবে ভাবিতেছি সকলে। প্যারীর মুখচন্দ্র—রাহুগ্রস্ত হয়ে সত্বরে—ক্রোধ দাতা সজ্জন, রাধা অঙ্গ আভরণ, দান করিছে ভূমিজবরে, ওহে কালশশী, নয়নযুগল ঋষি, দেখ স্নান করিছেন দুখসলিলে! দেখ, কুঞ্জ ঘেরে সারি শুকে শ্যাম, ক'রে কৃষ্ণ নাম সঙ্কীর্ত্তন বাদ্য করে ঝিল্লী, কপাল যন্ত্রে, হরি। শ্রবণেতে কর হে শ্রবণ। গগন-চাঁদে, গ্রহণ হ'লে, স্থিতির নিয়ম হয়। এ কেশব! দেখি অসম্ভব, নাহি স্থিতির নির্ণয়। রাধার দুঃখ দেখে খেদে ঝুরে আঁখি, করি কি? আমরা তাই ভাবি অন্তরে, কি প্রকারে এ দায় মুক্ত হবেন চন্দ্রমুখী। ওহে—শ্যাম হে। যদি ঘুচে এ ভাব, তবে ক'র হে ভাব। নইলে কি হবে অভাবে ভাব মিশালে॥ ২

শুন গো গোপীর অগ্রগণ্যা জগদ্বন্দ্যা, মান্যা শ্রীমতি! করি পরিহার, তোমা ভিন্ন আর, নাই আমার অন্য যে গতি। বদসি যদি কিঞ্চিদপি মধুরং অধরং কিবা দন্তরুচি, কৌমুদী বিনোদী, তাহে হরতি তিমিরঘোরং—রসময়ী গো, তোমার মানের বাণে, জ্ব'লে মলাম প্রাণে, এ মান সম্বরণ ক'রে কর পরিত্রাণ। ও গো মানময়ী রাই! তাজ দুর্জ্জয় মান, নিজ জন প্রতি কি কারণ, এত মানিনী, কেন গো! কমলিনী, তোল চন্দ্রানন হেরে জুড়াক চকোর-প্রাণ। করি মিনতি, কর এ মান সমাধান। ও রাই চন্দ্রমুখী! সদয় কটাক্ষে এপক্ষে একবার চাও ব্রজকিশোরী, কৃপা করি কর প্রেমপক্ষেন সম্মান রক্ষে। তব পদাশ্রিত, আমি যে নিশ্চিত, আমায় বধো না হানি

দারুণ মানের বাণ। রাধে গো এ কি আজ দেখি গো রঙ্গ! তব মান-দাবানল, প্রত্যক্ষে হের প্রবল, জলে ম'ল এ মন-মাতঙ্গ। কটাক্ষে কৃপা কর রাধে, এ বিষাদে দহিল জীবন। ক্ষম অপরাধ, পুরাও মন-সাধ, ধরি রাই! কমলচরণ। দারুণ অপরাধী হয়ে থাকি যদি, রাঙ্গা পায়, সে দোষ ক্ষম কমলিনি! ও মানিনী! তোমার মানের দায় বুঝি প্রাণ যায়। মান দাবানল কর সুশীতল, রাধে স্বগুণে কৃপাবারি করি দান॥ ৩

আজ আমার কিবা শুভাদৃষ্ট মনোভীষ্ট পূর্ণ হইল। পেয়ে বাক্য-জল, হল সুশীতল, অতঃপর মানের অনল। তোমার কথা শুনে আমার পূরিল পণ—সে কেমন, ভীষ্ম কল্পান্তরে, বাণ-যুদ্ধ করে, চক্র ধরালেন চক্রীরে যেমন। ওগো কমলিনি! তোমায় তেমনি, কথা কহায়ে ভেসেছি প্রেম সলিলে মানের গর্ব্ব করে, খর্ব্ব কবিলে রাগে মন, করে সমর্পণ, করে বসিয়াছিলে ধনুকভাঙ্গা পণ; সেই ত প্রতিদ্বন্দ্বে কথা কহিলে। প্যারী! নিজ পণ পুরাইতে নারিলে। কথা কইলে ব'লে, বলি গো তাই ওগো রাই, করা অতিশয় পণ, উচিত নয় কখন, অতি শব্দ গো মন্দ বলে সবাই। ক'রে অতি মান, বলী বলি পাতালে যান, হ'লে অতিশয় শেষ থাকে না শেষ-কালে॥ ৪

কি কথা শুনালে, কমলেরই জলে, প্রাণ সই! কমল ভেসে যায়? বলি শোন গো সে সব রসের পরিচয় প্রাণ সই! যে হেতু ঘটিল এ দায়। সাধে কমল ভাসে কমলের জলে। কমলদলের পক্ষ, হইয়া বিপক্ষ প্রমাদ ঘটালে, নিবিড় নিকুঞ্জ বনে, শ্রীরাধারে সঙ্গে এনে। সই, সইবে। প্রাণের কৃষ্ণ সখা হলেন অদর্শন। তাই গো প্রাণসই। কমলের জলে ওই, ভাসছে কমল-বদন। চিন্তারূপা যে জন সখি! সেই রাধা চন্দ্রমুখী, সই রে, কাঁদেন একাকী হারা হয়ে কৃষ্ণধন। দর্প খর্ব্বকারী শ্রীমধুসূদন। রাধার দর্প খর্ব্ব করিতে হরি, লীলা ছল করি, ও প্রাণ সহচরি। ত্যজলেন কিশোরী। অনন্তের অনন্ত ভাব, কে করিবে অনুভব, সই রে আজ এই নব ভাব প্রকাশিলেন নারায়ণ॥ ৫

আমি হে যেই জন বিবরণ কর হে শ্রবণ। বেদে কয় আমায় জগন্ময় হর্ত্তা কর্ত্তা শ্রীমধুসূদন। কাল বিষধর

তোমার প্রাণেশ্বর, তার বিষপানে, ব্রজ-বালকগণে, সবে হ'য়েছে শব-কলেবর। তাই বিষাদে তাপিত মন হ'য়েছে আমার, প্রাণ জুড়াব করি কালিয়-দমন। আমার অনন্ত ভাবেরি ভাব কে জানে, ইচ্ছাময় আমি নারায়ণ। আমার শ্রীপদ পরশে, ভুজঙ্গ অনাসে নির্ব্বাণ হবে পাবে এ চরণ। ইথে বিষাদ ভাব কেন অকারণ? শিষ্টের পালন করি, দুষ্টের দমনকারী, আমি দর্পহারী, দর্প সইতে নারি, দর্প হইলে খর্ব্ব তার করি, ইথে ভেব না অন্য ভাব কালিয়নারি! তোমার পতির অন্ত হবে না জীবনে ॥ ৬

কালিয় বিষধর ঘোরতর কঠিন হৃদয়। কব কি, ও প্রাণসখি! তার হেথায় থাকা উচিত নয়। দিলাম অভয়দান তোমার প্রাণধনে শিরে মম চরণ-চিহ্ন করে ধারণ সুখে রবে গে জুড়ায়ে জীবনে। উহায় এ জলে দিব না আর থাকিতে; প্রাণ সই! দিলাম অভয় দান, খগেন্দ্রেরি ভয়েতে প্রাণে বধ্‌ব না তোমার প্রাণপতিরে, ভেব না দুখ মনেতে। যে পদ ব্রহ্মা দি দেবতায়, সাধনায় নাহি পায়, দিয়াছি সে পদ উহার শিরেতে ॥ ৭

মলিন হেরি মুখারবিন্দ যেন ইন্দু রাহুগ্রস্ত প্রায়। নাহি পূর্ব্ব বেশ, বিগলিত কেশ, বদনে বাক্য নাহি তায়। অতি দীনা ক্ষীণা, কৃশাঙ্গিনী, অভিমানী; হেন অনুমানি—যেন মণি-হারা ভুজঙ্গিনী। তোমার হেরিয়ে ভঙ্গীভাব, স্বভাবে হয় অভাব, একবার কথা কও রাধে! তুলে চন্দ্রানন। দেখে কাঁদে প্রাণ, পরিহর মান; প্যারি! রাখ গো শ্যামের মান, ক'র না অপমান, মানের দায় কাতর শ্রীরাধারঞ্জন। মান্য যার মানে, তার প্রতি মান এ কেমন? উচিত নয় শ্রীমতী কালা-চাঁদের প্রতি করা মান; জীবন যৌবন যারে দিয়ে, দাসী হ'য়ে সঁপেছ কুল শীল মন প্রাণ। এ নয় কখন সুবিধান, ত্যজ রাই দুর্জ্জয় মান, মানের দায়ে কাঁদেন ভুবনমোহন! ৮

যদুনাথ ঘোষ।

কলিকাতার সন্নিকট বেসুড় নামক গ্রামে ইঁহার জন্ম হয়। ইঁহার রচিত প্রীতিগীতগুলি বড়ই মধুর ও মনোমুগ্ধকর। যৌবনকালে ইনি দাঁড়া কবির দলের একজন উৎকৃষ্ট গায়ক ছিলেন। ইঁহার কণ্ঠস্বর বড়ই মিষ্ট ছিল। ইনি

'সঙ্গীতমনোরঞ্জন' নামক একখানি সঙ্গীতপুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন।

আড়ানা—জলদ্ তেতালা।

কেমনে ভুলিব তারে যেরূপ জ গিছে মনে? মনেরে বুঝাতে পারি, না পারি পাপ নয়নে। সকলে বলে আমারে, সে ভুলিল, ভুল তারে, তারে ভুলে, ল'য়ে কারে থাকিব মহী-ভুবনে? জান ত দেহ আমার, সাগরে ডুবি একবার, কেমনে সে দেহ আর, ভাসাব কূপ-জীবনে? যত দিন বেঁচে থাকিব, তত দিন মনে রাখিব, সে দিন তারে ভুলিব যে দিন লবে শমনে ॥ ১

পূরবী - জলদ্ তেতালা।

অন্তরের নিধি তুমি কেমনে গেলে অন্তরে। বল বল কেমন আছ গিয়েছ নয়নান্তরে ॥ তুমি হ'য়েছ বিরূপ, তথাপি কি অপরূপ, আমি কেন তব রূপ, সতত ভাবি অন্তরে ॥ বলনা কি মনে ভেবে, অভাব ঘটালে ভাবে, আমি ত আছি স্বভাবে, তব ভাব ভাবান্তরে ॥ যত দিন বেঁচে থাকিব, স্বপনে নাহি ভুলিব, উদ্দেশে সেবা করিব, থাক যদি দেশান্তরে ॥ ২

সোহিনা—জলদ্ তেতালা।

মিছে আর কেন এলে হে জ্বাল'তে। শেষ কি রেখেছ বল দেশেতে চলাতে॥ সকলিত ঘটে কালে, সে সব কথা ভুলে গেলে, কত যত্ন করেছি'ল, আমার মন টলাতে ॥ মনে হয় না যে কাতরে, কত কান্না পায়ে ধ'রে, ভাল-বাসি হে তোমারে কথাটি বলাতে ॥ দুঃখ না করি মনেতে, অবশ্য হবে মরিতে, তুমি থাক এ জগতে, অধর্ম্ম ফলাতে ॥ ৩

খট—যৎ।

যতনে লইয়ে করে কেন অযতন করে। প্রকাশিতে নাহি পারি প্রমাদে হৃদি বিদরে ॥ থাকিত সে কত ভয়ে, সাধিত কত আশয়ে, মানিত কত বিনয়ে, এখন পাই না পায়ে ধ'রে ॥ রাজ্যলাভ হ'লে পরে, যেতনা জাহ্নবী পারে, এখন দেখি অকাতরে যায় দেশ দেশান্তরে ॥ কহিত সে সর্ব্বদাই, আর আমার কেহ নাই, এখন আবার দেখ্তে পাই, রাবণের বংশ নগরে ॥৪

ঝিঁঝিট—ছেপ্কা।

বিরহ যাতনা আমি কখন জানি না সখি! সে যদি অন্তরে থাকে, অন্তরে তাহারে দেখি॥ তার রূপ,

ধ্যানে ধ'রে, তার গুণ গান ক'রে, তার আসার আশা-নীরে মনেরে শীতল রাখি ॥ যে দিনে দেখেছি তারে, সকল দুঃখ গেছে দূরে, আছি যেন স্বর্গসুখে হ'য়েছি পরম সুখী ॥ বরঞ্চ দেখা হইলে, মদন-আগুণ দ্বিগুণ জ্বলে, সুখ দুঃখ সকল ভুলে, ছল ছল করে আঁখি ॥ ৫

সোহিনী কানাড়া- খেমটা।

ছি ছি ধিক্ রে তোর পিরীত সইতে পার্‌লি নে দু'ট কথা রে। ওরে এক ঘরে ঘর কর্‌তে হ'লে হয় ত কত কথা রে ॥ প্রেমের দ্বন্দ্ব অলঙ্কার যেমন গলায় শোভে হার, পথিকের সঙ্গে কার হয় বিবাদের কথা রে। যে যার মনে সে তার মনে, মনের কথা জানে মনে, বুঝ্‌লিনা ত মনে মনে আমার মনের কথা রে ॥ ৬

খাম্বাজ—ছেপ্‌কা।

তার আসার আশায়। দেখ্‌লো সজনি! আর রজনী না রয় ॥ কত ভাব উঠে মনে বলিতে নারি বচনে সেধেছি কত যত্নে, কেমনি নিদয় ॥ যার জ্বালা সেই জানে, আছি ভূমে কি বিমানে, অবলা সরলার প্রাণে, কত জ্বালা সয় ॥ নিশি প্রভাত হইবে, আসার আশা ফুরাইবে, দিবাকর প্রকাশিবে, জ্বালাতে হৃদয় ॥ ৭

টোড়ী—জলদ্ তেতালা।

কি আশ্চর্য্য দরশন সংশয় হ'তেছে মনে। কে কোথায় দেখেছে বল, শুধাংশু প্রকাশে দিনে ॥ কুমুদী মুদিত রয়, নলিনী প্রফুল্ল হয়, সঘনে মৃণাল-দ্বয়, আঘাত করে ঘনঘনে ॥ বহে মন্দ সমীরণ, তাহে বিন্দু বরিষণ, রোদন করে বসন, ত্যজিবে বলে এই ক্ষণে ॥ চঞ্চলা চমকে তাতে, মোহিত পিক-রবেতে, যে জন দেখে ক্ষেতে, পীড়িত করে মদনে ॥ ৮

কেদারা—জলদ্ তেতালা।

দুরাশা আমার আশা কেন ধরি আশে যায়। বামন যেমন ভাবে শশী ধরিবারে চায় ॥ ভ্রান্তি বুদ্ধি ক্ষণে ক্ষণে, কত আশা করি মনে, তাতে কি দরিদ্র জনে অমূল্য রতন পায় ॥ আশা অপার জলধি, ভয়ানক নিরবধি, তাহাতে যে চায় নিধি, ধিক্ শত ধিক্ তায় ॥ কিন্তু আশা মন্দ বটে, ছাড়া নহে কোন ঘটে, যদি ইচ্ছামত ঘটে, কত সুখ ক'ব কায় ॥ ৯

পূরবী—পোস্তা।

ভাল সঙ্গ হলে বঁধু স্বভাব যাবে কোথায়। তাহাতে অদৃষ্ট যোগ আক্ষেপ কর বৃথায়॥ সতত কমলবনে বাস করে ভেকগণে, ভৃঙ্গ মত্ত মধু-পানে, ভেকে কখন না খায়॥ রাহু আসি রাগভরে, গ্রাস করে সুধাকরে, কিন্তু রাখিয়ে উদরে, সুধাবিন্দু নাহি পায়॥ তব দশা দেখে তাই, মরমেতে ম'রে যাই, আমার কি সাধ নাই, সুখী করিতে তোমারে॥ ১০

—

খাম্বাজ—ছেপ্‌কা।

মানিনি! মান গেল কেন প্রাণ গেল না। তুমি তারে ভালবাস সেত তা বাসে না॥ বাড়াতে তাহারি মান হারালে আপনার মান, মিছে কর অভিমান, সেত তা মানে না॥ অভাব ঘটেছে ভাবে, তবে কি হইবে ভেবে, তুমি মজেছ যে ভাবে, সেত তা ভাবে না॥ বাসনা তব মনেতে, সে রবে সদা সুখেতে, বুঝাও তারে বিধিমতে, সেত তা বুঝে না॥ ১১

—

খাম্বাজ—খেম্‌টা।

সই! ঐ খেদে প্রাণ কেঁদে উঠে। না দেখে তাহার মুখ দুঃখে বুক ফাটে॥ বিচ্ছেদে ব্যাকুল প্রাণ, মিলনে নয় অভিমান, শাঁক কাটা করাতের সমান, আসতে যেতে কাটে॥ মনের দুঃখ মনে রয়, এ দুঃখ কি প্রাণে সয়, মনে যে বাসনা হয়, কাজে তা না ঘটে॥ লাভ ত ভাল হইল, পুঁজি পাটা বিকাইল, লাভে মূলে হারাইল, এসে প্রেমের হাটে॥ ১২

—

খাম্বাজ—খেম্‌টা।

সই! কাঁদিলে কি হবে এখন আর গো। শেষে এই ঘটে আগে না ক'রে বিচার গো॥ পিরীতি বিচ্ছেদে যেরা, যারা করে জানে তারা, কেন হ'য়ে সকাতরা, কর হাহাকার গো॥ সুখ দুঃখ সমাকারে, থাকে সকল আধারে আশা পূর্ণ এ সংসারে, হয় কোথা কার গো॥ ব্যবসা করে সকলে, লাভালাভ দুই ফলে, হয় বুদ্ধির কৌশলে, আশার সুসার গো॥ ১৩

—

ভৈরবী—পোস্তা।

কি বিরাগে অনুরাগে রাগেতে রহিলে হে। কেন দিলে মনে ব্যথা কথা না কহিলে হে॥ দেখিতে তোমার রীতি, চঞ্চল হইল মতি, মনে বুঝি রাতারাতি, ভূপতি হইলে হে॥ একি ভাব দেখাইলে, কোন্ দেবে বর দিলে, কালকেতু সম হ'লে, কি ধন,

পাইলে হে। আমি ত তোমা বিহনে, জানিনা আর অন্য জনে, মন যোগাই প্রাণপণে কেমনে ভুলিলে হে॥ ১৪

সিন্ধু—ঢিমা তেতালা।

পিরীতি গোপনে যদি রয়। তা হ'তে আর এ জগতে আছে কিবা সুখোদয়॥ কালি দিয়ে শত্রু মুখে, তারা থাকে মনের সুখে, পরম যতনে রাখে, না থাকে কলঙ্কভয়॥ পরে নাহি ধরে ছল, জ্বলেনা বিরহানল, উভয়ে থাকে সরল, সফল সেই প্রণয়॥ জ্বরেনা যন্ত্রণাজ্বরে, মরেনা গঞ্জনাশরে, ডোবেনা লাঞ্ছনা নীরে, যারে বিধাতা সদয়॥ ১৫

সিন্ধু—ঢিমা তেতালা।

পিরীতি কি থাকে গোপনে? কে দেখেছে, কে করেছে এই ভুবনে॥ গোপনে রাখিবার তরে, কেবা না যতন করে, ব্যক্ত হয় বায়ুভরে, গুপ্ত রহিবে কেমনে॥ পরের হাতে গেলে পরে, কোথা ভাল বলে পরে, গঞ্জনা দেয় ঘরে পরে, ভাল মন্দ সর্ব্বজনে॥ শরে জ্বরে কে না মরে, কে কোথা ডোবেনা নীরে, তেমতি পিরীতি ঘেরে, বিচ্ছেদ আছে সর্ব্বক্ষণ॥ ১৬

সাহানা কানাড়া—পোস্তা।

একি অসম্ভব কথা ব'লে ভুলালে আমারে। বিচ্ছেদে নাহিক খেদ যাতে মর্ম্ম ভেদ করে॥ যত কর্ম্ম যোগাযোগ, মন বটে করে ভোগ, বিনে ইন্দ্রিয় সংযোগ, মন কি পাইতে পারে॥ করিতে রাজপূজন, করে কত আয়োজন, করে না কি আকিঞ্চন, প্রসাদ পাইবার তরে॥ প্রত্যক্ষ দেখে সকলে, এই অবনীমণ্ডলে, প্রসাদ পাইব ব'লে, দেব পূজা ঘরে ঘরে॥ ১৭

সোহিনী কানাড়া—ঢিমা তেতালা।

পিরীতি যে করে একবার, সে কি ভুলে আর। কথ'তে সকলে পারে, কাজেতে ত্যজিতে ভার॥ প্রেম অমূল্য রতন, সুজনেরি প্রাণধন, ত্যজিলে হবে নিধন, দেহেতে কি কাজ তার॥ কুজনে কুতর্ক করে, ছাড়া কোথা এ সংসারে, কলঙ্কে কি ভয় তারে, পিরীতি ব্যবসা যার॥ প্রথমে সহিতে হয়, শেষে কেবা কোথা রয়, তখন প্রেমে সুখোদয়, কলঙ্ক হয় অঙ্গ-ভার॥ আগে দুঃখ না সহিলে, শেষে কোথা সুখ মিলে, সমুদ্রে না প্রবেশিলে, মেলে কোথা রত্ন-হার॥ সুহৃদ্‌ভঙ্গ করে যারা, লঙ্কাপুর নিবাসী তারা,

মনের দোষে প্রাণে সারা, সুখ হয় কোথা কার॥ ১৮

গৌড়সারঙ্গ—জলদ্ তেতালা।

কে করিল মনচুরি চোর বলিছ হে কারে? না জানিয়ে সাধুজনে চোর বল কি বিচারে? তুমি কি জাননা মনে, এ কথা সকলে জানে, ঘটনা করে নয়নে, সেই ডেকে আনে চোরে॥ এই রীতি আছে চোরে, বসন ভূষণ হরে, মনচুরি ক'রে পরে, কি লাভ হইতে পারে॥ নিদর্শন না দেখাবে, চোরে কেহ না ধরিবে, শেষে নিজে দণ্ড পাবে, মদনরাজ-বিচারে॥১৯

পুরিয়া ধানশ্রী—আড়া তেতালা।

পুরুষ যেমন পারে নারী কি তেমন? সদা এক মনে নহে প্রাণ, প্রেম আলাপন॥ নিদর্শন অলিকুলে, নাহি বসে এক ফুলে, নবপ্রেম নিতি নিতি, নূতন যতন॥ ২০

পুরবী—পোস্তা।

ভালবাসা হ'লে কি আর ভোলা যায় লো প্রাণসজনি? পুরুষে ভুলিতে পারে ভুলেনা রমণী॥ অবলা সরলা অতি, পুরুষ পাষাণ মতি, গোপনে ক'রে পিরীতি,মজায় কুলের কামিনী॥ লক্ষান্তরে দিবাকর, প্রকাশে প্রখর কর, থাকিয়ে সলিলোপর, সুখে ভাসে কমলিনী॥ দ্বিলক্ষযোজনপরে, শশধর বাস করে, তবু তারে নাহি হেরে, প্রাণে মরে কুমুদিনী॥ রমণী কত যতনে, হৃদয়ে রাখে রমণে, পুরুষে তা নাহি মানে কঠিন কেমনি॥ সে তুলনা যদুপতি, মথুরায় হল ভূপতি, ব্রজেশ্বরীর কি দুর্গতি, হ'ল কৃষ্ণকাঙ্গালিনী॥ ২১

রাধামোহন সেন।

ইনি কায়স্থকুলোদ্ভব। কলিকাতা কাঁসারিপাড়ায় বাস করিতেন। 'সঙ্গীত তরঙ্গ' ও 'রসসার-সঙ্গীত' নামে ইঁহার রচিত দুইখানি সঙ্গীত-পুস্তক আছে। সঙ্গীত শাস্ত্রে ইঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। ইঁহার জীবিত-কালে ইনি শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত প্রীতিগীতগুলি রচনা-চাতুর্য্যে ও ভাব-বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। ইঁহার গানগুলি অনেকে আগ্রহের সহিত শুনিয়া থাকেন।

বাহার—আড়া তেতালা।

তুমি ভাব তোমারে দরশন, ও প্রাণ। করে নাহি পুরুষে কখন? মোরে

দেখি এ কারণ, ঝাঁপিয়া বসন, আপনি হইতেছ গোপন॥ তড়িৎ মেঘের কাছে, বারেক যে দেখিয়াছে, সে তব রূপ কেশ করিয়াছে লোকন। কেবা নাহি শশধর, হেরে নিরন্তর?' তথাপি লুকাইলা বদন॥ ১

সোহিনী—আড়া তেতালা।

আমারে দহিতে লাগিল সই! যারা আমাতে জন্মিল। অনল যেমন করে স্বযোনি দাহন, তেমতি ইহারা করিল॥ বিরহে কাতরা হ'য়ে করিতে রোদন, তার গুন্ গুন ধ্বনি হ'লো অলিগণ, উক্ত রব করিলাম গাইয়া বেদনা, সেই রব এই কোকিল। ঘন শ্বাস ত্যজিতে জনমিল পবন, শোক পুষ্পের সৌরভে খেদোক্তি বচন, জনরবে উপজিল কালিমা কলঙ্ক, তাই শশধর হইল॥ ২

পরজ—আড়াতেতালা।

শশী আর প্রেম সমান গণন। কহিতে বিদরে বুক, দুই দুঃখিতের দুখ, দুয়েতে কলঙ্ক আছে, দোঁহে সদা জ্বালাতন॥ শশী সিন্ধু-মাঝে ছিল, বাড়বানলে পীড়িল। নয়নসাগরে প্রেমে দাহিকা গুণে দহিল॥ শশী গেল হর-ভাল সেথা অনলের জ্বাল, মনে পশি প্রেম হ'লো, মনের আগুনে দাহন॥ ত্যজিয়া ললাট বাসে, শশী গেলেন আকাশে, তথাকারে আসি রাহু, সময়ানুসারে গ্রাসে॥ মনে থাকি প্রেম হয়, প্রচারাকাশে উদয়, সেখানে বিচ্ছেদরূপ, রাহু করয়ে গ্রহণ॥ ৩

গান্ধার—একতালা।

প্রাণনাথে নিশিনাথে সই! সমান যে গণিলে। কার কিবা গুণাগুণ কিসে কি বুঝিলে॥ সুধাংশু দর্শনছলে, বিচ্ছেদসাগর উথলে, স্রোত বহে নয়ন-যুগলে॥ সে সিন্ধু শুকায় নাথে বারেক হেরিলে॥ ৪

মালকোষ—আড়াতেতালা।

ধনি! চাহিয়া রহিয়াছ কেন। সুধালে না কহ বাণী, ওলো বিনোদিনি! জ্ঞান-হারা হেন॥ আমি তব প্রিয় সখি, কি দেখ আমা নিরখি, চিত্রের পুত্তলী প্রায় দেখিতেছি যেন॥ ৫

মালকোষ—আড়াতেতালা।

শুধু নয়ন শ্রবণ থাকিলে কি হয়। মন যার নাহি তার ওলো সহচরি! কিছুই কিছু নয়॥ শরীরে কি সংজ্ঞা আছে, মনো যে নাথের কাছে, যে সংযোগে দেখি শুনি, সে যার নিদয়॥ ৬

মূলতানী—আড়াতেতালা।

ওলো প্রাণসখি! নাথ আসিয়াছে, বুঝি মোর কাছে। তা নহিলে পুরে কেন, শীতল উজ্জ্বল হেন, তম হরিয়াছে॥ সেই সুমধুর স্বর, শুনিতেছি নিরন্তর, সেই নিশ্বাস শরীরে লাগিতেছে॥ পেয়ে সে অঙ্গের ঘ্রাণ, ব্যাকুল আমার প্রাণ, আর হইয়াছে॥ কিন্তু না হেরি সে জন, না'হি পাই অন্বেষণ, শেষে প্রাণনাথ, ডাকিলাম, ধরিতে না পারি তাকে, উত্তর না দেয় ডাকে, লুকি রূপে আছে॥ ৭

মূলতানী—আড়াতেতালা।

ওরে বিনোদিনি! কারে বল কান্ত, আইল বসন্ত। হেরি শশীর কিরণ, ভাব নাথের আগমন,কেন হেন ভ্রান্ত॥ শুন যে মধুর রব, কুহরে কোকিল সব, ঝঙ্কার করিছে যত অলিগণ, যাহারে পবন মান, সে মলয় পবমান, বহে অবিশ্রান্ত। প্রফুল্ল কুসুমচয়, সুগন্ধে আমোদ হয়, অঙ্গের সৌরভ তাহা জ্ঞান কর, সেই ভাবনাতে রবে, সদাই ব্যাকুলা তবে, কবে হবে শান্ত॥ ৮

মূলতানী—মধ্যমান।

ধিক্ ধিক্ ওরে ধিক্ কপিগণ। কামিনী যামিনীমুখে করিছে ভৎর্সন॥ যে কালে অচলগণে, চালনা করিলা গুণে, মলয় চালিতে কেহ, নারিলে তখন। বিরহিণী বধ ভয়, যদ্যপি কাহার হয়, সাগরে ডুবায়ে গিরি, রাখহ এখন॥ ৯

পঠমঞ্জরী—আড়া তেতালা।

আজ্ কেন গো রাধে চঞ্চল মন। হরিষেতে অন্য দিন কহিতে বচন॥ ঊর্দ্ধ কণ্ঠ ক্ষণে ক্ষণে, আছ পথ নিরীক্ষণে, প্রহরী করিয়া যেন রেখেছ নয়ন। নাসিকা বদনে অতি, সদাগতি সদাগতি, বিনা শ্রমে শ্রমনীর কর উপার্জ্জন॥ ১০

ভয়রোঁ—তেওট।

ভাল সুখ উপজিল প্রাণ! তোমার পিরীতে। সাধ করি হৈল মোরে অহে প্রাণনাথ। রোদনে থাকিতে॥ সুজন পুরুষ হ'য়ে, সুখে রাখে নিজ প্রিয়ে, তুমি রাখিয়াছ দুঃখ ভাবনা ভাবিতে। লোমাঞ্চ বিদার দ্রব, যে নারীর নহে ধ্রুব, তারি সনে সাজে তব, প্রণয় করিতে॥ ১১

মালকোষ—আড়া তেতালা।

সে ভাল মনের দুঃখ রাখি মননে। কি হইবে শুনাইলে প্রাণ সই! কপট

শ্রবণে॥ কাতরা দেখি আমারে, কহিছ কহিতে তারে, সে যে অতি অকাতর, আমার রোদনে॥ ১২

যোগিয়া—সুরফাক্তা।

এবে যোগিনীর বেশ কেন গো রাধে। তখন করিলে প্রেম বড় সাধে সাধে॥ সে লম্পট কপটিয়া, গেল তোমারে ত্যজিয়া, বল দেখি বিনোদিনী কোন্ অপরাধে॥ ১৩

কাফি।

তুমি নাকি শিখাইতে পার এই রীত। রব স্ববশে অথচ হইবে পিরীত॥ যে জন চাবে আমারে আমি না চাহিব তারে, জানাইব ব্যবহারে, আমি তাহারি ত॥ হেরিলে তাহার দোষ, মোর উপজিবে রোষ, সে যদি আক্ষেপ করে, কব অনুচিত॥ ১৪

কেদারা।

মনো দিয়া মনো পাইলাম না সই! না হ'লে উভয় প্রেম, সদা দুঃখ পরিশ্রম, কেবল রোদন। প্রতি রজনীতে আসে বিনা আবাহন, রাখিতে যতন করি, করয়ে গমন॥ কি কহিব সে যতন, কেমনি হয় তখন, ব্যাকুল জীবন। লোকের গঞ্জনে যত দুঃখ না সঞ্চরে, তদধিক দুঃখ নাথ দেয় অকাতরে, শুন শুন কথা তার, এইরূপ ব্যবহার, কহে না বচন॥ ১৫

জয়জয়ন্তী—আড়া।

চাহিলাম মান দান, দিলে কিনা অপমান। না জানি কি আর হ'তো, প্রাণনাথ! না জানি কি আর হ'তো, করিলে অভিমান॥ তোমা আমায় এ পিরীত, আছে অনেকে বিদিত, সে সবারে কোন্ লাজেতে প্রাণনাথ! সে সবারে কোন লাজেতে দেখাইব বয়ান॥ আমি যেন কেহই নহি, তোমারি মতেতে কহি, বারেক রাখিতে হয় তো প্রাণনাথ! বারেক রাখিতে হয়, পিরীতের সম্মান॥ ১৬

খাম্বাজ—আড়া তেতালা।

মম সম কিসে তুমি হইবে কঠিন। আপন মমতা আমি আপনারে হীন॥ জীবন সদৃশ সার, জীবনে কি আছে আর, তা তোমায় করেছি দান, মিলন যে দিন॥ তব কঠিনতা লেশে, জানিয়াছি অবশেষে, তুমি নিদয় তাহারে, যে তব অধীন॥ ১৭

মুলতানী—আড়া তেতালা।

ভ্রমে কভু নাহি বল প্রাণ রে, আমারে, পর বই আপন। এই খেদে সদা আমি করিহে রোদন॥ পর না হইলে কেন, তোমার লাগিয়া হেন, লোকের গঞ্জনা হ'লো করিতে ভূষণ। আপনারে পর জ্ঞানে, তোমারে আপন ধ্যানে, ভাবিলাম প্রতিদিন, এই কি কারণ? ১৮

শ্যাম বরারী—তেওট।

সবে বলে অভাগিনী যদি চায়, সাগর শুকায়, তবে দুঃখসিন্ধু হেন, প্রবল হইল কেন, তরঙ্গিত বিনা বায়। কোথা হইবে রহিত, হ'লো কিনা বিপরীত, অধিকন্তু তায়॥ যার দৃষ্টে নীর আশে, সে জন সাগরে ভাসে, আর কি ইহার উপায়॥ ১৯

মুলতানী—আড়া তেতালা।

কেন ভুরু ধনু টান, হানিবে কি প্রাণ! কুরঙ্গ বধিতে বুঝি করিছ সন্ধান॥ শুন হে তোমারে কহি, আমি তো কুরঙ্গ নহি, কেবল আমার বদনে, কুরঙ্গ-নয়ান॥ ২০

ঝিঁঝিট ধুন্—আড়া তেতালা।

হরিয়া মন কেন হইলা বিষম? পলাবার পথে কি করিবে গমন প্রাণ? ত্রাসের অনুরোধে যদি হবে অদর্শন। মম মানস-তামসে থাক গোপন॥ না জানিবে জাদি শ্রুতি নাসিকা রসন। কেবল জানিল এই দুই নয়ন॥ ২১

মালকোষ—আড়া তেতালা।

সদাই আমার বসন্ত, তব দরশনে। নাহি কালাকাল তাহে দিবানিশি মনে মলয় গিরি মন্দির, চন্দন তব শরীর, গন্ধ ল'য়ে মন্দ বহে, নাসিকা পবনে। ভ্রমর ভূষণ ছলে, গুঞ্জরে অঙ্গ কমলে, কোকিল স্বর নিঃসরে রাকা চন্দ্রাননে॥ লাবণ্য আশ্রয় করি, লুকায়ে শম্বর অরি যোজনা কটাক্ষ শর, ভুরু শরাসনে॥ ২২

জয়জয়ন্তী—আড়া।

মনো চুরি করিবে কি? আগে ধ'রেছি তোমারে। জান না বন্ধনে আছ হৃদয় কারাগারে॥ দুই নয়নে রাখিয়া, বাঁধিয়াছি মনো দিয়া, প্রশ্বাস প্রহরী আছ, পার কি যাইবারে॥ ২৩

জয়জয়ন্তী—তেওট।

তাহারে রাখিব কেমনে, সদা নয়নে নয়নে? পলকের অবসরে, মনোহরে মনে মনে॥ যদি পারি ধরিবারে, রাখি হৃদি কারাগারে

বান্ধিয়া প্রেমের গুণে, মনোজ-শর-শাসনে ॥ ২৪

বিরারী—আড়া তেতালা।

মনের বাসনা যত, দেখিতে না পূরে তত, অথচ এ নিনিমেকে নিরখি নিয়ত। দেখিতে দেখিতে আর, হয় আশার অনুসার, সবে মম দুই আঁখি দেখিব তায় কত ॥ ২৫

কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

(জীবনী ২য় খণ্ড সঙ্গীত-সার-সংগ্রহে ১১৮৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

বেহাগ—আড়া।

এ কেমন চোর বল, নয়ন তোমার, প্রাণ। চিত্ত মন কিছু নাহি, থাকে আপনার ॥ অন্য অন্য চোর যারা, হেরিলে পলায় তারা, এ চোর হেরিলে, হরে প্রাণ রাখা ভার ॥ ১

বারোঁয়া—ঠুংরি।

কেন সাধিলে না তারে। সে যে সখি! মন দুঃখে, গেল মন-ভারে ॥ মান বশে অনুচিত, হইলেন রোষান্বিত, এখন তার সহিত, মিলাতে কে পারে ॥

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

সাধরে সাধ তারে। যে আমারে ত্যজে যায় মনো ভারে ॥ কেবল সে নাহি যায়, প্রাণ আমার সঙ্গে যায়, ফিরাইয়ে সখি! তায়,বাঁচাও আমারে ॥

ঝিঁঝিট—আড়া।

হৃদয়ের রাজা হ'য়ে তুমি প্রাণধন! নিদয় হ'লে কি বাঁচে প্রজার জীবন? মনের বাসনা যত, সব তব অনুগত, পুরাইয়ে মনোমত, রাজ্যের কর পালন ॥ ৪

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—মধ্যমান।

যায় যাবে যাউক রে প্রাণ, তাহাতে নাহি খেদ। সুখের পিরীতে যদি হইল বিচ্ছেদ ॥ যারে ভাবিয়ে আপন, সঁপিলাম নিজ মন, যাতনা দিলে সে জন, মরণে কি ভেদ? ৫

ঝিঁঝিট—আড়া।

তোমার কি দোষ প্রাণ, যে দোষ আমার। আপনি দিয়াছি মনোসাধে আপনার ॥ নিজ দোষে নিজ ধন, হারায়ে-করি রোদন, কি করিবে অন্য জন, কি দায় তাহার? ৬

সুরট মল্লার—আড়া।

হেরিলে শীতল কভু হয় কি বিরহা-নল। দরশনে সখি! আরো, অধিক হয় প্রবল॥ যেমন দেখিয়ে ঘন, চাতকের কি কখন, পিপাসার নিবারণ, হয় বিনে ধারাজল॥ মনের বাঞ্ছিত ধন, নিকটে থাকিতে মন, হয় না শান্ত কখন, বিহীনে তার মিলন॥ বরঞ্চ আশাতে তায়, লোভে হয়ে সহকার, আকিঞ্চন বাড়ে আরো, হৃদয় করে বিকল॥ ৭

গারা ঝিঁঝিট—আড়া।

আঁখির মিলনে প্রাণ, কেবল যাতনা। মনের অনল তাতে, শীতল হয় না॥ হেরিলে বিধুবদন, বাড়ে আরো আকিঞ্চন, প্রবোধ মানেনা মন, পুরে না বাসনা॥ ৮

বাগেশ্রী—আড়া

এত যতন করিয়ে, পাইলাম না তবু, তাহার নিদয় মন। কি কঠিন তাহার পরাণ, দেখি নাহি কখন॥ সে যদি রসিক হ'তো, প্রেমের মর্ম্ম বুঝিত, মনের বাসনা যত, পুরাইতাম মনোমত, তবে কি জ্বলি এমন॥ ৯

ঝিঁঝিট—আড়া।

প্রাণ অবসানে প্রাণ, হবে কি সদয়। অনুকূলেতে কি ফল, বল সে সময়॥ প্রাণপ্রিয় সেই জন, যারে প্রাণ সমর্পণ, দুঃখ দিলে সে এমন, কিসে প্রাণ রয়॥ ১০

পূরবী—আড়া।

আজি কি সুদিন, সুদীনে সুদিন তব দরশনে। অধিনী বলিয়ে প্রাণ হ'য়েছে কি মনে॥ সদয় হইয়ে বিধি আনি দিল হারানিধি, অঘটনে সুঘটন, বল কি কারণে॥ ১১

কৃষ্ণকমল গোস্বামী।

(জীবনী ২য় খণ্ড সঙ্গীত-সার-স গ্র ১৩১৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

টোড়ী—মধ্যমান।

তাই বলি রে ভাই সুবল! তুই কানাই পেয়েছিলি। না বুঝে তা চতুরালি, হারাধন পেয়ে হারালি যখন শ্যাম সুধাকরে, নয়ন ভোরে ছি করে তখনি তার ধোরে করে, মোদে কেন না ডাকিলি। পুনঃ যদি কো ক্ষণে, দেখা দেয় কমলেক্ষণে, যতে করি রক্ষণে জানাবি তৎক্ষণে। কে ধরব তার কমল-করে, কেউ থাক

তার চরণ ধ'রে, তবে আর আমাদের ছেড়ে যেতে নার্‌বে বনমালী ॥ ১

বসন্ত—তেতালা।

ভাই রে সুবল! বল রে সুবল! উপায় কি করি বল? কেবল রিপুবল, হইল প্রবল, কানাই বিনে বৃন্দাবনে দুর্ব্বলের আর কি আছে বল? পুন কি কালীয়-দহে বিষজলে প্রাণ দহে, কিবা দাবানল দহে, দহে বৃন্দাবন সকল। দেখি আর দিনেক দু দিন, যদি বিধি না দেয় সুদিন, তবে আর কেন দিনের দিন, দিন গণে দিন কাটাই বিফল ॥ ২

আলেয়া—খয়রা।

ও সুবল রে! এ দুখিনী নয় কাঙ্গালিনী। এখন আমায় চিন্‌বিনে বাপ, তোদের রাখাল রাজার আমি হই জননী। সবে মাত্র ধন, ছিল কৃষ্ণ ধন, হারা'য়ে সে ধন, হইলেম কাঙ্গালিনী। আর কি আছে বল, জানিস্ নে সুবল, এ জীবনের বল কেবল নীলকান্তমণি। নিশিতে স্বপনে, দেখ্‌লাম নীল রতনে, ননী দে মা বলি করিছে রোদন। হ'ল প্রভাত রজনী, কৈ সে নীলমণি, আশা করে আছি যারে, ঐ দেখ্ নিয়ে ক্ষীর সর ননী ॥৩

মল্লারমিশ্রিত—মনোহরসাই।

যত দিন দাদা আমার না আসিবেন ঘরে। তত দিন শোব আমি কুশের উপরে॥ জল কিম্বা ফলমূল ভোজন করিব। চীরবাস কিম্বা বৃক্ষবাকল পরিব॥ শত্রুঘ্ন বটক্ষীর কর আরোহণ। এখনি করিব আমি জটা বিরচন ॥ ৪

মনোহরসাই—লোভা।

এখন আমায় যোগী সাজাইয়ে দে রে ভাই (যোগী); আর যে আমার রাজবেশের কাজ নাই রে (যোগী সাজাইয়ে) ॥ যদি যোগী হ'লেন রঘুবর, তবে আমাকেও ভাই! যোগী কর। (আমার রাজবেশের কাজ নাই রে সাজাইয়ে দে) ॥ ৫

দেবগিরি বিভাষ—খয়রা।

এই লয় মনে বাছা রামধনে, পেলেম নাকো আমি বুঝি যেন আর। পাব বলি আশা, করি যে দুরাশা, আশার বাসা বিধি, ভেঙ্গেছে আমার ॥ বাজে অঙ্গ যার, কুসুমের শেষে, এ দারুণ পথে, কেমনে বা সে যে করেছে গমন, ভাবি অনুক্ষণ ও তাই বল রে, হায়, কত যাতনা হ'য়েছে বাছার ॥ ৬

ঝিঁঝিট—খয়রা।

কোথায় রলি রে দুঃখিনীর তনয়! দুঃখিনীর এই দুঃখের সময়, চাঁদবদনে একবার আমায় মা বোলে বাপ! কোলে আয়॥ আমি অনাথিনী হ'য়ে তোদের মুখ না হেরিয়ে, দুঃখের উপর দুঃখের হিয়ে, দুঃখানলে জ্বলে যায়॥ আমার সাগর সেঁচা ধন, বাছাধন রে তোরে, কত আরাধন কোরে পেয়েছিলেম। আমি কারে কব মন্দ, কপাল আমার মন্দ, দৈব প্রতিবন্ধ হলো রে, ও তাই যতনের ধন, তুই যে রাম রতন, অযতন কোরে হারাইলেম॥ একবার এসে অভাগীরে, জন্মের মত দেখে যা রে। আর যে মায়ে দেখ্ বি না রে, মা যদি তোর মোরে যায়॥ ৭

মল্লার মিশ্রিত—খয়রা।

কি শুনালি ও ভাই ভরত রে। পিতার প্রাণান্ত-সময়ে একবার দেখলেম না রে॥ মুনি পেয়ে মনস্তাপ, দিয়েছিলেন শাপ, সে শাপ কাল-সাপ হ'য়ে দংশিল কি তাঁরে॥ আমার অন্তরে বলে, পিতা আমার শোকানলে চিরদিন আর জ্বলবেন না বোলে, ত্বরায় ত্যজিলেন জীবন, না জানি রে তখন, কত রাম রাম বোলে ডেকেছেন আমারে। পিতাকে প্রণাম করে, যখন আসি বনান্তরে, তখন তিনি ধরাতে পোড়ে, শোকে ছিলেন অচেতন। সে বেদন রে যেমন, আমার, শেল সম হ'য়ে রয়েছে অন্তরে॥ ৮

জংলাট—একতালা।

সুধাও কি গো ভগ্নি, সুধাংশুবদনী, দুঃখের কাহিনী বোলবো কি। বিধি দুঃখ আহরিয়ে, (দারুণঃ বিধি দুঃখ আহরিয়ে) বিষ মিশাইয়ে, গড়েছিল দুঃখের মূরতী জানকী॥ কোরে হরধনুঃভঙ্গ জনকপ্রতিজ্ঞায়, পরে শ্রীরাম আমায় কোল্লেন পরিণয়, পথে পরশুরামে যুদ্ধে করি জয়, অভাগীরে নিয়ে এলেন অযোধ্যায়। ওগো আমায় এনে ঘরে, প্রভু, (ওগো! আমায় এনে ঘরে) রাম রঘুবরে, এক দিনের তরে হ'লেন না কো সুখী॥ যখন ক্ষিতিপতি হবেন রাম রঘুমণি, আমি অভাগিনী হব রাজরাণী। কপালের লেখা স্বপনে না জানি, রাজমহিষী হ'তে হলেম কাঙ্গালিনী॥ দেখ তরুতলে বাস, ত্যজে রাজবাস, কেবল বনফল খেয়ে এ জীবন রাখি॥ আমি দেখি নাই জন্মে জননী কখন, আমার ধরণী জননী জানে সর্ব্বজন। বিধাতার বিধি না যায় খণ্ডন, না জানি কপালে কি আছে লিখন। দেখে প্রভুর

শ্রীচরণ, দেবর বদন, আমার সকল দুখ আমি নিবারিয়ে থাকি ॥ ৯

দেবগিরি বিভাস—খয়রা।

নিয়ে জানকীরে, আর কি ঘরে ফিরে যাবি নে রে বাপ দুঃখিনীর জীবন! আমি তোদের থুয়ে বনে, যাইব ভবনে, সে যে আমার বড় অসহ্য বেদন॥ আর কি রে বাছা দেখ্‌বো না তোমাকে, আর কি রে মা বোলে জুড়াবি নে মা'কে, তা কি জান না রে জগত মাঝারে, তোমা বিহনে, আমার আর কি ধন আছে ও রে বাছা ধন ॥ ১০

যোগিয়া—একতালা।

এই ছিল কি মোর কপালে লিখন। (রাম রে) কোথা রাজমহিষী আমি রাজার মা হইব, সাধ করে বসেছি মনে; কোথা রামধন দিয়ে বনে, অযোধ্যাভবনে, হ'তে হ'লো কাঙ্গালিনী এখন। (হ'তে হলো এখন; সেই ধন হারাইয়ে, আমার কতই আরাধনের ধন রামধন হারাইয়ে; আমার কতই আরা; কত যাগ যজ্ঞ কঠিন ব্রত, কোরে তোরে পেয়েছি বাপ, সেই ধন হারাইয়ে, হতে হলো,——এখন; আমার কতই আরা; ও যার রক্ষা লাগি আপন বক্ষ চিরে, ও সেই রুধির দিয়ে কত দেব দেবী পুজেছি, সেই ধন হারাইয়ে, হ'তে হলো এখন) দণ্ডে দশ বার না দেখিলে যায়, জ্ঞান হয় যেন বুক কেটে যায়, চৌদ্দ বৎসর তায়, না দেখে তোমায়, কেমনে বাঁচিবে এ দুঃখিনী মায়। তোমার শোকে যদি মরণ না হয়, কেন্দে কেন্দে অন্ধ হব যে নিশ্চয়, এক বার এস বাছাধন ও বিধুবদন, জন্মের মত হেরি থাকিতে নয়ন ॥ ১১

বিভাস—একতালা।

প্রাণের ভরত রে, তুমি আমার মাকে দেখো। মা যেন না মরেন প্রাণে সদা সাবধানে রেখো॥ মা যখন বোসে বিরলে, কাঁদ্‌বেন রে ভাই! রাম রাম বোলে, তখন তুমি যেয়ে মায়ের কোলে, চাঁদমুখে মা বোলে ডেকো। আমি মায়ের এমনি কুসন্তান, দূরে থাক্ মায়ের সুখসম্প্রদান। জনম অবধি কেবল নিরবধি, হইলেম তাঁর দুঃখের নিদান॥ যদি তাঁর গর্ভে আমি অভাজন, নাহি করিতাম ভাই! জনম ধারণ। তা হ'লে কখন, থাকিতে জীবন, ও তাঁর পুত্রশোকানলে দহিত না প্রাণ। চৌদ্দ বৎসরের পরে, যদি

ফিরে আসি ঘরে, তবে তখন মায়ের সেবা কোরে, করিব জীবন সার্থক ॥ ২

টোরী ভৈরবী—চৌতাল।

কি ভাবে কিসের অভাবে গৌর আমার কোথায় গেল। নবদ্বীপচন্দ্র বিনে, নবদ্বীপ আন্ধার হ'লো ॥ আমি অতি দুঃখিনী রে! আমায় ভাসাইয়ে দুঃখনীরে, সে হেন গুণখনিরে কেন বিধি হরে নিলে ॥ গৌরাঙ্গ-চাঁদের উদ্দেশে, যা'ব আমি কোন্ দেশে, কৌশল্যার দশা কি শেষে আমার কপালে ঘটিল ॥ ৩

প্যারীমোহন কবিরত্ন।

(জীবনী ২য় খণ্ড সঙ্গীত-সার-সংগ্রহে ১০৫৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বসন্ত—তেলেনা।

ওরে মন! তোর কোম্পানীর কাগজে কেন মন। ভেবে দেখ সা অকারণ ॥ তুই এখনি করবি কুপোকাত শমন পাঠালে সমন ॥ সদা ফের আয়ের তরে, চাবি দিয়ে ব্যয়ের ঘরে, রেডিমণি ক্যাশে কেবল আকিঞ্চন। শুদ্ধ সুদের হিসাবে আছ অনুক্ষণ। হ'লো আয়ু আয়ের ঘরে শন্যি কল্লে নাকো দরশন ॥ অর্দ্ধ পেটা খেয়ে পেটে, * * পরে তসর কেটে, অহোরাত্র খেটে অর্থ উপার্জ্জন। কার জন্য কর মর কি কারণ। তোর সম সংসারে আছে আর কে এমন কৃপণ ॥ শোনরে মন ইষ্টপিট, অার ক'রো না ডিপজিট। আর কি না কলের ইট, আস্তাবলের কারণ। দীন হীন দরিদ্রে কর বিতরণ। যে ধনে হ'লো না পুণ্য, সে ধনে কি প্রয়োজন। কোথা রবে বৈঠকখানা, তোষাখানা বালাখানা, ধরবে নানা খানা যখন করবে রোগে আকর্ষণ। তখন অন্তরে উঠিবে উদ্বেগ-হুতাশন। হেরে ব্যাকুল হবি বিপুল বিভব কারে করি সমর্পণ ॥ ১

মূলতান—যৎ।

সে পথের কি করলি তা বল। যে পথে তোর যেতে হবে সে পথের সম্বল। ছাড়বেনাকো কোন মতে ক'রে কোন ছল। বাছবেনাকো কাদা কাঁটা জল কি জঙ্গল। ধনী ব'লে ডরাবে না দেখে ধনবল। বলী সম বলী হ'লে খাট বেনাকো বল। সুজন সরল পক্ষে সে পথ সরল। কুটিল কপট পক্ষে সে পথ গরল। সে পথ লক্ষ-যোজন তারাই বলে, মনে যাদের মল। পলকে পৌঁছিতে পারে মুন

খাদের নির্ম্মল। পথের মাঝে বৈতরণী, সে নদীর জল অনল। তায় নাই তরণী মাঝী যাবি একাকী কেবল যাবে সঙ্গে যমদূত ভয়ানক অদ্ভুত সকল। তারা ধম্‌কে বল্‌বে, গরম জলে সাঁতার দিয়ে চল। নির্ব্বাণ প্রদীপে তৈল প্রদানে কি ফল। কি হেতু তুই বাঁধ্‌বি সেতু বহে গেলে জল। প্যারী বলে, শোন্ সে পথের আছে একটা কল। এই বেলা কেবল খালি কালী কালী বল ॥ ২

মূলতান—একতালা।

কালী বল মন আমার। ভয়ানক ভবনদী নির্ভয়ে যদি হবে পার॥ সামান্য সরিতে নরে, না চেপে তরণী পরে, পার না হইতে পারে, দেখ প্রমাণ তার। সে নদী সামান্য নয়, নৌকা নাই নিরাশ্রয়, পাছে কোন বিঘ্ন হয়, কর প্রতিকার। কাল-কুমীর আছে কূলে, গেলে জোরে ধরে গেলে, কার শক্তি কে যাবে জলে, কে হইবে পার। দয়াময়ীর দয়া যারে, সেই জন যেতে পারে পদতরী দেন তারে, কালী হ'য়ে কর্ণধার। শয়নে স্বপনে, কালী জাগে যার মনে, কি চিন্তা মরণে রণে, শিববাক্য সার। দ্বিজাধম প্যারী বলে, মা আমার আসন্নকালে, জিহ্বা যেন বিল্বমূলে কালী বলে অনিবার ॥ ৩

হাম্বির—একতালা।

কালীপদ-পঙ্কজে মতি যার, ভব-ঘোরে সে ঘোরে না আর। তার মনের মলা, বিনাশেন বিমলা, অন্তরে থাকে না অজ্ঞান অন্ধকার॥ রণে রাজদ্বারে, শ্মশানে মশানে শূন্যাগারে, শূন্যমার্গে হুতাশনে অস্ত্রাঘাতে উল্কাপাতে, বিষ-পানে, বিশস্ত্রী-গমনে, বিঘ্ন নাইকো তার। দন্তী-দন্তে শৃঙ্গী-শৃঙ্গে নখী-নখে নদী নদে হ্রদে শৈলে সমুদ্রকে, রাক্ষসে কি খগে, পিশাচে পন্নগে, প্যারী বলে সে পায় পারাবার ॥৪

কালেংড়া—আড়খেমটা।

বিপদ কল্লে কলের জলে, এ জলে অনেকে জ্বলে, গালে হাত ভাব্‌ছে বসে, ডাক্তার কবিরাজ সকলে। কলি-কাতায় নাইকো রোগ, ডাক্তারের শনির ভোগ, বাবুগিরির ঘোর গোল-যোগ, দানা পায় না আস্তাবলে। প্রকাণ্ড এমন সহরে, রোগ নাহিক' কারও ঘরে; একটী দিন না মাথা ধরে; সবাই আছে কুতুহলে। 'রাম নাম সত্য'বাণী, শুনে কাঁপে মহাপ্রাণী, খোট্টাদে মুখে সে বাণী, শুনি না

গলিজ মহলে। ভয়ানক গরমি গেল, ওলাউঠায় কেউ না ম'ল, নিমতলা বন্ধ ছিল, তিন দিনে একটা না জলে। যারা হাতুড়ে রোজা, বিষ খাওয়ায় বোঝা বোঝা, তাদের বিপদ নয়কো সোজা, কলের জলের নামে জলে। জানাচ্ছে ঈশ্বরের পদে, রাখ বিভু এ বিপদে, রোগ পাঠাও জনপদে হাত তুলে হাত তুলে কেবল কপালে। হেলথ আফিসায় এবারে, পুরস্কার পেতে পারে, উপকারে উপচারে, দেখে কবিরত্ন বলে ॥৫

— —

বাহার—পোস্ত।।

সুখ নাই উকীল মহলে, ওকালতীর প্যাঁচ লেগেছে, উকীলের গোলে। কোর্টে নাই মিছিল মামলা, ভাবছে বসে সকল আমলা, উকীলেরা বেচ্চে সামলা, কিসে দিন চলে। এ কাজে আর নাইকো জুত, জুটেছে অনেক ভূত, হ'য়েছে ঘোর বেজুত, কাঁদ্‌চে সকলে হরিঘোষের গোয়াল যেমন, হাইকোর্টের-লাইব্রেরী তেমন, কেউ ঢুকুচে কেউ বেরুচ্চে, নজীর বগলে। পূর্ব্বে ছিল বিষম আয়, এখন পেট চলা দায়, কৃষ্ণকিশোর রমাপ্রসাদ রায়ের আমলে হাইকোর্ট সামলাময়, উকীল সংখ্যা সহজ নয়, দলে দলে পালে পালে বেড়াচ্চে হলে। যাদের পসার হ'য়ে গেছে, আর তাঁদের সমান আছে, তাঁদের নাই হাজা শুকো বার মাস চলে। * * * বাড়ি, করে যেমন কাড়াকাড়ি, তার চেয়ে বেশী খাতির পেলে মক্কেলে। যাদের না অন্ন যোটে, শাইনিং নাইকো মোটে, জুট্‌ছে সব জেল কোর্টে গোমেটের দলে। কি দুর্দ্দশা কব কার, কেউ বা হ'চ্চে ব্যবসাদার, বাসাখরচ চলা ভার,* কবিরত্ন ঠিক বলে ॥৬

—

বাহার—ঠুংরি।

কতক অফিসার, পামর যে র পাতকী নারকী নচ্ছার। আধুনিক অন্তজের ছেলে, চটে যান পরিচয় নিলে, কেউ মালা কেউ জেলে বইত জলের ভার। (সহরে) কাল বুট ষ্টকিং পায়, আলপাকার চাপকান গায়, কড়া মেজাজ হঠাৎ বাবু হঠাৎ অবতার। জ্যাকেট পাণ্ট্‌লেন আঁটা, কোঁকড়া চুলে বাঁকড়া কাটা, এলেন যেন বিলাত থেকে চিরে উঠা ভার। গলে চেন, রুমাল হাতে, নীলআংটী সব আঙ্গুলেতে, পা পড়ে না পৃথিবীতে, এমনি অহঙ্কার। বজ্জাতি সব হাড়ে হাড়ে, মনে মনে কাতলা পাড়ে জেল হয়েছে মামার বাড়ী, মাসে যান দুবার। সেকেলে মানুষ পেলে,

ভাকেন পার মেওয়ে বাঁলে, পয়সা সব পকেটে ফেলে, অমনি কামুল পার আহার শুনে ফেসে মরি রোচে না বেঙ্গলী খারী, অকৃস্ টং ফাউলকারি তৃ সঙ্গে আহার। বাপ দেশেতে ক্ষেত্তে খাটে, মা বে'নেতে চরকা কাটে, রাঁড়কে পোষান ছাপর খাটে, পরান গুল-বাহার বদ্যায়েশ নেশা-খো'র, দিবানিশি নেশায় ভোর, জুত ছাতি ব্যাগ চোর, চোরের সর্দ্দার। প'ড়ে তুপাত এ বি র বই, বলেন না অল্‌রাইট বই, হাত কাঁপে নাম কর্ত্তে সই, বিদ্যা চমৎকার। পা ফেলে ইংলিশ ঢঙে, কথ কন ইংলিশ টঙে, ধরা পড়ে যান রঙ্গে, আবলুসের আকার। দ্বিজ কবিরত্ন বলে, এ দেশ না জন্ম হ'লে, চলতো নাকো এ বাবুদের ডান্‌হাতের ব্যাপার। ৭

—

বিভাষ—একতালা।

যার পয়সা নাই, ওরে ভাই, সংসারে তার মরণ ভাল। পয়সা ভিন্ন হয় না পূণ্য, মান্য গণ্য কে করে বল। পয়সা হীন হ'লে নরে লোকে তারে নিন্দা করে, প্রাণের সহোদরে সমাদরে আলাপ করে না,—বন্ধুগণে তার না গণে, সুতাসুতে বশে থাকে না—পিতামাতা, কন না কথা, মর্ম্মে ব্যথা যেন তার প্রবল। নারকী নরের করে, পাপ পয়সা হ'লে পরে, পুণ্য জন্ম সংসারে নরে কে না করে যশোগান—অর্থবশে অনায়াসে, সভায় বসে হ'য়ে মান্যমান; কুলে শীলে দীন হলেও, কুলীন বলে তারে সকল। দরিদ্র হইলে পতি, প্রাণ প্রেয়সী রসবতী, রোষান্বিত হ'য়ে অতি, পতির পাশে ঘেঁসে না—সদাই বলে, বাঁচি ম'লে, পোড়া কপালে সুখ হ'লো না;—পাইনে বসন, পাইনে ভূষণ, অনশনে চিরদিন গেল। কত পুরুষ মেয়ের ভয়ে, গহনা গঞ্জনা দায়ে, রেতে থাকেন বাহিরে শুয়ে; চোরের মত হ'য়ে ভাই,—উঠে এসে গিন্নির পাশে যদি বলে একটু আগুণ চাই—(গিন্নি তামাক খাব আগুণ চাই) চাইলে আগুণ, হ'য়ে আগুণ, বলে গয়ার পাপ কেন এলি। সেই পুরুষের পয়সা হ'লে, অমনি গিন্নি ঘো'মটা খুলে, কাছে এসে হেসে বলে, কর্ত্তারে জলখাবার দেও—পিত্তি প'ড়ে, হবে পীড়ে, যদি না খাও আমার মাথা খাও, কবি বলে, ভূমণ্ডলে পয়সার পিরীত কেবল। ৮

—

ঝংলা—একতালা।

কব বেগুণের গুণ যে কত। গুণে সবাই বশীভূত, উচ্ছে ঝিঙ্গে পটল কুমড়ো, কি কাঁচকলা কে আছে বেগুণের মত॥ এমন আনাজ আর মেলে না ভূতলে, বারমাস প্রায় সব দেশে ফলে, ভেবে দেখ, কোন্ ব্যঞ্জনে না চলে, কেউ নয় বেগুণে বিরত। সপ্তগুণ মাত্র লিখেছেন নিদান, নিদানের বোধ হয় না জেনে নিদান, কিবা রূপবান্, বেগুণ গুণবান্, ধরেন গুণ কত শত॥ অল্প দামে অধিক পরিমাণে মেলে, পীড়াদায়ক নয় পেট ভরে খেলে, এক গৃহস্থ কাবার একটী বেগুণ পেলে, কিন্তু মেলে যদি মনের মত॥ কাবাব হয় বেগুণে অতি চমৎকার, সুধা লজ্জা পায় এমনি তার সুতার, এ জন্মে ভোলে না খায় যে একবার, হ'য়ে থাকে অনুগত॥ দেবতার দুর্লভ শীতে বেগুণ পোড়া, কে নয় জগতে বেগুণ পোড়ার গোঁড়া। যে না খায় সে থাক্ পাপের কলা গোঁড়া, খায় না বোধ হয় পশু যত। আলু মটরসুঁটীর সঙ্গে হ'লে যোগ, ডাল্না নাম ধরেন ভগবানের ভোগ, ঋষির মন রসে, যোগীর ভজে যোগ, হ'য়ে থাকে পদে নত। ঘিয়ে ভেজে যখন বেগনি রূপ ধরে, গরম গরম যদি তোলা যায় অধরে, লুচি ফুলকো লুচির সর্ব্বনাশ করে, ঘিয়ে পর্ব্বত পরিমিত। ব্যাসনেতে হাঁসে তিল পিটুলি ভাজা, গোল গোল যেন চাঁদসই খাজা, সাধ করে খায় কত রাজা প্রজা, কিনে আনে ক্রমাগত। গোটা চারি গাছ যার ভিটেয় হয়, বার মাস বার্ত্তাকু তার গৃহে সঞ্চয়, কল্পবৃক্ষবৎ ফুরাবার নয়, ফলে ফল ভূতগত। কবিরত্ন কয়, ওহে ভগবান্! এই বর আমারে কর হে প্রদান, বেগুণ যেন গৃহে থাকেন অধিষ্ঠান, সুখে ঝুরো লুচি নিয়ত॥ ১

সুরট মল্লার—তেতালা।

বড় চিংড়িতে কপিতে শীতে যদি হয়। বড় সুখোদয়, এ কথা নিশ্চয়, ভাগ্যবানের ভাগ্যে ফলে দুর্ভাগাদের ভাগ্যে নয়॥ আলু মটর মিশাইয়ে অতিরিক্ত গাওয়া ঘিয়ে, জাফ্রাণ আদি মসলা দিয়ে, যখন পাক সমাধা হয়। কি তরকারি বলিহারি, অনেকের দর্পহারি, মলিন মলয়' গিরি, খোসবয়ের প্রবাহ বয়॥ সুধার সুগর্ব্ব করে রে খর্ব্ব, দুনিয়াতে যত জিনিস কপির কাছে বিষময়। বসে কারপেটের আসনে, ঢেলে পবিত্র ব'সনে, অশনের পূর্ব্বাহ্নে যখন সম্মুখে প্রস্তুত রয়। মনোহর মূর্ত্তি হেরে, এম্নি মনে ইচ্ছে

করে, গরম গরম দিই উদরে, আর কি বিলম্ব সয়। তুলে মুখে, আসি সুখে, যেন খেতে খেতে স্বশরীরে স্বর্গে যাচ্চি সে সময়॥ কল্কি পুরাণে লিখন, ছাগ মাংসের আস্বাদন, ধর্ম্মরাজের মুখে শুনে স্বয়ং বিষ্ণু নারায়ণ, লোভে পড়ে লক্ষ্মীপতি, করিলেন কপির উৎপত্তি, ছাগের বদলে শাক উৎপাদন; মাংসের আস্বাদন, ধরে সেই কারণ, তান্ত্রিক বৈষ্ণব মতে চলেন কপি মহাশয়। কপি কৈয়ের ফলশ্রুতি, বর্ণিতে অশক্ত শ্রুতি, অসংখ্য গুণ ধরেন কপি স্বীয় গুণে গুণময় ফুল কপি মাছের ঝোলে, জগতে মন কার না ভোলে, অরুচি অসুর বেটা পরাজয়। কবিরত্ন কয়, আমায় হও সদয়, এ কপি খায় না যারা, লোকে তাদের কপি কয়॥ ১০

প্যারীচাঁদ মিত্র।

(জীবনী ২য় খণ্ড সঙ্গীত-সার-সংগ্রহে ১১৭৫ ষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

রামকেলি—কাওয়ালি।

ত্রাণ কর পরমেশ্বর, ওহে বিশ্বেশ্বর। ভবের ভৌতিক ভাব ভাবিয়া ইকার। দয়া কর মোর প্রতি, আমি অতি মূঢ়মতি, করযোড়ে করি স্তুতি, সদা পাপে জরজর। মন সদা উচাটন, বিষয়েতে সদা মন, তুমি হে অমূল্য ধন, সারাৎসার পরাৎপর॥ ১

মোহিনীবাহার—আড়া।

প্রেমময় পাবে যদি হও প্রেমময়। প্রেমগতি প্রেমমুক্তি প্রেম সর্ব্বাশ্রয়। সৃজন পালন, জীবন মরণ, তারণ কারণ সব প্রেমময়। কোথায় অশিব, সর্ব্বত্রেতে শিব, এ প্রেমে কি জীব, উদ্ধার না হয়। যিনি প্রেমাধার, নিকটে তাঁহার, মাগ' প্রেমধা, পাইবে নিশ্চয়। পাপ বিসর্জ্জন, অকপট মন, তাঁহাতে অর্পণ, কর বিনিময়। আত্মবৎ ভাব, হইবে স্বভাব, মনের কুভাব, যাইবে নিশ্চয়। কামাদি প্রবল, দেখি প্রেমবল, ক্রমশঃ দুর্ব্বল, হবে অতিশয়। মরণের ভয়, হইবে অভয়, সব সুখময়, পাইবে—আলয়॥ ২

ঝিঁঝিট-আড়া।

তব অর্চ্চনার কি ফল, মন শান্ত হয় আর বাড়ে ধর্ম্মবল। ত্রাসিত তাপিত মন, সুখী না হয় কখন লইলে তব স্মরণ আনন্দ বিমল। শোকেতে মোহিত জীব, তব ধ্যানে সজীব, চিত্তের সান্ত্বনা শিব, তোমাতে কেবল।

মানবের যত ক্লেশ, তুমি হে করহ শেষ, কৃপা কর কৃপাশেষ, দেহ কৃপাবল। পাপেতে পতিত অতি, অগতির তুমি গতি, কি হইবে মম গতি, ভাবিয়া বিহ্বল। তব প্রেমে এ নয়ন, যেন করে বরিষণ, ভক্তি অশ্রু নিরঞ্জন নিষ্পাপ নির্ম্মল ॥ ৩

জয়জয়ন্তী—চৌতাল।

মন শোধন সাধন কর যতন। চিত্ত নির্ম্মল হইলে ব্রহ্ম দরশন। কামের কুমতি নানা, পাইবে ঘোর যন্ত্রণা, নির্ম্মল না হ'লে নির্ম্মল পাইবে কেমন। কর্ম্মজ পাপ যেমন, মনজ পাপ তেমন, কায় মনে শুদ্ধ হ'য়ে কর তাঁর স্মরণ। ক্রোধ প্রতি কর ক্রোধ ক্ষমা-অস্ত্রে কর রোধ, নম্রতার অগ্রে অহঙ্কারের মরণ ॥ ৪

ঝিঁঝিট আড়া।

বৃথা গেল যে জীবন। কি বলিব জিজ্ঞাসিলে জীবনের জীবন। পেয়ে বুদ্ধি বল অর্থ, করিলাম অনর্থ, বল বুদ্ধি গেল ব্যর্থ, গেল সব ধন। ইন্দ্রিয় সুখেতে কাল, গেল মোর সব কাল, অবশেষে হ'লো কাল, কাল দরশন না হইল পরহিত, যা হইল অনুচিত, পাইব হে সমুচিত, দহে মম মন। নাহি কিছু সম্বল, ধ্বংস হ'লো বুদ্ধি বল, কি করি এখন বল, নিকট নিধন খেদ সম্বরহ নয়, ভাব সেই পরাৎপর অপার করুণা তাঁর, দারিদ্র্য ভঞ্জন ॥ ৫

নানা রাগ মিশ্রিত—তাল আড়া।

এমন কল্যাণ হইবে কেমন কে মনে কর আমি এই সাধন। কেদারা কে সুত মায়া অঞ্জন। সংসার অসার ভ্রম দরশন। বিহাগ ত্যাগ অসার চিন্তন। চরমে ইষ্টলাভ কর মনন। ভৈরব ধ্যানে কর তাঁহার ধ্যান, ভক্তি শ্রদ্ধা প্রেম কর অনুষ্ঠান। ললিত স্তবে গলিত হও মন। প্রেম উদয়ে সুখের আগমন। বিভাস প্রকাশ সেই নিরঞ্জন। মুদিত নয়নে কি হবে দরশন। গৌড় সারঙ্গে তাঁর সংকীর্ত্তন। এক মন হ'য়ে কর পুনঃ পুনঃ। মূলতান অকপট আচরণ। গ্রাম সুর মান নাহি প্রয়োজন। পুরিয়া মনের সাধ সংপূরণ। হৃদি চিত্ত মন কর হে অর্পণ ॥ ৬

মালকোষ—আড়া।

ভ্রান্ত অশান্ত নর কভু না পায় অন্ত। দুরন্ত কৃতান্ত ভয়ে সর্ব্বদা প্রাণান্ত। জীবের নিধন, সম্ভবে কেমন। অবশেষে জীব শিব হইবে

নিতান্ত। যে স্থলে মরণ, লোকান্তে গমন। মনের অগোচর নহে এ বৃত্তান্ত। পাপ পুণ্যফল, ভিন্ন ভিন্ন স্থল শুভাশুভ কর্ম্ম গুণে পাইবে অভ্রান্ত। ভাই বন্ধু যত, হবে সমাগত, মিলিবে তাঁহারা যদি হয় একান্ত। ধর্ম্মের কি ভয়, হবে সদা জয়, নিশ্চয় পাইবে সুখ অসীম অনন্ত। পাপী স্বীয় পাপ, দহি অনুতাপ, তাঁহার কৃপা-গুণে শেষে হবে ক্ষান্ত। দুঃখ অকারণ, কর কি কারণ, ভজ সত্য নিরঞ্জন, নাশ হে কৃতান্ত॥ ৭

ঝিঁঝিট—আড়া।

বিপদ কে বলে বিপদ। বুঝিলে বিপদ নহে প্রকৃত সম্পদ। তুমি হে প্রেম আধার, প্রেম করহ বিস্তার, চরমে হবে নিস্তার, এজন্য বিপদ। কত রাগ কত দ্বেষ, অহঙ্কার অশেষ, পাপের দারুণ ক্লেশ, বাড়ায় সম্পদ। বিপদ ঔষধি ধন, মন কর সংশোধন, করিয়া পাপ নিধন, দেয় নিরাপদ। তুমি হে মঙ্গলায়ন, এ পামরে কর ত্রাণ, বিপদে সম্পদে যেন ভাবি ঐ পদ॥ ৮

ঝিঁঝিট—আড়া।

কে গো রোদন করে। সকরুণ ক
মারে মস্তক উপরে। একাকিনী চ
নমী, উন্মাদিনী পাগলিনী, এ ধ
করে কে ধনী, পরাণ শিহরে। সি
অঞ্জন মিশি, মেঘে তড়িতের স্থা
ধারা বহে পড়ি খসি, নয়নের নীরে
এলোকেশী এলোমনা, বিগত ধৈ
বঞ্চনা, শোকেতে হয়ে উন্মনা, মগ
কাতরে। জিজ্ঞাসিলে বামা ক
পতি-শোকে হৃদি দহে, কেন খ
অ র বহে, এ মিথ্যা শরীরে। প
মোর প্রাণধন, বৃথা মোর এ জীব
মরিলে বাঁচে জীবন, এ শোকসাগরে
স্থির হও গুণবতী, পিতা পুত্র ভ
পতি, ব্রহ্মাণ্ডের তিনি পতি, ভাব
তাঁহারে। জগৎ পতি কর প
হর স্বীয় দুর্গতি, পুনর্ব্বার পাবে পা
গেলে লোকান্তরে॥ ৯

বেহাগ—আড়া।

দেখি ঘোর অন্ধকার। তম
গরজে তম মেঘ বারম্বার। পাপ প্র
পবন, ছিন্ন ভিন্ন করে মন, মত্ত
তড়িতে বাড়ে কুমতি বিকার। অহ
বজ্র শব্দ, নম্রতা হইছে স্তব্ধ, শি
শুদ্ধতা ভয়ে হইয়া অসার। ব
কুসঙ্গ তরঙ্গ, উঠিছে যেন মাতঙ্গ,

আতঙ্ক করে ভঙ্গ ভরসা আমার। বিপদের নাহি পার, কেমনে হইব পার। তোমার কৃপা অপার, তুমি কর্ণধার॥ ১০

পরজ—আড়া।

কেমনে পাইব সে আলোক। যে আলোকে পরিত্রাণ হয় ইহলোক। যে আলোকে ল'য়ে যায়, দেব সত্য প্রেমালয়, সে আলয়ে বিরাজে যতেক পুণ্যশ্লোক। কিন্নর অপ্সর নানা, সিদ্ধ সাধু অগণনা, সুখ-রসে ভাসে সদা নাহি দুঃখশোক। সবাকার এই চিত্ত, কিসে হবে পর হিত, প্রেম-বিগলিত হ'য়ে ভ্রমে ত্রৈ লোক। হ'লে প্রেমের প্লাবন, করে তারা দরশন, নিষ্কল নির্ম্মল ব্রহ্ম আলোক আলোক। যদি চাহ সে আলোক, ভাব সদা পরলোক, কি হইবে ভাবিলে কেবল ইহলোক। ১১

খাম্বাজ—মধ্যমান।

আর কেন হও বিমোহিত, মদে মত্তিত। কাল কাল না দেখিবে কর না উচিত। মুখেতে বল ঈশ্বর, যদিও এ শুভঙ্কর, কেবল এই রবে, না হইবে রক্ষিত। কি করিবে দারা-সুত, চিত্তকর্ম্ম মূলসূত্র, চিত্তের সরল গুণে তরিবে নিশ্চিত। অকপট ভক্তি কর, ত্যজ বাহ্য আড়ম্বর, ইহাতে তাঁহার প্রীত, এই হে বিহিত। ১২

ললিত—আড়া।

কর স্তব নর সব কর তাঁর সং-কীর্ত্তন। সেই নামে পরিণামে জুড়াইবে এ জীবন। সমীরণ মন্দ মন্দ বহে হ'য়ে সানন্দ, বিকশিত পুষ্প গন্ধ, করে বিতরণ। বন উপবন শোভা, মিলিত অরুণ আভা, কি আশ্চর্য্য মনলোভা, নয়ন রঞ্জন। ডাকে নানা পক্ষিগণ, কত স্বর আলাপন, যোগীর ধ্যান ভঞ্জন, শ্রবণ মোহন। আকাশের রম্য দৃষ্টি প্রেমে পুলকিত সৃষ্টি, দেখি এত প্রেমে বৃষ্টি, স্থির কি কারণ। উঠ উঠ সব নর, করপুটে স্তব কর, সেবিলে সে বিশ্বাধার, সুখেতে মরণ॥ ১৩

বারোঁয়া—ঠুংরি।

ওহে কেন অচেতন। জাননা কি কালান্তরে লোকান্তরে 'গমন। কেন অলস বিলাস, কেন লালস অভ্যাস, কেন নিশ্বাস বিশ্বাস প্রকাশ সার চিন্তন। কেন হে ভৌতিকামোদ, কেন মদে গদ গদ, কেন ত্যজ সারাস্বাদ, সর্ব্ব-শান্তি ব্রহ্মজ্ঞান।

কেন ব্যাহ আড়ম্বর, কেন অসারে তৎপর, কেন সেই পরাৎপর, না কর হৃদয়ে ধ্যান ॥ ১৪

বেহাগ—আড়া।

একি দেখি ভয়ঙ্কর। যেন কে প্রহারে মোরে কাঁপি থরথর। মনজ কর্ম্মজ পাপ, দেয় নিদারুণ তাপ, আপন স্মরণ হ'লো ঘোর দণ্ডধর। যাহা ছিল অপ্রকাশ, সে একণে সপ্রকাশ, এ জানিলে কে করিত পাপ ঘোরতর। পর বনিতাগমন, পর বিষয় হরণ, পর পীড়নে পীড়ন, সদা জরজর। যেমন মন আমার তেমন হ'লো আকার, সঙ্গিগণে দেখি যেন হর-অনুচর। ভয়ানক এই লোক, আর কোথায় নরক, অসহ্য যন্ত্রণা ভোগে অসীম কাতর। চারি দিক অন্ধকার, কেমনে হবে সুসার, অসার কার্য্যের ফল অবশ্য অসার। ঊর্দ্ধেতে করে গমন, পুণ্যবান্ এক জন, নিকটে আনিয়া বলে হ'য়ে স্থিরতর। অন্যের পাপ মোচন, অন্যকে পুণ্য প্রদান, কাহার ক্ষমতা নাহি সৃষ্টির ভিতর। শুদ্ধচিত্ত শুদ্ধাচার, ইহাতে আশু নিস্তার, তা না হ'লে কর্ম্মদোষে যন্ত্রণা বিস্তর। দয়াময় ক্ষমাসিন্ধু, যেন সবে কৃপা-ইন্দু, এ কারণ পাপী তাপী হয় কালান্তর। হ'য়োনা সান্তরান্তর ভবান্তর গত্যন্তর, যদি পাবে হও নিরন্তর তাপান্তর ॥ ১৫

মূলতান—আড়া।

সুখ ধামে যাবে যদি কর আয়োজন ভক্তি কাণ্ডারী হইলে অভ্রান্তে গমন ভক্তি কভু নহে বাম, মননেত্রে অবিরাম এই খানে সেই ধাম, করাইবে প্রদর্শন। ভক্তির-করহ যুক্তি, ভক্তির অপার শক্তি, ভক্তিতেই পাবে মুক্তি, এই স্থির কর মন ॥ ১৬

গৌড় সারঙ্গ মধ্যমান।

কৃপাময় কৃপা কর এ অভাজনে। অন্তরেতে সুখস্রোত ভাসমান তব ধ্যানে নানা তরঙ্গের রঙ্গ একাসনে অঙ্গ ভঙ্গ, ছাড়িলে তোমার সঙ্গ, কুরঙ্গ তাড়িত বনে ॥ ১৭

আড়ানা বাহার—মধ্যমান।

মন্'জল মদ্‌জেল চলে চল ভাই মনে করো না আগে মন্‌জেল নাই। যত মন্‌জেল যাবে, দুখ বিগত হইবে, সুখাকাশ প্রকাশিবে, দিবারাত্র নাই। ছাড়িলে পার্থিব ভাব, ঘুচিবে সব অভাব, ভব ভাবাতীত ভাব, বাড়িবে সদাই। ১৮

সুরট—আড়া।

মঙ্গল সাধনা কর ভাবিয়া মঙ্গল হে। মঙ্গলে পুরিবে চিত্ত দূরে যাবে ...। পর দুঃখ বিমোচন, পর ... বিবর্দ্ধন, প্রকৃত মঙ্গল এই চরমে মঙ্গল হয়। আর যা ভাব মঙ্গল, ... কেবল অমঙ্গল, অনিত্য সুখেতে নিত্য না পাবে আনন্দালয়। কি ... বরিষণ, করিছেন নিরঞ্জন, স্ব ... নাশ কর লইয়ে তাঁর আশ্রয়। ১৯

বিভাষ—আড়া।

তব জ্যোতি অতি মনোহর। হে বিশ্বধর! স্বকৃত প্রকৃত শুভ্র সর্ব্ব লোক শান্তিকর। দিবাকর দিবাকর শশধর, শশধর কোটি তারা কোটি ...ধর দীপ্তিকর. নীল পীত নানাবর্ণ, জলে স্থলে পরিপূর্ণ, কি প্রভা কি আভা শোভা কানন ...। সুশোভে তব বদন সত্য-প্রেম-প্রস্রবণ, বিকাশে হৃদি আকাশে প্রেম হিতকর। হ'লে পাপের বিনাশ পুণ্য মুখে সপ্রকাশ, নয়নের নয়ন নহে নয়নগোচর। কুরূপা কুৎসিতা ...যা, তার জ্যোতি অনুপমা, পতিব্রতা ...ব্রতা যদি চিন্তাকর। সদা তাহি ... জ্যোতি, দয়া কর মোর প্রতি, দেখিতে ... লোকান্তর॥ ২০

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

কি দিব তোমারে বল মা, হৃদয়ের ধন। কেবল সম্বল মোর তব আরাধনা। প্রদান করহ চিত্ত, তাপিত বিশুদ্ধ মত, হ'লে তোমায় অর্পিত, পুরিবে বাসনা। যত স্নেহ প্রেম ধরি, কৃপা করি লও হরি, আর কেন পাপে মরি, ঘুচাও যন্ত্রণা॥ ২১

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

(জীবনী ২য়ভাগ সঙ্গীত-সার সংগ্রহে ১১৬৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

লুম—খৎ।

আর কি কব তোমারে? যেজন পিরীতে রত, সুখ দুঃখ সহে কত পরেরি তরে। সুধাকর প্রেমাধীনী, অতিসুখী চকোরিণী, কভু হয় বিষাদিনী বিরহ শরে। নলিনী ভানুর বশে, মগন প্রণয় রসে, তথাপি কখন ভাসে, বিষাদ নীরে। প্রেম সমভাব নহে, কভু সুখ ভোগে রহে, কভু বিরহ দহে নয়ন ঝরে॥ ১

বারোঁয়া—ঠুংরী।

পিরীতি পরম রতন। বিরহে পারে কি কভু হরিতে সে ধন? কমলে কণ্টক থাকে, তবু ভালবাসে লোকে, কে ত্যজে বিচ্ছেদ দেখে, প্রেম-আকিঞ্চন? মিলন বিচ্ছেদ পরে, দ্বিগুণ সুখের তরে, যথা অমা-নিশান্তরে শশীর শোভন॥ ২

খাম্বাজ—মধ্যমান।

কেন হেরেছিলাম তারে? বিষম প্রেমের জ্বালা বুঝি ঘটিল আমারে॥ সহজে অবোধ মন, না জানে প্রেম কেমন, সাধে হ'য়ে পরাধীন, নিশিদিন ভাবে পরে। শরমে মরম ব্যথা নারি প্রকাশিতে কোথা, জড়ের স্বপন যথা, অন্তরে মরি গুমুরে॥ ৩

মোহিনী—বাহার।

আমি ভাবি যার ভাবে সে ত তা ভাবে না। পড়ে প্রাণ দিয়ে পরে, হ'লো কি লাঞ্ছনা। করিয়ে সুখেরি সাধ, এ কি বিষাদ ঘটনা। বিষম বিবাদী বিধি, প্রেম-নিধি মিলিল না। ভাব লাভ আশ করে, মিছে পরেরি ভাবনা। খেদে আছি ম্রিয়মাণ বুঝি প্রাণ রহিল না॥ ৪

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

এই তো সে কুসুম কানন গো পাইয়েছিলেম যথা পুরুষরতন। সেই পূর্ণ শশধরে; সেইরূপ শোভা ধরে; সেই মত পিকবর-স্বরে হরে মন। সেই এই ফুলবনে, মলয়ার সমীরণে, সুখোদয় যার সনে, কোথা সেই জন। প্রাণনাথে নাহি হেরি, নয়নে বরিষে বারি, এত দুঃখে আর নারি, ধরিতে জীবন॥ ৫

পিলু বারোঁয়া—ঠুংরি।

আরে পরবশ মন। পরে জানিবে পর যে কেমন॥ ছি ছি মন পরেরি তরে, কি হবে যতন করে, পরস্পর হবে পরে, সদা জ্বালাতন॥ পরাধীন মন যার, বাঁচিয়া কি ফল তার, বিরহ দাহে অনিবার, দহে সেই জন॥ কেন মন পরের লাগি হও সদা অনুরাগী, হতে হবে দুঃখভাগী যাবত জীবন॥ ৬

ভৈরবী—যৎ।

এ মান সহজে যাবে না। তাও কি জান না। (মনে বুঝে দেখ না) যে করে যতন অতি, চাতুরী তাহার প্রতি, এর প্রতীকার না হলে আর কোন কথা কবে না। যে তোমার মনোমোহিনী, হয়েছেন

অভিমানিনী. সে দোষে এ বিধি, হে গুণনিধি পায়ে ধরে সাধ না ॥ ৭

আশা গৌরী—আড়া।

অসুখী ভ্রমরদলে। নলিনী মলিনী ক্রমে বিষাদে সলিলে॥ অবসান দিনমান, শশী প্রকাশিত কুমুদী হেরি হাসিলো, যুবক যুবতী, হরষিত অতি, বিরহিণী ভাসিছে আঁখি-জলে॥ চক্রবাক চক্রবাকী বিরহে ভাবিত, কপোতী পতি মিলিল, নিশি আগমনে কেহ সুখী মনে, কার মনঃ দহিছে দুঃখানলে॥ ৮।

দীনবন্ধু মিত্র।

(জীবনী ২য়খণ্ড সংগীত-সার-সংগ্রহ ১০৭৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

আড়ানা বাহার—তেওট।

হে নির্দয় নীলকরগণ! আর সহেনা প্রাণে এ নীল-দাহন। সাহেনের সুকৌশলে, শ্বেত-সমাজের বলে, লুটে'ছ সকল ধন কি আর আছে এখন। দীনজনে দুঃখ দিতে, তাহার মা লাগে চিতে, কেবল নীলের প্রতি পাষাণ সমান মন। বৃটিশ-প্রভাবে শেষে, কালী দিলে বঙ্গে এসে, তরিলে অন্নাধি-জল-পোড়াতে স্বর্ণতরণ॥ ১

ঝিঁঝিট—একতালা।

প্রাণ যায় প্রাণ যায় প্রাণসজনি! কৃষ্ণ কই কৃষ্ণ কই বল সই, বিফলে গেল যে রজনী। প্রেম-পিপাসায় আশে প্রমদায়, কি উপায় করে রমণী। দিলেম আপনা হ'তে কুল কালী, জল বাঁধলাম বাঁধ দিয়ে বালি, ম'লে যদি এসে বনমালী, বোলো শ্যাম ব'লে মরিল ধনী। ২

কালাংড়া কাওয়ালি।

কি হেরিলাম আমরি, কিবা রূপ মাধুরী, আসিতে না পারি ফিরে, এলাম ধীরে ধীরে। দেখিতে রূপ লাজ ভরে, পারি নাই প্রাণ ভরে, যদি বিধি দয়া করে, পুনরায় দেখায় তারে, লাজের মুখে ছাই দিয়ে, চাইব ফিরে ফিরে॥ ৩

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কামিনী কোমল মনে বিরহ কি যাতনা। অনাথিনী জানে সখি! অনাথিনী বেদনা॥ যেন ফণী মণিহারা, নয়নে সলিল-ধারা, দীন হীনা ক্ষীণা কায়া, অবিরত ভাবনা॥ ৪

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

(জীবনী ২য় ভাগ সঙ্গীত-সার-সংগ্রহে ১১৬৭ পৃষ্ঠার দ্রষ্টব্য।)

কীর্ত্তন সুর।

ঘাট বাট তট মাঠ ফিরি, ফিরিনু বহুদেশ। কাঁহা মেরা কান্তবরণ, কাঁহা রাজবেশ॥ হিয়া পর রোপিনু পঙ্কজ, কৈনু যতন ভারি। কাঁহা গেল পঙ্কজ সই, কাঁহা মৃণাল হামারি॥ ১

মল বাজানর গান।

অমলা।—ধানের ক্ষেতে, ঢেউ উঠেছে,
বাঁশতলাতে জল।
আয় আয় সই, জল আনিগে,
জল আনিগে চল॥
নির্ম্মলা।—ঘাটটী জুড়ে, গাছটী বেড়ে,
ফুটলো ফুলের দল।
আয় আয় সই, জল আনিগে,
জল আনিগে চল॥
অমলা।—বিনোদ বেশে, মুচ কি হেসে,
খুলব হাসির কল।
কলসী ধ'রে, গরব ক'রে,
বাজিয়ে যাব মল।
আয় আয় সই, জল আনিগে,
জল আনিগে চল॥
নির্ম্মলা।—গহনা গায়ে, আলুতা পায়ে,
কল্কাদার আঁচল।
ঢিমে চালে, তালে তালে,
বাজিয়ে যাব মল।
আয় আয় সই. জল আনিগে,
জল আনিগে চল॥
অমলা।—যত ছেলে, খেলা ফেলে,
ফিরচে দলে দল।
কতবুড়ি, জুজুবুড়ি,
ধরচে কত ছল।
আমরা, মুচ কে হেসে, বিনোদবেশে,
বাজিয়ে যাব মল।
আমরা, বাজিয়ে যাব মল,
সই, বাজিয়ে যাব মল॥
দুই জনে—আয় আয় সই, জল আনিগে,
জল আনিগে চল॥ ২

এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে? হরে মুরারে। হরে মুরারে। জলেতে তুফান হ'য়েছে, আমার নূতন তরী ভাসল সুখে,. মাঝিতে হাল ধ'রেছে হরে মুরারে। হরে মুরারে। ভেঙ্গে বালির বাঁধ, পুরাই মনের সাধ, জোয়ার গাঙ্গে জল ছুটেছে, রাখিবে কে? হরে মুরারে। হরে মুরারে॥ ৩

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ...লী জেলার অন্তর্গত গুলিটা নামক ...মে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি কলি-...তা হাইকোর্টে ওকালতী করিতেন; ...অন্ধ হওয়ায়, উক্ত ব্যবসা পরি-...ত্যাগ করিয়া এক্ষণে কাশীধামে বাস ...রিতেছেন। ইঁহার রচিত কবিতা-...লী বৃত্রসংহার কাব্য প্রভৃতি গ্রন্থ ...হিত্য-ক্ষেত্রে অতি উচ্চস্থান লাভ ...রিয়াছে। ইনি এক্ষণে গভর্ণমেণ্ট ...অন্যান্য কতিপয় মহাত্মার নিকট ...ইতে মাসিক বৃত্তি পাইতেছেন

বাগেশ্রী—আড়াঠেকা।

কে রচিবে মধুচক্র মধুকর মধু ...নে। মধুহীন বঙ্গভূমি হইয়াছে ...দিনে॥ কুহকী কল্পনা-বলে কে ...খিবে রঙ্গস্থলে; কুমারী কৃষ্ণ কমলে ...োহতে মনে। কে অপূর্ব্ব তান ...রে, বীররসে মাতাইয়ে; শুনাইবে ...মেঘনাদে গভীর গর্জ্জনে। বীরমদে ...মাদে, কে আনিবে মেঘনাদে. ...দিলে প্রমীলা সতী, কেলী ...দিনে॥ ১

কানাড়া—জলদ তেতালা।

...রাল বঙ্গের লীলা মাহাত্ম্য ...রিল,—হরিল বিদ্যাসাগরে কাল সহাবলী। হায়রে মা বঙ্গভূমি এত-রঙ্গে আজ, বিশীর্ণ বিবর্ণ দুঃখে কষ্টের সমাজ! কি মহা পরাণ ল'য়ে জন্মে-ছিল ধীর কিবা বিদ্যা, বুদ্ধিপ্রভা; করুণ গভীর; বিদ্যার সাগর খ্যাতি—আরো মনোহর বিশাল উদার চিত্ত দয়ার সাগর;—তেমন সন্তান মাগো কে আর তোমার।

কাঁদিছে, হের গো, তাঁরে করিয়া স্মরণ, দরিদ্র কাঙ্গাল দুঃখী কত শত জন; "কেবা অন্ন দিবে আর, কে ঘুচাবে দুঃখ, দরিদ্র কাঙ্গালে দেখে কে চাহিবে মুখ; কত রাজা রাণী আছে এ রাজ্য ভিতর, কাঙ্গালে হেরিয়া কেবা করে সে আদর!" মানব দেহেতে সেই দয়া মূর্ত্তিমান, সার্থক তাঁহারই জন্ম যশঃ কীর্ত্তিমান, প্রান্তে স্মরণীয় নিত্য যাঁর গুণগান!

আপনার বেশভূষা সামান্য আকার, দেখিলে পরের দুঃখ নেত্রে অশ্রুধার; সমাজ পীড়িত দুঃখ করিতে মোচন, জীবন উৎসর্গ নিজ করিল যে জন; সমাজ পীড়িত জনে করিতে উদ্ধার, আপনি কতই সহে নিন্দা তিরস্কার; ঋণে বদ্ধ অবশেষে তবু দৃঢ় পণ, সঙ্কল্পসাধন কিম্বা শরীর পাতন;—এ হেন পুরুষসিংহ জন্মে গো, ক জন॥২

নবীনচন্দ্র সেন।

সাহিত্য জগতে কবিবর নবীনচন্দ্র সেনের নাম সুপ্রতিষ্ঠিত। ইঁহার রচিত পলাশীর যুদ্ধ, রৈবতক, কুরুক্ষেত্র, প্রভাস, অমিতাভ প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতাবলী পাঠে ব্যক্তিমাত্রেই মুগ্ধ হন। ইনি এক্ষণে চট্টগ্রামের কমিশনারের পার্শনাল আসিষ্টাণ্টের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত।

ভৈরবী - আড়া।

কেন দুঃখ দিতে বিধি প্রেমনিধি গড়িল? বিকচ কমল কেন কণ্টকিত করিল? ডুবিলে অতল জলে প্রেম-রত্ন তবে মিলে, কারো ভাগ্যে মৃত্যু ফলে, কারো কলঙ্ক কেবল॥ বিদ্যুৎ-প্রতিম প্রেম, দূর হতে মনোরম, দরশন অনুপম, পরশনে মৃত্যুফল॥ জীবন-কাননে হায়, প্রেম মৃগতৃষ্ণিকায়, যে জন পাইতে চায়, পাষাণে সে চাহে জল॥ আজি যে করিবে প্রেম, মনে ভাবিয়ে হেম, বিচ্ছেদ-অনলে ক্রমে, কালি হবে অশ্রুজল॥ ১

ঝিঁঝিট।

এত আশা ভাল বাসা ভুলিলে কেমনে? এই কালিন্দীর তীরে, এই কালিন্দীর নীরে, এই তরুতলে, এই নিবিড় কাননে। বাস এই লীলাস্থলে, এই নির্ঝরিণী কূলে, ব'লেছিলে কত কথা, ভুলিলে কেমনে? ২

সিন্ধু—আড়াঠেকা।

জীবন না যায় রে! যায় দিন যায়, দিনমণি যায়, নিবিয়া নিবিয়া রে। সাগর নীলিমে, বাড়ব অনল, মিশিয়া মিশিয়া রে। যায় দিন যায়, দেখিতে দেখিতে ছায়াতে মিশায় রে। সকলি ত যায়, কেবল দুখের জীবন না যায় রে। ৩

কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

"প্রভাতচিন্তা," "নিভৃতচিন্তা" "বান্ধব" প্রভৃতি পুস্তক লিখিয়া ইঁহার নাম বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। ইঁহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া বাহুল্য মাত্র। ইনি কেবল সুলেখক নহেন। একজন প্রসিদ্ধ বক্তা। বিক্রমপুর ইঁহার জন্মস্থান। ইনি এক্ষণে জয়দেবপুরের রাজার মন্ত্রিত্ব কার্য্যে ব্রতী আছেন।

ঝিঁঝিট—খেমটা।

গাও রে ভারত-সঙ্গীত, সবে প্রাণ ভ'রে। ভারতীর আরতিতে ভক্তিপূত,

বীণা-করে। মিলি সবে প্রাণে প্রাণে জননী তীর্থস্থানে, জননীর নাম গানে, ভাস আনন্দ-সাগরে। কত আর ঘুমে রবে, জাগ রে জাগ সবে, ঐ শুন বাজে ভেরি আশার মোহন স্বরে। সাধনার সিদ্ধি ফলে, সাধিলে মন্ত্রবলে এ কথা কণ্ঠ খুলে ঘোষ সবে ঘরে ঘরে। গিরি বিদরে যদি, শুষে যায় সিন্ধু নদী তথাপি যত্নযোগে, সাধিবে অন্তরে। হৃদয়ে আরাধনা, রসনার উদ্দীপনা, আহুতি প্রাণ মন, শক্তির সোপান প'রে। ১

নট বেহাগ—পোস্তা।

নীরব ভারতে কেন ভারতীর বীণা। সোণার প্রতিমা, আজি শোকে মলিনা। কুঞ্জে কুঞ্জে যার, কোকিল-কণ্ঠে খেলিত সুধা-তরঙ্গে ; সে কবি নিকুঞ্জ আজি, শ্মশান সমানা। যার রাগমদে, যেই তানে গর্জ্জিত ভারত, আজি সে দীপক-রাগ শ্রবণে শুনি না। ২

ঝংলাট—খেমটা।

জননি জন্মভূমি! স্বর্গ তুমি মহী-তলে। পূজিব পা-দুখানি আজি মোরা অশ্রুজলে। আমরা অভাজন, জানি না মা কেমন, তবু মা! পালি-তেছ অঙ্গনে রাখি কোলে। আছি মা! অন্নে বল, নয়ন অশ্রুজল, দিব তাই ভক্তি-ফুলে শ্যামল পদ-কমলে। হৃদয়ের ছিন্ন তারে, ডাকি আজ মা! তোমারে, হৃদয়ে জাগ' তুমি ফুল্ল শ্বেত শতদলে। ৩

কাফি—একতালা।

উঠ গো বাণি বীণাপাণি! উঠ গো কল্পকাননে। উঠ গো বঙ্গবিনোদিনি! আজ, বীণার মধুর নিঃস্বনে। আছে দেহ, তাহে নহি প্রাণ, না চলে ধমনী, নাহি জ্ঞান; প্রাণময়ি! কর প্রাণ দান। পীযুষ-শক্তি সিঞ্চনে। আছে আঁখি নাহি দেখি তায়, জীবিত না মৃত, হা কি দায়, জীবনে জীবনী দেও মাতঃ, তাড়িত-তেজ-স্ফুরণে। ৪

আলাইয়া ঝিঝিট—কাওয়ালী।

ওরে দয়াল নামে ভাস সুখে মন আমার। কেন রে ভাব আর; ও রে দয়াময় এই মন্ত্র জ'পে, দয়াময়ে প্রাণ সঁপে, দয়াল ব'লে ভবার্ণবে দেও সাঁতার। তরঙ্গ গর্জ্জনে শঙ্কা পেও না, কলুষ-কুম্ভীর পানে ফিরেও চাহিও না; ভয় কি রে মহামন্ত্র ভুলো না, কিছুতেই কিছু হবে না; যদি পড় রে আবর্ত্ত-জলে, উর্দ্ধে দুই বাহু তুলে,

ব'লো কোথায় রবে ভবের কর্ণধার! চেয়ে দেখ হ'লো বেলা অবসান, মিছে কাযে কেন হায় রে ভুল নিজ পরিত্রাণ, দূরে ফেলে দাও ধূলির ধন মান, বিবেক-ভেলায় দৃঢ় বাঁধ প্রাণ, ও রে সাহসে নির্ভর করে, ঝাঁপ দিয়ে যাও রে পড়ে, ডুবিলেও অবশ্য পাপে উদ্ধার। ৫

ভৈরব—একতালা।

প্রাতঃ সময়, জাগ রে হৃদয়, স্মর রে ভবতারণে। চেয়ে দেখ নিশি যায় যায় যায়, সরোজবান্ধব সমুদিত প্রায়, ঝলসিছে নব নীল নীরদ দেখ রে স্নিগ্ধ গগনে। এই ছিল বিশ্ব নিস্তব্ধ নীরব, নিদ্রাগত প্রাণী বিহঙ্গ মানব, জীবকোলাহল, আহা! ঐ শোন, উঠিল পুন ভুবনে। যাঁহার প্রসাদে লভিলে জীবন যাঁর কৃপাবলে মেলিলে নয়ন, প্রেমমূর্ত্তি তাঁর হায় রে এখন, হের না কেন নয়নে। পুঞ্জীকৃত পাপ হইবে বিনাশ, পরিতৃপ্ত হবে আশার পিয়াস, মনস্তামরস প্রফুল্ল মানসে, সঁপ রে তাঁর চরণে! ৬

পুরবী—ঠেকা।

সবে মিলে সমস্বরে ডাক সেই পরাৎপরে। ডাক তাঁরে ত্রাহি ব'লে, ডাক তাঁরে প্রাণ ভরে। শুভ সন্ধ্যা সমাগমে, মগ্ন হও সেই নামে, বাজিছে যে নামধ্বনি গগনে গিরি-কন্দরে। সবে মিলে শান্ত চিতে, ভজ সে অচ্যুতাচ্যুতে, ভজনা হইছে যাঁর গির্জ্জা মসজিদ্ মন্দিরে। ৭

ভৈরবী—যৎ।

প্রভু কোথা হে পাইব তুলনা তোমার। তোমা বিনে হেরি নাথ, সকলি আঁধার। পাপী ব'লে ঘৃণা করে, ত্রিজগত ত্যজে যারে, কোলে নিয়ে তুমি তারে কর ভবে পার। কেহই নাহি যাহার, তুমিই সর্ব্বস্ব তার, তাই দিনবন্ধু নাম গাইছে সংসার। ৮

ঝিঝিট—একতালা।

তার হে দিনবন্ধু দয়াল পাতকী-জন-তারণ। এই যে দেখিছি সুরম্য ভুবন, কিছুই ইহার নহে পুরাতন, ইচ্ছা তব হ'ল সৃজিলে বিশ্ব, জয় দেব ভব-কারণ। তোমার রচনা নিরখি নয়ন, সুখ-নীরে সদা করে সন্তরণ, আদি কবি তুমি, অনাদি নাথ, জয় দেব জগজীবন। নিশীথে দিবসে তোমার গুণ গায় চন্দ্র তারা তপন পবন, গায় হে তোমারে জলদজাল,

জয় দেব ভুবনপাবন। তরাইতে পাপী বিনা শ্রীচরণ, কি আছে হে আর হে ভয়হরণ। ডুবে পাপার্ণবে ডাকি হে তোমা, জয় দেব জীবপাবন। ৯

মনোহরসই—লোফা।

আজ হ'তে, তোমার হাতে, আমি সঁপিলাম আমায়! ওহে দেখো যেন, দীন দুঃখী প্রাণে রক্ষা পায়। আমার নিশি দিন, বিষাদে হে সমভাবে যায়। বল এ আগুন, তোমা বিনে, কে আর নিবায়। ও হে অন্তর্যামী, কি আর আমি, জানাব তোমায়। তুমি দেখিতেছ কৃপানিধি, আছি যে দশায়। আমার এই মিনতি, অন্তে রেখ চরণ-ছায়ায়। তোমায় দেখিতে দেখিতে যেন প্রাণ বাহিরায়। ১০

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(জীবনী ২য় খণ্ড সঙ্গীত-সার-সংগ্রহে ১১১৬ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

আর কেন, আর কেন। দলিত কুসুমে বহে বসন্ত সমীরণ। ফুরায়ে গিয়েছে বেলা, এখন এ মিছে খেলা, নিশান্তে মলিন দীপ কেন জ্বলে অকারণ। অশ্রু বহে ফুরায়েছে [illegible] জুড়াতে এলে! অশ্রুভরা হাসিভরা নবীন নয়ন ফেলে। এই লও, এই ধর, এ মালা তোমরা পর, এ খেলা তোমরা খেল সুখে থাক অনুক্ষণ॥ ১

ভৈরবী—ঝাঁপতাল।

কেন এলি রে, ভালবাসিলি, ভালবাসা পেলিনে! কেন সংসারেতে উঁকি মেরে চলে গেলি নে! সংসার কঠিন বড় কারেও সে ডাকে না, কারেও সে ধ'রে র'খে না। যে থাকে সে থাকে আর যে যায় সে যায়, কারও তরে ফিরেও না চায়! হায় হায় এ সংসারে যদি না পুরিল আজন্মের প্রাণের বাসনা, চলে যাও ম্লানমুখে ধীরে ধীরে ফিরে যাও, থেকে যেতে কেহ বলিবে না। তোমার ব্যথা, তোমার অশ্রু তুমি নিয়ে যাবে আর ত কেহ অশ্রু ফেলিবে না। ২

ভৈরবী—একতালা।

আমি, নিশি নিশি কত রচিব শয়ন আকুল নয়ন রে! কত, নিতি নিতি বনে করিব যতনে কুসুম চয়ন রে! কত, শরদ যামিনী হইবে বিফল বসন্ত যাবে চলিয়া! কত, উদিবে

তপন আমার বসন্ত প্রভাতে যাইবে চলিয়া! এই, যৌবন কত রাখিব বাঁধিয়া, মরিব কাঁদিয়া রে! সেই চরণ পাইলে মরণ মানিব, সাধা সাধিয়া রে! আমি কার পথ চাহি এ জনম বাহি কার দরশন যাচি রে; যেন আসিবে বলিয়া কে গেছে চলিয়া তাই আমি বসে আছি রে! তাই, মালাটি গাঁথিয়া পরেছি মাথায়, নীলবাসে তনু ঢাকিয়া, তাই, বিজন আলয়ে প্রদীপ জ্বালায়ে, একেলা র'য়েছি জাগিয়া! ওগো, তাই কত নিশি চাঁদ ওঠে হাসি তাই কেঁদে যায় প্রভাতে। ওগো, তাই ফুল-বনে মধু-সমীরণে ফুটে ফুল কত শোভাতে! ওই, বাঁশি স্বর তার আসে বারে বার সেই শুধু কেন আসে না! এই, হৃদয়-আসন শূন্য পড়ে থাকে, কেঁদে মরে শুধু বাসনা! মিছে, পরশিয়া কায় বায়ু বহে যায় বহে যমুনার লহরী কেন, কুহু কুহু পিক কুহরিয়া ওঠে যামিনী যে ওঠে শিহরি! ওগো, যদি নিশি-শেষে আসে হেসে হেসে, মোর হাসি আর রবে কি! এই জাগরণে ক্ষীণ বদন মলিন, আমারে হেরিয় কবে কি। আমি, সারা রজনীর গাঁথা ফুলমালা প্রভাতে চরণে ঝরিব, ওগো, আছে সুশীতল, যমুনার জল দেখে তাহে আমি মরিব। ৩

বেহাগ—কাওয়ালী।

প্রমোদে ঢালিয়া দিনু মন তবু কেন প্রাণ কাঁদেরে। চারিদিকে হাসিরাশি তবু-প্রাণ কেন কাঁদেরে। আন সখি! বীণা আন, প্রাণ খুলে কর গান, নাচ সবে মিলে ঘিরি ঘিরি ঘিরিয়ে তবু প্রাণ কেন কাঁদেরে? বীণা তবে রেখে দে গান আর গাস্‌নে কেমনে যাবে বেদনা? কাননে কাটাই রাতি, তুলি ফুল মালা গাঁথি, জোছনা কেমন ফুটেছে, তবু প্রাণ কেন কাঁদেরে। ৪

বেহাগ—তাল ফেরতা।

মধুর মিলন। হাসিতে মিলেছে হাসি নয়নে নয়ন। মরমর মৃদুবাণী মর-মর মরমে কপোলে মিলায় হাসি সুমধুর সরমে; নয়নে স্বপন। তারাগুলি চেয়ে আছে, কুসুম গাছে গাছে, বাতাস চুপি চুপি ফিরিছে কাছে কাছে; মালাগুলি গেঁথে নিয়ে আড়ালে লুকাইয়ে, সখীরা নেহারিব দোঁহার আনন, হেসে আকুল হ'ল বকুল কানন (আমরি মরি)। ৫

খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

ঐ আঁখি রে! ফিরে ফিরে চেও না, ফিরে যাও, কি আর রেখেছ বাকি রে! মরমে কেটেছ সিঁধ, নয়নের কেড়েছ নিদ, কি সুখে পরাণ আর রাখি রে! ৬

—

বিভাস—একতালা।

বঁধু, তোমায় করব রাজা তরুতলে, বনফুলের বিনোদ-মালা দেব গলে! সিংহাসনে বসাইতে, হৃদয়খানি দেব পেতে, অভিষেক করব তোমায় আঁখিজলে। ৭

—

মিশ্র ইমন—কাওয়ালি।

এখনো তারে চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশি শুনেছি, মন প্রাণ যাহা ছিল দিয়ে ফেলেছি। শুনেছি মুরতি কালো, তারে না দেখাই ভালো, সখি! বল, আমি জল আনিতে যমুনায় যাব কি! শুধু স্বপনে এসেছিল সে, নয়ন-কোণে হেসেছিল সে—সে অবধি, সই! ভয়ে ভয়ে রই, আঁখি মেলিতে ভেবে সারা হই। কানন-পথে যে খুসি সে যায়, কদমতলে যে খুসি সে চায়, সখি! বল, আমি আঁখি তুলে কারো পানে চাব কি! ৮

—

মিশ্র—কাওয়ালি।

ওগো, তোরা কে যাবি পারে। আমি তরী নিয়ে বসে আছি নদী-কিনারে। ওপারেতে উপবনে কত খেলা কত জনে, এ পারেতে ধূ ধূ মরু বারি বিনা রে। এইবেলা বেলা আছে আয় কে যাবি! মিছে কেন কাটে কাল কত কি ভাবি! সূর্য্য পাটে যাবে নেমে, সুবাতাস যাবে থেমে, খেয়া বন্ধ হ'য়ে যাবে সন্ধ্যা আঁধারে। ৯

—

মিশ্র—একতাল।

তবু মনে রেখো, যদি দূরে যাই চলে! যদি পুরাতন প্রেম ঢাকা পড়ে যায় নব প্রেমজালে। যদি থাকি কাছাকাছি, দেখিতে না পাও ছায়ার মতন আছি না আছি। তবু মনে রেখো। যদি জল আসে আঁখি-পাতে, একদিন যদি খেলা থেমে যায় মধু-রাতে, এক দিন যদি বাধা পড়ে কাজে শরদ-প্রাতে। তবু মনে রেখো। যদি পড়িয়া মনে, ছল ছল জল নাই দেখা দেয় নয়ন কোণে, তবু মনে রেখো॥ ১০

—

কানাড়া—কাওয়ালি।

আমার পরাণ ল'য়ে কি খেলা খেলাবে, গো পরাণ-প্রিয়! কোথা

হতে ভেসে কূলে লেগেছে চরণ-মূলে, তুলে দেখিয়ো। এ নহে গো তৃণদল ভেসে-আসা ফুল ফল, এ যে ব্যথাভরা মন, মনে রাখিয়ো। কেন আসে কেন যায় কেহ না জানে, কেবা আসে কার পাশে কিসের টানে! রাখ যদি ভালবেসে চিরপ্রাণ পাইবে সে, ফেলে যদি যাও তবে বাঁচিবে কি ও! ১১

ইমন কল্যাণ—ঝাঁপতাল।

বঁধুয়া অসময়ে কেন হে প্রকাশ! সকলি যে স্বপ্ন ব'লে হ'তেছে বিশ্বাস। চন্দ্রাবলীর কুঞ্জে ছিলে, সেথায় ত সোহাগ মিলে, এরি মধ্যে মিটিল কি প্রণয়েরি আশ! এখনো ত নিশিশেষে উঠেনিকো শুকতারা। এখনো ত রাধিকার শুকায়নি অশ্রুধারা! সেথাকার কুঞ্জগৃহে পুষ্প ঝরে গেল কি হে চকোর হে সেই চন্দ্রমুখে ফুরায়ে কি গেল হাস? ১২

গৌড়সারং—যৎ।

আঁধার শাখা উজল করি, হরিত পাতা ঘোমটা পরি, বিজন বনে মালতী বালা আছিস্ কেন ফুটিয়া? শোনাতে তোরে মনের ব্যথা, শুনিতে তোর মনের কথা, পাগল হ'য়ে মধুপ কভু আসে না হেথা ছুটিয়া। মলয় তব প্রণয় আশে, ভ্রমে না হেথা আকুল শ্বাসে, পায় না চাঁদ দেখিতে তোর সরমে মাথা মুখানি! শিয়রে তোর বসিয়া থাকি, মধুর স্বরে বনের পাখী, লভিয়া তোর সুরভি শ্বাস যায় না তোরে বাখানি! ১৩

হাম্বীর—কাওয়ালি।

হোলনা লো, হোলনা সই!
(হায়) মরমে মরমে লুকান' রহিল, বলা হ'লনা, বলি বলি বলি তারে কত মনে করিনু হ'লনা লো হ'লনা সই! না কিছু কহিল, চাহিয়া রহিল, গেল সে চলিয়া, আর সে ফিরিল না, ফিরাব ফিরাব ব'লে কত মনে করিনু হ'লনা লো হ'লনা সই! ১৪

সিন্ধু ভৈরবী—কাওয়ালি।

হা' সখি, ও আদরে আরো বাড়ে মনোব্যথা! ভাল যদি নাহি বাসে, কেন তবে কহে প্রণয়ের কথা। মিছে প্রণয়ের হাসি, বোলো তারে ভাল নাহি বাসি, চাইনে মিছে আদর তাহার, ভালবাসা চাইনে, বোলো বোলো স্বজনি লো তারে, আর যেন সে লো আসেনাকো হেথা। ১৫

মিশ্র ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

সখা হে, কি দিয়ে আমি তুষিব তোমায়? জর জর হৃদয় আমার মর্ম্ম বেদনায়, দিবানিশি অশ্রু ঝরিছে সেথায়। তোমার মুখে সুখের হাসি আমি ভালবাসি, অভাগিনীর কাছে পাছে সে হাসি লুকায়॥ ১৬

জয়জয়ন্তি—কাওয়ালি।

এতদিন পরে সখি, সত্য সে কি হেথা ফিরে এল? দীনবেশে ম্লানমুখে কেমনে অভাগিনী যাবে তার কাছে সখিরে? শরীর হ'য়েছে ক্ষীণ, নয়ন জ্যোতিহীন, সবি গেছে, কিছু নাই, রূপ নাই হাসি নাই, সুখ নাই, আশা নাই, সে আমি আর আমি নাই, না যদি চেনে সে মোরে, তাহ'লে কি হবে? ১৭

বেহাগ—কাওয়ালি।

মনে র'য়ে গেল মনের কথা, শুধু চোখের জল প্রাণের ব্যথা। মনে করি দুটি কথা বলে যাই, কেন মুখের পানে চেয়ে চলে যাই, সে যদি চাহে মরি যে তাহে, কেন মুদে আসে আঁখির পাতা। ম্লান মুখে সখি, সে যে চলে যায়, ও তারে ফিরায়ে ডেকে নিয়ে আয়, বুঝিল না সে যে কেঁদে গেল, ধূলায় লুটাইল হৃদয়-লতা। ১৮

ভৈরবী—কাওয়ালি।

কত দিন এক সাথে ছিনু ঘুম-ঘোরে, তবু জানিতাম নাকো ভাল বাসি তোরে। মনে আছে ছেলে-বেলা কত যে খেলেছি খেলা, কুসুম তুলেছি কত দুইটী আঁচল ভোরে। ছিনু সুখে যত দিন, দুজনে বিরহ হীন, তখন কি জানিতাম ভালবাসি তোরে? অবশেষে এ কপাল ভাঙ্গিল যখন, ছেলে-বেলাকার যত ফুরাল স্বপন, লইয়া দলিত মন হইনু প্রবাসী, তখন জানিনু সখি, কত ভালবাসি। ১৯

টোড়ি—ঝাঁপতাল।

কাছে তার যাই যদি, কত যেন পায় নিধি, তবু হরষের হাসি ফুটে ফুটে ফুটে না। কখন বা মৃদু হেসে, আদর করিতে এসে, সহসা সরমে বাধে মন উঠে উঠে না। রোষের ছলনা করি, দূরে যাই, চাই ফিরি, চরণ বারণ তরে উঠে উঠে উঠে না॥ কাতর নিশ্বাস ফেলি, আকুল নয়ন মেলি চাহি থাকে, লাজ-বাঁধ তবু টুটে টুটে না। যখন ঘুমায়ে থাকি, মুখ পানে মেলি আঁখি চাহি থাকে,

খি দেখি সাধ যেন মিটে না, সহসা
ঠিলে আখি; তখন কিসের লাগি,
য়েতে মরে গিয়ে কথা যেন ফুটে
! লাজময়ি ! তোম চেয়ে, দেখিনি
াজুক মেয়ে, প্রেম-বরিষার স্রোতে
াজ তবু টুটে না। ২০

খট—একতালা।

বলিগো সজনি ! যেওনা যেওনা
ার কাছে আর যেওনা যেওনা, সুখে
দ র'য়েছে সুখে সে থাকুক, মোর
থা তারে বোলনা বোলনা ! আমারে
খন ভাল সে না বাসে, পায়ে
রিলেও বাসিবে না সে, কাজ কি,
াজ কি. কাজ কি সজনি, মোর তরে
ারে দিও না বেদনা ! ২১

জয়জয়ন্তী।

তোমারি তরে মা সঁপিনু দেহ,
তোমারি তরে মা সঁপিনু প্রাণ,
তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে,
এ বীণা তোমারি গাইবে গান !
যদিও এ বাহু অক্ষম, দুর্ব্বল তোমারি
কার্য্য সাধিবে, যদিও এ অসি -কলঙ্কে
মলিন, তোমারি পাশ নাশিবে। যদিও
হ দেবি ! শোণিতে আমার কিছুই
তোমার হবে না—তবুও গো মাতা
ারি তা ঢালিতে, একতিল তব কলঙ্ক
ক্ষালিতে, নিভাতে তোমার যাতনা !
যদিও জননি, যদিও আমার এ বীণায়
কিছু নাহিক বল, কি জানি যদি মা
একটী সন্তান জাগি ওঠে শুনি এ
বীণা-তান ! ২৩

সিন্ধু—কাওয়ালি।

আমায়, বোলো না গাহিতে বোলো
না। এ কি, শুধু হাসি খেলা প্রমো-
দের মেলা, শুধু মিছে কথা ছলনা !
আমায়, বোলো না গাহিতে বোলো
না ! এ যে নয়নের জল, হতাশের
শ্বাস, কলঙ্কের কথা, দরিদ্রের আশ,
এ যে, বুকফাটা দুখে, গুমরিছে বুকে,
গভীর মরম বেদনা ! এ কি, শুধু মিছে
কথা ছলনা ! আমায়, বলো না
গাহিতে বোলো না ! এসেছি কি
হেথা যশের কাঙালি, কথা গেঁথে
গেঁথে নিতে করতালি, মিছে কথা
ক'য়ে মিছে যশ ল'য়ে, মিছে কাযে
নিশি যাপনা। কে জাগিবে আজ,
কে করিবে কাজ, কে ঘুচাতে চাহে
জননীর লাজ. কাতরে কাঁদিবে, মায়ের
পায়ে দিবে সকল প্রাণের কামনা।
এ কি, শুধু হাসিখেলা, প্রমোদের
মেলা, শুধু মিছে কথা, ছলনা !
আমায়, বোলো না গাহিতে বোলো
না। ২৩

গৌড়—মল্লার।

ঢাকো রে মুখচন্দ্রমা! জলদে; বিহগেরা থামো থামো; আঁধারে কাঁদ গো তুমি ধরা! গা'বে যদি গাও রে সবে, গাও রে শত অশনি মহানিনাদে, ভীষণ প্রলয় সঙ্গীতে জাগাও জাগাও জাগাও রে এভারতে। বনবিহঙ্গ তুমি ও সুখ গীত গেওনা প্রমোদ-মদিরা ঢালি প্রাণে প্রাণে, মল্লিকা মালিকা এত গাঁথিছে এত হরষে? ছিঁড়ে ফেল বীণা, আজি বিষাদের দিনে। ২৪

বাহার।

অয়ি বিষাদিনী বীণা! আয় সখি, গা লো সেই সব পুরাণো গান, বহুদিনকার লুকানো স্বপনে, ভরিয়া দে না লো আঁধার প্রাণ! হা রে হত বিধি! মনে পড়ে তোর, সেই এক দিন ছিল,—আমি আর্য্যলক্ষ্মী, এই হিমালয়ে এই বিনোদিনী বীণা করে ল'য়ে যে গান গেয়েছি, সে গান শুনিয়া—জগৎ চমকি উঠিয়াছিল! আমি অর্জ্জুনেরে, আমি যুধিষ্ঠিরে করিয়াছি স্তন দান, এই কোলে বসি বাল্মীকি কোরেছে পুণ্য রামায়ণ গান; আজ অভাগিনী, আজ অনাথিনী ভয়ে ভয়ে ভয়ে লুকা'য়ে লুকা'য়ে, নীরবে নীরবে
কাঁদি, পাছে জননীর রোদন শুনি
একটী সন্তান উঠে রে জাগিয়া
কাঁদিতেও কেহ দেয় না বিধি! হ
বিধাতা জানে না তাহারা, সে দি
গিয়াছে চলি, যে দিন মুছিতে বি
অশ্রুধার কত না করিত সন্তান আমা
কত না শোণিত দিত রে ঢালি। ২৫

জয়জয়ন্তি—ঝাঁপতাল।*

গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপ
জলে, তারকামণ্ডল চমকে মো
রে। ধূপ মলয়ানিল, পবন চা
করে, সকল বনরাজি ফুটন্ত জ্যো
রে। কেমন আরতি হয় ভব-খণ্ড
তব আরতি, অনাহত শব্দ বাজন্ত
ভেরি রে। ২৬

রাগিণী বেহাগ—তাল যৎ।

কেন জাগে না, জাগে না অব
পরাণ। নিশিদিন অচেতন ধূলি
শয়ান। জাগিছে তারা নিশী
আকাশে, জাগিছে শত অনিমে
নয়ান। বিহগ গাহে বনে ফুটে ফুল
রাশি, চন্দ্রমা হাসে সুধাময় হাসি

---

* এই গীতটী গুরু নানকের 'গগনময় থা
নামক গীতের অনুবাদ। উক্ত গীত ২য়
সঙ্গীত-সার-সংগ্রহে ১১১৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

ব মাধুরী কেন জাগে প্রাণে না, কন হেরি না তব প্রেম-বয়ান। াই জননীর অযাচিত স্নেহ, ভাই গিনী মিলি মধুময় গেহ। কত ভাবে দা তুমি আছ হে কাছে, কেন করি তামা হতে দূরে প্রয়াণ। ২৭

াগিণী কর্ণাটী খাম্বাজ—তাল ফেরতা।

আজি শুভ দিনে, পিতার ভবনে, মৃতসদনে চল যাই। চল চল চল াই। না জানি সেথা কত সুখ মলিবে, আনন্দের নিকেতনে, চল চল ল ভাই। মহোৎসবে ত্রিভুবন াতিল, কি আনন্দ উথলিল; চল চল ল ভাই। দেবলোকে উঠিয়াছে জয় ান, গাহ সবে একতান বল সবে য় জয়। ২৮

দেশ—একতালা।

যাদের চাহিয়ে তোমারে ভুলেছি, ারা তো চাহে না আমারে, তারা াসে তারা চলে যায় দূরে, ফেলে ায় মরু-মাঝারে। দুদিনের হাসি দিনে ফুরায় দীপ নিভে যায় াধারে; কে রহে তখন মুছাতে য়ন, ডেকে ডেকে মরি কাহারে। াহা পাই তাই ঘরে নিয়ে যাই, াপনার মন ভুলাতে; শেষে দেখি হায়! ভেঙে সব যায়, ধূলো হ'য়ে যায় ধূলাতে। সুখের আশায় মরি পিপাসায়, ডুবে মরি দুঃখপাথারে; রবি শশি তারা, কোথা হয় হারা, দেখিতে না পাই তোমারে। ২৯

ধুন ঠুংরি।

অন্ধজনে দেহ আলো মৃতজনে দেহ প্রাণ। তুমি করুণামৃত সিন্ধু কর করুণা-কণা দান? শুষ্ক হৃদয় মম, কঠিন পাষাণ সম, প্রেম-সলিল ধারে সিঞ্চহ শুষ্ক নয়নে। যে তোমারে ডাকে না হে তারে তুমি ডাক ডাক, তোমা হ'তে দূরে যে যায় তারে তুমি রা'খ রা'খ; তৃষিত যে জন ফিরে, তব সুধা-সাগর তীরে, জুড়াও তাহারে স্নেহ-নীরে সুধা করাও হে পান! তোমারে পেয়েছিনু যে, কখন হারানু অবহেলে, কখন ঘুমাইনু হে, আঁধার হেরি আঁখি মেলে; বিরহ জানাইব কায়, সান্ত্বনা কে দিবে হায়, বরষ বরষ চলে যায়। হেরিনি প্রেম-বয়ান,—দরশন দাওহে দাওহে দাও, কাঁদে হৃদয় ম্রিয়মাণ। ৩০

পাশ। ভৈরবী—ঠুংরি।

বরিষ ধরা মাঝে শান্তির বারি। শুষ্ক হৃদয় ল'য়ে আছে দাঁড়াইয়ে, ঊর্দ্ধ-

মুখে নরনারী। না থাকে অন্ধকার, না থাকে মোহ পাপ, না থাকে শোক পরিতাপ। হৃদয় বিমল হোক্, প্রাণ সবল হোক্, বিঘ্ন দাও অপসারি। কেন এ হিংসা দ্বেষ, কেন এ ছদ্মবেশ, কেন এ মান অভিমান! বিতর বিতর প্রেম পাষাণ হৃদয়ে, জয় জয় হোক্ তোমারি! ৩১

রাজকৃষ্ণ রায়।

(জীবনী ২য় খণ্ড সঙ্গীত-সার-সংগ্রহে ১২০১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

মিশ্র—একতালা।

রতন আসনে রতন-ভূষণে যুগল রতন রাজে। চরণে নূপুর, আহা কি মধুর রুণু ঝুনু ঝুনু বাজে॥ সবে আঁখি ভরি হেরিয়ে মাধুরী, প্রাণ ভরিয়ে বল হরি হরি, সুমধুর তানে হরিগুণ গানে নাচিব মধুর সাজে॥ ১

ঝিঁঝিট—একতালা।

নধর অধরে আধ সুধাধারা ঢালি শশধর লুকাল সই! আমি যে পিয়াসী চকোরী অধীর, সুধার পিয়াসা মিটিল কই! চাঁদ-বদনে বদন রাখি, অধর সুধা অধরে মাখি, প্রেম সোহাগে ঘুমায়ে থাকি, সে আশা মিটিল না; হতাশ-প্রাণে, আকাশ পানে, কেবল চাহিয়ে রই। ২

কানেড়া—আড়াঠেকা।

কে জানে তোমার চক্র, চক্রিভু[illegible] বিভুষণ। কাহারে হাসাও তু[illegible] করাও কারে রোদন॥ আজি [illegible] সিংহাসনে, কালি সে ভ্রমে কান[illegible] নিরখি অযোগ্য জনে, কলঙ্কি[illegible] সিংহাসন। মুহূর্তেক পরে পুনঃ, তেমন সে তেমন, স্বপনে মিশি স্ব[illegible] ধাঁ ধাঁ দেয় অনুক্ষণ। ভব চক্র ই[illegible] জালে, কত দেখি কালে কালে, লিখেছ যার ভালে, কৌশলে [illegible] পূরণ॥ ৩

বেহাগ।

(ওরে) এনে দে তারে। য[illegible] না দেখিলে, পলকে প্রলয়, ভা[illegible] নয়নধারে॥ একে একে দিন য[illegible] তবু সে না আসে হায়, কে বু[illegible] ধ'রেছে তায়, বধিতে আমা[illegible] করেছি কি অপরাধ, কে হেন সা[illegible] বাদ, পাতিয়ে মন্ত্রের ফাঁদ কাঁদা[illegible] আমায়; জীবন আকুল হ'ল, ন[illegible] ঝরিছে জল, হ'তেছে মন চঞ্চল, [illegible] তা কাহারে। ৪

সিন্ধু—[illegible]।
যারে [illegible] ও কেউ ভালবাসা
সনে। যদিও সর্ব্বস্ব দিস্ তবু
ালবাসা দিস্‌নেরে ভালবাসা অমূল্য-
, এর যোগ্য বিশ্বাসী জন, অবি-
াসার করে দিয়ে, এর অপমান
রিস্‌নে॥ যে কেউ ভালবাসে
ারে, পরখ কর্ তায় নিক্তি ধ'রে,
ব ভালবাসিস্ তারে, তা নইলে
লিস্‌নে॥ আগু পিছু না ভাবিলে,
ামার মত পলে পলে, ভাসতে হবে
ন-জলে, রূপ দেখে মজিস্‌নে॥ ৫

ালেংড়া রামকেলি—জলদ একতালা।
আয় সারি সারি, মিথিলার নারী
ানার গাগরী ভরিয়ে জলে। হুলু-
নি দিয়ে, আয় আয় ধেয়ে, চাঁদ-
াড়া ছেলে লইয়ে কোলে। জনক-
ুমারী, যায় ধীরি ধীরি, চায় ফিরি
রি আপনা ভুলে। আয় লো সকলে
খলো সকলে, পরাণ ভরিয়ে, নয়ন
লে। ৬

ভৈরবী—চৌতাল।
প্রভাত হইল, ভুবন গাইল, জয়
য় জয় রাম। আকাশ ছায়ায়, উষা
তী গায়, শ্রীরাম মধুর নাম। শতদল
লে, ফোটে পদ্মিদলে, রাম রাম বলে
অলি। রামনাম শুনে উদেশে নলিনী,
রাম পায়ে পড়ে ঢলি। ফোটে শাখে
শাখে, ফুল থাকে থাকে, পাখি বলে
রাম রাম বুলি। আগরে সকলে,
রাম রাম ব'লে, ভকতি-কপাট খুলি। ৭

বেহাগ—দাদরা।
ফুটলো কলি; জুটলো অলি,
ছুটলো নতুন প্রেমের ধারা। রবির
করে, চাঁদের করে, কোচ্চে খেলা
দিচ্চে ধরা॥ তমাল ডালে, হেলে
দুলে, উঠলো লতা সোণার পারা।
নীল আকাশে, চল্‌লো ভেসে, কিরণ-
ভরা উজল তারা। ৮

কীর্ত্তন।
হরিনামে পাষাণ গলে, মা গো,
আমার কিসের ভয়? যখন বস্‌বো
গিয়ে পিতার কোলে, বল্‌বো হরি বাহু
তুলে, পিতাও আমার ও মা,—হরি-
নামে যাবে ভুলে। তুমিও আমার মা,
—হরিও আমার মা,—মায়ের কাছে
বল্‌বো হরি, হরির কাছে বল্‌বো মা।

কীর্ত্তন।
কোথায় আছ হে পদ্মপলাশ-
লোচন,—(হরি হে। আমার প্রাণের
হরি।) মরি তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু

সাধ পুরিল না হে,—সাধের হরিংলা আধা র'য়ে গেল - মুকুল জীবন আর্জ অকূল পাথারে, ভেসে গেল—ভেসে গেল হে—ও কাঙ্গালের নাথ! যায় যাক্, তায় ক্ষতি নাই, কেবল এই চাই হরি! এই চাই—যেন তোমার চরণে শান্তি পাই। ১০

—

কীর্ত্তন।

পিতা! একবার হরি হরি বল, মনের সুখে হরি বল, প্রাণের সুখে হরিবল, পিতা; যে মুখে দাও গালাগালি—আমার হরিকে হে সেই মুখে একবার হরিবল—হরি হরি হরি বল।

—

কীর্ত্তন।

প্রহ্লাদ আমার গুরুর গুরু, এমন গুরু আর পাব না। এই গুরুর কৃপায় জগৎগুরুর—নাম জেনেছি আর ভুলি না। হরিবল মন! ভক্তি ভরে, বিপদ-সাগরে যাবি তরে, ভবের শ্মশান থাকুবে দূরে, পাপে-মরা আর রব না;—ইহলোকেই স্বর্গ পাব, ঘুচে যাবে যম যাতনা॥ ১২

—

কীর্ত্তন।

ও মা! হরি হরি বল না? প্রাণের ভয় ভেব না, হরি-পদ ভাব না। হরিনামে বিপদ ঘোচে, মরণ ছুঁলে জীবন বাঁচে, ঐ মা, হরি দাঁড়ায়ে আছে, নয়ন মুদে দেখ না? হরি হরি হরি বোলে পিতার কাছে চল না॥ ১

—

কীর্ত্তন।

আহা আয়রে বাছা, আয় কোলে আয়, একবার চুম্বিব ও চাঁদবদন খানি ওহে ভক্ত চূড়ামণি! আমায় বেঁধে ছিস্ বাপ! ভক্তিডোরে আমি যাই না কোথা ছেড়ে তোরে, হেরে তোরে ভাসি প্রেমসাগরে। বাছা! তোর মত না হ'লে পরে, কোন্ জীব পায় আমারে? মনের সুখে না ডাকিলে প্রেমের হরি নাহি মিলে। যে জন মনে ভুলে, মুখে ডাকে, আমার প্রেম চায় না তাকে, যে জন তোমার মত —বাছারে,—তোমার মত ডাকে ভক্তি ভরে, বাঁধা আমি তার দুয়ারে॥ ১৪

—

ঠুংরী।

সাপে বাঁদরে খেলা করে, ওরে নয়া নয়া সাপ। ঢোড়া বোড়া ঘোড় ঘোড়া বিশ হাত লম্বা চক্রো-ছাড়া ফোঁস্ ফোঁস্ গোখরো, ফোঁস্ ফোঁ কেউটে, দু মুখো সাপ, তে মুখো সাপ ছ মুখো সাপ তিনুটে; খোয়ে গোখরো দোয়ে গোখরো, কলারে গোখুরো

ঃচংরা ওগো, বেঁধে যাগো জেঁধে। আমার সাধের পাঁচ পাঁচ গাঁ, বেরঙের হিলি মিলি গা। ওগো পে বাঁদরে খেলা করে। ১৫

আনন্দচন্দ্র মিত্র।

বিক্রমপুর জেলার অন্তঃপাতী যোগিনী নামক গ্রামে ইঁহার জন্ম। ইনি একজন সুলেখক। ইঁহার বিত্বশক্তি যথেষ্ট পরিমাণে পরিস্ফুত হয়। ইঁহার রচিত 'ভারত-শান মাঝে আমি রে বিধবা-বালা' টী সর্ব্বজন-পরিচিত ইঁহার রচিত নক গানে 'পথিক' ভণিতা আছে।

ঝুমঝিঝিট—পোস্ত।

রত-শ্মশান-মাঝে, আমিরে বিধবা বা! বিষের মূরতি ক'রে বিধি মায় পাঠাইলা। জানি না কেমন ত, মনে নাই রে সে মূরতি; তথাপি তী হ'য়ে পেটে অন্ন নাই দু বেলা। াহ কি তাও জানিনে, কেবল মাত্র ড় মনে, অনিচ্ছাতে শৈশবেতে লেছি এক দুঃখের খেলা। পিতা া নিদয় হ'য়ে, পরের হাতে সঁপে র; ছিঁড়ে নিয়ে কোমল কলি, কে গাঁথিল মালা। না বুঝিলেম ভালবাসা, নাহি সুখ নাহি আশা; কারে ক'ব এ দুর্দ্দশা, কে বুঝিবে মর্ম্মজ্বালা। পথিক বলে দেশাচারে, গেল ভারত ছারেখারে; প পিষ্ট ভারতবাসী, পাষাণ হ'য়ে না দেখিলা॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

কোথায় রহিলে সব, ভারত-ভূষণ; একবার এসে দুঃখিনীরে কর দরশন সুরম্য কুসুমবন, দাবানলে দহে যেন, নিষ্ঠুর শ্বাপদ পদে করিছে দলন। কোথা রাম রঘুমণি বীরত্ব-ধীরত্ব খনি, কোথা সীতা, কোথা সতী ভারতের প্রাণধন; কোথা ভীষ্ম ভীমার্জ্জুন, কোথা যোগী ঋষিগণ, কোথা সেই নবরত্ন অমূল্যরতন। অজ্ঞানতা-অন্ধকারে, অধীনতা-পারাবারে, ভাসিছে ভারত ঐ, ভরসা নাহি সংসারে; জননীর এ যাতনা, কেউ দেখেও দেখে না, পথিক বলে সবে মোহ-নিদ্রায় মগন। ২

বিভাস—ঝাঁপতাল

উঠ উঠ উঠ সবে, ভারত-সন্তান গণ; থেকো না থেকো না আর, মোহ নিদ্রায় অচেতন। পোহাইল দুঃখ নিশি, সুখ-সূর্য্য ঐ রে; পথিক বলে হাসিতেছে দেখ রে মেলে নয়ন।

ঘোরতম অন্ধকার, প্রাণ নিশাচর আর, ঐ দেখ পোহাইল, আর দুঃখ রবে না। জ্ঞানালোক প্রকাশিল সুপবন বহিল ভারত-কাননে ডাকে, আশা-বিহঙ্গিনী-গণ। সুপ্রভাতে শুভক্ষণে, চল সবে সযতনে, আলস্য-ঔদাস্য-বশে আর থেকো না; প্রেমের পতাকা তুলি বিভুপদ স্মরি রে; ভাসাও জীবন-তরী কর শীঘ্র আয়োজন। ৩

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠুংরি।

কত প্রিয়তম, কে বুঝিতে পারে, সুখ-জন্মভূমি, জননীসম রে। শ্যামল সুন্দর, মনচিত্ত-হর, প্রীতিপূর্ণিত রূপ অনুপম রে। কিবা দূর দেশে, কিবা স্বপ্নাবেশে, হেরি ঐ মূরতি, হৃদয়-কন্দরে। জনক জননী, সুখ-স্পর্শমণি, বিরাজিত যে সুখ-রত্নাকরে। কিবা স্নেহমাখা, যত বাল্য-সখা, ছিল পুষ্পিত যে বনে থরে থরে। প্রিয় প্রণয়িনী, প্রেম-কমলিনী, হ'লো বিকশিত যেই সুখ-সরে। সে সুখ-সরসে পরিমল আশে, তৃষিত মানস-মরাল বিহরে। সেই পুণ্য-দেশে, ফল ফুলে হাসে, কল্প-কানন এ অবনী-মাঝারে। সে দেশের তরে, দু-নয়ন ঝরে, হেরি ভগ্ন-দশা হৃদয় বিদরে। ৪

বেহাগ—আড়াঠেকা।

একাকী কাননে বসি, কে তু বল বরবি। রূপে সুন্দর অতি, রসে রসবতী, শত কোটি চন্দ্র-নি প্রভাময় মুখখানি॥ নাহি কোন অ স্কার মণি মুক্তা চন্দ্রহার, লাবণ্য অপার, বনফুলে সুশোভিনী॥ বি মলিন বেশ, বল কি ভাবিছ ব নয়ন-জলে যাও ভেসে, কোন্ দু বিনোদিনি! ছাড় ঐ জীর্ণ ব ত্বরা লহ মাল্য অসি, আমি যাহা ব বাসি, সাজ রণ-বিলাসিনী॥ প বলে মাতৃভাষা, হায় তোমার এ দু কত দিনে মনের আশা, পূর্ণ নাহি জানি॥ ৪

ঝিঁঝিট—আড়া।

ভারতনারীর দশা ভাবিতে বিদরে; দেখে বিষাদ-মূরতি দু অশ্রু ঝরে। রূপে গুণে অতুলনা, ভারত ললনা, দলিত কুসুমসম দরে অত্যাচারে। যে দেশে সা জনা, সীতা, দময়ন্তী, খনা জন্মে সেই দেশ ঢেকেছে কি অন্ধকা ভারতযুবকগণ, কর কর দরশন, ভগিনীগণ, ভাসিছে দুঃখসাগ গৃহলক্ষ্মীরূপা যাঁরা, মৃতপ্রায় তাঁরা, তাই এত পাপ তাপ, আ

ঝরে ঝরে। অপার বস্ত্র বিনা, ভারতের এ যাতনা, ঘুচিবে না ঘুচিবে ঘুচিবে না শত যুগ যুগান্তরে॥ ৬

খাম্বাজ—আড়া।

চেয়ে দেখ দেখ ওহে ভারত-সন্তানগণ। জননী জনমভূমি চির-বিষাদে মগন। হারাইয়া রত্নাসন, অরণ্যে করে ভ্রমণ; অনাদরে অত্যাচারে, নীরবে করে রোদন। অজ্ঞানতা অধীনতা, পাপ তাপ দরিদ্রতা; শত শত চিতানলে ভারতে করে দাহন। না জানি কি মহাপাপে, পুড়িতেছে মনস্তাপে; কনকপুত্তলিসম, ভারত-রমণীগণ। শক্তিরূপা যে রমণী, গৃহ-লক্ষ্মীরূপা যিনি; (সেই) অসহায়া অভাগিনী, হেরিতে বিদরে প্রাণ। কিন্তু হায় যত দিন, অবলা রহিবে হীন; রবে চির অস্তগত, ভারত সুখ-তপন॥ ৭

ঝিঝিট—একতালা।

আজি শুভদিনে মরি কি আনন্দ হইল। হৃদয়ে হৃদয়ে আনন্দলহরী নাচিয়া নাচিয়া উঠিল। কিবা সুখে আজি পোহাইল নিশি, ঢালিল প্রকৃতি লাবণ্যের রাশি; উঠিল তপন মৃদু হাসি হাসি, উল্লাসে পবন বহিল। ভারতজননী চির বিষাদিনী, পুত্র কন্যা ল'য়ে বসিলা আপনি; বহু দিন পরে, দেখ রে দেখ রে, আহা কিবা শোভা হইল। ঐ দেখ চেয়ে গত কথা স্মরি, বহিছে নয়নে বিষাদের বারি; ঐ দেখ আশা, ঐ দেখ প্রীতি বদনেতে পুনঃ ভাতিল। যে আনন্দ আজ দেখিলাম সবে, ভুলিব কি প্রাণ যতদিন রবে, শুভদিনে আজ মৃত প্রাণে ভাই! জীবনসঞ্চার হইল। স্বদেশের হিত করিতে সাধন, এস তবে ভাই! করি প্রাণপণ, জয় বিভু জয় গাও রে সকলে, ভারতের দুঃখ ঘুচিল॥ ৮

ঝিঝিট—ঠুংরি।

আজি এ আনন্দ দিনে মিলে সকলে; করি হে আনন্দ ধ্বনি, হৃদয় খু'লে। বঙ্গের যতেক নারী অজ্ঞান-আঁধারে, পাশবদ্ধ পাখী প্রায় ছিল এতকাল; চেয়ে দেখ এবে তারা পেয়ে সুসময়, চলেছে উন্নতি-পথে মন-কুতুহলে। আমরা কি তবে বল এ শুভ সময়ে, উদাসীন ভাবে সবে থাকিব ঘুমা'য়ে? যার যতটুকু বল আছে দেহ মনে, প্রদানিব তাঁহাদের সহায়তা তরে। দুর্ব্বল ব'লে মোরা করিব না ভয়, এ শুভ কাজে ঈশ হউন সহায়॥

মল্লার—আড়াঠেকা।

সাধের ভারতভূমি ঢাকিল কি অন্ধকারে। সবে অন্ধ মহামোহে, মত্ত হ'য়ে পরদ্রোহে, নিজ হস্তে নিজ গৃহ, দুঃখানলে দগ্ধ করে। কিবা মহৎ কিবা ক্ষুদ্র, কিবা ব্রাহ্মণ কিবা শূদ্র, কিবা ধনী কি দরিদ্র শত্রুভাব ঘরে ঘরে; সবে বটে ভাই ভাই, কারো প্রতি স্নেহ নাই, সঁপিয়াছে দুঃখিনীরে, জন্মভূমি জননীরে। এই দম্ভ-পাপে হায়, অনাহারে মৃতপ্রায়, সহস্র ভারতযুবা ভিক্ষা করে দ্বারে দ্বারে, কেহ চির পরবাসে, দুঃখের সাগরে ভাসে, জীবনেতে জীবন্মৃত, অনাদরে অত্যাচারে — পথিক বলে এই পাপে, পুড়িতেছে মনস্তাপে, দুঃখিনী ভারতনারী ভাসিছে নয়নাসারে; ভ্রূণহত্যা ব্যভিচারে, গেল দেশ ছারেখারে, পাপিষ্ঠ ভারতবাসী, দেখে'ও তা দেখেনা রে। ১০

—

বারোঁয়া—ঠুংরি।

মরি কিবা মূরতি ভীষণ; একি দৈত্য-ক্রূর দরশন। পিঙ্গল নয়ন দুটি ন দন্ত কটমটি; জ্বলিছে উদর-মাঝে ার হুতাশন। লোল জিহ্বা ক্রূর-দহ, কারো প্রতি নাহি স্নেহ; ভারত-াসীর করে শোণিত শোষণ। সতীর সতীত্ব নাশে, যা হবে পিশাচের আসে নাহি রুচি নাহি শুচি, এমনি দুর্জ্জন কভু ধরি উগ্র বেশ, দুর্ভিক্ষে নাশিছে দেশ; লক্ষ লক্ষ নারী নরে করিছে চর্ব্বণ। দারিদ্র্যের অত্যাচারে, গেল দেশ ছারেখারে; লক্ষীর ভাণ্ডার যেন দহে হুতাশন! ভারতের নরনারী, আলস্য সকলে ছাড়ি; অসুরের অত্যাচার কর নিবারণ। ছিন্ন কর মোহ-পাশ, ছাড় দাসত্বের আশ; চিরদুঃখী চিরদাস, বিধির লিখন। যার গৃহে হাহাকার, গৃহ-সুখ কোথা তার; গৃহ-সুখ-লালসায় দেহ বিসর্জ্জন। সাহস সামর্থ্য আর, পথিক বলে কর সার; ভবিতব্যে মন প্রাণ কর সমর্পণ। ১১

—

ভৈরবী—আড়া।

যেও না-যেও না সতি! বারে বারে করি মানা, ভাবনা-সাগরে শিবে তব শিবে ভাসাইও না। পাঠাইতে দক্ষালয়ে, নাহি লয় এ হৃদয়ে, ভয়ে যে কাঁপিছে অঙ্গ অমঙ্গলের এ সূচনা। ভাই বন্ধু মাতা পিতে, কেউ নাই অরে এ জগতে, সাধনের ধন সতী জেনেও কি তা জান না। সতী-মন্ত্রে ব্রহ্মচারী (আমি) সতীরূপ ভুলিতে নারি,

সতীধ্যান সতীজ্ঞান, সতী যে পরম সাধনা, কি শ্মশানে কি অরণ্যে, কি শয়নে কি স্বপনে, সতীগতপ্রাণ শিব সতী বিনে বাঁচিবে না। ১২

বসন্তবাহার—তেতালা।

ধন্য ধন্য শাক্য-সিংহ পুরুষ প্রধান; কোটী কোটী নারীনরে করিছে অভিবাদন। রাজ্যধন ত্যজিয়ে, যৌবনেতে যোগী হ'য়ে, জীবের দুঃখ নিবারিতে করিবে সাধন; দয়ারূপে অবতীর্ণ তুমি হে সুজন;—ধরার দুঃখ ঘুচাইতে করলে আত্ম-বিসর্জ্জন। প্রেমের প্লাবনে তুমি, ভাসাইয়ে আর্য্য ভূমি, অহিংসা পরম ধর্ম্ম করিলে প্রচার, স্বার্থনাশে খুলে দিলে স্বর্গের দুয়ার,—সাম্যমন্ত্র উচ্চারণে কাঁপাইলে ত্রিভুবন। ১৩

সাহানা বাহার—জৎ।

নমি আমি কবিগুরু তব চরণ-কমলে; স্মরিতে তোমার নাম অজস্র প্রেম উথলে। আর্য্যদের শিরোমণি তুমি শত রত্নমণি; জগত মো'হিতে কিবা কাব্যশক্তি প্রকাশিলে। শুভ-ক্ষণে কবি গুরু রোপিলে যে কল্পতরু; ভরিল ভারত হায় তার কত ফুল ফলে। ভবভূতি কালিদাস, মধু আদি কীর্ত্তিবাস, সেই পুষ্পে গাঁথি মালা পূজ্য হন ভূমণ্ডলে। পুণ্যের ভাণ্ডার সম, ভবচিত্ত অনুপম; অপূর্ব্ব স্বর্গের সৃষ্টি করিয়াছ ধরতলে। জগতের অভিরাম, হেন গুণনিধি রাম সতীত্ব-রূপিণী সীতা বিরচিলে কি কৌশলে। ভাল শিক্ষা দিলে তুমি গাইছে ভারত-ভূমি—জয় বাল্মীকির জয়, জয় সীতা-রাম বলে। ১৪

ঝিঁঝিট—একতালা।

আহা রে একি হ'ল রে আমার, এই ছিল কপালে। যত আশা ক'রে-ছিলেম সকল গেল বিফলে, রাজনন্দিনী রাজরাণী আমি জনমদুঃখিনী, তোদের মুখ চেয়ে লক্ষ্মণ! সকল দুঃখ আছি ভুলে। বাঁধিয়া সাগর-জলে, যে সীতারে উদ্ধারিলে, অবশেষে বনবাসে তারে বিসর্জ্জন দিলে। ভিখারিণী বনে রব, রামরূপ ধ্যান করিব, সেই মুখ নিরখিব এই প্রাণ যা'বার কালে। জন্ম জন্মান্তরে আমি পাইব রাঘব স্বামী, এ জীবনে হের্‌ব না রে মরি এই শোকানলে। ওরে লক্ষ্মণ! ধরি হাতে, ল'য়ে আমার রঘুনাথে, সুখে থেকো অযোধ্যাতে (কভু) ভেব না জানকী বলে। ১৫

পাহাড়ী—আড়া।

ওরে নিদারুণ বিধি! এই কি করিলি রে, নয়নের মণি আমার অকালে হরিলি রে, যত আশা ছিল মনে, ফুরাইল এত দিনে, জীবনের সুখতারা আঁধারে ঢাকিলি রে। অকারণে পাপ-রণে বধিলি দুঃখিনী ধনে, হাতে ধরে দুঃখিনীরে সাগরে ভাসালি রে। কোথা পিতা ধনঞ্জয়, কোথা কৃষ্ণ নিরদয়, অভাগিনীর প্রতি বুঝি বিমুখ সকলি রে।১৬

পিলু বাহার—খেং।

চল চল প্রাণেশ্বর সমরে করি প্রস্থান; একাকী যাইবে বলে বধো না দুঃখিনীর প্রাণ। একাকী সমরে যাবে, এ দাসী কি গৃহে রবে? তা হ'লে যে হবে নাথ পৃথী-রাজের অপমান। দেহ শূল দেহ অসি, সমর-সাগরে ভাসি, কটাক্ষে নাশিবে দাসী যবনের অভিমান। স্বদেশের শত্রু যত, যবনে করিব হত; মরিলেও নিত্যধামে তব পদে পাব স্থান॥১৭

বেহাগ—একতালা।

গাও রে আনন্দে সবে "জয় ব্রহ্ম জয়"। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁ'রে, গাই'ছে অনন্ত স্বরে, গায় কোটি চন্দ্র তারা "জয় ব্রহ্ম জয়"। জয় সত্য-সনাতন, জয় জগত-কারণ; জ্ঞান-ময় বিশ্বাধার বিশ্বপতি-জয়। অচ্যুত-আনন্দ-ধাম, প্রেমসিন্ধু প্রাণারাম, জয় শিব সিদ্ধি-দাতা মঙ্গল-আলয়। ভুবনবিজয়ী নামে, চলি যা'ব শান্তি-ধামে; "ব্রহ্ম কৃপাহি কেব-লম্" কি ভয় কি ভয়? হে প্রভু দীনশরণ, পাপ-সন্তাপ-হরণ, অধম সন্তানে নাথ! দেহ পদাশ্রয়॥১৮॥

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

দেখ দেখ দেখ দেব দয়ার নিধান। শুভ আশীর্ব্বাদ নাথ কর বরষণ॥ তব কৃপা-সরোবরে, ফুটিয়াছে একত্তরে, যুগল কুসুম-কলি, অতি সুশোভন; প্রেম-হস্তে লহ তুলে, সে দুটি হৃদয়-ফুলে, গাঁথি দোহে এক সূত্রে রাখ চিরদিন। স্বাধীন সুন্দর যেন, এ দুটি হৃদয় মন, থাকি সদা পর-স্পরে, করে আকর্ষণ; উত্তাপ-আলোক-প্রায়, জীবনেতে মিশে যায়, সাধিতে তোমার কার্য্য করে আত্মসমর্পণ। আর কি অভাব র'বে, দুই হস্ত এক হ'বে, দুই হৃদয়ের বল, এক পথে প্রবাহিবে, জাহ্নবী-যমুনা-স্রোত, সম হ'য়ে, ওতপ্রোত, অনন্ত পুণ্য-সাগরে হইবে মগন॥১৯

বারোঁয়া ঠুংরি।

সবে মিলে গাও রে এখন; গাও তাঁ'রে গায় যাঁ'রে নিখিল ভুবন। বিহঙ্গ কাকলি ক'রে, যাঁর নাম সুধা ক্ষরে, মোহিত গগন গিরি, সুধাংশু তপন। ছাড়ি মোহ-কোলাহল, সে আনন্দধামে চল, শোন সে আনন্দধ্বনি, মুদিয়া নয়ন। সেই পূর্ণ প্রাণে-শ্বরে, জগত ভজনা করে, প্রেম-নয়ন মেলি, কর দরশন। হৃদয়-মন্দির-মাঝে, দেখে সে হৃদয়-রাজে, মত্ত হ'য়ে কর তাঁর

গুণানুকীর্ত্তন। ভাই ভগ্নী সবে মিলি, গাও রে হৃদয় খুলি, বিমল আনন্দ-রসে, হও রে মগন॥ ২০

সাহানা বাহার—যৎ।

যে সুখে করে'ছ সুখী ভুলিব কি এ জীবনে; তোমার ভালবাসা ভেবে ধারা বহে দু'নয়নে। সুন্দর সংসার নাথ, সাজায়েছ কত মত; আনন্দের উপাদানে কি দিব তুলনা নাথ; উথলিছে প্রেম কত, কে বুঝিবে তোমা বিনে। আশার আলোক-সম, আজি শিশু অনুপম; আহা কিবা শোভিতেছে এ আনন্দ-নিকেতনে। সরল মধুর অতি, শশীকলাসম জ্যোতি; তব আশীর্ব্বাদে নাথ! বাড়ে যেন দিনে দিনে। কর আশীর্ব্বাদ পিতঃ, করি তোমায় প্রণিপাত, সুখে দুঃখে কভু নাথ! তোমাকে যেন ভুলিনে॥ ২১

ঝিঁঝিট—ঝাঁপতাল।

এমন সুন্দর ক'রে, কেন তো'রে নিরমিল; কেন ভালবাসি তো'রে ওরে শিশু বল বল? ফুটন্ত ফুলের মত, হাসিতেছ অবিরত; এ গৃহ-উদ্যান তোমার রূপেতে করেছে আলো। শিশু রে তোর কচি মুখে, তোমার ঐ সরল চোকে, এমন স্বর্গের সুধা বল বল কে ঢালিল? আধ আধ কথা কও, প্রাণ মন কেড়ে লও; এ সুন্দর দেব-ভাষা, কে তোমারে শিখাইল? এমন কৌশল করে, ভুলা'তে পাষাণ-নরে, তোমার জীবনে কে রে, স্বর্গ মর্ত্ত্য মিশাইল? ধন্য ধন্য ধন্য তিনি, ধন্য সে জগতজননী, স্মরিতে তাঁহার দয়া, নয়নে উথলে জল॥ ২২

বিভাস—একতালা।

আয় রে ভাই সবে, মিলে সবান্ধবে, আনন্দ-উৎসবে হই রে মগন, আজি শুভদিনে সুখের মিলনে, (ও ভাই) আয় রে সকলে করি আলিঙ্গন। এই শুভদিনে এমন সময়ে, এসেছিলেম ধরায় এ দেহ ল'য়ে, পিতা মাতা দোঁহে বিগলিত স্নেহে হ'য়েছিলেন রে; এমন সময়ে এ মুখ নিরখি, আত্মীয় বান্ধব হ'য়েছিলেন সুখী। কত যে আনন্দ ভেবে দেখ দেখি হয় রে, ও ভাই সেই শুভদিন করিয়ে স্মরণ। জীবনের পথে আমরা সকলে, চলিয়াছি ভাই বড় কুতূহলে, যাঁর অযাচিত করুণার বলে, ভাই রে; সবে মিলে আজি কর আশীর্ব্বাদ, এ জীবনে যেন পূরে মন-সাধ, প্রিয়কার্য্য তাঁর, করি অনিবার, ভাই রে; (ও ভাই) করি যেন তাঁ'তে আত্ম-সমর্পণ॥ ২৩

ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

একি অপরূপ হেরি হৈমগিরি-কলেবরে, মোহিত নয়ন মন বচন নাহিক সরে। অনন্ত ভাণ্ডার সম স্তরে স্তরে অনুপম, অমূল্য রতনজালে কে সাজাল গিরিবরে।

শিরে শোভে জটাভার, তাহে কিরণ বিস্তার। শারদ চন্দ্রিমা যেন যোগীন্দ্রের শিরোপরে। কটিতটে মেঘবাস, বিজলীর পরকাশ, যেন দীপ্ত চন্দ্রহাস বীরঅঙ্কে শোভা করে। এমন কঠিন দেহ, আহা মরি কিবা স্নেহ, ধর রত্ন ফুল পুষ্প দেয় জীবে থরে থরে। মানব-সন্তানগণ করিতেছে বিচরণ, জনকের বক্ষে যেন শিশুগণ ক্রীড়া করে। বল বল গিরিবর! ভাব কা'রে নিরন্তর, কা'র প্রেমে শত ধারে নয়নের জল ঝরে॥ ২৪

—

বাউলের সুর—খেমটা।

আচ্ছা এক রঙ্গভূমি এ সংসার! ইহাতে দেখ্‌চি যত চমৎকার॥ আজ রাজা জমীদার, কাল ভিক্ষাপাত্র সার, এখন আনন্দ উৎসব রঙ্গ, পরে হাহাকার। আবার এই কান্না এই হাসি, লোকের তবু এত অহঙ্কার। এই যে সব দৃশ্য মনোহর, থাক্‌বে না দণ্ড দুই পর, যত গীত বাদ্য রং তামাসা, সুখের আড়ম্বর। যখন সময় হ'বে সব ফুরা'বে, তখন দেখ্‌বে কেবল অন্ধকার। পথিক কয় শোন রে আমার মন, পেয়েছিস্ ভাল আয়োজন, এখন সাবধানে খেল, খেলা করিয়ে যতন। নৈলে পটক্ষেপণ হইলে পরে, পাবে অনুযোগ আর তিরস্কার॥ ২৫

—

হরিনাথ মজুমদার।

(জীবনী ২য় খণ্ড সঙ্গীত-সার-সংগ্রহে ১৪০০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

—

বাউলের সুর,—একতাল।

এত ভালবাস, থেকে আড়ালে। আমি কেঁদে মরি, ধর্‌তে নারি, দুটী হাত বাড়ালে॥

ছিলাম যখন মার উদরে, ঘোর অন্ধকার ঘর কারাগারে, হায় রে; তখন আহার দিয়ে, বাতাস দিয়ে, তুমি আমারে বাঁচালে॥

আবার যখন ভূমিষ্ঠ হলেম, মায়ের কোমল কোলে আশ্রয় পেলেম, হায় রে, মায়ের স্তনের রক্ত হে দয়াময়, তুমি ক্ষীর ক'রে দিলে॥

দিলে বন্ধু বান্ধব দারাসুত, ও নাথ সে সব কৌশল তোমারি ত, হায় রে; ও নাথ ধন ধান্য সহায় সম্পদ, পেলাম তোমার দয়া-বলে॥

ও নাথ! তোমার দয়ায় সকল পেলাম, কিন্তু তোমায় একদিন না দেখিলাম, হায় রে; তুমি কোথায় থাক, কেন এসে, আমি কাঁদ্‌লে কর কোলে॥

আমি কাঁদ্‌লে বসে হতাশ হ'য়ে, তুমি চোখের জল দাও মুছাইয়ে, হায় রে; আবার কথা ক'য়ে প্রাণের মাঝে, কর উপদেশ দাও বলে॥

ও নাথ! দেখা নাহি দেবে আমায় এই ইচ্ছা যদি আছে তোমার, হায় রে

ও নাথ! তবে কেন শাকের ক্ষেত, তুমি দেখালে কাঙ্গালে ॥ ১

"তরু বল রে বল"—সুর।

নদি! বল রে বল, আমায় বল রে। কে তো'রে ঢালিয়ে দিল এমন শীতল জল রে। পাষাণে জন্ম নিলে, ধ'রলে নাম হিমশিলে, কার প্রেমে গলে আবার হইলে তরল রে; ওরে যে নামেতে তুমি গল, (মরি হায় রে নদি) ওরে, সেই নাম আমায় একবার বল, দেখি আমার হৃদিস্থলে, গলে কি না আমার কঠিন হৃদিস্থল রে॥ কার ভাবে ধীরে ধীরে, গান কর গম্ভীর স্বরে, প্রাণ মন হরে কিবা শব্দ কল কল রে, নদি রে তোর ভাবাবেশে (মরি হায় হায় রে নদি) যখন যায় রে বক্ষঃস্থল ভেসে, তখনই বর্ষা এসে, ভাসায় ধরাতল রে॥ ভক্তজন পবন সঙ্গে, পুলক না ধরে অঙ্গে, প্রেম-তরঙ্গে তুমি কর টলমল রে; তুমি নেচে নেচে ছুটে বেড়াও, (মরি হায় হায় রে নদি) যা'রে নিকটে পাও তারে নাচাও, উচ্চ রবে কার নাম গাও, হইয়ে বিকল রে। সর্ব্বত্র সমান স্বভাব, কোথা নাই গুণের অভাব, মরি রে তোমার প্রভাব, শক্তি কি অটল; তুমি ঘৃণা করে না দেও ফেলে (মরি হায় হায় রে নদি)। যত সরা মরা কর কোলে, করলে পরশ তোমার জলে, অঙ্গ হয় শীতল রে॥ যে সৃজন করে তোরে, তাঁর স্বরূপ তোমার নীরে, তাই নদি তোমার তীরে, দেখি শ্মশানস্থল রে, ওরে, যোগী ঋষি আদর করে, ওরে, তোমার তটে সাধন করে, হ'য়ে থাকে তোমায় হেরে, হৃদয় নিরমল রে! মূঢ়মন যত নরে, কিছু না বিচার করে, তব জলে ত্যাগ করে, মূত্র আর মল রে, ওরে, তাতেও তোমার না যায় গৌরব, তুমি মায়ের মত সম্বর সব, কাঙ্গালের ভব-বান্ধব, শ্মশান গঙ্গাজল রে॥২

"ভাব মন দিবানিশি"—সুর।

ওরে ময়ূর বল রে মোরে, কেবা তোরে এমন করে সাজায়েছে। মরি কার এত সোহাগ, এ অনুরাগ, রঙ্গের পোষাক পরায়েছে। তুমি রে কার সোহাগে, অনু-রাগে, প্যাকম্ ধরে বেড়াও নেচে। একে অপূর্ব্ব পাখা, পালক ঢাকা চাঁদের রেখা তায় শোভিছে, যে তোরে এমন ক'রে চিত্র করে, সে চিত্রকর কোথায় আছে। ময়ূর তোরে সর্ব্বরঞ্জন, করে, যে জন, দুটী পা কুৎসিৎ করেছে, সে তোরে একাধারে, রঞ্জনকারী দর্পহারী গুণ দেখাচ্ছে॥ কাঙ্গাল কয়, এ যার ময়ূর গুণের ঠাকুর, সে যে আমার জগৎ মাঝে; ওরে তার গুণের অন্ত, বেদ বেদান্ত, না পেয়ে নির্গুণ বলেছে॥ ৩

("বাঁশের দোলাতে উঠে"—সুর)

ও রে ভাই হিমগিরি, বিনয় করি, বল একবার আমার কাছে। কেবা রে আদর করে, তোমার শিরে, সোহাগ ঝুঁটি বাঁধি-য়াছে। আবার সেই চূড়ায় চূড়ায়, কেবা

তোমায় হিরার টোপর পরায়েছে। যখন রে পড়ে আলোক, মারে ঝলক, চূর্ণি মণি টোপর মাঝে॥ ওরে তোর মাথার উপর এমন টোপর, কোন কারিগর গড়ায়েছে। এত যে সোহাগ তোমার, তবু আবার দুটী নয়ন ঝরিতেছে, তাইতে ঝর ঝর্ নিরন্তর, নির্ঝরের জল পড়িতেছে। কাঙ্গাল কয় ও রে আঁধা, ও নয় কাঁদা, প্রেমে গিরি গলিতেছে। অথবা ভারতের দুখ, দেখে রে বুক ফেটে পাষাণ গলিতেছে॥ ৪

"কোথাতে এ সব আসে"—সুর।

এই কি সেই আর্য্যস্থান আর্য্যসন্তান। ও যার তপোবলে, যোগবলে, কাঁপিত দেবতার প্রাণ। (সদা) ও যার হেরে বীর্য্যবল, স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল, সভয়ে কাঁপিত গিরি সাগরের জল। দিক্ দিগন্তরে শূন্য ভরে; উড়িত বিজয় নিশান। (ও যার) শিল্প আর বিজ্ঞান, যোগতত্ত্ব আত্মজ্ঞান, করেছিল পৃথিবীর একদিন চক্ষুদান। ও যার বিদ্যাবলে, আকাশতলে; চলে যেত পুষ্পযান। ও যার যুদ্ধে যুদ্ধস্থল, রক্তস্রোতে টলমল, রক্তময় হ'ত যত নদ নদীর জল। বসে বৃক্ষোপরে, শূন্যভরে পাখী করত রক্ত পান॥ বিধির বিধান চমৎকার, এখন সেই আর্য্যকুমার, শৃগালের রব শুনলে বাঁধে ঘরের দুয়ার। দেখ্‌লে রক্তজবা, শুকায় জিহ্বা; চম্‌কে উঠে সবার প্রাণ॥ কাঙ্গাল বলে, বিদ্যাবল, দেহ বল কল কৌশল, ধর্ম্মবল বিনে রে ভাই! সকলই বিফল। সেই ধর্ম্ম বিনে, দিনে দিনে; সকল হারায়ে শ্মশান (ভারত)॥ ৫

বেহাগ—ধামাল।

কুবের-ভূষণে কি কাজ রে আমার। নিত্য ভিক্ষা ভবন বসন নাহি আসন যার॥ নিঃস্ব আমার বিশ্বনাথ ভস্ম মাখেন গায়, আভরণ প্রয়োজন কি আছে রে আর॥ সবাই বলে সতীর পতি ক্ষেপা মহেশ্বর, শ্মশানে মশানে ফিরে কেহ না মানে তাঁর॥ হরি কহে সবিনয়ে সতীর ব্যবহার; পতি কেবল সতীর গতি পতি অলঙ্কার॥ ৬

ঝিঁঝিট—মধ্যমান।

সতী কেন যজ্ঞে এলো না! না দেখে ও বিধুবদন জীবন ধৈর্য্য ধরে না॥ জানি সতীর মতি গতি, বিনা পতি-অনুমতি, কোথাও করে না গতি, বুঝি অনুমতি পেল না। মম কন্যা যত তারা, যজ্ঞেতে এসেছে তারা; তারা বিনা নয়নতারা, জলধারা ধরে না॥ ৭

আলিয়া—আড়াঠেকা।

শুন গো রজনি! করি মিনতি তোমারে। অচলা হও আজকার তরে, অচলারে দয়া করে॥ সাধে কি নিষেধে দাসী, তুমি অস্তে গেলে নিশি; অস্তে যাবে উমা-শশী; হিমালয় আঁধার করে॥

কি বলিব তোমায় যামিনি, তুমি ত অন্তর্যা-মিনী ; অন্তরের ব্যথা আপনি, সকলি জান অন্তরে ॥ ৮

অহং—একতালা।

একবার জাগ মা, কুলকুণ্ডলিনি, শঙ্কর-হৃদয়-বাসিনী। আমি ডাকি অবিরত, মা বলি নিদিত, শঙ্কর সহিত, শঙ্কর-মোহিনি ॥ দেখ, তারা সনে শশী, অস্তে গেল নিশি, পোহাইল তারা ত্রিনয়নী। পূজার সময় হ'ল, উঠ শিবে! শিব-মনোমোহিনী, শিব-পূজা কর শিব-সীমন্তিনি! দিনে দিন গত, সে দিন আগত ; হল কাল গত, শুন হরির বাণী, কিসে চেতন পাব মা, মায়া নিদ্রাতে সদা অচৈতন্য তুমি চৈতন্য না হ'লে চৈতন্য-রূপিণি ॥ ৯

বিভাস ঝিঁঝিট জং—ঝাঁপতাল।

এস কোলে করি উমা, বল মা বিধু-বদনে। তোমার মারে মা বলে মা, কে আছে তোমা বিনে ॥ দুঃখিনী জননী ব'ধে, ঈশানী যাবে কেমনে। তুমি আমার নয়ন তারা, তোরে বিদায় দিয়ে তারা, তারা-হারা নয়নে রব কেমনে ভবনে ॥ ও মা! তিন দিনের তরে আসিয়া, নিবান আগুণ জ্বেলে দিয়া, নিদয় হ'য়ে বিদায় দিতে বল গো কি কারণে। প্রাণান্তে নয়ন-প্রান্তে যেতে দিব না তোমা-ধনে, সাগর সিঞ্চন নিধি, ভাগ্যেতে মিলান বিধি, নিজ দোষে হারাই যদি, পাব না জীবনে ॥ ১০

ললিত বিভাস—একতালা।

আমার উমা যায় কৈলাসে, হিমালয় করি শূন্য। নয়নতারা হলেম হারা, নয়ন-তারা তারা ভিন্ন। জয়া দে গো মুক্তকেশীর কেশ করে পরিচ্ছন্ন। পুরবাসী দে গো আসি, মায়ের সিঁথায় সিঁদূর চিহ্ন। তিন দিন না গত হ'তে, হর এসেছেন নিতে, উমা-ধনে বিদায় দিতে, হৃদয় হয় বিদীর্ণ। দিনে আঁধার হ'ল আমার, স্বর্ণ-পুরী হেরি শূন্য। হরি বলে মা আমায়, দে গো বিদায় যাব তূর্ণ ॥ ১১

টোরী—কাওয়ালী।

নবীন-কিশোরে কিশোরী রাই রঙ্গিনী। ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিম-শ্যাম, প্যারী ত্রিভঙ্গিনী ॥ নীলাকাশে শশী যেমন, শ্যামের বামে প্যারী তেমন, তারকা-গোপিকাগণ, প্রেমরসের সঙ্গিনী ॥ জয় রাধা শ্রীরাধা বলি, গোপিকা দেয় করতালী, নৃত্য করে বনমালী, বামে রাধা বিনোদিনী ॥ কৃষ্ণচন্দ্র সুধা-ভরা, গোপিকা-চকোরী ঘেরা, কিকির, যুগল প্রেমে মাতোয়ারা, করে হরিধ্বনি ॥ ১২

কীর্ত্তন জঙ্গলা—গড়খেম্‌টা।

ছি ছি, কিশোরি! কি স্মরি, কি করিতে কি করিলি গো! কি বলিয়ে রাই ঘাটে এলি ; গেলি সে কথা ভুলিয়ে ; আপনি আসিয়ে, যাচিয়ে রাখালের দাসী হলি ॥ (ছি রাই ; তুই যে রাজার মেয়ে) বল্লি, রাখালে বলিব, দিব্বি করাইব, বাণী

নাহি বাজে রাধা বলি, এখন, কালরূপ দেখিয়ে, গরব পাশরিয়ে; শ্যামের বামে অমনি দাঁড়াইল॥ [সকল ভুলে গিয়ে; এসে] প্যারি! যা হবার তা হ'ল এখন গৃহে চল, অস্তে গেল কিরণমালী; কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদে বলে, কালরূপ দেখিলে, জাতি কুলে জলাঞ্জলি॥ (ছয়)॥ ১৩

অহং—একতালা।

আহা! কি হেরি, হরি, লীলাকারী, কভু পুরুষ কভু নারী। রাধার, কাদম্বর মাঝে, পীতাম্বর সাজে, বাহিরে বিরাজে দিগম্বরী॥ [আজ রাই রক্ষার তরে] আহা! রাধা দেখে বাঁশী, আয়ান দেখে অসি, মুক্তকেশী শ্যামাসুন্দরী; ওরে, যে যেমন ভাবে শ্রীরাধামাধবে, তেমনি দেখে ভাবের ভাবমাধুরী॥ [ওসে যার যেমন ভাব সে] হরি, কখন সুন্দর, নবজলধর, কখন নবীনা কিশোরী: কাঙ্গাল ফিকির-চাঁদে কয়, তর্কে দূরে রয়, বিশ্বাসে মিলয় সেই বংশীধারী॥ ১৪

বাউলের সুর।

সেই দিনে তুই কি করিবি রে। ওরে মন বল শুনি তাই আমারে॥ ওরে, যে দিন এসে শমনের চরে, ও তোর, ব'সে শিরে কেশে ধ'রে টান্‌বে রে জোরে,(ভোলামন)। তখন বন্ধুগণে, (ভোলা মন মন রে আমার) দেখে শুনে, খোলে এনে বাহিরে॥ ওরে, বাতাসে প্রাণ বাতাস মিশিলে, যাদের ভেবে আপন, করিস্ যতন, তারাই সকলে, (ভোলামন)। দিয়ে কলসি কাচা (ভোলা মন মন রে আমার) বাঁশের মাচা, বিদায় দেবে তোরে রে॥ ওরে, মাটীর শরীর হ'লে রে মাটী, কোথায় পড়ে র'বে তোমার এ সব ঘর বাটী (ভোলা মন সোণার ঘর বাটী)। এত করছিস যতন, (ভোলা মন মন রে আমার) যে ধনে মন, সে ধন তোর না হবে রে॥ ফকীর ফিকিরচাঁদ কয়, ভয় পেয়ে রে মন, সদর হ'তে খাড়া তলব আসবে রে যখন, (ভোলা মন মানবে না বারণ)। ভেবে দেখরে তাই, (ভোলা মন মন রে আমার) কি ব'লে ভাই, তখন নিকাশ দেবে রে॥ ১৫

বাউলের সুর।

দোকানি ভাই! দোকান সার না, কত করবি আর বেচা কেনা। ও তোর লাভের আশায়, দিন কেটে গেল, দোকানের সব মাল মসলা, চোর ছ জন নিল, (দোকানি); ও তোর ঘরের মাঝে, (ওরে ও দোকানি) সিঁদ কেটেছে, তাও কি একবার দেখ না। পরের, ঠকাতে গে নিজে ঠকিলি, যা ছিল তোর আসল টাকা সকল খোয়ালি, (দোকানি); ও তোর মহাজনের, (ওরে ও ও দোকানি) কি করিবি, তাগাদার দিন বল না॥ ফিকিরচাঁদ কয় ফিকিরের কথা, এখন, মহাজনের শরণ ল'য়ে জানাও গে ব্যথা, (দোকানি); তিনি

বড় দয়াল, (তাঁর মত আর দয়াল নাই রে) শুনলে আওয়াল, তোরে নিদয় হবেন না॥

বাউলের সুর।

কার হিসাব লিখ্‌ছিস্ ব'সে, মনের খোষে, আপনার কায মুলতুবি রেখে। ওরে তোর চুল পেকেছে, দাঁত পড়েছে, পরের চোখে দেখছিস্ চোখে; তবু তুই পরের বেঠিক, কর্‌ছিস রে ঠিক, আপনার বেঠিক ঠিক না দেখে॥ লিখ্‌ছিস পরের বাকী-জায়, আপনার দিন যায়, তোর ঠিকানা নাই সে দিকে. পাগলেও আপনার ভাল বোঝে ভাল, আপনার ভাল না বোঝে কে॥ শুনেছি লোকে শিখে, লোকে দেখে, হাবা লোকে ঠেকে শিখে; নিকেশে ঠেক্‌বি যে দিন, বুঝ্‌বি সে দিন সোর্‌বে না তোর বাকা মুখে॥ ফিকিরচাঁদ ফকীর বলে খেদে, দিন থাকিতে, আপনার হিসাব নে রে দেখে. যদি রে থাকে বেঠিক কর তা ঠিক, তবেই নিকাশ দিবি সুখে॥ ১৭

খাম্বাজ—যৎ।

দেখ ললিতে! আচম্বিতে, শ্যাম যে আমার শ্যামা হ'ল। ঐ যে চূড়া বাঁধা. মুক্তবেণী, মুক্ত হ'য়ে পদে প'ল॥ (যাতে গুঞ্জছড়া ছিল, যাতে ময়ূর পাখা ছিল)

ছিল শ্যামের পীতাম্বর, কে করিল দিগম্বর বনমালা কেড়ে নিয়ে মুণ্ডমালা গলে দিল॥ (কার্ এমন কঠিন হৃদয়)

ধড়া বেড়া ছিল কটি, কর বেড়া কোটী কোটী; করে, বেড় না পায়, ঘুরে বেড়ায়, দিগম্বরী হরি তাই লো॥ (নীলাম্বরে কোটী করে)

অধরে মধুর হাসি, চমকে চপলারাশি শ্যামের মোহন বাঁশী, ভীষণ অসি, আঁখি দেখি রক্তোৎপল॥ (কুলবালার কুলহরা)

ব্রজাঙ্গনার মন উদাসী, করেছিল মোহন বাঁশী. বাঁশী কেড়ে নিয়ে, দিয়ে অসি কুলনারীর কুল রাখিল॥ (কে এমন সুহৃদ বল)

অজ্ঞান আয়ানের ভয়ে, থর থর কাঁপে হিয়ে, ও তাই, রসরঙ্গ ভুলে গিয়ে. রণরঙ্গে মেতে প'ল॥ (ওরে আহা মরি. একি হেরি)

শ্যামশোভা মনোলোভা, রক্তোৎপল লোলজিহ্বা, আবার, রক্তজবা, রক্তমাখা, ভক্তরাখা পদে দিল॥ (এই কাঙ্গাল-ফিকির দেবে কিবা) ১৮

বাউলের সুর।

চিরদিন জলে ফেলে, রগড়াইলে, কয়লার ময়লা যায় না ধুলে। যদি রে কর গুড়া, দিয়ে নোড়া, রেখে তারে পাথর শিলে; তবে সে হবে চূর্ণ, সে বিবর্ণ যাবে না আর কোন কালে। ওরে ভাই! কয়লা ঘসে, অবশেষে, ফেল যদি কোন স্থলে; তবে রে তথায় কয়লা, করে ময়লা, আপনার স্বভাব ফলে; দীন হীন কাঙ্গাল বলে, ভাগ্যফলে, যদি রে সৎ গুরু মেলে; তবে

রে আগুন লাগায়, অঙ্গারের গায়, সকল ময়লা যায় রে জলে। ১৯

বাউলের সুর।

আগে ভাই! আপন থলে, দেখ খুলে, পরে দেখ পরের থলে। তুমি যে ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম, এতকাল যা উপার্জ্জিলে; তাতো সব মজুত আছে, থলের মাঝে, দেখতে পাবে মন খুঁজিলে। মানব যা করে যখন, তার ত কখন, ক্ষয় হয় না কোন কালে; হবে রে মরণ যখন যাবে তখন কর্ম্মফল সব সঙ্গে চলে। করেছ যে অত্যাচার, যে ব্যভিচার, ফল পাবে তার পরকালে; পাপের নাই ওয়াশীল বাকি, ভেবেছ কি, সে পাপ যাবে ভোগরাগ দিলে। পরের থলেতে কয়লা, বড় ময়লা, তাই দেখিছ নয়ন মেলে; আপনার থলেয় যে ছাই, দেখ নাই ভাই, চোক বোঁজ দেখায়ে দিলে॥ কাঙ্গাল কয় চিত্তশুদ্ধ, প্রায়শ্চিত্ত, কর অনুতাপানলে; নইলে ভাই! পাপ যাবে না, ত্রাণ পাবে না, মহানরক পরকালে॥ ২০

বাউলের সুর।

কার চোখে দিচ্ছ ধূলি, চতুরালি ক'রে রে মন তাই বল না। সে যে হয় জগৎ-হর্ত্তা, বিচারকর্ত্তা, অন্তর্যামী তা জান না। সে যে তোর হৃদে জাগে মনের আগে, দেখেছে রে সব ঘটনা। সে যে হয় মনেরই মন, যার যেমন মন, সকলি তার আছে জানা। ওরে যার মন নয় সোজা, আঁখি বোঁজা, কেবল রে তার বিড়ম্বনা। তুমি এই ভবে এসে, লোভের বশে, যখন কর যে ছলনা। সে ত রে সব দেখেছে, তার কাছে রে ছাপালে ছাপা থাকে না। আলোক আর আঁধারে স্থান, দেখে সমান, সে ত নয় রে ড্যারাকাণা। তার চোখে ধূলা দিয়ে, ছাপাইয়ে, যাবে সেরে তা হবে না। কাঙ্গাল কয়, যা ভেবেছি, যা করেছি, সব জেনেছে সেই এক জনা। ভেবে আর নাই রে উপায়, সব অনুপায়, দয়াময়ের দয়া বিনা॥ ২১

বাউলের সুর।

দেখ ভাই! জলের বুদ্বুদ, কিবা অদ্ভুত, দুনিয়ার সব আজব খেলা। আজি কেউ পাদ্‌সা হ'য়ে দোস্ত ল'য়ে, রংমহলে কর্‌ছে খেলা। কা'ল আবার সব হারায়ে ফকীর হ'য়ে সার করেছে গাছের তলা। আজি কেউ ধন গরিমায় লোকের মাথায়, মার্‌ছে জুত এরিতোলা। কা'ল আবার কোপনী পরে, টুক্‌নী ধরে, কাঁধে ঝোলে ভিক্ষার ঝোলা। আ'জ রে যেখানে সহর, কত নহর, বসিয়াছে বাজার মেলা। কা'ল আবার তথায় নদী, নিরবধি, কর্‌ছে রে তরঙ্গ খেলা। কাঙ্গাল কয়, পাদ্‌সা উজীর কাঙ্গাল ফকীর, সকলি ভাই! ভোজের খেলা। মন তুমি যখন যা হও, ঠিকপথে রও, ধর্ম্মকে ক'র না হেলা॥ ২২

বাউলের সুর।

পাখী মোর সেই কথাটী বল না। মনে বড় আশা তাই জিজ্ঞাসা, কর্‌ব কর্‌তে পারি না। অতি প্রভাত কালেতে ব'সে গাছের ডালেতে, তুই উর্দ্ধমুখে ডাকিস কারে মনানন্দেতে। তাঁরে না ডাকিলে প্রভাতকালে; সুধা পেলেও গিলিস্ না। শক্তি নাই বলে তোরে, খেতে দেয় অকাতরে, তোর এমন দরদি জন কোথা বলনা আমারে। যে জন এমন দাতা, বল সে কোথা; শুন্‌ব তা আজ ছাড়ব না। তোর গর্ভে সঞ্চারে, গাছের ডালের উপরে, তুই এমন ক'রে কর্ রে বাসা কে বলে তোরে। আবার ডিম্ব হ'লে তায় তা দিলে; কে বলে হবে ছানা। ফিকিরচাঁদ কয় কাঁদিয়ে, অশেষ পাপী বলিয়ে, বল্লে না সে কথা পাখী, গেল উড়িয়ে। তবে কোথায় যাব, কায় ডাকিব; কেও যে কথা বলে না॥ ২৩

বাউলের সুর।

দুনিয়ার আজব গাছে সদা বসে আছে দুই পাখী। কেহ বাসা ছেড়ে নাহি নড়ে; দু জনে মাখা মাখি। (ভালবাসায়) এক পাখি কত ফল বিলায়, সে ত খায় না সে, ফল আর এক পাখী ব'সে ব'সে খায়। ও যে ফল বিলাচ্ছে, সে না খাচ্ছে; অন্যে হচ্ছে ফলভোগী। (ইচ্ছামত) পাখী নয় কাহারও অধীন, ও যে ফল খায় সে ফল চিনিতে হ'য়েছে স্বাধীন। সে ফল দেখে শুনে নাহি চেনে; ফল খেয়ে হারায় আঁখি। (নিজ দোষে) মনোদুঃখে কাঙ্গাল কাঁদিছে, আমি স্বাধীন হ'য়ে না পারিলাম, ফল নিতে বেছে। আমি খেলাম যে ফল, এখন সে ফল; কেবল গরলময় দেখি। (হায় হোল কি)॥ ২৪

"ভাব মন দিবা নিশি"—সুর।

যার ফুল নকল ক'রে, গয়না গ'ড়ে, দিচ্ছ রে মন কত বাহার। তিনি যে জগদ্‌গুরু, কল্পতরু, তাঁরে ভুল এ কি ব্যাভার; কখন হয়ে অন্ধ, বল মন্দ, গুরু-মাথা বিদ্যা তোমার। ওরে যাঁর আকাশের রং, দেখে রে রং, ক'রতে শিখে জগৎ-সংসার; আবার তাঁয় সং বলিয়ে, ঢং করিয়ে, নাচাও তুমি কি অহঙ্কার। কাঙ্গাল কয়, যাঁকে দেখে লোকে শিখে, না করে যে নামটী তাঁহার; ওরে তাঁর পদে প্রণাম, নেমখহারাম, তার মত কে আছে রে আর॥ ২৫

বাউলের সুর।

তবে কি বড়শী খেত টোপ গিলিত, যদি মাছের মন থাকিত। একবার সে টোপ গিলিয়ে, ছুটে গিয়ে, আবার এসে না গিলিত। গলাতে বড়শী হানে, ছিপের টানে, ছটফটানি অবিরত। একবার সে পেলে রে টের, করে না ফের, তাই ত জানি মনের রীত। ওরে সে প'ড়ে দুঃখে ঠেকে শিখে, হয় না লোভের অনুগত।

কাঙ্গাল কয় মানুষ হ'য়ে মন হারায়ে হ'লেম আমি মাছের মত। যাহাতে দিন-রজনী আত্মগ্লানি, তাই করি রে অবিরত।

শ্রীজগন্নাথপ্রসাদ বসু মল্লিক

ইনি এক জন বিখ্যাত সঙ্গীত-কবি ছিলেন। ইঁহার রচিত প্রীতি-গীতগুলি এখনও অনেকে নিধু বাবুর গীতের ন্যায় বিশেষ আগ্রহের সহিত গান করিয়া থাকেন। ইঁহার রচিত অধিকাংশ গীতের ভাষা অপেক্ষা ভাব অধিকতর মনোহর। ইনি সুপণ্ডিত ও সঙ্গীত-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। হাবড়া জেলার অন্তর্গত আন্দুল গ্রাম ইহার নিবাসস্থল।

আলেয়া - আড়া।

হর, কর অনুমতি যাই হিমালয়। জনক জননী বিনে বিদীর্ণ হৃদয়। এ জ্বালা কি জানে অন্যে, আমি মা'র এক কন্যে, গিয়ে তিন দিন জন্যে, র'ব পিত্রালয়। শুভ গণ-পতি ল'য়ে, সপ্তমী প্রবেশ হ'য়ে, আসিব কৈলাসে হ'লে, নবমী উদয়। জানি মা মেনকা খেদে, অন্ধ হ'লো কেঁদে কেঁদে, মরেছে কি আছে বেঁচে, হ'তেছে সংশয়॥১

কালাংড়া—জলদ তেতালা।

শঙ্করি! করুণা কর কিঙ্করে কেন বঞ্চনা। কামনা পূরাতে কালী, কল্পলতিকা কল্পনা। অতি অসাধ্য সাধন, বিনাশেতে দশানন, পুজি জানকী-জীবন, পূরিল মন-বাসনা। গোকুলে গোপিণী যত, ক'রে কাত্যায়ণীব্রত, দিয়ে নারায়ণ ধন, ঘুচালে ব্রজ ভাবনা। শুম্ভ নিশুম্ভের রণে, রণশায়ী দৈত্যগণে, শবের শিবত্ব দিলে, নাশিতে যম-যন্ত্রণা॥ ২

আশাবরী টোড়ী—মধ্যমান।

বুঝালে যদি না বুঝ, কে তবে বুঝাবে প্রাণ। ভালবাসা বেসে শেষে এত কিহে অপমান। ভালবাসা তব, এ যন্ত্রণা কারে কব, প্রাণে আর কত সব, পিরীতে এ কি বিধান। আমি সম চাতকিনী, তুমি ঘন কাদম্বিনী, তবে কেন এ অধিনী প্রতি নহে বারি দান॥ ৩

সোহিনী—জলদ্ তেতালা।

প্রেম-আশে, দুকুল ভাসিল। আমার মনের সাধ মনে মিলাইল। আমি ভাবি ও বয়ান, তুমি বাম ভাব প্রাণ, ইতবে মিলন ভাবে, ফলে তা না হইল। মনে ছিল যত আশা, ভাঙ্গিল সে আশা-বাসা, লাভেতে জগতময়, কলঙ্ক ঘুষিল॥ ৪

সোহিনী—জলদ্ তেতালা।

কেমনে কি বলে বল, এ প্রাণে রাখিব প্রাণ। যার মানে অভিমান, সে করিলে অপমান। দেখ হয় কি না হয়, লোকে কয় কিনা কয়, প্রেম রয় কিনা রয়, হেরিয়ে

তব বিধান। সদা দহি কিনা দহি, তাপ সহি কিনা নহি। তাই কহি কিনা কহি, হই এ দুঃখেতে ত্রাণ ॥ ৫

কালাংড়া—জলদ্ তেতাল।

তপন সমান প্রাণ হই তব প্রেম লাগি, কোথায় মিলন কিন্তু, সদা থাক হৃদে জাগি। কে বুঝিবে এ কৌতুক, কহিতে বিদরে বুক, অলি করে মধু পান, অবশ্য কলভোগী। তুমি যে রাখনা মান, অন্যে তা জানেনা প্রাণ, লোকে যেন বলে তুমি, মম প্রেম অনুরাগী। কর্ম্মে হয় কিনা হয়, সে আমার ভাগোদয়, প্রকাশেতে মুখ রেখো এই মাত্র ভিক্ষা মাগি॥ ৬

ভীম পলাশী—আড়াঠেকা।

তুমি যে বাস হে ভাল, বলে হবে না জানাতে। জেনেছি ভাবেতে ভাব পার কি আর লুকাতে। সকলি বুঝিতে পারি, বুঝিয়ে বুঝিতে নারি, চোরেতে করয়ে চুরি, সাধ কি পারে মানাতে। এবে যে বাড়াবে মান, সে আশা করিনে প্রাণ, কে দিলে মন্ত্রণ হেন, নালা কেটে জল আনাতে॥ ৭

ভীম পলাশী—আড়াঠেকা।

মনের বাসনা যত, যদি কহিবারে চাই। হৃদয় বিদীর্ণ হয়, প্রকাশি না বলি তাই। মুখে বল ভালবাসি, অন্তরে গরলরাশ, নতুবা দেখিতে আসি, দেখা কেন নাহি পাই॥ ৮

ভৈরবী—তেওট।

হৃদয়ে পাইনে তোরে না পূরিল আশা, যেমন সাগর-নীরে অন্যথা নহে পিপাসা। যাবৎ হৃদয়ে থাক, নিজ জন বলে ডাক, অন্তরে অন্তর ভাব, সে ভাবে ভাবি হুতাশা॥ ৯

ইমন—আড়া।

উচিত না হয় এবে, অবলা জনে বধিতে। প্রথম মিলনে কত সাধিতে সাধে বাদিতে। বাড়াতে সুরাগ রাগে, নবপ্রেম অনুরাগে, বিরাগ রাগ সে রাগে, কি রাগ জান বিদিতে। আর কি অধিক কব, বাড়াতে মান গৌরব, বচনে পীযুষ মাখি যেন শশী ধরে দিতে॥ ১০

ঝিঁঝিট—একতালা।

আপন ভাবি রে যারে, সে ভাবে আপন পরে। যে প্রাণ সমান সেই হন্তারক প্রাণ-পরে। মুখে মধুমাখা হাসি, অন্তরে গরল রাশি, ভাসি যদি আঁখি-নীরে, হাসি উপ-হাস করে॥ ১১

বাহার—মধ্যমান।

কেবল হরেছ মন, মধুর বচনে। নতুবা কি গুণ তব, ভাবি শয়নে স্বপনে। যে করে তোমার আশ, তারি কর সর্ব্বনাশ, কিন্তু যে ঈষৎ হাস, বাধা সদা সে কারণে। যেমন কোকিলগণ, না জানে স্নেহ পালন, কুরূপ

প্রায় তেমন, নাহিক বিশ্ব ভুবনে। কেবল প্রিয় বচনে, প্রিয় ভাবে জগজনে, আমি ত সেই কারণে, মজিয়াছি প্রাণপণে॥ ১২

কাফি সিন্ধু—মধ্যমান।

দুঃখিনীরে দুঃখ-নীরে প্রাণ কি দুঃখে ভাসালে। আপনি না মজি প্রেমে অবলা মজালে॥ ভাল হই মন্দ হই, তোমা বই কারু নই, এ যন্ত্রণা কারে কই, এ জনে কাঁদালে। শয়নে স্বপনে থাকি, সদা প্রাণ বলে ডাকি, মনোদুঃখে মনে রাখি, মান না জানালে। একি জ্বালা অকস্মাৎ, বিনা মেঘে বজ্রাঘাত, মুখের গ্রাসের ভাত, হরিয়ে মজালে॥ ১৩

কামোদ—মধ্যমান।

কিবা তব ভালবাসা, আশাতে প্রাণ অবশেষ। না পূরিল মন আশা, বিপক্ষ হইল দেশ। মুখে বল ভালবাসি, মনে অন্য অভিলাষী, নহে কেন সুখ নাশি, দিতেছ যাতনা শেষ॥ ১৪

কালাংড়া—জলদ্ তেতালা।

কেবল তোমার ভাল আসিতে ভাল বাসনা। দুজনে দ্বিমত হ'লে প্রেম কি রবে বলনা। আমি ভাবি ও বয়ান, সতত হেরিব প্রাণ, তুমি মনে ভাব আন, এ ভাব ভুলে ভাব না। এসে বল যাই যাই, সে কথা প্রাণে সুধাই, প্রাণ বলে করি তাই, সবারি সম যন্ত্রণা॥ ১৫

কালাংড়া—জলদ্ তেতালা।

অন্তরে ভাল না বাস, মুখে বোলো ভালবাসি। অন্যে যেন জানে প্রাণ, তুমি মম অভিলাষী। প্রণয়ে এই ত সুখ, যে চায় যাহার মুখ, সে ভাবিলে তার দুঃখ, সেই প্রেম সুখরাশি। তুমি ত্যজি সে বিধান, ম্যানে কর অপমান, আমি মনে ভাবি প্রাণ, বটে কিন্তু লোক হাসি। পিরী-তের এই ধারা, পিরীতে মজায় তারা, না বলিলে মজে যারা, বৃথা পরিবাদে ভাসি॥ ১৬

সিন্ধু—আড়া তেতালা।

আশার আশায় বুঝি, থাকে না জীবন আর। কিঞ্চিৎ নহিক সুখী, বৃথা আকি-ঞ্চন সার। ক্ষণমাত্র সুখী হ'য়ে, চিরদিন দুঃখে রয়ে, অবশেষে লোকালয়ে, গঞ্জনা হ'ল অপার। এ নহে উচিত তার, অধীন যে হয় যার, তার কি দুঃখ সার, শোধয়ে প্রেমের ধার। ছি ছি প্রেম সুখাশায়, প্রাণ সঁপিলাম যায়, দহে কায় কব কায়, সে দেয় ভতের ভার॥ ১৭

কালাংড়া—জলদ্ তেতালা।

পিরীতি কি রীতি প্রাণ, তুমি নাকি তা জান না। সবে বলে পর গুণ, দূণাঙ্করে কভু মান না। যে মানে তোমার মান, তারি কর অপমান, তব প্রেমে এ বিধান, মানিনীর মান রাখ না। যে ভালবাসে তোমারে, তুমি না বাস হে তারে, বাসিলে ভাল তাহারে, দেহ বিশেষ যন্ত্রণা। বৈ

তোমার মুখ চায়, তুমি নাহি চাহ তায়, রাখ সদা যন্ত্রণায়, একি ভাব বলনা। যে তব সুখের সুখী, তব দুঃখে হয় দুঃখী, ভাবনা তাহার দুঃখ, বলনা একি ছলনা ॥১৮

ভৈরবী—মধ্যমান ঠেকা।

এত যে যন্ত্রণা রে প্রাণ, তবু তোমারে হেরে জুড়ায় জীবন, কি জানি কি হ'লো আমারে! যত কর অপমান, তিলার্দ্ধ হেরিনে প্রাণ, হেরিলে বিধু-বয়ান, কি সুখ কহিব কারে? বুঝিছি কারণ তার, প্রাণ ধন যে যাহার, মান অপমান তার, ভিন্ন কি হইতে পারে? অনাদর কিবা মান, উভয় সমান জ্ঞান, স্নিগ্ধ উষ্ণ বারি দান, যেমন অনল সংহারে ॥ ১৯

ঝিঁঝিট—একতালা।

যায় যাবে কুল তায়, ভয় কি আছে আমার? যখন পেয়েছি প্রাণ দরশন হে তোমার। সবে বলে কলঙ্কিনী, কুল চাঁদের হরিণী, আমি কিন্তু মনে জানি, কলঙ্ক সে অলঙ্কার। লোকে কয় গেল কুল, মূলেতে হ'লো নির্ম্মূল, আমি ভাবি এল কূল, ছিল অকূল পাথার ॥ ২০

ইমন কল্যাণ—জলদ তেতালা।

আমি কি কখন তারে অন্তরে রাখিতে পারি? তিলেক অন্তরে যার ধৈরজ ধরিতে নারি। ল'য়েছি যে প্রেম ধার, কেমনে শুধিব আর, সে আমার আমি তার, প্রাণান্তে হবো তাহারি ॥ ২১

সিন্ধু ভৈরবী—ঢিমা তেতালা।

তোমার বিনোদ দেহে উভয় ভাব বিধান। কেবল বধিতে পরে করেছ মন পাষাণ। কভু পীন পয়োধর, কভু যুগ্ম ধরাধর, কভু বেণী ভুজঙ্গিনী, কভু মৃণাল সমান। কভু নেত্র বিষময়, কভু চক্ষে সুধা বয়, কভু হাসে কভু ভাসে, না জানি কিবা সন্ধান। স্বভাবিত চন্দ্রানন, মানে মলিন বদন, মিলনে কত না সুখ, বিরহে বিদরে প্রাণ ॥ ২২

রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়।

ইনি প্রসিদ্ধ কুলীন-বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কুলীন ব্রাহ্মণদিগের বহু-বিবাহের বিষময় ফল দর্শন করিয়া ইঁহার হৃদয় মর্ম্মাহত হয়। যাহাতে বহু-বিবাহ-প্রথা এতদ্দেশ হইতে দূরীভূত হয়, তজ্জন্য ইনি বিস্তর যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন। ইঁহার রচিত কুলীন ব্রাহ্মণ-কন্যার দুর্দ্দশা সম্বন্ধীয় গীতগুলি বড়ই প্রাণস্পর্শী ও হৃদয়-বিদারক। বিক্রমপুর ইঁহার জন্মস্থান।

"জীব সাজ সমরে"—সুর।

মনো দুঃখ কব কায়। দুঃখ কে বুঝিবে এই দুঃখময় ধরায়। পিতা কপালদোষে

কাপালিক প্রায়, লিপ্ত আছেন কুললক্ষ্মীর সেবায়, আজন্ম পালিয়ে, এ সব কুলমেয়ে, বলি দিবেন কুলময়ীর পায়। আমরা অবলা যুবতী, কি হইবে গতি, না দেখি সুহৃদ এ ভুবনে ;—কঠিন পিতা মাতা তায়, স্নেহ মমতায জলাঞ্জলি দিল দু'জনে, (কেবল) ভ্রাতৃজায়াগণের দাস্যবৃত্তি করে, পোড়া উদর পোষি আজীবন ভরে, আছি ভ্রাতার মুখ চেয়ে ভ্রাতা পাছে কোন ত্রুটি পায়। সদা মরি মনস্তাপে, না জানি কি পাপে, পাপিনী জেনেছে বিধাতায় (তাতে) পাপ ভেবে চিতে, পাপিনীদের হাতে, দেবে দ্বিজে নাহি অন্ন খায়। হায় মোদের যে যমপতি, সবার করে গতি, চক্ষু খেয়ে নাহি দেখে এ যুবতী, বুঝি মরা দেবীবরে থেকে যমঘরে, নিতে বারণ করে যম-রাজায়॥ ১

কৃষ্ণকান্ত পাঠকের সুর।

আর আমার কাজ কি বিয়ের সাজ পরিয়ে বৃদ্ধকালে। শিশু বরের পাশে, কোন বা রসে, ঘোমটা দিব পাকুনা চুলে। গায়ে দিয়ে নামাবলি, গাই শিব-নামাবলি, নিয়েছি মালার থলি হস্তে তুলে, ভাল ফল্লো ফল বল্লালিতে মিল্ল বর এক কচমা ছেলে। হায় লাঠি ভর করিয়ে, এ শিশু বরকে নিয়ে, কেমনে যুরব আমি কলা তলে, (ওকে) বলব বা কি, বলবে বা কি, বলবে না কি এয়োকুলে। আমার এ অন্ত-কালে, ওর শুভ দৃষ্টি হ'লে, ছেলেটী ডরাবে এ চাঁদ-মুখ দেখিলে, নিয়ে দুঃখের বর, কল্লে ঘর, ডাক্‌বে সে ঠাকুরমা বলে॥ ২

(কৃষ্ণকান্ত পাঠকের সুর।)

যাই লো সই, ঐ অসুরে বুড় হেরে ডরে মরে। দিলে কাশটা, সে আকাশটা ফাটে, কাঁপে লাঠির বাঁসটা ধরে। সাজা'য়ে পাটকাপড়ে, আট্‌কায়ে মুকুট শিরে, বল্লে মায দেখিস বরে নয়ন-ভরে, দেখি পাটো সে মাথাটা ঢেকে, পাটে বসেছে ঠাঁট করে মোট্‌কা সব ঘট্‌কা এসে, শুন'লে চোট্‌কা ভাষে, বুড়টা ঠোঁট কাঁপায়ে হাস্য করে, আমি অন্তরেতে ডরি লো তার মন্ন কৈতে দন্ত নড়ে॥ ৩

ললিত—আড়া।

কুল-মেয়ে কেন কান্দ গো বিরলে। কি দোষে হয়েছে দোষী কি চুরি করিলে॥ বল কোন দুরাচারে ; তুমি সরলা বালারে ; এ কঠোর কারাগারে ; অবিচারে দিলে॥ নেত্রে বহে বারিবিন্দু, মলিন বদন ইন্দু, নাই কোন সিন্দুর-বিন্দু ; সুন্দর কপালে। কেন যেন কাঙ্গালিনী, থাক দিবস যামিনী, কেউ তোমার কি নাই দুঃখিনী, এ মহী-মণ্ডলে। দিন কাটাও দাসীভাবে, ভ্রাতৃ-বধূর পদ সেবে, নিশায় কাতর ভেবে ভেবে, কোন পাপফলে। অনাথা কুলীনের মেয়ে, কি খেদ তব হৃদয়ে, দেখ কেন রয়ে রয়ে, সধবা সকলে॥ ৪

"দেখলাম যত নারী বসে নীরে"—সুর।

বল্লালী তুই যা রে বাঙ্গালা ছেড়ে। ডুব্‌ল ভারত কদাচারে, সোণার বাঙ্গালা যায় রে ছারেখারে। ভ্রূণহত্যা সঙ্গে ক'রে, ব্যভিচার তুই যা রে মরে, পাপস্রোতে ভাসালি রে বঙ্গ মায়েরে অপার পাথারে। কমলিনী সমাজে সব কুলীনের মেয়ে, অনাথিনীর বেশে থাকে মলিনা হ'য়ে, (ওরে) ওদের দশা মনে হ'লে, দুঃখেতে পাষাণ গলে, কেউ নাই ওদের ধরাতলে, সদা মনানলে জ্বলে মরে। শ্রোত্রিয় বংশজ বংশ গেল রে নিপাত, (ওরে) কুমারী কুলীনকুমারী করে অশ্রুপাত, (ওরে) বিদ্যাশূন্য বৃহস্পতি, তারা বলে সমাজপতি, ঘটকসনে করে যুক্তি, দম্ভে কাঁপায় বঙ্গ পদভরে॥ ৫

"দেখলাম কত নারী বসে নীরে"—সুর।

মেল ভাঙ্গ মেল ভাঙ্গ কুলীন সবে। তবে সে মঙ্গল হবে, সমাজেতে রবে হে গৌরবে। মেলে মেলে নাহি মিল, ইথে কিরে ফল বল, মিল মেলে মিলে মিল, জাতি কুল সকল রহিবে। ঘরে ঘরে কুলমেয়ে দুঃখে ভেসে যায়, (ওরে) কেমনে দেখ নয়নে পাষাণের প্রায়, (ওরে) বল বল খড়্‌দ ফুলে, কি গৌরবে আছ ভুলে, দেশ নাশিলে সমূলে, আর কত কাল রবে এ গৌরবে! যযতনে অন্নদানে কুল-কন্যাগণ, (ওরে) মূক-শুকপাখী-সম করেছ পোষণ (ওরে) তাতে কেন হ'য়ে ব্যাধ, সে পাখী জীয়ন্তে বধ, ওদের কিবা অপরাধ, কেন এত বাদ সাধ তবে॥ ৬

"পারব না রাজ সভায় যেতে"—সুর।

কার পানে বা চাবে পিতঃ এ দুঃখিনী কুলমেয়ে। কি ধন দিয়ে যাও হে তুমি, রেখে যাও হে কার করে আশ্রয়ে। ভ্রাতা নহে ভ্রাতার মত, সে যে জায়ার অনুগত, (আর) দাসী হ'য়ে রব কত, ভ্রাতৃ-বধূর মুখ চেয়ে। অনাথিনী তনয়ারে, আজীবন পালন করে, শেষে পিতঃ কার করে যাও হে তা'রে সমর্পিয়ে। চির দুঃখ ভোগের তরে, কেন পুষেছিলে মোরে, (এখন) তুমি চল্লে তোমার ঘরে, দুঃখিনীরে ভাসাইয়ে॥ ৭

"হা রে বিধি তোরে যদি বিরলেতে
পাই রে"—সুর।

বহু দিন পরে এসেছি, চিনি না কো শ্বশুরবাড়ী, কোন পথে যাইব মা গো, বিশ্বনাথ বাররীর বাড়ী। যা'রা ছিল ছেলে পিলে, তা'দের হ'ল ছেলে পিলে, বিয়ে করেই গেলুম ফেলে, হ'য়ে গেল বছর কুড়ী। বাড়ী ঘর তা নাহি চিনি, (কেবল) শ্বশুরেরই নামটী জানি, উত্তরেতে বাগানখানি, সুপারি সব সারি সারি। বাড়ীর মধ্যে এক একচালা, তারি মধ্যে হাঁড়ি চুলা, কক্ষে নিয়ে ভিক্ষার ঝোলা, বেড়িয়ে বেড়ায় বাড়ী বাড়ী। দ্বিজ রাসবিহারী বলে,

আর ত হাসি রাখতে নারি, তুমি যা'কে মা বলিলে, সে বটে তোমারি নারী ॥ ৮

"গুরু চিন্তা কর মন রে দিন ত
বয়ে যায়"—সুর।

'আয় লো আমরা কুলীন-বাড়ীর বিয়ে সবাই দেখতে যাই, তোরা এমন বিয়ে দেখিস্ নাই। শুনেছিস্ দানসাগর বিয়ে, ওদের বিয়ের ঘটে তাই, নৈলে নিদান পক্ষে বৃষোৎসর্গ, একটী বৎস চারিটী গাই, (দিবে) এক বরেই চারিটি মেয়ে লোকের মুখে শুনতে পাই, (আহা) ওদের কেমন কঠিন হিয়া, পিতা মাতার দয়া নাই ॥ ৯

"কেন গো কালি লেংটা ফির"—সুর।

(আহা) গেল রে ভারত রসাতলে। কিছু বিচার নাইকো হিন্দুর দলে। অনিয়মের বাধ্য হ'য়ে সকল স্বেচ্ছাচারে চলে, (এ পাপ) সমাজের কেউ কর্ত্তা নাইকো। সাধ্য কি কে কারে বলে, জমিদার ধনীগণ আছে দুষ্ট লোকের করতলে। (দেখ) শ্রেষ্ঠ লোকের অন্নকষ্ট মতির হার বানরের গলে, বিদ্যাশূন্য ভট্টাচার্য্য কতই আছে মোদের দলে। (তারা) সমাজের অগ্রগণ্য কতই কুকাজ তলে তলে। রাসবিহারী কয় মাটি ফাট আমি যাব তোমার তলে। (তখন) ধরণী কয়, কি রূপ ফাটি, গলিত তোমার নয়ন-জলে ॥ ১০

মনোমোহন বসু।

জীবনী ২য় ভাগ সঙ্গীত-সার-সংগ্রহে ১২৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

(বিবিধ সঙ্গীত।)

ভৈরবী—একতালা।

দিনের দিন, সবে দীন, ভারত হ'য়ে পরাধীন। অন্নাভাবে শীর্ণ, চিন্তা-জ্বরে জীর্ণ অনশনে তনু ক্ষীণ। সে সাহস বীর্য্য নাহি আর্য্যভূমে, পূর্ব্ব গর্ব্ব সর্ব্ব খর্ব্ব হ'লে ক্রমে, চন্দ্র-সূর্য্য-বংশ অগৌরবে ভ্রমে, লজ্জা রাহু-মুখে-লীন। অতুলিত ধন রত্ন দেশে ছিল, যাদুকর-জাতি মন্ত্রে উড়াইল, কেমনে হরিল কেহ না জানিল, এমি কৈল দৃষ্টিহীন। তুঙ্গদ্বীপ হ'তে পঙ্গপাল এসে, সার শস্য গ্রাসে, যত ছিল দেশে, দেশের লোকের ভাগ্যে খোসা ভূষি শেষে, হায় গো রাজা কি কঠিন। তাঁতি, কর্ম্মকার, করে হাহাকার, সুতা, জাতা ঠেলে অন্ন মেলা ভার, দেশী বস্ত্র, অস্ত্র বিকায় নাকো আর, হ'লো দেশের কি দুর্দ্দিন। আজ যদি এ রাজ্য ছাড়ে তুঙ্গরাজ, কলের বসন বিনা কিসে র'বে লাজ, ধ'রবে কি লোক তবে দিগম্বরের সাজ, বাকল টেনা ডোর কপিন। ছুঁচ সুতো পর্য্যন্ত আসে তুঙ্গ হ'তে, দীয়াশলাই কাটি তাও আসে পোতে, প্রদীপটা জ্বালিতে, খেতে, শুতে, যেতে, কিছুতে লোক নয় স্বাধীন ॥ ১

শ্রীরাগ—ঢিমা তেতালা।

জাগিয়ে স্বপন এ যদি সম্ভবে, আগত এ সুখধনে মনে স্থান দিই হবে। চিনেছি সে বীণাস্বর, শিষ্য যার পঞ্চস্বর, তথাপি সন্দেহশর, দহে অন্তর। অভাগারে হারা-নিধি বিধি কি মিলাবে? অথবা বিভ্রান্ত আমি, মরীচিকা অনুগামী, বলনা লো চিতগামী, সেই কি তুমি? না হ'লে বধের ভাগী নিতান্ত হইবে॥ ২

মূলতানী—আড়াঠেকা।

মিছে মানে মজে—ও তার মিছে দোষে, মিছে, রোষে, না বুঝে মানিনী সেজে! তারে করিয়ে বিমুখ, পেয়েছি যে দুখ, অসহ্য যাতনা সে যে! সই! বিবিমতে সাধি মোরে, তথাপি বিরূপ হেরে, আহা! গেল যবে ফিরি, কি মালিন্য মরি, হেরিলাম মুখ-সরোজে! হায়! হৃদয় যত নিয়েছিল, হৃদয় নিতে কহিল; মন দুরাশায় মাতিল, লুটাতে চাহিল, পদ-রজে হৃদয়রাজে॥ ৩

ইমনকল্যাণ—জলদ তেতালা।

বিরহ হেমন্ত গত, সুখ বসন্ত আইল। ভাব মঞ্জু-কুঞ্জ-বনে, রসতরু মুঞ্জরিল, নিরাশা-কুয়াশা গেল, আশা-মলয় বহিল। বিষাদ-তুষাররাশি, আনন্দ-তাপে গলিল। মন-অলি মনোলোভা, হৃদি-সরোবর শোভা, প্রেয়সী কমলনিভা, আজ কিবা বিকশিল। ফুটিল কামনা-কলি, ছুটিল সোহাগ-অলি, প্রণয়-পিক-কাকলী, মন-কানন মোহিল॥ ৪

কেদারা—ঢিমা তেতালা।

প্রণয়-বারিধি মাঝে, সুখ-নিধি যদি চাহ; এক জনে মন সঁপে তাহারি হইয়া রহ। একান্তে যে একে মজে, কভু না দ্বিতীয়ে ভজে, পবিত্র সুখ-সরোজে বিরাজে সে অহরহ! নতুবা যে অনুরাগে, অংশ করে ভাগে ভাগে, বিরাগ তার ঘটে সোহাগে যাতনা সহে দুঃসহ॥ ৫

মূলতান—জলদ তেতালা।

মিছে আর কেন? যদি ত্যজিলা আনন্দময়ী আনন্দকাননো! বিনে সতী শশধরো, কৈলাসো ভূধরো, হ'লো আঁধারো এখনো। যারো লাগি ভিক্ষা মাগি, সংসারী শঙ্করো যোগী, শিব-সর্ব্বস্ব সে ধনে না হেরে ভবনে, রবে কেমনে জীবনো? ৬

সাহানা—ধামাল।

কৈলাসো ভূধরোপরি, হায় আজ একি হেরি—বিরাজিত হরগৌরী—কি যুগল মাধুরী! রজতে কনকোকান্তি মিলিল, আ মরি। আধ অঙ্গে বিভূষিত, আধ চুয়া কস্তুরী! একাঙ্গে ভুজঙ্গগণো, একাঙ্গে মণি কাঞ্চনো; আধ বাঘাম্বরখানি আধ কৌম বসন্তনা; আধই জটাজুট, আধ শিরে কবরী! সাদ্ধনয়নে অঞ্জনো, মরি কি আঁখিরঞ্জনো! ঢুলু ঢুলু ঢুলিছে কিবা সাদ্ধ

লোচনো! কপালে শশধরো, অনলো কোলে করি! ৭

সাহানা—ঢিমে তেতালা।

অযোধ্যা নগরে আজু আনন্দ অপার। রাম রাজ্যেশ্বর হ'বে শুভ সমাচার। মধুর মঙ্গল গীত, শুনি অতি সুললিত, মঙ্গল বাজনা কত, বাজে অনিবার। পল্লব-কুসুম হারে কিবা শোভা দ্বারে দ্বারে, প্রতি ঘরে সবে করে মঙ্গল আচার ॥ ৮

খট—কাওয়ালী।

হায় কি হইল, এই মনে ছিল, ও হে বিধি তোমারো। কি দোষ পাইলে, সমূলে নাশিলে, আশালতা আমারো। পলকে প্রলয়, হেন জ্ঞান হয়, নাহি হেরিলে যা'রে, কেমনে সে ধনে, পাঠায়ে বনে, রব ভবনে আরো। কে আর যতনে মধুর বচনে, ডাকিবে বলে মা মা, তাপিত হৃদয় হইবে শীতল, হেরে মুখ কাহারো। বাঁচিয়া কি ফল, ভখিব গরল, অথবা অনলে পশি, অথবা জীবনে, জীবন ত্যজিয়ে, জুড়াব জ্বালা এবারো ॥ ৯

বাহার বাগেশ্রী—মধ্যমান।

কি ক'ব মাধব-সূত মাধব-গুণ-কাহিনী! বিপদে সম্পদে সখা সেই কৃষ্ণ গুণমণি! খাণ্ডব যাদব জয়, কালকের কুলক্ষয়, পাণ্ডব হ'তে কি হয়, সব-মূল চক্রপাণি! (ওহে) পঞ্চালে কিবা বিরাটে দুর্ব্বাসা ঘোর সঙ্কটে, অরণ্যে কি রাজ-পাটে সহায় তিনি—দাসের হৃদয় মাঝে, বাঁকা সাজে, বিরাজ করেন আপনি ॥ ১০

পরজ—ঝাঁপতাল।

কি দেহ জ্যোতি, ভূতলে দিনপতি, গতি যূথপতি, অতি মত্তবারণ। লাবণ্য নব কিশোর, অথচ ভুজ কঠোর, কি চঞ্চল নীলোৎপল যুগল নয়ন! দোলে শ্রবণে হীর-কুণ্ডল বদন বিধুমণ্ডল, ওষ্ঠাধরে ধরে কিবা রাগ রঞ্জন! বিশাল ললাট-পাট, বিশাল হৃদয়-ঠাট, সুকোমল সমুজ্জ্বল সুন্দর গঠন! সভ্য সুধীর সভামণ্ডলে, পাবক-সম ক্রোধ কালে, ধৈর্য্যে ধরা। শৌর্য্যে সুরপতি সমান! অনায়াসে ভুবন জয়, পারে হেন জ্ঞান হয়। তেজে ভীষ্ম, এ অবশ্য মম প্রাণধন ॥ ১১

আলেয়া—একতালা।

কি হ'লো কি হ'লো মরি, এ কি হে নয়নে হেরি; কি ল'য়ে কোন মুখে ফিরে যাব রে হস্তিনাপুরী? ঐ দেখ হে মীনকেতু, এক মাত্র বংশ-সেতু, ছিল প্রাণের বৃষকেতু, নাশিল দুরন্ত অরি! যাত্রাকালে মা আমারে, সঁপে দিয়েছেন কুমারে, কি বলে বুঝাব তাঁরে বিফল আর জীবন ধরি ॥ ১২

হাফ-আখড়াই।

মিছে মানে আর্ ম'জোনা মানিনি! এবার্ মানে মান্ রবেনা কমলিনি! সই, নারীর ভূষণ,-সাধের রতন, মান ধন জানি গো রাই। কিন্তু অনুকূল বঁধু যার্, অভিমান সাজে তার্, সে সময় তোমার নয় বিনোদিনি! পেতে মায়া-ফাঁদ্, কালাচাঁদ, কিসে কি ঘটায় কি জানি! মায়াধারী হরি, তা কি জান না কিশোরি? কালার্ কত ছল।—কত চাতুরী! শ্রীরাধে গো! অতি কুটিল কপট, নিলাজ লম্পট, তবু গতি নাই বিনা সেই বংশীধারী! তাই বলি আর রেখোনা আর, মনে অভিমান—মান্ অপমান্! মানের তরঙ্গ হেরে আতঙ্কে যায় যদি ফিরে, রাই গো! সবেনা তবে অন্তরে বিদরিবে প্রাণ! গরব গায় রবে কি গরবিনি? তাই বলি কিশোরি গো, মানে আর্ ম'জোনা! বিমল বদন কেন ঘন বিষাদে ঘেরিল? নিশা নলিনীর প্রায় কেন কমলিনি! আঁখি-কমল মুদিল? ঘন ঘন শ্বাস, যেন প্রবল সমীরণ। হাস্য রবিকিরণ, হ'লো অদর্শন! শ্রীরাধে গো! ঘন গর্জ্জন—হাহাকার, বর্ষণ—অশ্রুধার, খেলে দামিনী যেন স্বর্ণ অভরণ। হরিষে বিষাদ আ'জ গো এমন, কি কারণ? সুখের বসন্তে সখি, দুখের বরষা দেখি, রাই গো, মনোরূপ শুকপাখী, দুখেতে মগন! সাধে বাদ সাধো কেন সজনি? ১৩

বিনয় করি তাই অভিমান্ ত্যজতে। পাছে সাধে বাদ, নিরাশা হয় আশাতে॥ হায়! যে কাল রতনে, না হেরে নয়নে, দহিছ জীবনে, রাই, শত বৎসর শূন্যকায়, মণিহীন্ ফণি প্রায়, মানে তায় এলে কি আ'জ হারাতে? আর কি নন্দলাল, সে রাখাল? এখন মহীপাল, মহীতে! আর কি তোমার হরি, আছে তোমার গো কিশোরি? আরকি রাধা ব'লে বাজায় বাঁশরী? শ্রীরাধে গো! এখন ষোড়শী রূপসী, কত তার মহিষী, আর কি মানের দায় সাধ্‌বে তোমার পায় ধরি? এ যদি বিনোদি তোর ছিল মনেতে—ম'জবি মানেতে; কেন পাগলিনী হ'যে, কুলে জলাঞ্জলি দিযে, এলি শুধু কলঙ্কের হার গলায় পরিতে? কি ভাব তোর পারিনে রাই বুঝিতে! তাই বলি প্রভাসে রাই, মানে আর ম'জোনা! বিচ্ছেদে বিষাদে রাধে, একি বিপদে ফেলিলে—প্রেম-উন্মাদে কি হ'য়ে উন্মাদিনী, এসব প্রলাপ ভাষিলে? ভ্রমে বিধুমুখি, একি স্বপন দেখিছ? এ যে সে গোকুল নয়, তাকি ভুলেছ? শ্রীরাধে গো! পেযে শ্রীপতির নিমন্ত্রণ, দেখতে সেই হৃদয়-ধন, ত্যেজে বৃন্দাবন প্রভাসে যে এসেছে! প্রভাসে নিকুঞ্জ বন, দেখ গো আবার—একি চমৎকার! যেন সেই মাধবীকুঞ্জ, তেমি তরুলতাপুঞ্জ, রাই গো, অলির তেমি রব গুঞ্জ, ব্রজের ভাব সবার! আসবেন শ্যাম্ ব্রজের ভাবে জুড়াতে॥ ১৪

নবীন সন্ন্যাসী কেন হে সাজিলে? হ'য়ে বিবাগী, কোথায় হরি চলিলে? হায়, নয়ন রঞ্জন, দলিত অঞ্জন, সে কাল বরণ নাই; কেন বিভূতি মাখিয়ে, শ্রীঅঙ্গ ঢাকিয়ে, সজল জলদরূপ লুকালে? ত্যেজি পীতাম্বর, পীতাম্বর! কেন বাঘাম্বর পারিলে? ডিমি ডিমি স্বরে, করে ডম্বুর আজ বাজিছে; সদা ঢুলু ঢুলু আঁখি ঢুলিছে, ব্রজনাথ হে! কিবা জটিল জটাধর, সেজেছ নটবর, যেন নিজে হর ব্রজে উদয় হ'য়েছে! বদনে ববম্বম্ রব শুনি অবিশ্রাম, —ত্যজে রাধার নাম্! মোহন বনমালা ফেলে, রুদ্রাক্ষ-হার দোলে গলে, শ্যাম্ হে, ধুতুরা আর বিল্বদলে, শোভা অনুপম্! গোকুলে একি রূপ আ'জ দেখালে! এ বেশে, এ বয়সে, কোথায় যাও বলনা? কমল বদন কেন, দেখি মলিন্ আ'জ ব্রজ-রাজ? ব্রজের মোহন্ বেশ ত্যজ্য করি, বংশীধারি, কেন ধ'রেছ নূতন সাজ? কেন যেতে যেতে, অমন ক'রে হে, ফিরে চাও? ও কেউ দেখবে ব'লে, যেন শঙ্কা পাও! ব্রজনাথ হে, নাহি চন্দ্রাস্যে সুহাস্য, ভাব যেন ঔদাস্য, একি রহস্য, এ দাসীরে ব'লে যাও? মধুর অধরে নাই মধুর বাঁশরী কেন মুরারি? চরণে নাই নূপুর বেড়া, কটিতে নাই পীত ধড়া, শ্যাম হে, শিরে শিখিপুচ্ছ চুড়া নাহি হেরি হরি! রাখাল রাজ, রাখাল সাজ কি ত্যাজিলে? ১৯

খেঁউড়।

গুণের ব'ন্ তোমার! দেবে নাকি ব'নের বে আবার? দ্বীপের মাঝে দিনের বেলা, পরাশর ঘটালে জ্বালা! ছলে হ'ক, বলে হ'ক পতি সেই! এখন বদল ক'র্বে নাকি সে ভাতার? ঋষিকে দেও শুভ সমাচার! বিধবাকে বর, পরাশর, দিতে চায় বর, পরাশর, দিতে চায় কয় সবে। সধবার বে, আপনার ভার্য্যার হবে, শুনে সুখ পাবে? তোমার মান বাড়বে। এমন সাধ্বী ভগ্নী ভাগ্যে ঘটে কার? শুনে হাসি পায়—সরমে ম'রে যাই! ষোড়শী ননদী আমার—প্রেমের পাথারে, খেয়া পার করে, দিনে শতবার! যৌবন-তরী তার, চমৎকার কর্ণধার পেয়েছে! মৎস্যগন্ধা, ঘুচে পদ্মগন্ধা, তাই সে হ'য়েছে! সবাই জেনেছে! পাড়ায় কানাকানি শুনি অনিবার॥ ১৫

প্রাণ ননদিনী—তপস্বিনী, আমার রাজরাণী! বামুন যদি দাবি করে, দিও তবে পালা ক'রে;—দিবসে, তাপসে, তুষিয়ে—যেন রাজার কাছে কাটায় যামিনী! ভাবনা এই—তপোবনে যাবে কি ধনী? একে কুঁড়ে ঘর, বুড়ো বর, নিরন্তর সেবা চাই! আবার জ্বালা, পাকা চুল তার তোলা ঘৃণায় ম'রে যাই! ম'জবে না তায় মন! তখন দুই ষাঁড়ে রণ বাঁধবে অমনি! শুনে হাসি পায়—সরমে ম'রে যাই। সম্পদা

কোন গোত্রে হবে? বুঝে অবস্থা ইহার ব্যবস্থা, বল কে দেবে? পুত্র দ্বৈপায়ন, বিচক্ষণ;—প্রাণধন, ঠাকুরঝির; তারে ডেকে, শাস্ত্রের বিধান দেখে, গোত্র কর স্থির। কি সৌভাগ্য হায়!—হ'লো কুরু-কুলের বধূ জেলিনী॥ ১৬

কেন ওহে প্রাণ, সরল্ প্রাণে গরল্ দিতে চাও? রসিক্ নাগর তুমি যেমন, পরিচয় তা'র পেলেম্ এখন, পীরিতি, কি রীতি জাননা—এত ছলো্ কথা, প্র কোথা পাও? অবলারে হায়, ও প্রাণো এ নহে উচিত! কথাতে জ্বালাতে পটু, গুণের মধ্যে এই! তোমার কথা, কি যে মুণ্ডু মাথা, খুঁজে পাইনে খেই। কপট্ ছল্ কৌশল —হলাহল আ'জ কেবল্ ঢাল্‌তেছ: পেটে পেটে, ভাবটী এঁটে শেঁটে, বচন বা'ড়-তেছ! ওস্তাদি ধরণে, চল্‌তে সাধ! বামনে চায় ধ'র্‌তে চাঁদ্! উঠলে ব্যাঘাচিন্ ল্যাজ তোমার হবে না! বুঝেছি চাতুরী, রসরাজ; আর কেন জ্বালাও? তোমার মন যথা সথা চ'লে যাও॥ ১৭

একি রোগ্ তোমার, মিছে সন্দে সতীর নিন্দে গাও! ছিদ্র পেলে হও উন্মত্ত, কুতর্ক তোলা অকথ্য, এই আপ্‌শোষ, স্বভাব-দোষ, গেল না; লোকের কুচ্ছ গেয়ে উচ্চ হ'তে চাও। গান্ধারী সতী, কৃষ্ণেরি বচন! সরল্ কথায় গরল্ তুলে, প্রাণ, কেন আর জ্বালাও? জেনে শুনে, তবু স্বভাব গুণে কুভাবটি ঘটাও। জাননা কি তার, ব্যব-হার? ত্রিসংসার সতী কয়! তুচ্ছ পাপে, ঋষির অভিশাপে, কুলোকে এই রটায়! সে কথা ভুলিয়ে, প্রেয়সি! ছলনা করিয়ে —এমন ভাবত ছাড়া কথা কোথায় পাও? ১৮

প্রাণ রে আ'জ মনের কথা আমায় খুলে কও;—দিবসে সরসে থাক, মধুদানে সুখে রাখ, কেন নিশিতে মুদিতা হও? কেন লো প্রাণ কমলিনি, স্বভাবের বশ নও? হ'য়ে রসবতী, যুবতী; পিরীতি, কি রীতি, জাননা;—নিশি-যোগে, রয় সুখ-ভোগে, সবে দেখনা! হ'য়ে খণ্ডিতা, তাহে বঞ্চিতা, আছ প্রাণ! কেন সুখের সময় দুখে রও? যদি উভয়ে যতন করে, তবেই পিরীত রয়;—সুখোদয়; নৈলে দুখে দয়—সদাই জ্ব'ল্‌তে হয়! ওলো সুলোচনা ললনা, বলনা, ছলনা, ক'রোনা; সাধে সাধে, কও কি বিষাদে, ঘটাও যন্ত্রণা? প্রেম-প্রভাবে, সরল্ স্বভাবে, নাহি রও—পতির মর্ম্মে ব্যথা কেন দেও? ১৮

হায়রে তোর চোরা পিরীত, তপনের সনে! ভোগা দিতে আমায় শুধু, খেতে দেও প্রাণ, মুখের মধু, কিন্তু প্রাণের বঁধু গগনে! পদি লো, আর সতীপনার বড়াই করিস্ নে! দেখে দিনমণি, তখনি, অমনি, হও ধনি, সুখিনী;—বসন খুলে, চাঁদ্-বদন তুলে, চাও তখন জানি! অস্তে গেলে সে,

অম্‌নি বিরসে, ঢাকিস্ মুখ ; ছি ছি ধিক্ অসতীর জীবনে ! ওলো, পুরুষ পরশমণি, তা কি জাননা ? সে রতন করে পরশন, নারী হয় সোণা ! পুরুষ, পাঁচ ফুলেতে বসিলে, তায় কুলে, কোন কালে, ড্যাংরা হয় ? সে ছল্, ভুলে, আপনার্ দোষ ঢাকিলে, ঢাকা পড়্‌বার নয় ! ওলো সুন্দরি, তোর সব চাতুরী বুঝেছি ;—আর কি চিরকাল রয় গোপনে। ১৯

ধিক্ লো ধিক্, কালামুখ আর কাক দেখাসনে ! পর-পতি রসোল্লাসে, ভেসে বেড়া'স হেসে হেসে, এমন্ ধিক্ জীবন আর রাখিস নে ! কি দশা তো্ হ'লো, একবার ভেবে দেখিসনে ! ছিলি গলেশ্বরী, সুন্দরী—অপ্সরী, কিন্নরী, হেরে যায়, মজার আশে, তুই অবশেষে, ধ'র্লি ব্যাঙের পায় ! বুকে তুলে ঠ্যাং, ডাকে গ্যাঙর্ গ্যাং, কোলা ব্যাং, মুখেগুংলে তাও তো ছাড়িসনে ! পদি, তুই যেমন, তোর্ দিদি তেমন, সমান দুই সতী ! নিশাচর, সেই নিশাকর, তার্ উপপতি ! দিয়ে কুলে কালী, ঢলালি, মজালি, মজিলি, ধিক্ লো ছি ! লজ্জা সরম্, তোদের্ নাইকো ধরম্, অধিক্ ব'ল্‌বো কি ! পতির্ কচ্ছাতে, মিছে নিন্দাতে, মেতেছিস ; আপনার মুখ পুড়েছে জা'নছিসনে। ২০

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।

সাহিত্যসেবী দ্বিজেন্দ্রলালের নাম বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। রহস্য-গীত রচনায় ইনি সিদ্ধহস্ত। ইঁহার রচিত হাসির গানগুলি শ্রবণে হাস্যসম্বরণ অনিবার্য্য হইয়া থাকে। এই পুস্তকের শেষভাগে 'কৌতুক-সঙ্গীত' পরিচ্ছেদে ইঁহার রচিত কয়েকটি হাসির গান সঙ্কলিত হইয়াছে। কৃষ্ণনগর ইঁহার নিবাসস্থল। নবদ্বীপ রাজার দেওয়ান ৺ কার্ত্তিকচন্দ্র রায় ইঁহার পিতা। ইনি বিলাতপ্রত্যাগত; অধুনা ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

মল্লার—আড়া।

রেখে দেও, রেখে দেও। রেখে দেও, রেখে দেও প্রেমগীত-স্বরে রে। কেন ও কুহক আর ভারত-ভিতরে রে। যাও চলি পরভৃত, চাই না ও মৃদুগীত, গাও রে পাপিয়া তবে ভাসা'য়ে অম্বরে রে। শুনিয়া মুরলী-গান, জাগিবে না আর্য্য-প্রাণ, ঢালিবে সে স্বপ্ন তার শ্রবণ কুহরে রে। উঠ তবে পার যদি, রে তুরী গগনভেদী, উঠ কাঁপি দরাকাশে লহরে লহরে রে। শঙ্কর-গৌতম-কথা, প্রতাপের বীরগাথা, গাও আজি পথে পথে নগরে নগরে রে। মিলি আর্য্য-কবিগণে, গাও রে উন্মত্তমনে, নীরব পুরাণ-গীত সানন্দ অন্তরে রে। রেখে দেও, রেখে দেও প্রেমগীত-স্বরে রে॥ ১

গৌরী—মধ্যমান।

(ক'রো না, ক'রো না তার অপমান।)
আর্য্য! যেই স্থানে আজ কর বিচরণ, পবিত্র সে দেশ পুণ্যময় স্থান। ছিল এ একদা দেবলীলাভূমি;—ক'রো না, ক'রো না তার অপমান। আজিও বহিছে গঙ্গা গোদাবরী যমুনা নর্ম্মদা সিন্ধু বেগবান; ওই আরাবলি-তুঙ্গ হিমগিরি; ক'রো না, ক'রো না তার অপমান। নাই কি চিতোর, নাই কি দেওয়ার, পুণ্য হল্‌দিঘাট আজো বর্ত্তমান? নাই উজ্জয়িনী অযোধ্যা হস্তিনা?—ক'রো না, ক'রো না তার অপমান। এ অমরাবতী প্রতিপদে যায়, দলিছ চরণে ভারত-সন্তান! দেবের পদাঙ্ক আজিও অঙ্কিত;—ক'রো না, ক'রো না তার অপমান! আজও বুদ্ধ-আত্মা প্রতাপের ছায়া, ভ্রমিছে হেথায়—আর্য্য সাবধান। আদেশিছে শুন অভ্রান্ত ভাষায়,—"ক'রো না, ক'রো তার অপমান।" ॥ ২

—

জয়জয়ন্তী—একতালা।

মনোমোহন মুরতি আজি মা তোমার, মলিন হেরিতে মাগো পারি না যে আর। কেন মা আজি নীরব, বীণার কাকলি তব, কেন বা পড়িয়ে বীণা আছে এক ধার? নাহি ভবভূতি ব্যাস, নাহি মাঘ কালিদাস, তাই কি মলিনবেশে কাঁদ অনিবার? পর-ভয়ে স্বর তুলে, পার না হৃদয় খুলে, গাইতে স্বাধীন ভাবে ঝঙ্কারিয়ে আর? তাই তব অশ্রুজল, ঝরে কি মা অবিরল, তাই কি নীরব তব বীণার ঝঙ্কার। লও বীণা তুলি করে, মধুর গম্ভীর স্বরে, গাও মা স্বর্গীয় গীত জগতে আবার॥ ৩

—

সিন্ধুভৈরবী—একতালা।

কাঁদ রে, কাঁদ রে আর্য্য কাঁদ অবিরল। শুকা'বে জীবন-নদী শুকা'বে না আঁখি-জল। এ জগতে একা বসি, কাঁদ দুখে দিবানিশি, নয়নের জলে তোর ভাসাইয়ে ধরাতল। কাঁদ রে, কাঁদ রে আর্য্য কাঁদ অনিবার। পেয়েছিলি একদিন যবে প্রাণ-ভবে। হাসিতিস আর্য্য তুই জগত-ভিতরে, সে দিন নাহিক আর, কাঁদ তবে অনিবার, নিবিবে জীবন-দীপ নিবিবে না চিতানল। কাঁদ রে কাঁদ রে, আর্য্য কাঁদ অবিরল॥ ৪

—

বাগেশ্রী—আড়া।

কেন ভাগীরথি! কেন ভাগীরথি! হাসিয়ে হাসিয়ে নাচিয়ে নাচিয়ে চলিয়ে যাও গো। চলিয়ে চলিয়ে সৈকত-পুলিনে, বহি এ ভারতে কি সুখ পাও গো। নিরখি মা আজ ভারতের দশা, এ দুখে আনন্দে কি গান গাও গো। কি সুখে বল মা নীলাম্বর পরি, হরষিত মনে সাগরে ধাও গো। অধীন ভারতে বহি(ও) না মা আর, এ কলঙ্ক-রেখা মুছায়ে দাও গো। উথলি তটিনী গভীর গরজে, সমুত ভারত-হৃদয় ছাও গো॥ ৫

—

আশাবরী—আড়া।

কেঁদ না রে অনাথিনি! কেঁদ না কেঁদ না আর! পারি না হেরিতে অশ্রু আর নয়নে তোমার। সহ অবনতমুখে, নীরবে মনের দুখে, দারুণ অনলদাহ হৃদয়েতে অনিবার। ভাতিত স্বর্গীয় শোভা যে চারু আননে, ভাসিত ত্রিদিব-জ্যোতিঃ যে যুগল লোচনে; বিষণ্ণ সে মুখ হেরি, সে নয়নে অশ্রুবারি, নিরখি উথলি মম যায় শোক-পারাবার। সাজিতে নবীন বেশে ভূষিত রতনে, বাঁধিতে চিকুরদামে আনন্দ যতনে; আজি মলিন সে বাস, আলুলিত কেশপাশ, পাবে না হেরিতে মাতঃ! হায় হায় নয়নে আমার। কেঁদ না রে অনাথিনি কেঁদ না আর॥ ৬

বাগেশ্রী—আড়া।

(কে কাঁদিছ?) কে কাঁদিছ একাকিনী বসি এ নির্জ্জন স্থানে; কেন বা গাইছ মৃদু এত সকরুণ গানে। এত যে করুণ তান, কি ব্যথা পেয়েছে প্রাণ, প্রতি উচ্চ তানে মম কারুণ্য ঢালিছে কাণে। নিশীথে ঝরিলে অশ্রু বিষাদে কমল, মুছান অরুণ আসি তার নেত্র-জল, বৃথাই কি তুমি দুখে, কাঁদিলে সজল মুখে, মুছা'বে না কি ও অশ্রু তপন কিরণ-দানে। হেরিয়ে দুখিনী আজ এ দশা তোমার, বিদীর্ণ দারুণ শোকে হৃদয় আমার, বল কোন্ জন্মফলে, আসিলে এ পাপ-স্থলে, যথা পূজ্য দেশাচার বধিয়ে রমণী-প্রাণে। ৭

সাহানা—আড়া।

হৃদয় চিরিয়ে মোর দেখ কত ভাল-বাসি। ভেব না কঠিন, যদি নাহি তাহে পরকাশি॥ কি ফল প্রকাশে আর, তুমি নহে আপনার,—অন্তরে অন্তরে জলে জান কি অনলরাশি? জান কি তোমার লাগি কত চিত্ত অনুরাগী। জান কি রাখে এ ভস্ম কি স্ফুলিঙ্গ আবরিয়ে? তুমি আপনার নয়, এ কথা কি প্রাণে সয়, কি করি বিমুখ বিধি কাঁদি তাই লুকাইয়ে, বিষাদে একাকী সদা নয়ন-সলিলে ভাসি। হৃদয় চিরিয়ে মোর দেখ কত ভালবাসি॥ ৮

ঘুমাস নে ঘুমাস নে, রে আর। দেখ রে কে ল'য়ে গেল প্রতিমা সোণার॥ নিশীথে নিদ্রার কোলে, ছিলি শুয়ে সব ভুলে, পেলি নে দেখিতে চুরি স্বর্ণ প্রতি-মার। দেখ রে, নয়ন মেলি দেখ দেখ এক বার। যা'দিগে প্রহরী-বেশে, রেখেছিলি দ্বারদেশে, কলহে প্রমত্ত হ'য়ে ছেড়ে দিল দ্বার, দেখ রে, হরিল তোর প্রতিমা স্বাধীন-তার। যাহারে ভকতিভরে, পূজিতিস সমাদরে, হেরিতে সে গৃহলক্ষ্মী পাবি কি রে আর। হায় রে, প্রতিমা গেল গৃহ করি অন্ধকার॥ ৯

আশাবরী—আড়া।

শিশু! সুধাময় হাসি হাস আরবার। মুহূর্তের তরে শোক ভুলি একবার॥ শিশুর পবিত্র হাসি, নিরখিতে ভালবাসি, উহাই

অনন্ত সুখ জীবনে আমার। হেলি হেলি দুলি দুলি, সুন্দর অলকগুলি, উড়ে যাক্ বায়ুভরে ললাট-কপোল দিয়ে, ভ্রমর-নয়ন দুটি হাসি-পূর্ণ ছুটি ছুটি, বেড়া'ক নলিন-মুখে কান্তি শোভা বিকাশিয়ে; পড়ুক এ চিত্ত-নীরে প্রতিবিম্ব তা'র। হাস তবে চারু মুখ হাস আরবার॥ ১০

সোহিনী বাহার—আড়া।

কি সুখে বিহঙ্গবর! ঢাল এত সুধারাশি। এ দুখ-মরত ভূমে, ঘন কুঞ্জবনে বসি। বুঝি এর দুখ সব, পশেনি হৃদয়ে তব, তুলি তাই কণ্ঠরব, গাওরে পিক উল্লাসি। নরের মধুর গীত, বিষাদ-তানে মিশ্রিত, নির্ম্মল সুখ-সঙ্গীত শুনিতে তা অভিলাষী। হ'য়ে ব্যথিত অন্তর, এ গহনে পিকবর, শুনিতে ও মধু-স্বর, তা'ই এ বিজনে আসি॥ ১১

কাফি—ঝাঁপতাল।

এস এস চিরবন্ধু এস প্রিয় অশ্রুজল। আকুল জীবনে সখে, তুমি মানব-সম্বল। নিতান্ত ব্যথিত হ'লে, প্রাণের সুহৃদ্ বলে, ধরিয়ে তোমার গলে করি প্রাণ সুশীতল। এসেছি ব্যথিত প্রাণে, আজ তব সন্নিধানে, জ্বলে যে হৃদয়ে বহ্নি নিবাও সে চিতানল। এস এস চিরবন্ধু এস প্রিয় অশ্রুজল॥ ১২

জয়জয়ন্তী—আড়া।

গিয়াছে কি সুখময় শৈশব আমার রে। লভিব কি সেই সুখ জীবনে আমার রে। আহা—কত সুখে সঙ্গীসনে, বেড়া'তাম ফুল্লমনে, হেরিতাম প্রতিদিন নবীন সংসার রে। হায়—কেহ নাই আছে কেহ, কিন্তু সে সরল স্নেহ, অনাবৃত ভালবাসা ফিরিবে কি আর রে। হায়—নাহি সে আনন্দ প্রীতি, কেবল মধুর স্মৃতি, দেখায় সে দৃশ্য হৃদে আনি বার বার রে। আহা—আর কি ফিরিবে হায়, সেই দিন পুনরায়, ফেরে কি নদীর ঢেউ গেলে একবার রে। গিয়াছে কি সুখ-কাল শৈশব আমার রে॥ ১৩

আলেয়া—আড়া।

এস শান্তিময়ী দেবি! দেও ক্রোড় সুকোমল। তাপিত মস্তক রাখি করি প্রাণ সুশীতল। কে জগতে তুমি বিনা, দুঃখেতে দিবে সান্ত্বনা, দরিদ্রের তুমি দেবি চির জীবন-সম্বল। চির অশ্রুভরা আঁখি, ক্ষণেক মুদিত রাখি, প্রহরেক তরে মম মুছাও মা অশ্রুজল। যুঝে যে তুফান সহ, হৃদি-নদী অহরহ, ক্ষণেক হউক শান্ত প্রতিকূল উর্ম্মিদল। বাত্যুর্ম্মি-তাড়িত মম, অন্তিমে মা পোত-সম, তুমি পোতাশয় দেবি! ধরিও এ বক্ষঃস্থল। এস শান্তিময়ী দেবি! দেও ক্রোড় সুকোমল॥ ১৪

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

যাবে কি পারিবে যেতে—ত্যজি চির বাসস্থান? তোমার সাধের কুঞ্জ—চিরপ্রিয় লীলোদ্যান। চিরকাল উযাপিয়ে, এবে যাবে তেয়াগিয়ে, কাঁদিবে না হৃদয় কি

ব্যথিত হবে না প্রাণ। আজি হতে ঘর দ্বার, হ'ল আহা অন্ধকার, গৃহের উজ্জ্বল আলো। হ'ল আজ নিবারণ। তোমার এ গৃহে আর, ফিরিবে কি পুনর্ব্বার, আবার আসিবে গৃহে তম হবে অবসান॥ ১৫

আয় আয় রে মিলিয়ে সবে আয়। কাঁদেন জননী দেখ, অন্ধকার গৃহে হায়॥ কুপ্রথা বৃশ্চিক শত, দংশে তাঁরে অবিরত, দেখ রে কাঁদেন কত, দারুণ ব্যথায়। আয় রে উদ্ধাবি সবে চির স্নেহময়ী মায়॥ দেখ বসি বাতায়নে, চাহেন সাশ্রুনয়নে, ডাকেন সন্তানগণে, উদ্ধারিতে তাঁয়। আয় রে ঘুচাই সবে তাঁর মনোবেদনায়॥ এ দুঃখ দেখিয়া মার, কেমনেতে থাকি আর, আমরা সন্তান তাঁর ধাই রে সবায়। আয় রে আনিব তাঁরে যাক্ যদি প্রাণ যায়। মিলিয়ে সবে আয় আয় আয় রে॥ ১৬

কেন সে স্বর্গীয় দৃশ্য দেখাও রে আর বার! সুদূর সুখের স্মৃতি কেন পুনঃ আন আর॥ মানস নয়ন তায়, নিরখিলে পুনরায়, হাসে রে হরষে, কিন্তু চর্ম্মচক্ষে অশ্রুধার। স্বর্গীয় কিরণময়, সমুজ্জ্বল দৃশ্যচয়, আনিলে কি পারে দূর করিতে রে এ আঁধার, সে আনন্দ সেই প্রীতি, আসে সেই সুখস্মৃতি, করিতে রে উপহাস, দুঃখ আর্ঘ্য অভাগার। লয়ে যাও, লয়ে যাও, সাগরে ডুবায়ে দাও, হা সজ্যোতি স্বাধীনতা হা তামস কারাগার। কেন সে স্বর্গীয় দৃশ্য দেখাও রে আর বার॥ ১৭

আশুতোষ দেব।

(ছাতু বাবু)

(জীবনী ২য় খণ্ড সঙ্গীত সার-সংগ্রহ ১০৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

ভজ গোবিন্দ-চরণারবিন্দ মন। এ ভব-যন্ত্রণা যাবে এড়াবে শমন॥ আশী লক্ষ যোনি ভ্রমে, এসেছ মন ক্রমে ক্রমে, মানব জনম বহু শ্রমে, পেয়েছ এখন। যদি বল সময় আছে, সে কথা সকলি মিছে, কাল বেড়াব পাছে পাছে, সদা সর্ব্বক্ষণ। সকল কর্ম্মের ঠিক পাবে, দেখ তুমি ভেবে, কখন কালাকাল হবে, নাহি নিরূপণ॥ বশ্য আছে এ রসনা, এই সময় বিবেচনা, নিদানে বল হবে না, হবে অচেতন। স্ত্রী পুত্র সকলে আছে, শুনাইবে কাণের কাছে, শ্রবণ আগে বচন পাছে পলাবে তখন। গলিত তখন হবে দেহ, ঘৃণাতে ছোঁবে না কেহ, সেই সময়ে স্নেহ করিবেন নারায়ণ। কুসঙ্গে সদা মজে, রহিলে মন কি বুঝে, দেব আশুতোষে ভজে, শ্রীকৃষ্ণ চরণ॥ ১

ভৈরবী—ঢিমে তেতালা।

দেখরে নয়ন ভরে কালী, যদি ভবে যাবি তরে। নীলবরণী রূপে মুণ্ডমালা ধরি॥

নব সখী চারিদিকে ঘেরে, অভয় বরদা, বরে, অসি মুণ্ড আছে ধরে। চষকে চষকে সুরা দেয় কর পূরি যোগিনী যোগাইতেছে, বামা সুরাপানে ঢল ঢল ঢ'লে পড়িতেছে, ধর ধর ধর শ্যামা মারে॥ ২

ভৈরবী—আড়া।

ভৈরবী ভবভাবিনী। ভারতী ভবানী ভবরাণী. ভবসীমন্তিনী, ভবেশী ভীষণ-রূপিণী। তামসী ভূভার-হারিণী, ভবভয়-ভঞ্জিনী, ভবানী ভবরাণী॥ ৩

ভৈরবী—ঠেকা।

ভৈরবী ভববন্ধন বিনাশিনী। ভীমা ভগবতী ভবসীমন্তিনী॥ ভবজায়া ভয়হরা বিশ্বের জননী, ভ্রূভঙ্গে ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্করী ভবানী॥ ৪

ভৈরবী—ঢিমে তেতালা।

কি হবে উপায় তাই বল মা তারা। ভবভয়, কাতর অতিশয়, বিষম বিষয়-ফাঁদে মন রইল বদ্ধ, কি অন্ধ তত্ত্বপথ হারা। জনম অবধি করিয়ে, তব পদ না আরাধিয়ে বিগত কলেবর, পাপে হইল ভরা, ভরসা কেবল ভবদারা॥ ৫

ভৈরবী—ঢিমে তেতালা।

কি হবে গো তারা আমার এবার। আমি দীন-হীন ক্ষীণ অতি দুরাচার॥ হইয়া বিষয়াবৃত, কুপথে যে মনোরত, নাহি ভাবে পরমার্থ, তত্ত্ব একবার। অগতির তুমি গতি, কি করিব স্তব স্তুতি. রবিসুত দত্ত ভীতে আশু কর পার॥ ৬

ভৈরবী—আড়া।

লজ্জারূপা লজ্জাতীত যদি না করিবে। থাক মা গো লজ্জা লয়ে কেবা লজ্জা পাবে॥ ত্যজি ব্রীড়া কর ক্রীড়া সদা লয়ে শিব, আসবে উন্মত্তা হ'য়ে গ্রাস করো শব, মান লয়ে যাবি গো কেবা ভার দিবে; কার মনে ভয় নাই মা কালীতে কালী মিশাইবে॥ ৭

ভৈরবী,—ঠেকা।

এই বলি চরণে তোমার। জঠর যন্ত্রণা আর দিবে কত বার॥ মনের মতে হ'য়ে মত্ত, অপরাধ করিয়াছি কত, নিকটে শমনা-গত, ভরসা তোমার॥ ৮

ভৈরবী—তিয়ট।

শুন হরদারা, কৃপা কর ত্বরা, পাপা তাপীকে, পশুপালিকে গো। নাহি পুণ্যবল কি হইবে বল, হইয়ে বিকল, ভাবি কালিকে। কামাদি ষট্, তারা অতি শঠ, ঘটায় অঘট, রিপুনাশিকে। করুণাময়ি ত্রাণ, দেহি পদে স্থান, তোষ এ সন্তান, জগ-দম্বিকে॥ ৯

বিভাস—একতালা।

জাগ জাগ কুলকুণ্ডলিনী। চতুর্দ্দল পুতে স্বয়ম্ভু সহিতে, নিদ্রিত কি রবে জননি॥

পদে পদে পৃথক্ মূর্ত্তি, সিতাসিত নানা জ্যোতি, চাও গো ব্রহ্মাণ্ডকর্ত্রী, জ্ঞাননেত্রাবলোকনে। এসো গো শিরসি সরজোপরে, বিরাজ কর গো শ্রীনাথ উরে, থাক গো আনন্দা আনন্দ ভরে, সদা সিদ্ধ-রস-পায়িনী ॥ ১০

সোহিনী—কাওয়ালী।

কিবা নাচিছে সিংহাসুরে রাণী। লক্ষ্মী গজানন গুহ, সুচারু চারুকেশী, ভালেতে ভানু শশী শোভিছে রণে নাচিছে ॥ কোটি যোগিনী ল'য়ে, জিতারণ বেশা হ'য়ে, হাসিতে রজনী খেলিছে। কত শতারুণোদয় ত্রিলোচনে, গাইছে নারদাদিগণেতে আর পূজিছে। বিধাতা ধরযে তাল, ব্যাল, বম্ বম্ বম্ গাল বাজিছে। ভৈরব কি ভীতিতে, ঈশ্বরে দয়া কর ভবেতে, এই যাচিছে ॥ ১১

আসোয়ারি টোড়ি—হরিতাল।

কেরে হর উরসি। শ্যামা মনোরমা গুণধামা, হাসিছে ভাসিছে সুধারাশি ॥ নবজলধর আভা, মুনি মনোলোভা; পদযুগে শোভে ভানু শশী ॥ ১২

টোড়ি—তেওরা।

রণে মত্তা দিগম্বরী, নাচিছে শবোপরি। হিহি অট্ট-হাসে আমরি মরি ॥ এলোকেশী ভালে শশী, অসিধারিণী; রণমাঝে কে নাচিছে তাধিক্ তাধিক্ ধিক্ ধিক্ ধিক্ বাজিছে ভেরি ॥ ১৩

ভৈরবী—আড়া তেতালা।

ওগো জয়া! বল জয়া কখন আসিবে, মনের বিচ্ছেদ-তম হেরি সে নাশিবে। গিরি গিয়াছে আনিতে, বিলম্ব হ'ল আসিতে, কখন আসি অশিতে অঙ্গেতে বসিবে। গৌরি হইয়ে চঞ্চল, ধরিয়ে মম অঞ্চল, মা বলে এল কুন্তলে কুণ্ডলা ভাসিবে। যামিনীর শেষে, দেখেছি স্বপ্নবেশে, আমার শিয়রে বসে, শিব সনে শিবে। সে হইতে উৎকণ্ঠিতা, আছি বলায় গর্ব্বিতা, স্বপনবাক্য খণ্ডিতা, বিধি কি করিবে ॥ ১৪

ভৈরব—আড়া তেতালা।

কি অপরূপ হেরিলাম গিরিরাজ। গত নিশির স্বপনে, দেখি উমা চন্দ্রাননে, আশুতোষ-হৃদাসনে, বেড়ি যোগিনীসমাজ। মন মম স্থির নহে, সে মুখ দেখিতে চাহে, কে বুঝিবে মরম-যাতনা,—শুন হে ভূধরস্বামী, কেমন কঠিন তুমি, তনয়া পাসরে আছ, তোমার কি এই কাজ ॥ ১৫

সিন্ধু ভৈরবী—আড়াঠেকা।

একাকী কি প্রেম রাখা যায়? যতনে যোগাতে বিন্দু সিন্ধু শুকায় ॥ যত করি সমাদর, সে ভাবে তায় ভাবান্তর, তাই ভাবি নিরন্তর কি করি উপায় ॥ ১৬

সোহিনী—টিমা তেতালা।

শ্যামকে সাধ সাধে, বিষাদে কেন বসিয়ে গো রাধে। তারে মানাইতে মানে, সামান্য মানে কি বাধে॥ যার লাগি তব মান, সাধিতে তাহারে নাহি অপমান, বিরাগী, কৃষ্ণ-প্রেম-সুধা লাগি, মগনা বিচ্ছেদ-হ্রদে॥ ১৭

ভৈরবী—টিমা তেতালা।

পুন মিলন যদি হয় তার সনে। বিচ্ছেদে বিচ্ছেদ করি রাখিব যতনে॥ কথান্তর করি জ্ঞান, মম দোষ তার গুণ, দিবস দেখিলে তার ধরিব চরণে॥ ১৮

বেহাগ—মাজ পোস্ত।

সখি! সতত দেখিতে তারে চাহে নয়নে। হৃদয়ে জাগিছে রূপ ভুলি কেমনে॥ যে করে আমার মন পরে কি জানে। পলকে প্রলয় গণি কি করে মানে, হেরেছি কি কুক্ষণে॥ ১৯

ললিত—আড়া।

রাধা নাম লয়ে রাধা কেন কুঞ্জে এলে। শ্যামের বেণু রবে ভুলে॥ গোকুল নগরে তব, প্রেয়সী কি নাহি আর, শ্যামকলঙ্কিনী তোমায় মিছে লোকে বলে॥ গাঁথিবে কুসুম হার, রোদন হইল সার, বল গলে দিবে কার, ত্যজ গো সলিলে॥ সহচরীগণের মানা, কখন ত শুন না, হইয়ে গো কৃষ্ণ-প্রাণা, প্রতিফল পেলে॥ ২০

ললিত—আড়াঠেকা।

ওগো সজনি! রজনী প্রভাতা হ'লো। কৃষ্ণ কুঞ্জে নাহি এলো॥ অসহ্য হইল শয্যে, বেশ ভূষা কিবা কার্য্যে, কেমনে হ'ব গো ধৈর্য্যে, শ্যামের মনে এই ছিল॥ গণিতে গণিতে তারা, স্থির হল আঁখিতারা, প্রেয়সী হ'য়েছে তারা, রাধা মলো মলো॥ চন্দ্রাবলী আদি সখী, তাদের সুখে আছেন সুখী, ঝরিলে রাধার আঁখি, বঁধু বুঝি থাকেন ভাল॥ ২১

আড়ানা বাহার—জলদ্ তেতালা।

সখি রে! কি উপায় বল না প্রাণ যায়! শ্যাম-আশে রজনী যে পোহায়॥ গুরুর গঞ্জনা মনে ভয় নাহি করি, মুরলি রবে আমি আপনা পাসরি, এই আশু প্রতীকার তার করিল সেই নিদয়॥ ২২

পিলু—আড়া।

দারুণ বিরহ-দুখে প্রাণ বাঁচে কি না বাঁচে। যেমন কাতর মন জানাইব কার কাছে॥ কিবে দিবে কি রজনী, যেন মণি-হারা ফণী, কারো মুখে নাহি শুনি, ইহার উপায় আছে॥ ২৩

বারোঁয়া—ঠুংরি।

তারে কি পাইব রে আর। যারে না নিরখি আঁখি ঝরে অনিবার॥ হ'য়ে প্রতি-বাদী, রতন হরিল বিধি, বিহনে সে নিধি, হৃদি বিদরে আমার॥ ২৪

বারোঁয়া—ঠুংরি।

বিরহ দুঃখ কারে কই। মনের বেদনা মনে নিবারিয়ে রই॥ সদা মন উচাটন, কিসে হ'বে নিবারণ, না চাহে অপর ধন, সে রতন বই॥ ২৫

বারোঁয়া—ঠুংরি।

আমি কি আমাতে আছি। অবিরত জ্ঞাতহত হ'য়ে রয়েছি॥ বিনা সে রতন মণি, দংশিছে বিরহ-ফণী, মনে হেন অনুমানি, বাঁচি বা না বাঁচি॥ ২৬

ঝিঁঝিট—ঢিমা তেতালা।

বল কিসে তার মুখ নিরখিব না। চিত অনুগত সে ত সদা ভাবে সে ভাবনা॥ তাহারে ভাবিলে পর, মনপ্রাণ হয় পর, দ্বন্দ্ব করি পরস্পর, বলে দেহে রহিব না॥

ঝিঁঝিট—ঢিমা তেতালা।

যদি তার সনে বিচ্ছেদ হ'লো। কি সাধে বিষাদে তবে জীবন রহিল॥ করিয়ে বহু যতন, বিধি মিলালে রতন, সে হইল নিদারুণ বেঁচে কি ফল॥ ২৮

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া।

শয়নে স্বপনে মনে অন্য কিছু নাহি জানি। প্রবোধ না মানে প্রাণে বিনে সে রতন মণি॥ আঁখি সদা চাহে তারে, বিধুমুখ হেরিবারে, শ্রবণ বাসনা করে অমিয় বচন ধ্বনি॥ এখন আমার মন অর্পণ করিব কারে। অদর্শনি সেই জন মন ভালবাসে যারে॥ সামান্য প্রস্তর লাভে মণির বিরহ যারে: এভাব কি অন্য ভাবে সম্ভব হইতে পারে॥ ২৯

সোহিনী—আড়া।

বিচ্ছেদের এই ভাল সদাই রাখে চেতন। অন্তরেতে নিরন্তর সেইরূপ উদ্দীপন॥ নয়নে না হেরি যারে, মননে নিরখি তারে, দুরূহ বিরহ করে হেন অঘটন ঘটন॥ ৩০

সোহিনী—আড়া।

প্রাণ যায় যাবে তাহে কিছু নাহি ভয় বিরহ যন্ত্রণা হ'তে মরণ যন্ত্রণা নয়॥ অদর্শন হুতাশন, করে প্রাণ জ্বালাতন, সতত তাপিত মন, আর দুঃখ নাহি সয়॥ ৩১

সোহিনী—আড়া।

আমার মন যে বুঝে না, আমি কি করি। সতত হেরিতে চাহে সে রূপমাধুরী॥ যে রতন পাইব না, মিছে তাহার বাসনা, এখন এ সুমন্ত্রণা, সে ভাবনা পাসরি॥ ৩২

সোহিনী—আড়া।

আমি আর কি সে জনে কভু পাইব। যে দুঃখ তার বিরহে তারি কাছে কহিব॥ আমার মনোবেদনা, সে বিনে কেহ বুঝে না, অতএব এ যন্ত্রণা বলে কারে বুঝাব॥ ৩৩

বেহাগ—তেওট।

রহে কিনা রহে দেহে প্রাণ। বিরহে হত হেন জ্ঞান। নয়নে না নিরখিয়ে, তাহার বিধু বয়ান ভাবিয়ে ভাবিয়ে, হ'ল তনু অবসান। ৩৪

বেহাগ——তেওট।

বারে বারে মন তারে চায়। আমারে হ'লো একি দায়। যে নিধি হরয়ে বিধি, ফিরে কিপায় সে নিধি, মন তা বুঝেনা মরি করি কি উপায়। ৩৫

সিন্ধু ভৈরব—কাওয়ালি।

হারায়ে রতন মণি কেমনে ধরিব প্রাণ। তিল আধ নহি সুখী সদা থাকি ম্রিয়মাণ। পিকবর মধুকরে, শেল-সম ধ্বনি করে, পরিপূর্ণ সুধাকরে, দিবাকরসম জ্ঞান। ৩৬

সিন্ধু ভৈরবী—তেওট।

মরি মরি কি করি। দারুণ বিরহ দুখ কেমনে নিবারি। মন মত ধন, সেজন যেমন, আর না তেমন, কখন হেরি। কার মুখ হেরে তার ভাবনা পাসরি। অমূল্য রতন, দিয়ে বিসর্জ্জন, কিরূপে এখন জীবন ধরি, সাধে কি সতত নয়ন বরিষে বারি। ৩৭

পিলু—যৎ।

মন যারে চায় সে কোথায় রহিল বল না। কেন হেন সাধে হ'ল বিষাদ ঘটনা॥ কুল শীল লাজ ভয়, যার লাগি তুচ্ছ হয়, সে নিধি নিদয়, এ কি বিধির বঞ্চনা॥ ৩৮

মূলতানী—ঢিমা তেতালা।

প্রেম এমন কেমনে জানিব বল। অমিয় বলে জ্ঞান ছিল, প্রাণ শীতল না হয়ে দুঃখে দহিল॥ না বুঝে মজেছি, যন্ত্রণা পেয়েছি, কতই সয়েছি ক'য়ে কি ফল। এবে বিচ্ছেদ-শেল হৃদয়ে পশিল॥ ৩৯

ভৈরবী—ঠুংরি।

সাধে সখি! সেই শ্যামে সঁপে মন, কুল শীল হারাইলাম। ক্ষণে নয়নে হেরি, শুনিয়ে বাঁশরী, লাজ পরিহরি, মজিলাম॥ যা বলিল পরে, তা ঘটিল পরে, চির কলঙ্কিনী রহিলাম। সুখ হবে লাভ, করি এই লোভ, আশু প্রতিফল পাইলাম॥ ৪০

দেশমল্লার—তেওট।

তার কথা কার কাছে কই। এমন দুঃখের দুঃখী মিলে কই॥ প্রকাশিলে পরে, শুনে পাছে পরে, পরিহাস করে, মনে ভাবি ঐ॥ শয়নে স্বপনে, সুখ নাহি মনে, মলিন বদনে, দিবা নিশি রই॥ হ'য়ে ম্রিয়-মাণ, করি অনুমান, মনোদুঃখে প্রাণ, বুঝি হারা হই॥ ৪১

আশাবরী টোড়ী—তেওট।

অনেকে আছে তোমার, আমার কেবল তুমি। এক দ্বিজরাজ, কুমুদী-সমাজ, তেমতি

তোমাতে আমি॥ সবে ধন মন, সে তোমাতে লীন, নহি স্বাধীন, তুমি গুণগ্রাম, অসীম মহিম, অনুপম চিত্তগামী॥ ৪২

ভৈরবী—তেওট।

বাসনাপুরে বাস না হইল প্রেমরাজ অবিচারে। যদি করি সাধ, নাহি পূরে সাধ, লাঞ্ছনা বিবিধ হয় পরে। হইবে কি ফল, বিফল এ অধিকারে? এ রাজ্য এমন থাকিয়ে কি গুণ, কুলশীল মান সকলি হরে। রাখে বন্দী ক'রে মায়ারূপ কারাগারে॥ হরিষে বিষাদ, মন্ত্রী সাধে বাদ, বিচ্ছেদ নিষাদ বধ করে। চল ধৈর্য্যদ্বাপে অধৈর্য্য সাগর পারে॥ ৪৩

ভৈরবী—ঢিমা তেতালা।

যে করে সেই জানে পিরীতেরি পরিচ্ছেদ। অপরের আকিঞ্চন সদা করিতে বিচ্ছেদ॥ সে আমার আমি তার ইথে নাহিক প্রভেদ। কি রূপে বুঝাব পরে হয় মনে এই খেদ॥ ৪৪

কালী মির্জ্জা।

(জীবনী ২য় খণ্ড সঙ্গীত-সার-সংগ্রহে ১০৯১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

ভৈরবী—মধ্যমান।

কেও বিহরে, হর-হৃদি-পরে, হৃদ্‌-মন হরে মোহিনী। চরণে অরুণ, রবিশশী যেন, নখরে প্রখরে আপনি॥ শোভিত প্রপদ, দেয় মোক্ষপদ, আপদে সম্পদদায়িনী। চরণে নূপুর, আলো করে পুর, মণিময় পুরবাসিনী॥ রজত-শিখরে, করে অসি করে, শিশির-শিখর-নন্দিনী। যেন চরম সময়, মরমেতে হয়, কালী কালভয়-বারিণী॥ ১

ভৈরবী—মধ্যমান।

যদি ভবনদী পার হ'তে থাকে বাসনা। দক্ষিণে কালিকে-কৃষ্ণে ভেদ করো না॥ অসিধারী, বংশীধারী, পীতাম্বর দিগম্বরী, দিভুজ মুরলীধারী, লোল-রসনা। বনমালী মুণ্ডমালী, শিখিপুচ্ছ-শশী-ভালী, মকরাকৃতি কুণ্ডল কভু শবশিশু বলি, দেখ এই কৃষ্ণ-কালী করি মননা॥ ২

কাফি—আড়া।

নবীন সন্ন্যাসী আসি নদীয়া নগরে কিবা রূপ তেজঃপুঞ্জ, হরে পাপ-তাপপুঞ্জ যে নয়নে হেরে। অবনীতে অবতরি, ভবেতে তরিতে তরী, হরিনামে পরিণামে জীবেতে উদ্ধারে॥ কহিতেছে কালীদাস, করুণা কর প্রকাশ, মম সম নরাধম কে আছে সংসারে॥ ৩

কাফি আড়া।

গোরা সন্ন্যাসী নবীন, অবনীতে উপনীত, ভক্তের অধীন, গুণের সাগর-তুল্য রূপেতে প্রবীণ। হা রে বিধি হেন নি

কে পরালে ডোর কপিন, কিবা শোভা নিত্যানন্দ, ভাবিয়ে সচ্চিদানন্দ, কালী অতি দীন ॥ ৪

কানাড়া—আড়া।

আসিবে হরি, এই মনে করি, হইয়ে র'য়েছে আমার দুটি নয়ান প্রহরী। আশায় আশ্রয় করি, নিশি শিশিরে শিহরি, শেষ হ'য়েছে শর্ব্বরী, হরি হরি হরি হরি ॥ ৫

ললিত—আড়া।

জেগেছ রজনী সজনি! কাবো আসা-আশাতে। প্রভাতে অরুণ হ'য়েছে অরুণ তব নয়ান-প্রভাতে ॥ অলসে অবশ অঙ্গ, হইতেছে অঙ্গভঙ্গ, মদন-মদেতে। বেশ ভূষা যেমনি, সকলি আছে অমনি, তিলক নাসাতে ॥ ৬

সাহানা—আড়া।

কত কাবে কত ভেবেছিলাম অন্তরে। সকলি ভুলিয়ে গেলাম দেখিয়ে তোমারে ॥ মুখে না সরে বচন, নয়ানে পলক হীন, আমি যে আমার নই—সঁপেছি তোমারে ॥ ৭

ঝিঁঝিট—মধ্যমান

আর কি তারে আর পারিবে ত্যজিতে। ছিল আধ পরমাদ না পাইলে দেখিতে ॥ তাই বলেছি মানে, সে কথা কি মনে মানে, বুঝাতে পারে কি আনে, তারে না হেরিতে ॥ ৮

সরফর্দা—আড়া।

নিরখিয়ে নীর বহে নয়ানে স্বন। এখনি বিচ্ছেদ হবে তাই সদা ভাবে মন ॥ যে নহে আপন বশ, সদা রসেতে বিরস, হইতে সুখের লেশ, দুঃখ করে আচ্ছাদন ॥ ৯

সিন্ধু ভৈরবী—মধ্যমান।

যায় যায় যাক্ 'প্রাণ যদি যাবে রে। আর কি হবে কি হবে বলে সুধাবোনা কায় রে ॥ সুখ আশাতে পিরীত, হিতে হ'লো বিপরীত, সুহৃৎ দেখি কুরীত, কালী হ'লো কায় রে ॥ ১০

সাহানা—আড়া।

যতনে এত যন্ত্রণা এ যাতনা কব কায়। পিরীতি কি রীতি অতি হইল বিষম দায় ॥ যদি করি অভিমান, তারো উপজয়ে মান, মানাইতে তার মান, আপনারি মান যায় ॥ সুজন মিলন হয়, উভয়েরি থাকে ভয়, আকিঞ্চন অতিশয়, যাতে প্রেম ধন-রয় ॥ একের হয় অধিক, আনে নহে ততোধিক, লোকে বলে ধিক্ ধিক্, কালীদহে প্রাণ তায় ॥ ১১

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া।

যে নহে আপন বশ কি সাধ প্রেম সাধনে? চলিতে আঁখিতে দেখে হরিষে বিষাদ মনে ॥ অন্তরে অন্তর নয়, তথাচ অন্তরে রয়, সদাই উভয় ভয়, পাছে পর-শনে পর শোনে ॥ ১২

কাফি সিন্ধু—আড়া।

পিরীতে আর কি সাধ করি যাবৎ প্রাণ ধরি? যতো করি সাধ, ততই বিষাদ, সদা বিষাদে মরি॥ কিছু সুখ লেশ, দ্বিগুণ কেলেশ, হয় যে দোঁহারি॥ ১৩

কাফি সিন্ধু—আড়া।

কি দোষ দিব নয়নেরে মন যে মনেতে করে। সদা অন্বেষণ, একি বিড়ম্বন, হইলো আমারে॥ যার নাহি মন, করয়ে কেমন, তাহারি তরে। অবারিত বারি, কেমনে নিবারি, বারে বারে॥ ১৪

কাফি সিন্ধু—আড়া।

মনে করি মনে না করি, মনোকরী বারণ করিতে নারি। প্রেমের অঙ্কুশ করে, সদাই আঘাত করে, বলনা তাহে কি করি॥ দোষো করি অন্বেষণ, উদয় হইয়ে গুণ, নয়নেতে বহে বারি। এত বিচ্ছেদ যাতনা, কিছুতো মনে থাকে না, কি হইলো মনে করি॥ ১৫

মালসী—তেওট।

এ বিরহে যদি রহে প্রাণ, আমি বলিবোনা আর কারে প্রাণ॥ আমি যারে ভাবি প্রাণ, সে হয় পরেরো প্রাণ, সে প্রাণে সঁপিয়ে প্রাণ, প্রেমের হাতে যায় প্রাণ॥ ১৬

কাফি সিন্ধু—আড়া।

তোমার পিরীতে সুখী নহে ওহে মন। অতি আদরে সন্দেহ সদা সর্ব্বক্ষণ॥ এই কর থাকি যায়, যদি যায় প্রাণ যায়, যত-নেরি ধন॥ ১৭

সাহানা—আড়া।

মধুর ভাষে জুড়ালরে প্রাণ মন যে আহ্লাদে ভাসে। আমার হইবে তুমি এই আভাসে॥ যত জ্বালাতন ছিলাম, ততই শীতল হলাম, তব সম্ভাষে। রাখিও ক'রে যতন, কালী না হইবে মন, লোকে নাহি মন্দ ভাষে॥ ১৮

শিবচন্দ্র সরকার।

কলিকাতা গরাণহাটার (বর্ত্তমান নিম-তলা ঘাট ষ্ট্রীটে) ইঁহার বাসস্থান ছিল। সঙ্গীত-বিদ্যায় ইনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ইঁহার গানগুলি সচরাচর অনেকেরই মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। গানগুলি অতি শ্রুতিমধুর। দশমহাবিদ্যা-বিষয়ে ইঁহার রচিত দশটি গীত সচরাচর শুনিতে পাওয়া যায়। দুঃখের বিষয় আমরা বহু চেষ্টায়ও উক্ত বিষয়ের আটটির অধিক গীত সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

বেহাগ—আড়া।

কি কর দরশন! (রাজরাজেশ্বরী) রক্তবর্ণা ত্রিনয়না ভালে শশী সুশোভন

কমলজ কমলাক্ষ, রুদ্র ঈশ বিরূপাক্ষ, পঞ্চ-প্রেত-নিরমিত বসিবার সিংহাসন। শোভা করে চারি করে, পাশাঙ্কুশ ধনুঃশরে, প্রতি অঙ্গে প্রভা করে বিবিধ ভূষণ। সৃজন পালন লয়, রাজকার্য্য এই হয়, প্রজাপতি প্রজা, তবু, ভিখারী শিবের ধন॥ ১

বাহার—যৎ।

ভুবনেশ্বরী মা রূপে নাই সীমা। রক্ত-বর্ণ পদ্মাসনা, ত্রিলোচনী সুভূষণা, প্রভাকরে উত্তমাঙ্গে অর্দ্ধভাগ চন্দ্রমা। পাশাঙ্কুশ বরাভয় চারি করে শোভয়, মণিময় অলঙ্কার, নাহি তার উপমা। মহাবিদ্যা আরাধিতে, সদাশিব সমাধিতে, করতলে ইষ্ট-সিদ্ধি, অষ্টসিদ্ধি অনিমা॥ ২

ভৈরবী—ঠুংরি।

হৃদি-পদ্মাসনে কেরে মা ভৈরবী! চতুর্ভূজা অক্ষ পুঁথি মালাবর মা ভৈরবী! রক্তবর্ণা ত্রিনয়না, মুণ্ডমালা সুভূষণা, ভালে খণ্ডশশী প্রতিপদে প্রভাকর রবি মনে মনে মনোযোগ, করি এই মনোযোগ, যদি হয় যোগাযোগ শিব হ'যে-পদে রবি॥৩

সিন্ধু খাম্বাজ—যৎ।

এ নারীকে নারি চিনিতে, কার বনিতে। শিরশ্ছেদ স্বয়ং করি, ছিন্নমস্তা ভয়ঙ্করা, রক্তবর্ণা নগনা মগনা শোণিতে॥ পদ্মমধ্যে কর্ণিকার, কিবা সাধ্য বর্ণিবার, তিনগুণে শোভিত ত্রিকোণ-বহ্নিতে। কণ্ঠোত্থিত রুধির ত্রিধার, তার একধার ধরে নিজ অধরে, কি মাধুরী জানিতে। আরোহণ শবোপর, রুধির পানে তৎপর, দুই ধার পিয়ে পাশে দ্বিযোগিনীতে॥ বিপরীত সুরতে সুরত রতি পতি. তদুপরি মূরতি কৃপাণ পাণিতে। ছিন্নমুণ্ড করতলে অস্থি মুণ্ডমালা গলে, সুশোভিত যজ্ঞ উপবীত ফণীতে, কলানাথ ফলিত কপাল-মালে দিনমণিতে। আধকলা চন্দ্রাননে কি শোভিত, তন্ত্রে তুমি স্বতঃসিদ্ধি, শিবে দে মা ইষ্টসিদ্ধি, অন্তে যেন যায় প্রাণ সুরধুনীতে॥ ৪

পরজ—একতালা।

একা কে কাকের ধ্বজরথ আরোহিণী। ধূমাবতী ভগবতী ধূম্রা-বরণী॥ বিষ খাইতে নাহি কুলায়, বামা করে করি কুলায়, হেলায়ে দক্ষিণ কর, হেলায়ে সুবিস্তার বদনী। জীর্ণ শীর্ণবপুঃ অবয়বা, বৃদ্ধ বিধবা কতই বয়ঃ বা, পবন হিল্লোলে স্তনদ্বয় দোলে, জগত-জননী। অন্নদায় এ যে দেখি অন্নদায়, মৃত্যুঞ্জয় জায়া বৈধব্য দশায়, পাগল হল শিব (এই) অভিপ্রায়, গৃহিণী পাগলিনী॥ ৫

কেদারা—ধামাল।

রতন-গৃহে কে রে রতন সিংহাসনোপরে, ষোড়শী সুরেশী শিবানী। পীতাম্বরা পীতবর্ণা, যায় না সে রূপ বর্ণা, স্বর্ণালঙ্কার ভূষিতা বালা চন্দ্র-ভালিনী। করে দনুজ

রসনা ধরি, মুদ্গরের ঊর্দ্ধ করি, রবি শশী অনল সে ভীত ত্রিনয়নী। তবার্চ্চনা করে দুঃখ বিমোচন শিবের, অভীষ্ট সিদ্ধি অচিরে প্রদায়িনী॥ ৬

—

জয়জয়ন্তী—ঝাঁপতাল।

শ্যামাঙ্গভঙ্গী, সুরঙ্গিমা দরশনে। মাতঙ্গী নব-যোড়শী রত্ন-পদ্মাসনে॥ রক্ত অম্বর পরা, গলিত সুচারি করা, পাশ অঙ্কুশ ধরা, চর্ম্ম খড়্গের সনে। অর্দ্ধ শশী ভালিনী, সুবিশাল ত্রিলোচনী, কাল ব্যালিনী জিনি বেণী বিশেষণে;—সকল-গুণ সাধিকে, অমর আরাধিকে, ত্রাহি অপরাধিকে, শিবতত্ত্ব উপাসনে॥ ৭

—

মূলতান—আড়া।

মদন-মথন মনোহারিণী। অতসী কুসুমসম সুবর্ণ বরণী॥ চতুর্দ্দন্ত চারি শ্বেত, করীকরে বেষ্টিত, রতন-ঘটে অমৃত, অভিষেকে শিবানী। শোভে চারি করবরে, পদ্মদ্বয়ে অভয় বরে, পাদপদ্ম পদ্মোপরে, পদ্মসদ্ম বিহারিণী॥ ৮

—

গারা ঝিঁঝিট—আড়াঠেকা।

কেন গো রসময় অসময় বাঁশী বাজালো; অঘটন কি ঘটন, মন উচাটন করিলো। কি আছে শ্যামের মনে, জানিব তাহা কেমনে, এ পিরীতি সঙ্গোপনে, আর না রহিলো। ক্রমে গুরু-গঞ্জন হ'ল নয়ন-অঞ্জন, কৃষ্ণ মন-রঞ্জন, এখন তাই লাগে ভালো। কালিয়ে হৃদয়ে যার, মন কিসে বশ তার, কালাকাল কি বিচার, কুঞ্জে যেতে হ'লো॥ ৯

—

জঙ্গলা ঝিঁঝিট—ঢিমাতেতালা।

না চলে চরণ কেন চলিতে অকাল বাধে কেন হরি-অভিসারে সুখ-সাধে বাদ সাধে॥ কৃষ্ণ কুঞ্জে আগমন, কি জানি হয় কেমন, ললিতে বলিতে পার বাঁচাও শিব-সংবাদে॥ ১০

—

বিভাস—ঠুংরি।

শুধু পরশো না হ'লো। কলঙ্ক তাহার তরে,তারে পরশ না হ'লো॥ লোকে হ'লো জানাজানি, আমি কভু যা না জানি, আমার সে চিন্তামণি,তাতো পরশ না হ'লো॥ ১১

—

ভাটিয়ার ললিত—আড়া।

করিলে বনবাসী। কি ক্ষণে শ্রবণে আসি পশিল সে বাঁশী॥ বন সে ভবন হ'লো, প্রতিবেশী প্রতিকূলো, আকুলে করিল আমায়, গোকুলো নিবাসী॥ ১২

—

জঙ্গলা খাম্বাজ—ঠেকা।

গো, বাঁশী কি বিনাশিবে। অকলঙ্ক কুলে, বুঝি কলঙ্ক প্রকাশিবে গো॥ যে কুবংশের বাঁশী, কিক্ষণে শ্রবণে আসি, মন হরি নিলে সে তো, আর ফিরে না আসিবে॥ ১৩

—

সিন্ধু—ঠেকা।

প্রিয়ে চারুশীলে! কেন হে রোষিলে, রাধে॥ মিছে অভিমানে আমাপানে ফিরে ্সিলে। দেহি পদপল্লব, যাচে রাধাবল্লভ, শব ইব ধরি হৃদে, সখি হাসিলে হাসিলে॥ ১৪

মিশ্র ঝিঁঝিট—পোস্ত।

বিবাদ ক'রে প্রাণে মানে, আমারে মধ্যস্থ মানে। কে বড়, কে ছোট ইহার এসে না তো অনুমানে॥ মান গেলে প্রাণ থাকা মিছে, রয় যদি সে ম্রিয়মাণে। প্রাণের দায় মান হারায়, এও যে দেখি বিদ্যমানে॥ ১৫

জঙ্গলা খাম্বাজ—ঠেকা।

গো মানেতে সে না মানে। হরষ পরশ রস সকলি সহ মানে গো। সেই জন সেই ়, বিপরীত অভিনয়, যতো কর অনুনয়, নয়ের প্রমাণে॥ ১৬

খাম্বাজ জঙ্গলা—একতালা।

চিত্র পটেতে লেখা, কি দেখালি আমার গো বিশাখা। সে কি মনোহর প, হেরে যার অনুরূপ, ধৈরয লাজ ইথে যায় রাখা॥ সে যে অনিমেখে চেয়ে, আমি চেয়ে তারে চেয়ে, চিত্রলেখা কি গুণ কার কাছে শেখা? এই চিত্র চিত্তগামি, কেমনে পাইব আমি, উপায় করিয়া আমায় মে দেখা বিশাখা॥ ১৭

ঝিঁঝিট—আড়া।

ও সই! কেমনে আনিব জল কি ধুম মাচায়। হাতে লয়ে পিচকারি, আবির খেলায়। মত্ত গজ জিনি গতি আসে শ্যাম রায়॥ হৃদয় কাঁপিছে পদ ধরণ না যায়। মোর রূপ মোরে হ'লো জঞ্জালের প্রায়॥ আনন্দ ঘন উহায় পরশিতে চায়। ছড়াইছে কুঙ্কুম আবির খেলায়॥ ১৮

খট—আড়া।

হোরিরসপানে মত্ত কিশোর কুঞ্জর, ত্রিভঙ্গ ভঙ্গিম ঠাম গমন মন্থর। সুললিত করীকরে, পিচকারি ধরি করে, বরিষে বরিষে রঙ্গ নব জলধর॥ ঘন ঘন জয়ধ্বনি, সখীগণ নিনাদিনী, শিখিগণ আনন্দে বিহরে। মনেতে আনন্দ মানি, রাই শ্যাম-সোহাগিনী, কাদম্বিনীকোলে খেলে দামিনী সুন্দর॥ সুরস কেলি হিল্লোলে, প্রেমসিন্ধু উথলে, ভাসে দোঁহে আনন্দ তরঙ্গে। পদে পদে পদ্মোদ্ভবে, মন অলি ধায় লোভে, সে পাদপদ্ম করে আশ দাস নিরন্তর॥

রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়।

বর্দ্ধমান ইঁহার নিবাসস্থল। ইনি 'মূল-সঙ্গীতাদর্শ' নামে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইঁহার রচিত সর্ব্বজন-প্রসিদ্ধ 'সখি! ধর ধর', 'সখি! শ্যাম না এল', 'সখি! শ্যাম আইল' প্রভৃতি গীতগুলি ইঁহারই রচিত। উক্ত গীতগুলি সঙ্গীতজ্ঞ

ব্যক্তিমাত্রেরই বিদিত। ২য় খণ্ড সঙ্গীত-সার সংগ্রহে ১০৯৬ পৃষ্ঠায় উক্ত গীতগুলি লিখিত হইয়াছে।

সিন্ধুভৈরবী—জলদ্‌তেতালা।

কিরূপে সে কালরূপ বল পাসরি। নয়ন মন উভয়ে হ'য়েছে বৈরী॥ নিরখিলে জলধরে, মনে পড়ে বংশীধরে, প্রকাশিলে লোকে ধরে, মরমে গুমুরে মরি॥ ১

কালাংড়া—একতালা।

সকলি ভুলি হেরিলে তোমারে। না হেরে প্রাণ যে করে, সে কথা মুখে না সরে, গঞ্জনা দেয় ঘরে পরে, করে গালাগালি। রমা কয় সরস ভাবে, থাক হে হরষ ভাবে, তোমারি কারণে এবে, কুলে দিলাম কালি॥২

আড়া ভৈরবী—পোস্তা।

কি করি ব্রজ ছাড়ি হরি যান মথুরায়, মজায়ে বিরহে। ব্রজাঙ্গনার সুখ সম্পদ এই সে ফুরায়, প্রাণ রহে না রহে। প্রেমার্থে স্বয়ং মজিলাম কুলে দিয়ে কালি, সার করিয়া কালা। সখি! এখন যদি সে কালার সঙ্গে প্রাণ যায়, তাহাও প্রাণে সহে। লজ্জা অভিমান ধন যৌবন দেহ জীবন, শ্যামে দিলাম ডালি। এখন বল কার জন্যে কিবা সুখে কি মায়ায়, প্রাণ রহে এ দেহে। চিন্তা কি কর রাই সোহাগি বিধুমুখি, হেসে গো সহচরি! সফল হবে যদি যায় গো সমুদায় প্রেমের দায়, রমাপতি কহে॥ ৩

ঝিঁঝিট—জলদ্ তেতালা।

সজনি! বুঝি রজনী আমার অমনি যায়। এখন রেখেছি প্রাণ, তাঁর আসারি আশায়। দিবা রজনী রাধার, চক্ষু হ'লো নীরাধার, এখন কে শুধে রাধার ধার, এ যন্ত্রণা ক'ব কায়॥ ৪

লুম্—একতালা।

জেনে শুনে কেন বিসর্জ্জন, দিলে নয়ন সলিলে। যদি আসার মত ছিল না, তাই বা কেন না বলিলে। না ডরিলাম গুরু জনে, নিষেধ না শুনিলাম কাণে, প্রবেশ ক'রে কাননে, দগ্ধ হই বিরহানলে। আশ দিলে আসিব বলি, কথামাত্র সার কেবলি, পথে বুঝি চন্দ্রাবলী, প্রেমের ফাঁসি দিল গলে। রমাপতির বাক্য ধর, অভিমান পরিহর, এখন ইচ্ছা পূর্ণ কর, কি হবে আক্ষেপ করিলে। ৫

ভৈরবী—ঢিমা তেতালা।

নারী হয়ে তোমায় প্রাণ সাধিব কত কে কোথা দেখেছে, কে শুনেছে হেন অদ্ভুত। মৌন লজ্জা অভিমান, নারীর এ আভরণ, সে মান সান্ত্বনা করা আর পুরুষের রীত। ক'রে বলি কৃতাঞ্জলি, মনে দেও জলাঞ্জলি, ডাক একবার এসো বলি থাকি জনমের মত॥ ৬

বিভাস—ঠেকা।

চেয়ে দেখ তোর চরণ পানে, কমলাক্ষি গো। সাধনের ধন এ ধনি! তব চরণ সাধনী, শুনে যার বংশীধ্বনি, নিধন হলি ধনে প্রাণে। আমি গো তোর কেনা বেচা, একবার চেয়ে আমায় বাঁচা, আমার পানে 'চা' বা না 'চা', কেন না চাও যাচা-ধনে। ব্রহ্মাদি যারে আরাধে, সে তব চরণারাধে, ক্ষমা কর ওগো রাধে, কি কাজ অভিমানে। হ'তেছে শর্ব্বরী গত, দিবাকর প্রায়াগত, শ্যামের প্রাণ ওষ্ঠাগত, বারিগত দুনয়নে; ঐ যে দেখ বৃন্দাবন, শ্রীনাথ বিহনে বন, আমি ত্যজিব জীবন, দ্বিজ রমাপতি ভণে॥ ৭

দয়ালচাঁদ মিত্র।

কলিকাতা রামবাগান ইহাঁর নিবাসস্থল। ইনি স্বর্গীয় আশুতোষ দেবের (ছাতু বাবুর) ভাগিনেয়। ইহাঁর রচিত 'কি কর, কি কর শ্যাম নটবর' নামক গীতটির বহুল প্রচার দেখিতে পাওয়া যায়। সঙ্গীতজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেই ঐ গীতটি অবগত আছেন। উক্ত গীত সঙ্গীত-সার-সংগ্রহের পরিশিষ্টে ১৫১১ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

খাম্বাজ ঝিঁঝিঁট—জলদ্ তেতালা।

পাছে সে যাতনা পায়। প্রাণের অধিক জল বাসিয়াছ যায়। তব আসা এই স্থানে যদি অঙ্কুশে জানে, তখনি দহিবে প্রাণে, বিচ্ছেদেরি দায়॥ ১

খাম্বাজ—একতালা।

বোলোনা বোলোনা, আমারে বোলোনা, যাইতে যমুনার জলে। না জানি সজনি, কিবা প্রয়াসে, পথে যেতে শ্যাম নিকটে আসে, আভসে আভাসে, সে ভাষে কি আশে, হুতাশে পদ না চলে॥ স্বজন সুজন, আর পরিজন, বিরস বচন বলে। কি করি সখি, নিয়ত অসুখী, তনু জলে দুখানলে। আমি কামিনী রাজারি কন্যা, কুলে শীলে সবে মান্যা ধন্যা, ছি ছি ছি ছি আমায় কিসের জন্যে, এত ছলা কালা ছলে॥ ২

কেদারা—কাওয়ালি।

প্রেমো কোরে হ'লো এই ফল। প্রাণ জ্বরে দুঃখানলে নয়ন সজল॥ লোক লাজ কুল ভয়, দূরে গেল সমুদয়, চিন্তারে কোরে আশ্রয়, অন্তর বিকল॥

কেদারা—কাওয়ালি।

আমার মনে রইল বড় খেদ। তাই ভেবে, নিশি দিবে, হৃদি হ'লো ভেদ॥ পাব ব'লে প্রেমধন, ছিল বহু আকিঞ্চন, জলধি করি সিঞ্চন, উঠিল বিচ্ছেদ॥ ৩

জয়ন্তী—তেওট।

সই রে,—আর ত অনেকে আছে কৃষ্ণ-প্রেমাধিনী। তবে কেন আমায় বলে কালা-কলঙ্কিনী॥ ব্রজের রমণী যত, কে না কালা প্রেমে রত, কলঙ্কের অনুগত, আমি একাকিনী॥ ৪

খট—কাওয়ালি।

দেখ দেখ সজনি! রজনী গেল নিজ বাসে। কুমুদী মুদিত হল শতদলদল হাসে। নিরখিয়া দিবাকর, সুধাহীন সুধকর, ধায় যত মধুকর, মধু পান অভিলাষে। যার আশে আশা করি, সাজাইলে সহচরি, সে পোহায় বিভাবরী, চন্দ্রাবলীসহবাসে। কারে কব এ লাঞ্ছনা, শ্যামের কি বিবেচনা, আমারে করে বঞ্চনা, সে সুখ সলিলে ভাসে। শুনিলে বংশীর ধ্বনি, কালাকাল নাহি গণি, হইয়ে কুলরমণী, বনে আসি অনায়াসে। তারি একি প্রতিফল, আমার ঘটিল বল, চল চল গৃহে চল, মিছে থাকি তার আশে। ৫

অহং খাম্বাজ—কাওয়ালি।

সাধ ক'রে কি সখি শশী পানে চেয়ে রই। অবশেষ হল নিশি কাল শশী এল কই। অনর্থ' করেছি বেশ, অনর্থ' বেঁধেছি কেশ, বিহনে সে হৃষীকেশ, আমি যেন আমি নই॥ ৬

অমৃতলাল বসু।

(জীবনী ২য় খণ্ড সঙ্গীত সার-সংগ্রহে ১২০৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

আহা! বেঁচে থাক্, বেঁচে থাক্ নব পুরুষ রতন। শ্রীমতী-শ্রীপদ স্মরি যারা ভাবে অচেতন॥ যেন কালজাম, ঘনশ্যাম-চাম, আঁকা বাঁকা ঠাম, টো টো টো টো কামে করে দেহের পতন॥ কাঁচে আঁখি ঢাকা, শিরে সিঁথি বাঁকা, কথা বাঁকা বাঁকা, বাঁকা মুখে রাখা, কিবা দাড়ি আবরণ। অঙ্গে পরা কোট, বাক্যে ভরা ঠোঁট, মুখে যত চোট, কাজেতে চম্পট, তুলিতে পটোল সতত যতন॥ কখন বা বাবু, কখন মিষ্টার, পিতা হন ভ্রাতা, বনিতা সিস্‌টার, সম্বোধনে নাহি সম্বন্ধ বিচার, কিম্ভূত কিমাকার যেন কিসের মতন। বেঁচে থাকে যদি, হবে নিরবধি, কত নব বিধি, ছেড়ে দেবে দিদি যত চাল পুরাতন॥ ঘোম্‌টা ঘোচাবে, খেম্‌টা নাচাবে, নামটা বাজাবে, পোড়া যমটা যদি সবে ছাড়ে গো এখন॥ ১

পতি মলে হাতের বালা খুল্‌বনা লো খুল্‌বনা। বিচ্ছেদ-আগুণ প্রাণে আর ত জ্বাল্‌বনা লো জ্বাল্‌বনা॥ আমরা সবাই বিদ্যাবতী, আসলে পরে দোসরা পতি, টান্‌লে প্রাণ তা'র পানে সই, কেন চল্‌বনা লো চল্‌বনা॥ হালের পতি হাতে ধরে, বলে আমি পটোল তুল্লে প'র, আনন্দে ঘরে নূতন বরে, সতি ভুল্‌বেনা ত ভুল্‌বেনা॥ ২

ঠানদি! তোমায় সাজাব লো কনে, অতি যতনে, যত এয়োগণে॥ বেণী বাঁধিব ওলো রূপুলি চুলে, থরে থরে থরে ঘিরে দিব ফুলে, ধরে কি না ধরে দেখ নব বরের মনে;—পরাণ আবার কি গুলবাহার, মাছে ভাতে দিনে রেতে হবে লো আহার, বিচ্ছেদ বাঁধাব লো তোর একাদশীর সনে। মগনা ভগিনী মোরা প্রেম বিতরণে॥ ৩

টুকটুকে তোর পা দুখানি আল্তা পরাই আয়। চটক দেখে অবাক হবে (সে লো) থাক্‌বে চেয়ে ঠায়॥ আগে াই যতন পায়ে, সোণা তখন পরবি গায়ে, াাখানি ধর্‌লে মনে (তবে লো) মুখের ানে চায়॥ সোণেলা আঙ্গুলগুলি, অফুটো াপার কলি, তুলি করে আল্‌তা দিলে াহার খুলে যায়; ঘুরে ফিরে মনোচোরা ুটিয়ে পড়ে পায়॥ ৪

ছি ছি ছি হবনা আর ঘরের বার। ালবালা কুলে রব মুখে আগুন সভ্যতাব॥ াাণনাথ! করি মানা, সাজিওনা আর বিবি-ানা, ঘরের লক্ষ্মী বাইরে এনে, দেশ ়ওনা ছারেখার। রমণী রতন-হারে যত্নে াখ নিজাগারে, হীরা মতি হাট বাজারে, ক বল ভাই ছড়ায় আর॥ যত চাও রবো মান, মান ভেঙে নাথ রেখ মান, ত টান প্রাণে প্রাণে বুঝব তখন কেমন ার,—কাজনাই আর স্বাধীন হ'য়ে এক ানেতে পেলেম তার॥ ৫

হাওয়ার তালে দুলে দুলে নাচ রে াটা ফুল। গাওয়াব তানে ঢুলে ঢুলে গাও । অলিকুল। পাতার ছায়ায় বিকেল বেলা, ালি ফুলে ছেলেখেলা, (বড়) ভালবাসি, াইতো আসি, তাইতো হাসি ভাই;— ফুল অলি, মোরাও খেলি, শুধরে দে । ভুল॥ ৬

আমার আহ্লাদে প্রাণ আটখানা। প্রাণ কেমন কেমন করে বুঝ্‌তে পারি না! আমি আসছি ধান দুব্বো নিয়ে, মামুজী কর্‌বে বিয়ে, গলাগলি ঢলাঢলি করবো দুজনা। তোমার মুখখানি কি চমৎকার, দেখে তোরে মাথা ঘুরে হয় একাকার, যদি ভালবাসিস্, সাম্‌লে থাকিস্, দিস্ নাকো ভাই প্রাণে হানা॥ ৭

জুড়াই ভাই আয় মরণে। জুড়াতে পাইনে এ ছার জীবনে। বলে হরিনাম, যাই শান্তিধাম, আরাম পাব গিয়ে হরির চরণে। হরে হরে হরে, নামে ভয় হরে, ব্যথা যাবে দূরে সে পদ-স্মরণে॥ ৮

দীনেশচরণ বসু।

'কবিকাহিনী' নামক পদ্য পুস্তক লিখিয়া, ইনি বঙ্গসাহিত্যে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ইঁহার রচিত গীতগুলি ভাব-মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ। ঢাকা জেলা ইঁহার জন্মস্থান।

লক্ষ্ণৌ—ঠুংরি।

আয় লো স্মৃতি। আয়, দয়া ক'রে আয়। (সেই) পুরাণ সঙ্গীত শুনা লো আমায়। যুগ যুগ হ'ল, সে গান নীরব। সে সুখ-স্বপন ফুরাইল হায়॥ যখন পশ্চিমে যবন-প্লাবন, গ্রাসিল নগরী বন উপবন। মনোল্লাসে মরি, আর্য্যকুলনারী

দেহ-তরী হেলায় ভাসাইল তায় যবে রাজবারার সমর-অনল, ধূ ধূ করি চারি ভিতে জ্বলিল। রাজপুত-সতী রাখিতে কুলমান। সোণার শরীর ঢালিল চিতায়। কুলের মহিলা, কেশে বাঁধি ছিলা, সম্মুখ সমরে ভৈরবী ছুটিলা। পতির উদ্দেশে ভিখারিনী-বেশে, দেশে দেশে ভ্রমি করিলা দেহ ক্ষয়। তোমাদের দশা হেরে কাঁদে প্রাণ তোমরা কি হায়। তাঁদের সন্তান। উঠ উঠ বোন্, ত্যজ মলিন বেশ। পূবে সুখ-রবি ঐ দেখা যায়॥ ১

পূরবী—আড়া।

এ সুখ সন্ধ্যায় আজি জাগ রে নিদ্রিত মন। আশার কুসুম তুলি গাঁথ মালা সুচিক্কণ। ভারত-উদ্যানে কত, ফুটি পুষ্প শত শত, অকালে পড়িল খসি, স্মরিলে কাঁদে পরাণ। নাহি সে বসন্ত আর, নাহি সে পিক-ঝঙ্কার। নীরব বাল্মীকি-বীণা, নীরব কবি-কানন। নাহি গাণ্ডীব-টঙ্কার, নাহি সে বীর-হুঙ্কার, কাল-নিদ্রা-কোলে আজি জীবকুল অচেতন। ভারত-জননী, শোকে-তাপে, বিষাদিনী, তুমি কি মন এ সময়ে রবে ঘুমে অচেতন॥ ২

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

বিমল জ্ঞানের স্নিগধ বারি প্রাণ-ভরি, পান কর লো সবে; অজ্ঞানতার তিমির ঘোর, মনের আঁধার দূরে যাবে। ভাবিয়ে দেখ লো ভগিনীগণ, যে দেশের ভালে শোভে রতন, খনা লীলাবতী যার কিরণ, কাল-সিন্ধু উজলিছে তোমরা কি সেই ভারতভূমে, ডুবি আঁধারে রহিবে ঘুমে, পুরব-ভানু যায় পশ্চিমে, এখনও কি উঠি বসিবে॥ ৩

ললিত—আড়া।

কি কাল নিদ্রায় তোমায় ঘেরেছে রে প্রাণধন। (আমায়) বিপদসাগরে ফেলে তুমি র'লে অচেতন॥ সব কার্য্যে অগ্রে আসি, আজি কেন রে অগ্রগামী হইছ লক্ষ্মণ তুমি, এই কি ভ্রাতৃভক্তি-লক্ষণ। যখন সুমিত্রা মাতা, সুধাবেন কৈ রাম কোথা রেখে এলি তুই, কই আমার নয়নের তারা। কি উত্তর দি অরে, কি বলে উর্ম্মিলা বোরে, সান্ত্বনা করিব ভাই রে, ভেবে আমি হলেম সারা। কিন্তু আজ তোমাকে সুধাই, ক্লান্ত যদি বলে ভাই, বৃথা যুদ্ধে কাজ নাই, কাজ নাই রে ভাই! কাজ নাই উদ্ধার করে অভাগিনী জানকীরে, চল যাই সরযূতীরে একত্রে ত্যজিতে জীবন॥ ৪

বেহাগ আড়া।

চিরতরে আয়েষারে দেও হে বিদায়; মুছে ফেল যবনীর স্মৃতি যুবরাজ। মরমেরি মর্ম্মস্থলে, পুষিলাম যে অনলে, লোক-লজ্জা সব ভুলে দেখালাম তোমায়। ভুলিয়ে আকাশ ফুলে, মরীচিকা ভ্রমে ভুলে, এত দিন এ অকূলে কাটালাম জীবন।

সুখ স্বপন যত, চির জীবনের মত, বিসর্জ্জন দিয়ে যায়, অভাগিনী হায়। এই তুচ্ছ অলঙ্কারে, সাজাব রাজনন্দিনীরে, এ সব আর আবেষারে শোভা নাহি পায়। তারে ল'য়ে সুখে থাক, ভোল আয়েষায়॥ ৫

খাম্বাজ—একতালা।

কে রে বনবাসিনী বালা। যেন ভূপতিত নক্ষত্রেরি মত, রূপে বনরাজি করেছে আলা॥ বিম্বাধরে কি বিষাদ হাসি, নিতম্বে দুলিছে চিকুররাশি, আভরণ হীনা, সোনার প্রতিমা, হরিৎ সাগরে সোনার ভেলা। কে আনিল হেথা এহেন রতন? কি ভাবনা-মেঘে ঢাকা ও বদন? হেরে কি লাগিয়ে, কি ভাবে ডুবিয়ে, অনন্ত সাগব লহরী লীলা॥ ৬

ললিত বিভাস—একতালা।

উমা, এলি কি গো মা, কৈলাস চন্দ্রমা, মনোরমা হলি কি উদয়। মা ব'লে ক'বার, আয় কোলে আমার, তোরে না হেরে সংসার হেরি শূন্যমন। নৈশ নীলাম্বর নিরখি যখন, চন্দ্রমার ছবি ভুবনমোহন, মনে পড়ে আমার উমার বদন চন্দ্রমায়; তখন শত ধারে চক্ষে বারি ধারা বয়। শয়নে স্বপনে উমা তোরে দেখি, আমার) সতীর প্রতিমা সদা হৃদে রাখি, হায়রে নাহি উমারে নিরখি, কাঁদিল —অ—অ—প্রাণ; সতি! তুই মা ...তার সুখের নিলয়॥ ৭

ত্রৈলোক্যনাথ সান্ন্যাল।

(চিরঞ্জীব শর্ম্মা)

(জীবনী ২য়খণ্ড সংগীত-সার-সংগ্রহে ১১৭৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

আলাইয়া—একতালা।

সেই দিনে হে আমায়, দীনবন্ধু, দিও ঐ অভয় চরণ। সেই বিপদ-সময়, দেখো দয়াময়, যেন অন্ধকার না দেখে নয়ন, কি জানি কখন, আসিবে শমন, আগে নিবেদন ক'রে রাখিলাম; যেন দেখে ও চরণ, হয় বিসর্জ্জন, এ মহাপাপীর জ্বলন্ত জীবন॥ ১

বিভাস—একতালা।

ওহে দীননাথ! কর আশীর্ব্বাদ, এই দীনহীন দুর্ব্বল সন্তানে। যেন এ রসনা, করে হে ঘোষণা, সত্যের মহিমা জীবন-মরণে; তোমার আদেশ সদা শিরে ধরি, চির ভৃত্য হ'য়ে রব আজ্ঞাকারী, নির্ভয় অন্তরে, বজ্র ধারে ধাবে, মহাপাপী তরে দয়াল-নামের গুণে। অকপট-হৃদে তোমারে সেবিব, পাপের কুমন্ত্রণা আর না শুনিব, যা হবার তাই হবে, যায় প্রাণ যাবে, তব ইচ্ছা পূর্ণ হোক্ এ জীবনে। নিত্য সত্য-ব্রত করিব পালন, মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন, ভয়-বিপদ-কালে, ডাক্‌ব পিতা বলে, লইব শরণ ঐ অভয় চরণে॥ ২

মল্লার—আড়া।

কেন হে বিলম্ব আর সাজ সত্যের সংগ্রামে। সেনাপতি বিশ্বপতি সহায় রণে॥ কর ব্রহ্মনাম-ধ্বনি, কাঁপায়ে গগন মেদিনী, বিশ্বাসের পরাক্রম দেখাও জীবনে। ব্রহ্ম-কৃপা হি কেবল, কর সঙ্গের সম্বল, শান্তি-অসি করে ধরি বিনাশ রিপুগণে; লোক-ভয় পরিহরি, চল চল ত্বরা করি, প্রভু-আজ্ঞা পালন কর প্রাণপণে। সাধিতে পিতার কাজ, পর হে সমর-সাজ, বাজাও বিজয় ভেরী গভীর গরজনে; বিবেক নির্ম্মল হ'য়ে, বল অকপট-হৃদয়ে—জীবের নাহি আর গতি, দয়াল-নাম বিহনে॥ ৩

মিশ্র প্রভাতী—যৎ।

আহা কি অপরূপ হেরি নয়নে। মিলে বন্ধুগণে, প্রীতি-প্রফুল্ল-হৃদয়ে, ভক্তি-কমল ল'য়ে করেন অঞ্জলি দান বিভুচরণে। তরুণ ভানু-কিরণে, প্রভাত-সমীরণে, মেদিনী অনুরঞ্জিত নবজীবনে! প্রকৃতি মধুর স্বরে, ব্রহ্মনাম গান করে, আনন্দে মগন হ'য়ে পিতার প্রেমে। উৎসব-মন্দিরে আজ, বিশ্বপতি ধর্ম্মরাজ, করেন বিরাজ রাজসিংহাসনে; মরি কি সুন্দর শোভা, পুণ্যময়ের পুণ্য-প্রভা, কৃতার্থ হইল প্রাণ দরশনে। স্নেহময়ী মাতা হ'য়ে, পুত্র-কন্যাগণে ল'য়ে, বসে'ছেন আনন্দময়ী আনন্দধামে; নিমন্ত্রণ করি সবে, এনেছেন মহোৎসবে, বিতরিতে প্রেম-অন্ন ক্ষুধিত-জনে॥ ৪

ললিত—আড়া।

ও হে প্রভু দয়াময় তোমার কৃপায়, রক্ষিত হইল শিশু জরায়ু-শয্যায়। তব পদে বারম্বার, করি আজ নমস্কার, অর্পণ করিনু বিভু, এ শিশু তোমায়। তুমি সিদ্ধিদাতা পিতা মঙ্গলময় বিধাতা, শুভকর্ম্ম সম্পাদন কর আশীর্ব্বাদ দানে; এই নব দম্পতীরে, রাখ দাস দাসী ক'রে, চির জীবনের মত তোমার চরণে॥ ৫

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—ঠুংরি।

এত দয়া পিতঃ তোমার, ভুলিব কোন প্রাণে আর। দেবের দুর্লভ তুমি, ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী, দীন হীন আমি অকিঞ্চন হে; তবু পুত্র ব'লে, স্থান দিয়ে কোলে, পদে পদে বিপদে করিছ উদ্ধার। পড়ে অকুল সাগরে, যখন ডাকি কাতরে, ব্যাকুল হইয়ে কোথা দয়াময় বলে হে; তখন কাছে এসে, সুমধুর ভাষে, তাপিত হৃদয়ে শান্তি দাও হে আমার। কে জানে এমন করে, ভাল-বাসিতে পাপীরে, তোমার মতন ভূমণ্ডলে হে; আমি জন্মাবধি, কত অপরাধী, তথাপি দুর্ব্বল বলে ক্ষম বারম্বার। জানিলাম নানামতে, তোমা বিনা এ জগতে, কেহ নাহি আর আপনার হে; ধন্য ধন্য নাথ, করি প্রণিপাত, নিজগুণে পাপীজনে কর ভবে পার॥ ৬

ঝিঁঝিট—একতালা।

দয়াময় দীনবন্ধু দরিদ্রের দুঃখ-ভঞ্জী

তব কৃপা হি কেবল, পাপী তাপীর সম্বল, দুর্ব্বলের বল তুমি নিরাশ্রয়ের অবলম্বন। হে বিভো করুণাসিন্ধু, বিপদ-কালের বন্ধু, দিয়ে কৃপাবারি-বিন্দু করে হে পাপ মোচন। পাপ-ভারাক্রান্ত হ'য়ে, ডাকি নাথ কাতর হৃদয়ে, পার কর ভবসিন্ধু দিয়ে অভয় চরণ। তুমি নাথ পরম দয়াল, স্নেহময় ভক্তবৎসল, পাপীর দুঃখে নহ পিতা কখন উদাসীন। ওহে অগতির গতি, করি ও পদে মিনতি, থাকে যেন ভক্তি নাথ তোমাতে চিরদিন ॥ ৭

ভৈরবী—আড়া।

তোমারি করুণায় নাথ, সকলি হইতে পারে; অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত সম বিঘ্ন বাধা যায় দূরে। অবিশ্বাসীর অন্তর, সঙ্কুচিত নিরন্তর, তোমায় না করে নির্ভর, সর্ব্বদা ভাবিয়া মরে। তুমি মঙ্গলনিধান, করি'ছ মঙ্গল বিধান, তবে কেন বৃথা মরি, ফলাফল চিন্তা করে? ধন্য তোমার করুণা, পাপীকেও করে না ঘৃণা, নির্ব্বিশেষে সমভাবে, সবে আলিঙ্গন করে ॥ ৮

বিধানী সুর।

চিদাকাশে হ'ল পূর্ণ প্রেমচন্দ্রোদয়। (রে) জয় দয়াময়! জয় দয়াময়! জয় দয়াময়! উথলিল প্রেমসিন্ধু, কি আনন্দময়। [আহা] চারিদিকে ঝলমল, করে ভক্ত মহদল, ভক্ত সঙ্গে ভক্তসখা লীলা-রসময়। [হরি] [জয় দয়াময়! জয় দয়াময়! জয় দয়াময়!] স্বর্গের দুয়ার খুলি, আনন্দ-লহরী তুলি, নববিধান-বসন্ত সমীরণ বয়, [কিবা] [জয় দয়াময়! জয় দয়াময়! জয় দয়াময়!] ছুটে তাহে মন্দ মন্দ, লীলারস প্রেমগন্ধ, ঘ্রাণে যোগিবৃন্দ যোগানন্দে মত্ত হয়। ভবসিন্ধু জলে, বিধান কমলে, আনন্দ-ময়ী বিরাজে, [কিবা] আবেশে আকুল, ভক্ত অলিকুল, পিয়ে সুধা তার মাঝে। [যোগানন্দ ভরে] দেখ, দেখ মায়ের প্রসন্ন-বদন, ভুবনমোহন চিত্ত-বিনোদন, পদতলে দলে দলে সাধুগণ, নাচে গায় প্রেমে হইয়ে মগন; কিবা অপরূপ আহা মরি মরি, জুড়াইল প্রাণ দরশন করি, চিরজীব বলে, সবে পায়ে ধরি, গাও ভাই মায়ের জয় ॥ ৯

খাম্বাজ—মধ্যমান।

হৃদয়-পিঞ্জরের পাখী কোন্ দেশে উড়ে গেল। তাহার বিরহ শোকে প্রাণ হ'য়েছে আকুল। উভয়ে উভয় পাশে, ছিলাম মনের উল্লাসে, সমভাবে ভাবী হয়ে, সুখে কাটাইতাম কাল। ভাঙ্গিল সুখের বাসা, ঘুচিল আশা ভরসা, কার মুখ চেয়ে এখন জীবন ধরিব বল। প্রণয় প্রতিমা তার, জাগিছে হৃদে আমার, ভাসিছে নয়নে সদা হইয়ে উজল। চির প্রেম বন্ধনে, বাধা আছি তার সনে, বিধি হেন জনে কোথায় লুকায়ে রাখিল ॥ ১০

বিহারিলাল সরকার।

(জীবনী ২য় খণ্ড সঙ্গীত-সার সংগ্রহে ১৩৩২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

কীর্ত্তন।

ধামার।

ব্যথাহারী ব'লে হরি,—ভালবাস কি হে ব্যথা দিতে! ব্যথা দিয়ে তাই কি হে, চাহ ব্যথা ঘুচাইতে!

ঠুংরি।

ব্যথা না পেলে,—কেহ ত কখন কাঁদে না! না কাঁদিলে,—কেহ ত তোমায় চাহে না! না চাহিলে কেহ ত তোমায় ডাকে না! তাই বুঝি ব্যথা দিয়ে, চাহ,—হরি! কাঁদাইতে!

ঝাঁপতাল।

ব্যথা না পেলে,—তোমায় মনে রয় না! তোমায় মনে না হ'লে,—তোমার কথা ত কেউ কয় না! তোমার কথা না হ'লে,—বুঝি,—তোমার দয়া হয় না! তাই, ব্যথা দিয়ে,—চাহ বুঝি, আপন কথা কওয়াইতে।

দশকুশী।

মরণের পথে শুয়ে—মরণের কোলে,—(হরি হে।) তৃষিত-জড়িত-কণ্ঠে, ডাকি হরি হরি ব'লে। ভাসি নয়ন-জলে—যাতনায় জ্বলে,—তখন তুমি থাকতে নার, কাছে এস, আপন ব্যথাহারী নাম রাখিতে।

একতালা।

তখন পাই হে সুধা, মথিয়ে গরল! আঁধার ছাঁকিয়ে,—পাই হে,—আলোক বিমল! হয় কত অমঙ্গলে,—কতই মঙ্গল! সুধা ঝরে,—নিঝরে হে!—চিতানল-সম চিতে!

রূপক।

হরি! শুধু, ব্যথাহারী তোমার নাম ত নয়! তুমি প্রেমময়,—তুমি প্রাণময়,—তুমি সুখময়,—তুমি নিরাময়,—তবে, কিসে ব্যথা আসে—কেন দুখ হয়! কভু ত দেখি নাই,— বিকচ কমলে গরল ঢালিতে!

দোলন।

কেন,—তোমার হাসা চাঁদ—আঁধারে মিশায়? কেন,—তোমার ফোটা কমল,—নিশীথে শুকায়? কেন,—সন্ধ্যাচ্ছায়া পড়ে—গোধূলি-গগন-গায়? লীলাময়! তোমার—এ সব লীলা—না পারি বুঝিতে।

খয়রা।

আমার, এ সব কিছু,—বুঝে কাজ নাই,—আমি, বুঝিতে না চাই। (কাজ নাই) যদি ব্যথা না পেলে তোমায় নাহি পাই,—যদি ব্যথা না পেলে তোমায় ভুলে যাই,—তবে,—ব্যথা দিও,—ব্যথা দিও,—দিও না,—তোমার নাম ভুলিতে। (দিও না—আমায় দিওনা—তোমার নাম ভুলিতে দিও না—ব্যথাহারী নাম ভুলিতে দিও না—ব্যথাহারী দয়াল হরি নাম ভুলিতে দিওনা ওহে!) ১

তেওট

না হ'তে ভাবের উদয়, কেন হে
লয়? দয়াময়! জলে জলবিম্ব প্রায়
বে প্রাণ ফুটে, বাসনায় টুটে, তৃষাময়
ধে সব শুখায়ে যায়।

একতালা।

হরি হে! এ সংসারে, ভাবি যারে
বে, আপন বলিয়ে, কি জানি কি টানে!
হি মুগধ নয়নে আকুল পরাণে,—ভাবি
ন হেন, সুধা-আশে যেন, চেয়ে রই সুধা-
র পানে। সে যে দেখিতে দেখিতে,
খি পালটিতে চকিতে মিলায় কোথায়!

ঝাঁপতাল।

তবুও পিয়াসা, তবুও যে আশা, তবু
লবাসা, মেটে না আমার। দূরে
পারে,—বালুকা-বিথারে,—রবিকর-ধারে
ত অমিয়-সাগর! দূরে নয়নে হেরে,
না পেরে, কি যেন কি মোহফেরে
নস ধায়।

ঠুংরি।

র ঝরণা খুলিয়ে দিয়ে, আছ তুমি
ছে দাঁড়াইয়ে। কত স্নেহভরে,
দরে, ডাকিছ আমায় আয় আয়
। সে ত জানি না,—সে ত বুঝি
,—সে ত দেখি না,—সে ত শুনি না।
র মোহে মরীচিকায়।

লোফা।

দয়াময়! দেখা দাও, পরশে ফিরাও,
না ঘুচাও, পিপাসা মিটাও। দেহ হরি!
বি ভরি, শান্তি-বারি পিপাসায়।

দোলন।

কোথা তুমি! কোথা তুমি! হেথা প'ড়ে আমি। অকূল বিশ্বের মাঝে, নিয়ত নিরয়গামী। কি যে মরমের ব্যথা,—কি যে অন্তরের কথা,—কি না জান তুমি অন্তর-যামী। আমি ফিরিতে হে চাই, ফিরিতে না পাই, কে যেন পিছে টানিয়া ফিরায়।

দশকুশী।

তুমি পথ না দেখালে, কোথা যাব চ'লে? ধূ ধূ প্রান্তরে,—অবশ অন্তরে,—অবসাদে পড়ি ঢ'লে। দেহ পথ দেখাইয়ে,—লও হে তুলিয়ে, আপন অভয় কোলে। আজি মরম-ব্যথায়, মরমের ঘায়, তোমারে পরাণ চায়।

খয়রা।

ভাবে ভাব মিলায়ে, ভাব বিলায়ে, এস ভাবময়! জাগো এ অন্তরে। যে ভাবে কদম্ব ফুটে,—যে ভাবে তটিনী ছুটে,—যে ভাবে বাসনা মরে;—যে ভাবে বৃন্দাবনে, শ্যামরূপে রাই সনে জেগেছিলে ঘরে ঘরে,—সেই ভাবে চাও,—সেই ভাব দাও,—আমার হৃদয় ভ'রে। আমি ভাবে যাই গলি, ভাবে হরি বলি, ভাবে পড়ি লুটায়ে পায়। ২ *

---

* এই গীত দুইটি কলিকাতা, দর্জ্জিপাড়া সুহৃৎসঙ্কীর্ত্তন সমিতির জন্য রচিত ও উক্ত সমিতির সভ্যগণ কর্ত্তৃক গীত।

শোক-গীতি।

(স্বর্গীয়া রাজরাজেশ্বরীর মৃত্যুপলক্ষে রচিত ও বিরাট্ সভায় গীত।)

সুরটমিশ্র—একতালা।

ফিরে বাঁধ তার,—ওগো ফিরে বাঁধ তার। ফিরে সুর দাও, ফিরে গান গাও, ফিরে তোলো সুতান বীণার। সুরে গান গাহিলে, সুরে বীণা বাজিলে, যমুনায় বহিবে গো উজান আবার। সুরে গিরি ফুটেছে, সুরে স্রোতে চ'লেছে, ত্রিধারায় করুণার নয়ন-আসার॥ সুরে সৃষ্টি হ'য়েছে সুরে রাগ উঠেছে, মানবের আদি-বাণী প্রণব-ঝঙ্কার। সুরে রোদনের রোলে, শিশু জননীর কোলে, খুলে দেয় মমতায় সুধার ভাণ্ডার! সুরে সুধু কাঁদগো, সুরে সাধগো, সুরে কর করুণার মহিমা প্রচার॥ ৩

জয়জয়ন্তী—একতালা।

মা! মা! কি স্মৃতি-চিহ্ন রাখিব তোমার? তুমি কীর্ত্তিময়ী,—রেখেছে গো স্মৃতি আপনার! বিশ্ব-ভরা চন্দ্র-করে, ক্ষুদ্র খদ্যোতে কি করে? তোমার মহিমা, গুণের গরিমা, অসীম অনন্ত, দিগন্ত-প্রচার গুণের গৌরব-রাগে, তোমার মূরতি জাগে, রহিবে জাগিয়ে, হৃদয়ে হৃদয়ে যত দিন রবে, রচনা ধরার॥ শুদ্ধ নাম ভিক্টোরিয়া, রহিবে মা মিশাইয়া, মানব-জীবনে, শোণিতের সনে, বহিবে মরমে, চির-ক্ষীর-ধার। আত্ম-তৃপ্তি-কামনায়, ভক্ত পূজে দেবতায়, দেবতার মান, নিত্য গরীয়ান, ভক্ত মতি-মান কি বাড়াবে তার? অতি ক্ষুদ্র মা আমরা, ক্ষুদ্র নয়নের ধারা, ক্ষুদ্র ধারা দিয়ে তোমারে পূজিয়ে দিব স্মৃতি-রূপে, ক্ষুদ্র উপহার॥ ৪

টোরী ভৈরবী—ধামার।

আজি অশ্রু-কুঞ্জ-মাঝে কি পিক কুহরে গো। কি তানে কি গান উঠে কি বিষাদ-স্বরে গো। কি ব্যথিত সুর-রাগে, কি সুখের স্মৃতি জাগে, কি ক্ষতে কি সুধা ক্ষরে গো! নিভৃত তমসাবৃত, সুপ্ত কুঞ্জ পুলকিত, কি চারু চন্দ্রমা-করে গো! কি কুসুমসুবাসিত, কি মলয় প্রবাহিত; কি মোহে ব্যঞ্জন ক'রে গো! কি মূরতি অনিন্দিত, কি লাবণ্য-চমকিত, কি চিত্র আঁধার ঘরে গো! যেন প্রসুপ্ত নিশীথে নীথর গগন-সিঁথে, চন্দ্র-হারে জ্যোতি ঝরে গো! এ অশ্রু বহিয়া যাবে, এ চিত্র দেখিতে পাবে, যুগে যুগে আঁখি ভ'রে গো॥ ৫

মালকোষ—আড়া।

কাঙ্গালের গ্রাম্য-বধূ,—স্বভাব-সুন্দরি। কে দিল মা এলোকেশে,—বাঁধিয়ে কবরী? মনের মতন তুলি, বাছা বাছা ফুলগুলি, কে তোরে সাজাতে বল, দিয়েছিল সাজি ভরি? কে সাজালে অলঙ্কারে, রতন-বলয় হারে, সিঁথের সিন্দূর-তোর, কে দিল উজল করি? সে কি বন্ধু হেথাকার, সে যে দেবী অমরার, করুণায় ভিখারিণি! রেখেছিল বুকে ধ'রি॥ ৬

ভৈরবী—কাওয়ালী।

বুঝেছি মা বাণী কি ব্যথা পেয়েছ এবার! আহা ভেঙ্গে গেছে বীণা, ছিঁড়ে গেছে তার। বরিষার ঘন বরিষণে, বহে ধারা কমল-নয়নে, কমল-আনন মলিন, কজ্জল-কালিমা-সার। খুলে গেছে কমল-ভূষণ, পড়ে আছে কমল-আসন, মধুপ-নিকর কাতর, গুঞ্জে সুধু হাহাকার। কৃতজ্ঞের ব্যথা তুষানল, জলে ধিকি ধিকি অবিরল, নহে মা কৃতঘ্ন,—কৃতজ্ঞ,—তাই এত ব্যথা ভার॥ ৭

(ভাওয়ালাধিপতি—রাজা রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়বাহাদুরের মৃত্যুপলক্ষে গীত।)

নট-মল্লার—আড়াঠেকা।

কি গান শুনাইব!—কি গান শুনিবে আর! কি রাগে কি তান, তুলিব গো!—কি সুরে বাঁধিব তার। মরমের ব্যথা ফুটে,—পরাণের তাপ উঠে,—আকুল তরঙ্গে ছুটে, তপ্ত স্রোত যাতনার। ওগো! এ ত গান নয়! গানে উঠে সুর-লয়! এ যে গো,—মুরতিময়,—ম্লান ছবি করুণার! কোথা রাগ!—কোথা গান! কোথা সুর!—কোথা তান! এ যে উছসিত প্রাণ!—পরিশ্রুত অশ্রুধার॥ ৮

বাগেশ্রী—আড়া ঠেকা!

কনক-কিরণ-চূড় তপন ডুবিল! নীরবে সে চলে গেল, ফিরে না আসিল! এ ঘোর আঁধার-ছায়, কোথায় খুঁজিব তায়, মেঘে ধরা ডুবে যায়, বিজলী না চমকিল। কোথা আছে কোন পুরে, হেথা হ'তে কত দূরে, ডাকিলাম প্রাণ-পুরে,—সে তো সাড়া নাহি দিল! সখা,—দেবে না গো দেখা, রবে শুধু স্মৃতি-রেখা, শুধু জ্বালাময়ী লেখা, বিধি ভালে লিখেছিল॥ ৯

উৎসব-গীত।

(সাবিত্রী লাইব্রেরীর ২১ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে রচিত।)

গৌরী—যৎ।

মা, এসেছিলে কবে কোথা,—দূরে স্বপনে হেথায়। সে যে স্মরণ অতীত কথা, গাঁথা গীতি-রচনায়। সে মূরতি দেখি নাই, উপমাও নাহি পাই, আঁকি মা আদর্শ-চিত্র কল্পনা-আলোক-চ্ছায়। সাধনার ধ্রুব-ধ্যানে, জাগ মা সাধক-প্রাণে, নাম যাগে যুগে যুগে পাতিব্রত-মহিমায়। নামে স্মৃতি জেগে উঠে, নামেই আদর্শ ফুটে, রেখেছি মা নাম তাই এ পবিত্র-প্রতিষ্ঠায়। ১০

ভৈরবী—একতালা।

কর গো আরতি সতি! আগত আরাধ্যা তোমার। লহ গো আশীষ-বাণী! সঞ্চিত সুকৃতি-সম্ভার। সতীর সীমন্ত-সিন্দূর-প্রভায়, অমরণ-মরণ কম্পিত-কায়, নমিত মস্তক, নিয়ত লুণ্ঠিত, চরণে তাহার। তোমার সফল ব্রত-সাধনায়, এসেছে যাচিয়ে সাজাতে তোমায়, প্রভাত তপন-কিরণে গলিত কনক-বিথার। নির্ব্বাপিত-

দীপ আঁধার-মন্দিরে, কোটী ভানুকরে এসেছে সে ফিরে, উজল বিমল বিভায় বিম্বিত এ বিশ্ব আবার ॥ ১১

শ্যামা-সঙ্গীত।

সুরট-বেহাগ—দ্রুতত্রিতালী।

ঐ অকূলে ভাসে মা তরি। মেঘ আকাশ ছেয়ে, যায় মা ধেয়ে, গরজে গগন ভ'রি ॥ কোথা সে আকাশ থেকে, আনে গো আঁধার ডেকে, রাখে মা ধরণী ঢেকে, যেন নিশি ভয়ঙ্করী। তাহে পবন প্রবল, উচ্ছসিত কল্লোল, স্ফুটিত তরণীতল, কম্পিত সে থরথরি। ঐ ডুবিল ডুবিল না, পার যদি রাখ শ্যামা, আমার দিবার কিছুই না মা, তোমার দয়ার ভরসা করি ॥ ১২

ইমন্-ভূপালী—একতালা।

ঐ শ্যামা মা মোর উলঙ্গিনী। মায়ের লাজ কি বল, মা যে আমার বিশ্ব-প্রসবিনী ॥ ওরে আত্মপর-ভেদজ্ঞান যার, থাকে প্রাণে নিত্য অনিবার, লাজ-বাস চাই গো তার, মা যে আমার সর্ব্বাত্মশায়িনী। ঐ অনন্ত অসীম কায়, বসন্ পরাবে কোথায়, মাকে কি বসনে কুলায়, মা যে আমার অনন্ত-রূপিনী। নিত্য সিদ্ধ নির্ব্বিকার, মুক্ত পুরুষ উদার, ফেলে বাসনা-বসনভার, আমার মা যে তার মুক্তিদায়িনী দিগম্বর-অম্বর শিরে, হেরে চাঁদের শোভা আঁখি কি ফিরে, আমার মায়ের শোভা তেমনি নয় কি রে, মা যে আমার শশী-কিরীটিনী। উলঙ্গ ভূধর-গায়, উলঙ্গ তপন ভায়, উলঙ্গে কত শোভা তায়, উলঙ্গেই মা আমার ভুবনমোহিনী। ১৩

মূলতান-সিন্ধু—মধ্যমান।

বড় সাধ মা! তোমার কোলে যে'তে। বড় সাধ মা! তোমার চরণ পে'তে॥ কোলে নিবি কি মা রেখেছ কি স্থান, দেখে সদা শিহরে যে প্রাণ, ওমা! মড়ার মাথা গাঁথা বিকট বয়ান, আসে যেন তারা গিলে খে'তে। চরণ পাব কি বৃথা আশা তার, দিয়েছ যারে তার অধিকার, রেখেছে সে ধ'রে বুকের মাঝার, সে যে থাকে জেগে দিবা রেতে। একে ঐ বিভীষিকা তোমার ঐ কাল অঙ্গে, তায় ঘুরে ফিরে সদা ভূতপ্রেত সঙ্গে, তাহে নাচ মা নিয়ত ভ্রুকুটি-বিভঙ্গে, ঘোর রণ-রঙ্গে মেতে। তোমার কোন্ রূপে মা সাধ মিটাই, তোমার শ্যামারূপে যা উমারূপে তাই, উমারূপ রাঙা বটে, তবু ভয় পাই, ওমা! রণ-রঙ্গ ও যে এ'তে। ১৪

সুরট-খাম্বাজ—একতালা।

আমি দিবানিশি আকাশ-পানে চেয়ে রৈ। আমার মনে হয়, মেঘের মাঝে, আমার মা বুঝি ঐ। মা আমার অনন্ত-রূপিনী, মা আমার নীরদ-বরণী, আকাশ নীলিম, অনন্ত অসীম, তাই ভাবি না তায় আমার মা বৈ। হোথা রবি-শশী-তারা, কিরণ-ভাষে হেসে তারা, বলে আয় আয়, মা তোর হেথায়, আমি হোথা যেতে পারি

কে। পাখী ভাসে মেঘের গায়, সে যে মায়ে দেখ্‌তে পায়, আপন ভাষায় গুণ গেয়ে যায়, আমি শুধু কেঁদে সারা হই। যে যাবার সে যাক্ গো সেথা, আমি মা বসিয়ে কাঁদ্‌বো হেথা, বাসনা আমার, বুঝিব এবার, আমি মায়ের ছেলে হই কি না। ১৫

জয়জয়ন্তী-মল্লার—মধ্যমান।

মা আমার ধূলাখেলা ফুরায়েছে। এখন মা! মা বলিয়ে তোমায় মনে পড়েছে! খেলার ঘোরে সাথীর সনে, ছিনু ভুলে অন্য মনে, তারা একে একে জনে জনে, সবাই তোমার কোল পেয়েছে। ওমা! ধূলার ঘর ধূলার বাড়ী, তারা গিয়েছে সবাই ছাড়ি, (এখন) ধূলার উপর ধূলার কাড়ি, ধূলা হ'য়ে পড়ে রয়েছে। আমি নিরখি নিরখি চারি ধার, কৈ কোথা কেউ নাই মা আমার, শুধু ধূ-ধূ শূন্যাকার, যেন মরুভূমি হয়েছে। এ মরুমাঝে দাঁড়াইয়ে, একা আমি ডাকি মা—মা বলিয়ে, আয় মা নেগো কোলে তুলিয়ে, আমার ধূলাখেলার সাধ মিটেছে। মা তোমারি বা মায়া কেমন, ছেলে খেলে নাইকো স্মরণ, নাইকো আদর নাইকো যতন, তোমার স্নেহ-দয়া সব কি গেছে? ১৬

প্রেম-সঙ্গীত।

ঝিঁঝিট—খাম্বাজ ঠুংরী।

আমি নিমিষে নিমিখ হারাই তোর মুখ পানে চেয়ে। ওরে তান মান ভুলে যাই তোর গুণ গান গেয়ে। তোর মুখ মধুরিমা, তোর গুণের গরিমা, কিরণ-মাখা চন্দ্রমা, আছেরে আমারে ছেয়ে। কি সুখে প্রাণ শিহরে, স্নাত স্নিগ্ধ চন্দ্র-করে, সুধা ঝরে রে নিঝরে, আমার মরম বেয়ে। জাগরণ কি স্বপন, মুকতি কি মোহ ঘন, কি জানি কি মদে মন, মাতোয়ারা তোরে পেয়ে॥ ১৭

রামকেলী—একতালা।

ওগো যেয়োনাকো চলে। মরমের ব্যথা বুঝাতে পারিনা ব'লে। বোঝনাক' কি ব্যথা মরমে, রেখেছি চাপিয়ে সরমে, কি মরম নারীর ধরমে, বুঝিতে সে নারী হ'লে। মনো ভাব নীরব ভাষায়, আঁখি ইঙ্গিতে বুঝাতে চায়, সেও ত ফুটে নাহি চায়, চাপে ধারা কত ছলে। না বুঝে যদি যেতে চাও, না বুঝে যা দিয়েছি দিয়ে যাও, দেখি না বুঝে কোথা কি পাও, পাবে ব্যথা আমি ম'লে॥ ১৮

বৈকুণ্ঠনাথ বসু।

ইনি জেলা ২৪ পরগণার অন্তর্গত বহড়ু গ্রামের জমিদার-বংশসম্ভূত। সন ১২৬০ সালের জন্মাষ্টমীর দিনে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালেই ইহাঁর সঙ্গীত-বিদ্যায় প্রবণতা দৃষ্ট হয়। কলিকাতা বঙ্গ-সঙ্গীত-বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার দিন

হইতেই তথায় যথারীতি সঙ্গীত অধ্যয়ন করিয়া বৎসর বৎসর পদক পুরস্কার প্রাপ্ত হন। পরে ঐ বিদ্যালয়ের অবৈতনিক সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন। 'বেঙ্গল রয়াল্ একাডেমী অভ মিউজিক' হইতে "সঙ্গীত-উপাধ্যায়" উপাধিসহ স্বর্ণকেয়ূর প্রাপ্ত হন। ইনি গবর্ণমেণ্ট হইতে 'রায় বাহাদুর' উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন। এবং কলিকাতার টাকশালের "বুলিয়ান কিপার" (দেওয়ান) ও কলিকাতা এবং সিয়ালদহ পুলিসকোর্টের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট। যন্ত্র-সঙ্গীতে ও গীতের স্বর-যোজনায় ইঁহার বিশেষ পারদর্শিতা আছে।" ইঁহার প্রণীত "নাট্যবিকার" "পৌরাণিক পঞ্চরং" "বার-বাহার"; "রাম-প্রসাদ" "মান", "বসন্ত-সেনা" প্রভৃতি নাটক ও প্রহসনগুলি রঙ্গমঞ্চে বিশেষ প্রশংসার সহিত অভিনীত হয়। গীত রচনায় ইঁহার কিরূপ পটুতা তাহা দেখাইবার জন্য "পৌরাণিক পঞ্চরং" হইতে কয়েকটি গীত দিয়ে দেওয়া গেল।

মিশ্র—একতালা।

লক্ষ্মী।—যার ধন নাই, তার নিধন ভাল, এই ধনের সংসারে। ধনে কেনে সকল সুখ, ধনে মূকের ফোটে মুখ, যার ধন নাই তার দেখেনা রে মুখ, দারা-সুত-পরিবারে। ধনদুর্ব্বলের বল হয়, ধনে হয়কে করে নয়, ধনে কুরূপকে সুরূপ করে, নির্গুণকে গুণময়; আবার ধনের জোরে, হায়রে হায়রে, যুধিষ্ঠির হয় জোচ্চোরে॥ ধনে হয় নির্দ্দোষী দণ্ডিত, কত ষণ্ডে হয় পণ্ডিত, কত অকাল কুষ্মাণ্ড হয় উপাধি-মণ্ডিত; ধনে খুনে পায় প্রাণ; আছে রে প্রমাণ, ফাঁসির আসামী দ্বীপান্তরে॥ ১

মিশ্র—একতালা।

সরস্বতী।—আর স্থান নাই, আর মান নাই, আমার ধনের রাজ্যেতে। এখন "অধনেন ধনং প্রাপ্য তৃণবৎ জগৎ মন্যতে॥" এখন বিদ্যারত্ন মহাধন, এ কথার আর অর্থ নাই কোন, (সুধু) বিবাহ-কারণ, রতনে যতন, পণ নিরূপণ "পাশেতে"॥ মহাজনের বচন, কর রে শ্রবণ, এহেন রতন, ভুল না কখন, "বিদ্বত্বঞ্চ নৃপত্বঞ্চ নৈবতুল্যং কদাচন। স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান সর্ব্বত্র পূজ্যতে॥" ২

মিশ্র—দাদরা।

লক্ষ্মী।—মিছে ম'রচো কেন ব'কে? যার ধন নাই তারে এসংসারে কেমনে চিনবে লোকে?

সরস্বতী।—যার জ্ঞান নাই সে কি রাখতে পারে ধনে? না সে ধনের স্বভাব জানে?

লক্ষ্মী।—ও কথাই নয় যে শুনবো কাণে।

সরস্বতী।—জ্ঞানী হ'লে বুঝতে মানে।

লক্ষ্মী।—বটে? বটে? চলে যাও, তোমার চাইনা দেখিতে মুখ।

সরস্বতী।—হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ! তবেই আমার ফেটে গেল বুক!

লক্ষ্মী।—ছুঁয়োনা, ছুঁয়োনা, ছুঁয়োনা মোরে—তুমি গরিবের ঘরে যাও।

সরস্বতী।—ভাল, ভাল, চলিলাম,—তুমি ইন্দ্রের মাথা খাও॥ ৩

শঙ্করা—দ্রুত তিতালা।

অপ্সরাগণ।—হের আনন্দ-আনন, নন্দন-কানন, ফলফুল অগণন রাজিছে। (যথা) বন আর উপবন, নয়ন-মন-হরণ, পরি চারু আভরণ সাজিছে। (যথা) কোকিলকাকলী, অপ্সরা-স্বরে মিলি, সুধা-মাখা তানে গণে মাতিছে। (যথা) শচীপতি শচীসনে, বসি' রতন-আসনে, প্রণয়পীয়ূষ-রসে ভাসিছে॥ ৪

পিলুবারোঁয়া—ঠুংরি।

ভিক্ষু।—ছাড় বিষময় বিষম বিষয় বাসনায়, কর ধরম-রতন সঞ্চয়। (ও মন) ঘুমা'ওনা, ঘুমা'ওনা, বাজায় জ্ঞান-দামামা, দেখো যেন রিপুচোরে সে রতনে হ'রে নাহি লয়। তার মাথা মুড়াইয়া কিবা প্রয়োজন, যে জন রিপুগণে নাহি করে বরজন; লও জ্ঞানের ক্ষুর সুধার, মুড়াও মনোবিকার, অহংকার কর পরিহার—তবে ত হইবে তব চিত নিরাময়॥ ৫

রাধানাথ মিত্র।

ইঁহার রচিত শ্যামা সঙ্গীতগুলি বড়ই মনোরম। ইনি কতিপয় উত্তম গীতনাট্য রচনা করিয়াছেন। বাঙ্গালা সাহিত্য-ক্ষেত্রে ইনি প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন। কলিকাতা নগরী ইঁহার নিবাসস্থান। ইঁহার গানগুলি একাধিক সুরে গীত হইয়া থাকে, একারণ সুর তান দেওয়া গেল না।

নিজের দোষে নিন্দে দেশে, মন কেন হ'লি এমন; করিলে কি অহিত সাধন। কাজের কাজী হ'লে পরে, না হ'ত ত ভাবতে পরে; কুৎসা ঘোষে ঘরে পরে—কর্‌বে কি তার উপায় এখন। মজ্‌লে মিছে আশার ছলে, জান্‌লে লোকে অবোধ বলে; ভাস্‌লে শেষে নয়ন-জলে, বুঝ্‌লে না ত হায় তখন। চল্‌তে গিয়ে আপন বশে, পথের মাঝে পড়্‌লে বসে; কাজ হারালে রঙ্গরসে, ভাঙ্গল যে তায় সুখের স্বপন। কর্‌ছ খেদে হা হুতাশ, বিষাদের নাই অবকাশ, মিট্‌ছে না ত তোমার আশ, দায়টা ভাব কি ভীষণ। যেতে যদি চাওরে পারে, ডাক রে মন শ্যামা মারে; জগন্ময়ী চাহেন যারে, সে যে মুক্ত সর্ব্বক্ষণ।

শিবে! কি হবে আমার। বিষাদ সাগরে যে মা ভাসিতেছি অনিবার। বারেক মা ফিরে চাও, কেন হেন দুঃখ দাও, ভাবিতে

প্রাণ জুড়াও, মুছায়ে নয়নাসার। বিরূপ হও মা যদি, উথলে যে শোক-নদী, কাঁদাতে কি নিরবধি, কামনা গো মা তোমার, ক্ষম দোষ হরবামা, এ দীন হীনে দেখ না মা, জানি যে সহায় শ্যামা, করিতে চিত বিকার। যত দিন হয় গত, বিপাক বাড়িছে তত, রয়েছি জড়ের মত, তারা মা কর নিস্তার। ২

কবে হবে শিবে সে দিন আমার, যাবে ঘবে ঘুচে এ মম বিকার, না রবে এ ভবে নিত্য হাহাকার, ছন্দে বন্দে পরমানন্দে ভজিব তোমারে। ঘোর বিড়ম্বনা জীবনে মরণে, দারুণ বেদনা অহরহ মনে, হেরি পরমাদ শয়নে স্বপনে, সবে ফাঁকি দিয়ে তারা যাব ভব-পারে। কখন কি হয় রবে না সে ভয়, পাপ তাপ ক্ষয় হবে সমুদয়, দশ দিশি জুড়ে গা'বে সবে জয় দীন দয়াময়ী দে মা সে দিন আমারে। ৩

অভয়ে অভয়-পদে দিতে যে হবে মা ঠাঁই, আকুল অকূল মাঝে কি হবে গো ভাবি তাই। পাপে চিত নিমগন, বিফলে গত জীবন, তাপিত যে সে কারণ, কেমনে মুক্তি পাই। সহায় কে আর আছে, কাঁদিব বা কার কাছে, তোমায় হারাই পাছে, মা বিনে যে কেহ নাই। চেয়ে দেখ ওমা তারা, রাখ মা মায়ের ধারা, মুছাতে নয়নধারা, আর কার মুখ চাই। ৪

বল্ মা তারা দাঁড়াই কোথা, আমার হেথা কেউ ত নাই। সহায় ভেবে যার কাছে যাই সেই যে সরে একি বালাই। দিন ত গেল কেঁদে কেটে, মিছে কাজে মরছি খেটে, সারা হ'লাম পথ যে হেঁটে, পারের কড়ি কোথায় পাই। জগন্ময়ি! এমন দিনে, চাইলে না মা এ অধীনে, চিন্ময়ী মা নাও গো চিনে, তবেই তারা তরে যাই নচেৎ শ্যাম। যাই যে মারা, পথের মাঝে দিশে হারা, পরাৎপরা শিবদারা তোমা বিনে কারে জানাই। ৫

জীবন সংগ্রামে শ্যামা বিভীষিকা বারে বারে। সে ভয়ে আকুল হয়ে চাহি যে মা চারি ধারে। বারিতে অরাতি গতি অকৃতীর নাহি গতি, কি হবে তবে মা গতি, ভাসি যে নয়নাসারে। ঘিরেছে যে অরিদলে, তারা যে মা পদে দলে, সে চাপে মরি যে জ্বলে, কেহ দেখে না আমারে। শঙ্কটে শঙ্করী তাই, করুণা মা তব চাই, তোমা বিনে কেহ নাই, তারিতে গো এ পাথারে। ৬

ভজ শ্যামাপদ ঘুচিবে বিপদ মন যে আমার। অপার সংসার কেহ নহে কার ভাব একবার। বিষয়-বাসনা করনা বর্জ্জন, পাপতাপ তাহে জান অনুক্ষণ, কাজে সমাদর ত্যজিয়া কাঞ্চন, কত দিনে যাবে মোহের বিকার। ভাব নিত্যধন মায়ের চরণ, ভাবনা সে পদ শান্তি-নিকেতন, কি জগতে সম সে রতন, জগন্ময়ী মার করুণা

অপার। যদি কভু তারা মুখ পানে চায়, ভাবনা তাড়না যাবে সব দায়, মুক্তিরে উপায় ব্রহ্মময়ী পায় যতনে সে পদ কর অধিকার। ৭

কত দিনে তারা মোহের বন্ধন হবে মা ছেদন। জীবন যে যায় প্রাণ আশঙ্কায় হারায় চেতন। অকৃতি সন্তান আমি মা তোমার, ঘোর ভবার্ণবে কর গো নিস্তার, জগন্ময়ী বিনে আর কৃপা কার, করুণা-কটাক্ষে কর গো ঈক্ষণ। ডাকি সকাতরে কোথা মহামায়া, অধীন এ দীনে দেহ পদ-ছায়া, না কর অশিব হ'য়ে শিবদারা, হ'তেছ নিদয়া কেন মা এমন। কাঁদে যে কিঙ্কর হইয়া মা-হারা, মুছ মুক্তকেশ নয়নের ধারা, আছি মুখ চেয়ে তোমার গো মা তারা, পাপতাপ-ভারে ব্যথিত জীবন। ৮

তারা! তোমার কেমন ধারা, কেঁদে কেঁদে হই যে সারা, দেখেও চেয়ে বারেক তরে কেন দেখনা। দোষী বটে পদে পদে, তায় দোষী কি রাঙ্গাপদে, কেন গো মা নিদয় আমায়, একি তোমার বিবেচনা। থাক্‌ত যদি কৃপা তোমার, এ দশা কি হয় গো আমার, মুছয়ে দে মা নয়নাসার, কর না গো আর ছলনা। আপন মনে যাই গো চ'লে, দুঃখ পাই তায় কর্ম্ম-ফলে, সোজা পথ মা দাও গো বলে, পূরবে তায় সব বাসনা। গোনা দিন ত যায় মা ব'য়ে, কাঁদ্‌ছি বসে শমন-ভয়ে, চাইলে না মা এ সময়ে, কপালে কি বিড়ম্বনা। ৯

শেষের সে দিনে তারা চেয়ে দে'খ না আমায়। রহেছে নয়ন মুদে তাহাতে যে ঠেকি দায়। থাকিলে কৃপা তোমার ঘুচিত এ হাহাকার, হ'য়েছে মা যা হবার, ক্ষতি নাহি জানি তায় দুঃখ পাই কর্ম্মফলে, কাতরে ডাকি মা বলে, মিনতি চরণতলে, অন্তিমে কর উপায়। মর্ত্ত্যধাম পরিহরি, যবে যাব গো শঙ্করী, পাবো যেন পদ-তরি, শ্রীপদ লয়ে সহায়। ১০

মা বলে ডাকিলে পরে ঘুচে সব যাতনা। তবে মন অকারণ কেন করিছ ভাবনা। যা হ'বার হবে তাই, ভাবনায় কাজ নাই, শ্যামাপদ যাহে পাই, কর সে সাধনা। নাম-রসে যাও গলে, পাবে মুক্তি সেই বলে, ব্রহ্মময়ী-পদতলে, কর না কামনা। বিষয়-গরল পানে, কি সুখ আছে রে প্রাণে, এই বেলা মানে মানে, মায়েরে ভজনা। সাধনায় সিদ্ধি হবে, নিশ্চয় রহেছে যবে, অলসে থেকনা তবে, সে নাম বন্দনা। নাম বিনা নাহি গতি, কর স্থির এ যুকতি, চাহিলে মা তোমা প্রতি, না রবে তাড়না। ১১

কে আমি কি কাজে রত ভাব মন একবার, মায়া মোহ ঘুচে যাবে হেরিবে ঘোর আঁধার। অপার আশার ছলে, আসে দিন যায় চলে, কালে কাল পূর্ণ হ'লে,

অধিকার কি তোমার। এ দেহ থাকিতে বশে, অলসে কেন রে বসে, শ্যামা-নাম সুধারসে, পিওনারে অনিবার। জীবের পরমগতি, শক্তিময়ী সে শকতি, পদে মার রাখ মতি, ঘুচে যাবে এ বিকার। মানিলে মানা যে মানে, মা চাহে সে মুখ পানে, সতত সরল প্রাণে, সাধনা সে নাম মার। ভক্তি ভরে ডাক্‌লে পরে, মা যে তারে কোলে ধরে, ত্রিভুবন চরাচরে, ভক্তাধীন মা আমার॥ ১২

দীন দয়াময়ী কি হবে শিবে। তুমি না তাকালে দয়া প্রকাশিলে কে তারিবে। হাতে পায়ে বাঁধা লোহার শিকল, হই আগুয়ান না আছে সে বল, নয়নের ধারা পথের সম্বল, এ হীন পাতকে কেহ না চাহিবে। অনিত্য বিলাসে হ'য়ে নিমগন, দেখিয়াছি কত মোহের স্বপন, জীবনের অন্তে হবে যে চেতন, শ্রীপদ পঙ্কজে ঠাঁই কি মিলিবে॥ ১৩

অনিত্য সংসার-মদে হ'য়েছি বিহ্বল। জগতে এ দুঃখ ভোগ তার প্রতিফল। মায়ামোহে বিতাড়িত, শোকতাপে সন্তাপিত, সতত শঙ্কিত চিত, যে হেতু চঞ্চল। জুড়াতে তাপিত প্রাণে, কে চাহে এ মুখপানে, পদে পদে অপমানে, দেহ যে বিকল। দীনে মা চাহ ঈশানী, পাষাণী কেন পাষাণী, শুন বাণী ও মা বাণী, বয়ে আঁখি-জল॥ ১৪

যতনে যাতনা বাড়ে ভালবাসা এ কেমন। অনিত্য সে অনুরাগ অশান্তির নিকেতন। ভাল বলে ভালবেসে, প্রমাদ ঘটায় শেষে, কি জানি কি মোহ এসে, আবেশে ভুলায় মন। অনুরাগী যার তরে, সে যদি রে অনাদরে, সেরূপ হৃদয়ে ধরে, ঝরিবে যে দুনয়ন। ভালবাস অভয়ারে, শ্যামা মা ত্যজিতে নারে, সে মায়ের কৃপাধারে, করে শান্তি বরিষণ॥ ১৫

আলোয় আলোয় ভালয় ভালয় চ'লে যাব সাধ মনে। দিন ত গেল আঁধার এল ঘরে তবে যাই কেমনে। খেলার সাথী ছিল যারা, কোথায় এখন গেছে তারা, অমা-নিশায় পথ যে হারা, যদি বা মায় বিজন বনে। কাজের ঝোঁক দুপর বেলা, কাটিয়ে দিয়ে ক'রে হেলা, মাঝ দরিয়ায় ডুবিয়ে ভেলা, ভাব্‌ছি যে দায় ক্ষণে ক্ষণে। ব্যথার ব্যথী কোথায় পাব, মুখ পানে বা কার তাকাব, সকল দিকেই আমার অভাব, চাও মা তারা অকিঞ্চনে॥ ১৬

চারুচন্দ্র রায়।

যশোহর জেলার অন্তর্গত ধনগ্রামের নিকটবর্ত্তী বৈরামপুর নামক গ্রামে ইহার জন্ম হয়। ইনি কায়স্থ-বংশোদ্ভব। ইহাদিগের আসল পদবী 'পালিত', কিন্তু ইহার পূর্ব্বপুরুষগণ নবাবী আমলে 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত হন বলিয়া তদবধি রায়

উপাধিতেই খ্যাত। 'সুকন্যা কাব্য,' 'রমণী,''হাস্যার্ণব' প্রভৃতি কয়েকখানি পুস্তক ইনি প্রণয়ন করিয়াছেন। 'ঋষি' 'আভা' 'হিতৈষিণী' প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় ইনি নিয়মিতরূপে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। সঙ্গীত-সার-সংগ্রহের বর্ত্তমান খণ্ড ইহাঁরই দ্বারা সম্পাদিত। ইহাঁর রচিত 'সুকন্যা কাব্য' ও 'আরসী' নামক নাটক হইতে নিম্নলিখিত গীতগুলি উদ্ধৃত হইল।

রূপক।

কোথা শ্রীমধুসূদন! আমায় রাখ হে পায়। হরি! দেখা দাও, বিপদ ঘুচাও প্রাণে বল দাও, মুখ তুলে চাও, দয়ার নিধার তুমি—প্রেমসুধাধার—আমার ভালে কি গরল ঢালিবে সুধার আধার!

ঠুংরি।

তবে কোন দোষে, কিবা রোষে, দাসীরে ঠেলিছ পায়। কোন্ শাপে, পাপে মনস্তাপে, হ'লে হে পাষাণ-প্রায়॥ তুমি সহায় সম্পদ, নাশ হে বিপদ, তুমি না রাখিলে হরি! কেমনে উদ্ধারি আর, কাতর অন্তরে হায়! ডাকি হে তোমায়॥

একতালা।

এ ঘোর বিপদে হরি! আজি তার' হে আমায়। তুমি অনাথের হে সহায়॥ তব করুণার বারি, ওহে ভবভয়হারি! চেয়ে আছি হায়! আকুল হিয়ায়, তৃষিত চাতক-প্রায়। আজি নিবার' বিপদ শ্রীপদ-ধূলায়॥ ১

সোহিনী বাহার—জলদ তেতালা।

বন কুসুমিত, কুঞ্জ মুঞ্জরিত, গুঞ্জে অলি-কুল ফুলে ফুলে। সুখে তরুপরে, কোকিল-কুহরে, মলয়ানীল বহে মৃদুলে॥ শ্যাম তরু-কোলে, শ্যাম লতিকা দোলে, পাপিয়া গাহে কুতূহলে। স্বচ্ছ সরোবরে বিহঙ্গ বিচরে, সোনার তরঙ্গ চলে কলকলে। সুখে কমল হাসিছে সলিলে॥ ২

কুকুভ—খং।

নিরখিলে যায়, উল্লাসে হৃদয়, তারে কেন বিধি নাহিক মিলায়। হেরিতে যে চাঁদে, মম প্রাণ কাঁদে, নিরাশা-জলদে সে কেন লুকায়॥ তাহার বদন, স্মরি অনুক্ষণ, তার তরে সদা বরষে নয়ন। সেজন বিহনে, বাঁচি না যে প্রাণে, ভালবেসে শেষে হ'ল একি দায়। ৩

লুম্ ঝিঁঝিট—পোস্তা।

কেমনে ভুলিব বল সে বিধুবদনে। সেরূপ জাগিছে মনে শয়নে স্বপনে। হৃদি-পটে আঁকি যারে, রেখেছি যতন ক'রে, মুছিব সে ছবি আজি বল কোন পরাণে। নিরাশা আঁধার মাঝে—আশার প্রদীপ সে যে, সে দীপ নিবাতে হৃদি দহে দুখ-দহনে। ৪

ভৈরবী—ঢিমে তেতালা।

মন যারে ভালবাসে কেন তারে নাহি পায়। যার তরে আঁখি ঝরে, সে ত ফিরে

নাহি চায়। কি চ'খে দেখেছি তারে, সদা যাগে আঁথি পরে, হৃদি-ভরা প্রেম-নদী সদা সে সাগরে ধায়। ৫

রামজয় বাগ্‌চি।

রাজসাহী জেলার অন্তর্গত নাটোর সব্‌ডিভিসনের অধীন গাঙ্গইল গ্রামে ইহাঁর জন্ম হয়। অতি শৈশবে ইনি মাতৃহীন হন এবং নানারূপ কষ্টে ইহাঁর বাল্যকাল অতিবাহিত হয়; কিন্তু অসাধারণ উৎসাহ ও যত্নে ইনি মোক্তার হইয়া মোক্তারী ব্যবসা দ্বারা আপন অবস্থার পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। ইনি বাল্যকাল হইতেই সঙ্গীত-প্রিয়। ইহাঁর রচিত গীত রাজসাহী জেলার অনেক স্থলে গীত হয়; 'সঙ্গীত-কুসুম' নামে ইহাঁর একখানি পুস্তক আছে।

সিন্ধু ভৈরবী—আড়া।

জননি জাহ্নবি দেবি! বিদায় হই পদ-পঙ্কজে। হেরি তোমা যেন গো মা সতত মানসমাঝে। ভক্ত ভগীরথ সনে, তার কম্বুনাদ শুনে, এসেছ, মকরাসনে, তারিতে সগবাঙ্গজে। যবে যাবে এ জীবন, পিব তব পূত জীবন, হেরিব জীবের জীবন, হরিপদ হৃৎসরোজে। অর্দ্ধ অঙ্গ তব জলে, অর্দ্ধ অঙ্গ ধরাতলে, রহে যেন অন্তকালে, আশীষ' রাম পাপাত্মজে। ১

বিভাস—কাওয়ালী।

হে দীনশরণ, আমি অশরণ, জীবনে করিনি কভু প্রভু ত্বন্নাম স্মরণ। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য হরি, করুণায় অবতরি। কৃপা করি পদ-তরি, প্রদানে কর তারণ। তব তনু প্রেমময়, হেরে হরে মনাময়, কর শ্রীগৌর আমায়, কৃষ্ণপ্রেম বিতরণ। ঘুচাও রামের অবসাদ, বিতর তারে প্রসাদ, পূরে যেন মনঃসাধ অন্তে হয় কৃষ্ণ স্ফূরণ॥ ২

সুরট মল্লার—কাওয়ালী।

(পীঠমালা)

হের গতপ্রাণ সতীদেহ পরিণাম নয়ন-অভিরাম, স্মর অবিরাম, যাহা পড়িয়া একান্নখণ্ডে, খ্যাত ক্ষেত্রতীর্থ ধাম (পড়ে) ব্রহ্মরন্ধ্র হিঙ্গুলায়, তিন চক্ষু শর্করায়, জ্বালামুখী জ্বলে জিহ্বা অবিরাম। সুনন্দা ধন্য নাসিকায় ঊর্দ্ধোষ্ঠ ভৈরব গিরিকায়, অট্টহাসে অধরোষ্ঠ সুললাম। প্রভাসে উদর, চিবুক মনোহর, পড়ে জনস্থানে, যথা যোগীজনে হন পূর্ণকাম। পূত গোদাবরী-তীরে, সতী-বামগণ্ড পড়ে, দক্ষ গণ্ড গণ্ডকীতে কি সুঠাম। কর্ণদ্বয় কর্ণাটে, পড়ে করতোয়া-তটে, তল্প তথা ব্যক্ত ভবানীপুর ধাম। দক্ষ তল্প ট্রটে, পড়ে শ্রীকূটে, আর শুচিতে পঞ্চসাগরে ঊর্দ্ধ অধঃ দন্তদাম। পড়ে বৃন্দাবনে কেশ-রাশি, কিরীটে কিরীট খসি, কণ্ঠ কাশ্মীরে, নলা নলহাটী গ্রাম। রত্নাবলী দক্ষস্কন্ধ

মিথিলায় বামস্কন্ধ, শ্রীশৈলে গ্রীবা দক্ষভুজ চটগ্রাম। ভুজার্দ্ধ শেষে, পড়ে মানসে, খসে কনুই উজানী মণিবন্ধে মণিবন্ধ-গ্রাম। পাত প্রয়াগে দশ অঙ্গুলি, বাহুলায় বাম বাহু-বল্লী, জালন্ধরে পয়োধর পীন প্রথম। রামগিরিতে অন্য স্তন, বৈদ্যনাথে হৃদি-স্থান, নাভীপদ্ম উৎকলে পুরুষোত্তম। কাঞ্চীতে কঙ্কাল, নিতম্ব বিশাল, দক্ষিণে কাল মাধবে, নর্ম্মদায় নিতম্ব বাম। মহামুদ্রা কামরূপে, ব্যক্ত মহাপীঠ রূপে, জানু জঙ্ঘা নেপাল জয়ন্তী গ্রাম। দক্ষ পদের চার অঙ্গুলি, কালী-ঘাটে যথা কালী, দক্ষ পদাঙ্গুলি পড়ে ক্ষীর গ্রাম। দক্ষিণ চরণ, ত্রিপুরায় পতন, ঐ পদগুল্‌ফ কুরুক্ষেত্রে মন! বক্রেশ্বর ধাম। (পড়ে) যশোহরে পাণিপদ, ত্রিস্রোতায় বামপদ, হার নন্দীপুরে, কুণ্ডল কাশীধাম। কন্যাশ্রমে পড়ে পৃষ্ঠ, লঙ্কায় নপুর শ্রেষ্ঠ, বিভাসকে পড়িয়াছে গুল্‌ফ বাম। জিনিয়া হিঙ্গুল বর্ণ পদাঙ্গুল, যার। পতিত বিরাটে, পীঠে হেরে ধন্য হও রাম॥ ৩

বাহার—তেতালা।

(আমায়) তার শঙ্কর। প্রণত পদে কিঙ্কর, রত্নাকর-জাত-সুধাকর-শেখর! হে শিব! লীলা প্রসঙ্গে, হও উদয় অনাদি লিঙ্গে, সবাহনশক্তি বাণলিঙ্গে বসতি কর। আশুতোষ! আশুতোষ হও বিল্বদলে, মুনি মার্কণ্ডেরে যম-ডরে তারিলে, ছিল তার সাধন সঙ্গতি, আমি দ্বিজ ব্যাধ-গতি, ভরসা ব্যাধেরও গতি, করেছ হর! না জানি ভকতি স্তুতি হে দিগম্বর! সুত-সেবা-অপরাধ-শত সম্বর, নমি পিতা মৃত্যুঞ্জয়, জননী জয়দুর্গায়, পদে পুত্র বর চায়, হও "রামেশ্বর"। ৪

খাম্বাজ—ঠৈকা।

দীনবন্ধু রাম! নমস্কার, পুরাও অন্তিমে। ভক্তাধীন সবে বলে, অভক্তে উদ্ধার বলে, দুষ্কৃতে তারিবে বলে, আসিলে মরতভূমে। পাষাণ মানবী হ'লো পদ-পরশনে, তারিলে তাড়কা রক্ষ খর দূষণে, মিত্রভাবে রঘুপতি! নিস্তারিলে নিষাদপতি, কৃপায় দীনে সংপ্রতি, তার ভবার্ণবে চরমে। জন্মি ভবে রিপুভাবে তরে জয় বিজয়, ত্রাণ কি পাবে না তব দ্বেষী রামজয়, কৃতান্তে একান্ত ডরি, দিনান্তে তাই তোমা স্মরি, প্রাণান্তে করো হে দ্বারী, রাঘব! তোমার ধামে। ৫

ভৈরবী—তেতালা।

(মা) তার মোরে শঙ্করি! কিঙ্করে করুণা করি, ধন-মান-মদ-মত্ত মম মন-করী, জ্ঞানাঙ্কুশ নাই কি করি। গুণাতীত গুণময়ী, ত্রিগুণরূপিণী, (কালী) মূলাধারে মূলকুণ্ডলিনী আপনি, (কালী) জানি না জাগা'তে যত্নে জপ যোগ করি, জা মা গো ক্ষেমঙ্করি! বিধি হর মুরহর স্তুত তোমারি, (কালী) দুর্গানাম তব

অসুরে মারি, (কালী) দনুজে দলিয়া দেবে রাখ শুভঙ্করি! ডাকে রাম ভানুজে ডরি॥ ৬

সিন্ধু—মধ্যমান।

দুর্গে মা আমার। এস মা! আরবার, তমোময় তনয়-আগার। তুমি প্রসূতির সুতা, সবে তব সুত সুতা, মা! কি ত্যজ তনয় সুতা;—আমি শুধু ভার ধরার, কি ফল জঠরে ধরার, কোলে ল'য়ে হর ধরাভার। গুহ গণপতি লয়ে এসো মা ভবানি! (ওমা) দক্ষিণে কমলা, বামে বীণাপাণি, (গো মা) কৃপা করিলে আপনি, মৃত্যুঞ্জয় শূলপাণি, বিধি বিষ্ণু সঙ্গে আপনি—আসিবেন মম পুরে, তবে ত বাসনা পুরে, অসাধ্য কি তব করুণার। কৃতযুগে ভক্তিযোগে সুরথ নৃপতি, (পূজে) ত্রেতায় রাবণ-নাশ-আশে রঘুপতি, (পূজে) সিদ্ধি পায় সমাধি ভ'জে, তাই দেহ মা দশভুজে! দ্বিজাধম রাম তনুজে, বাঞ্ছা নাই আর শ্রীসম্পদে, মতি দেহ হরি-পদে, অন্তে পদে রেখো মা! এবার। ৭

সুরট মল্লার—একতালা।

মুক্ত কর মোরে মুক্তকেশি! আমি মুকতি-অভিলাষী, ওমা! কর গতি বিধি, হর গতি বিধি, এ ভবে ভব-প্রেয়সি! মুক্ত ভক্ত যার তুমি ধ্যান জ্ঞান, মুক্ত নর যার জন্মে তত্ত্বজ্ঞান, আমি জ্ঞান-ভক্তি-হীন কিসে ত্রাণ পাইব মহেশ-মহিষি! ত্রিদিব পাতাল আর অবনীতে, তুমি আছ প্রতি জীব-ধমনীতে, মন্দমতি আমি নারিনু চিনিতে, মোহে অন্ধ দিবা নিশি। ব্রহ্মময়ি মাতঃ আছ সহস্রারে, তত্ত্বজ্ঞান বিনা নরে চিন্তে নারে, জাগ কুণ্ডলিনি রাম-মূলাধারে, হেরি ব্রহ্মরূপরাশি॥ ৮

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

মা কালদারা! কাতরে কর মা করুণা। নাশ মম যম-যাতনা। শমনবারিণি, কলুষ-হারিণি! হর পাপ হর ললনা। অশেষ পাতকী কাল ভয়ে ডাকি, তার রামে দিগ্বসনা। ৯

আলিয়া—কাওয়ালী।

ত্বরা তার তনয়ে তারা! এ সময় হেরি সব শূন্যময়, আমি করেছি পাপ দুস্তর, রোষে শমনকিঙ্কর, ভয়ঙ্কর বেশে এসে বেঁধে লয়। মহাকালদারা কালবারিণি! কাল-ভয় ভীত সুতে ত্রাণ কর তারিণি! ত্রিগুণ-ধারিণি ত্রিতাপহারিণি! নগসুতা নরকান্ত-কারিণি! (ওমা) আমি যে ত্রিতাপে জ্বলি, পদে হ'য়ে কৃতাঞ্জলি, প্রার্থনা অন্তিমে দম যমভয়। ভবারণ্যে ফেলি শিশু বালকে জনক জননী যবে যান মা পরলোকে, স্বগুণ দিলে যে যে পালকে, পালিল বালকে সেই সব লোকে, বিপদভঞ্জিনি! পদে রেখেছ নানা বিপদে, এ বিপদে রামে দেও পদাশ্রয়। ১০

ইমন—কাওয়ালী।

তুমি কর কার শোকে হাহাকার। জন্মিলে মরণ ধ্রুব এই বিধি বিধাতার। কে তব আপন ভবে তুমি বা আপন কার। যে ক্ষণে জনমে জীব, অনিত্যতা কোলে লয় পরে তারে কোলে করে, ধাত্রীমাতা বন্ধুচয়; বাড়ে যত, হয় তত, মৃত্যুপথে আগুসার। বধ্যভূমে বধ্যক্রমে ক্রমে যত পদ যায়, ততই নিধন তার ক্রমে নিকটে ঘনায়, সেই মত দিন যত হয় গত জীবনের, যাইতেছে জীব তত সন্নিহিত মরণের, করিবে করালকালে কালে সবারে সংহার। কাঠে কাঠে যথা ঠেকাঠেকি হয় সিন্ধুনীরে, সংসারে জীবে জীবে দেখা দেখি তেমনি রে কোথা হ'তে আসে কাল—স্রোতে ভেসে কথা যায়, পূর্ণ কাল হ'লে কার কার পানে কেহ নাহি চায়, পরিণাম ভেবে রাম, হরিপদ কর সার। ১১

বিভাস—তেতালা।

গত যে দিন সংসারে রহিলি কি লজ্জায়। ভাব সে রমেশে, বিধি ভব ভাবে যায়। জঠরযাতনা যত পাইয়া পদে পদে, বলেছিলে ভবে এলে ভজিবে হরিপদে, মজে অসার সম্পদে, রত ষড় অরি-পদে, সে কথা শ্রীপদে কই রাখিলে বজায়। গৃহী হয়ে না করিলে পঞ্চযজ্ঞ আয়োজন, বৃথায় ভোজনে সার সংসারে কি প্রয়োজন, পরিহরি পরিজন, চল কাননে বিজন, গোবিন্দে কর ভজন, ত্রাণ পাবে যায়। চল চিত্রকূটে আর হের নৈমিষ কাননে পবিত্র পুরাণ-কথা ব্যক্ত যথা সূতাননে। চল রে পুরী দ্বারকায়, নিরখি শ্যাম নীরদকায়, রাম তোর এ কলুষ কায়, প্রাণ যে যায়। ১২

কালেংড়া।—ঢিমা তেতালা।

শ্যাম শ্যামার কি মহিমা আছে চরণে। শ্যামপদে উদ্ভব গঙ্গা শিরে ধরেন পঞ্চাননে। পদে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশ, পরশে পাষাণ মানুষ, দারু হেম পেয়ে পরশ, চিন্ত সে চরণ মনে। জিনি রক্ত কোকনদ, স্মর, মন শ্যামা-পদ, গতিপ্রদ, হরে আপদ, পদ-স্মরণ-গুণে। যে পদ হৃদে ধরি শিব, হরেন জীবের অশিব, ইহ পরে চাও শিব, হও রত রাম, পদ-ধ্যানে। ১৩

ঝিঁঝিট—লপেটা আড়খেমটা।

না শুনে কারু কান্না, ঘরকন্না ফেলে গিন্নি যাচ্ছ চলে। তোমার কামট হাঁড়ী, কাসুন বড়ী, গড়াগড়ী যায় ভূতলে। যে হাঁড়ির একটা নিপাত, হলে দৈবাৎ কেঁদে বুক ভাসাতে জলে। সাধের গহনা শাড়ী, টাকা কড়ী, বাসন, বসন কারে কারে দিলে, ত্যজে তা সবের মায়া, শূন্যকায়া, সন্ন্যাসিনী কেন হ'লে। (সকলে ফেল) মেয়ে খই-চালা ডালা, হাঁড়ির মালা, কলসী থালা, সাজাইলে। সে সকল রৈল পড়ে, চল্লে

ছেড়ে, একটী শুধু সঙ্গে নিলে। (তাও শ্মশান-সীমায়) পূরাণ ঘি তেঁতুল গুড়, রাখ্‌তে নিগূঢ় যত্নে, ঔষধ হবে বলে। না না হয় সে অষুধ খেয়ে, দুদিন র'য়ে, যেও যাবার সময় হলে। (সঙ্গে নিয়ে) আর কি ঔষধে বাঁচায়, চড়ুলে মাচায়, রাম কয় যমে ধরিলে, যে কর্ত্তা আজ আমার সংসার, বল্‌ছে বারবার, সে কর্ত্তাও কাল যাবে চলে। (গিন্নীর মত একই স্থানে কর্ত্তাগিন্নী যাবে চলে)। ১৪

সিন্ধুভৈরবী—লপেটা আড়খেমটা

কার্‌পেট কাঁটা ফেলে কোথা গেলে অঙ্গনে। তোমার বোম্বাই সাটী, সাটিন বডী, শ্যামেজ সুজ পড়ে অঙ্গনে। অয়ি জীবনতোষিণী! কোথা সে দুর্গেশনন্দিনী, যা পড়ুতে আপনি। ক'রে চটক কাব্য নাটক, কে পড়বে নিশি দিনে। জীবনে এক দিনের তরে, আদর করে রান্নাঘরে, যেতে দি নাই প্রাণ ধরে, কোন প্রাণে রাখিলাম এখন, আগুণে সোণার অঙ্গনে।

আলিয়া—কাওয়ালী।

নমি রমণীর মনি সে রমণী পায়, হেরে যায় নরে জ্ঞান পায়। করে পতি-গুরু-পদার্চ্চন, পতি-পদাম্বু-সেবন; পতির প্রসাদ বিনা নাহি খায়। গতি-সীমা যার গৃহ-অঙ্গনে, তীর্থ-ব্রজে পদ-ব্রজে যায় অঙ্গনাগণে, বর্ষে নীর শিরে ঘন গগনে, শীতাতপ-ক্লেশ মনে না গণে, করি পাক অন্ন ব্যঞ্জনে, তোষে অনুযাত্রী জনে, নিজে ভোজনের ক্ষণ নাহি পায়। কালে কি দেখিতে হ'ল রাম তোমার পতি পিতা শিক্ষাদাতা ছিল, দারা দুহিতার, এখন দেখি সব বিপরীত তার। দেখে, শিখেনা সুনীতি সুতা বনিতার, বল্‌তে দুখ হৃদে বাজে, গেহে শঙ্খ ঘণ্টা বাজে, শুধু সতী সুমতী নারীর কৃপায়। ১৬

স্বর্ণকুমারী দেবী।

ইনি শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা। মিঃ জে ঘোষাল ইঁহার স্বামী। "ভারতী ও বালক" নামক বিখ্যাত মাসিক পত্রিকা বহুদিবস পর্য্যন্ত ইঁহাদ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল। ইনি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছেন।

বেলোয়ার—আড়া।

জনম আমার শুধু সহিতে যাতনা; জীবন হারায়ে এল, আঁখিজল ফুরালোনা। এমনি অদৃষ্ট ঘোর, জনমেও সখি মোর, পূরিলো না জীবনের একটী কামনা। এখন সুখের কথা উপহাসি দেয় ব্যথা, এই এ মিনতি সখি, ওকথা বোলনা। ১

বেহাগ—কাওয়ালি।

এ জনমের মত সুখ ফুরায়ে গিয়েছে, সখি! এখন তবুও হৃদে জ্বলিছে দুরাশা

এ কি। জানি এ অভাগি ভালে, সুখ নাই কোন কালে, দুরন্ত পিপাসা তবু থামিবার নহে দেখি। এত যে যতন করি, এ অগ্নি নিভাতে নারি, প্রেমের এ দাবানল জ্বলে উঠে থাকি থাকি। ২

ভৈরবী—কাওয়ালি।

শুকাইতে রেখে একা, ফেলিয়ে চলিলে সখা, যাও যাও দূরদেশে, সুখে থেকো এই এই চাই। যখন আসিবে ফিরে, শুনিও হৃদয় ভরে, জ্বালাতন করিবারে অভাগিনী বেঁচে নাই। ৩

বেহাগ—একতালা।

না, না লুকাবনা আর। আমি যারে ভালবাসি সে নহে আমার। সঁপিয়ে মন প্রাণ, পাই নাকো প্রতিদান, বলেছে সে দেখিবে না এ মুখ আমার। লুকাব না আর। ৪

বিভাস—যৎ।

পোহাইল বিভাবরী, উদিল নব তপন, উষার মোহন রাগে রাঙ্গিল গগন, তুমি উঠ উঠ বালা জাগ গো এখন। বহিছে মৃদুল বায়, পাপিয়া প্রভাতী গায়, ফুল কুল সৌরভে আকুল ভুবন। শিশির মুকুতা-পাঁতি চুমিছে রবির ভাতি, কমলিনী মেলে আঁখি পেয়ে সে চুম্বন। তুমিও মেল গো বালা কমল-নয়ন। ৫

খাম্বাজ—একতালা।

সখি রে! তু বোলো। কাঁহে এত মন মজিল। যব দেখিনু সো হাসি, পরাণে হইনু উদাসী, স্বর শুনি হইনু পাগল। কি আছে সে আঁখিয়াতে, সই পরাণ হারালো, সখি রে! তু বোলো। কাহে মেরা অ্যায়াসা ভেল, আপনা সুধায়ে সখি, উত্তর ন পাওলো। ৬

বিহারিলাল চক্রবর্ত্তী।

কলিকাতা জোড়াবাগান নামক পল্লীতে ইনি বাস করিতেন। ইহাঁর বংশের প্রকৃত উপাধি চট্টোপাধ্যায়। ইহাঁর প্রপিতামহ সুবর্ণ বণিকের দান গ্রহণ করায় পতিত হয়েন এবং তদবধি তদ্বংশীয়গণ সুবর্ণ-বণিকগণের যাজকতা করেন। কিশোর বয়স হইতেই ইহাঁর গীত রচনায় অনুরক্তি ছিল। ইনি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাঁর রচিত গীতি কবিতা-গুলি বড়ই মধুর। ইহাঁর রচিত 'নয়ন অমৃতরাশি' নামক গীতটি সর্ব্বজন প্রসিদ্ধ। উক্তগীত ২য় খণ্ড সঙ্গীত-সার-সংগ্রহে ১৪০৬ পৃষ্ঠায় লিখিত হইয়াছে।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

প্রেম পাব বলে লোকে ব্যভিচার সদা করে। প্রতপ্ত মরুর মাঝে, পাওয়া যায় কি সরোবরে? দূরে থেকে বোধ হয়, যেন সব পদ্মময়, নিকটে যাইলে পরে

সংশয় হইবে প্রাণ। ঢল ঢল হ'য়ে গেল, নয়নে লহরী খেলা, অধরে হঠাৎ হাসি, গলে যায় মন—অত কি গলিতে হয়, যা ভেবেছ তাতো নয়, ভুলায়ে ভুজঙ্গ যে নাচিতেছে ফণা ধরে॥ ১

মা মা, কৈ মা, কেন মা, কোথায় মা। এই যে মা আমায় ডাকিল, আবার কোথা চলে গেল, ওগো তোমরা বল বল, আমায় বল বল, আমায় ডেকে কোথা গেল। ওগো বল, বল কোথায় আমার মা দুঃখিনী, তোমরা যদি দেখে থাক দেখিয়ে দাও গো, কোথায় আমার মা কাঙ্গালিনী। করে ধরি দাদা বল বল, আমার মা দুঃখিনী কোথা গেল? এই যে মা মোরে ডাকিল, যদি থাকে মোরে নিয়ে চল, মাকে ভেবে পাগলিনী কে তাড়ায়ে দিল। ২

ভৈঁরো—চৌতাল।

জয় জয় জগদীশ্বর, জগজনগণ বন্দনম্। পূর্ণব্রহ্ম লোকপাল। স্রষ্টা পাতা, মোক্ষ-দাতা, শুভাশুভ আদি ফলদাতা, বিশ্বাধার বিশ্বম্ভর, বিশ্বভার হরণম্। জন্ম জন্ম পুণ্য-ফলে, হেরি তোমা ভূমণ্ডলে অন্তিমে ভুল'না দিতে চরণং ভবতারণং।' ৩

ঝিঁঝিট—কাওয়ালী।

অসার প্রেমেতে ভুলে কেন হও প্রব-ঞ্চিত। বিপদ কালে দেখিবে কে তব সুহৃদ কত। রূপ-গুণ-ধন-যৌবনে শ্রুতি মধুর বচনে, বিমোহিত হয় যেই সেই অতি অবোধ চিত। অদ্য যে প্রেয়সী-শোকে, করাঘাত হানে বুকে, কল্য সে বিবাহ তরে হইতেছে সুসজ্জিত। নয়নান্তরাল হ'লে, কে কাকে আপনার বলে, সরল হৃদয়ে ভালবেসে হয় আনন্দিত। প্রেমের আকার যিনি, তাঁরে ভালবাস তুমি, পাইবে অক্ষয় শান্তি, নিত্য সুখ অবিরত। ৪

জয়ন্তী—আড়াঠেকা।

যেওনা যেওনা রণে কর্ব্বুর কুল-জীবন। অমঙ্গল হেরি নানা তাই করি নিবারণ॥ নীরস তরুর শাখে, বায়স ডাকিছে সখে, দিবসে রোদন করে, ওই শুন শিবাগণ। ৫

সিন্ধু ভৈরবী—ঠুংরি।

কি মধুর মনোহর মূরতি তোমার। সদা যেন হাসিতেছে আলয় আমার। সদা যেন ঘরে ঘরে, কমলা বিরাজ করে, ঘরে ঘরে দেব বীণা বাজে সারদার। ধাইয়ে হরষ ভরে, কলকোলাহল ক'রে, হাসে খেলে চারি দিকে কুমারী কুমার। হয়ে কত জ্বালাতন, করি অন্ন আহরণ, ঘরে এলে উলে যায় হৃদয়ের ভার। মরুময় ধরাতল, তুমি শুভ শতদল, করিতেছ ঢল ঢল, সম্মুখে আমার। ক্ষুধা তৃষ্ণা দূরে রাখি, ভোর হয়ে বসে থাকি, নয়ন পরাণ ভোরে দেখি অনিবার। (তোমায় দেখি অনিবার) তুমি লক্ষ্মী সরস্বতী, আমি ব্রহ্মাণ্ডের পতি, হোক্ গে এ বসুমতী, যার খুসি তার॥ ৬

গিরিশচন্দ্র ঘোষ।

জীবনী ২য় খণ্ড সঙ্গীত-সার-সংগ্রহে ১২০৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

বিহঙ্গরা—জলদ একতালা।

তুলি যাতি যুতি মালা গাঁথিব সই। মল্লিকা মালতী, তারকা জিনি ভাতি, তুলি ...লা, গাঁথি মালা, দিব প্রেমভরে প্রেম-...গী। পারুলে বকুলে, অঞ্চল ভরি ফুলে, ...তনে বাঁধিয়া দিব বেণী। চম্পক টগর, ...বিমল তরতর, সারি সারি ফুল্ল নলিনী। ...সে ...লে ফুল ফুল বাস অবচই। ১

...মল্ল—একতালা।

চমকে চপলা, চমকে প্রাণ, চাহ মা ...পলা হাসিনী। কাঁপিছে পবন, কাঁপিছে ...হন, রাখ মা মহিষ-নাশিনী। কড় কড় ...ড় কলীশ নাদিছে, ভীম নিনাদিনী কলুষ-হরা, গরজে গরজে ঘন ঘন ঘন, দেখা দে বিন্দুবাসিনী। ২

ছায়ানট—খেমটা।

তুলে নে রাঙ্গা কমল, রাঙ্গাপায় সাজবে ভাল। চল ত্বরা পূজ্‌বো তারা, থাক্‌বে না আর মনের কালো। নাচ্‌বে শ্যামা হৃদ-কমলে, ধোব চরণ নয়নজলে, বদনভরে ডাকবো ওমা, মায়ের রূপে জগৎ আলো। ৩

খট্‌-ভৈরবী—যৎ।

পাষাণি! পাষাণের মেয়ে, বাদ সেধেছ আমার সনে। পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পায়ে, মনের সাধ মা রইলো মনে॥ রাঙ্গা চরণ পূজে তারা, নয়নতারা হলেম হারা, দেখ মা তারা তাপহরা, বঞ্চিত বাঞ্ছিত ধনে॥ ৪

আশা যোগীয়া—একতালা।

ফিরে চাও, প্রেমিক সন্ন্যাসী। ঘুচাও ব্যথা, কওনা কথা, কার প্রেমে হে উদাসী। রয়েছ মত্ত ধ্যানে, তত্ত্ব তোমার কেবা জানে, অনুরাগী, সুধাই যোগী, প্রাণ দিলে কি লও হে আসি॥ ৫

সিন্ধুভৈরবী—একতালা।

এলো তোর খ্যাপা দিগম্বর, ওলো রাখিস ধরে; বড় আয়না খ্যাপা, প্রাণ চুরি ক'রে, যেন যায় না স'রে। প্রেমে ভোলা, প্রাণ হাতে নেনা, আগে দিওনা প্রাণ, তোরে করি মানা, খ্যাপা বেদনা বোঝে না লো,—মজায় যারে তারে, কাঁদায় এম্‌নি ক'রে॥ ৬

ভৈরবী মিশ্র—একতালা।

আমি প্রেমের ভিখারী, কে প্রেম বিলায় এ নদীয়ায়, কে প্রেমের মাতাল, কে প্রেম ঢেলে দেয়, যে যত চায়, তত পায়॥ প্রাণে প্রাণে শুনে কথা, তাই তো আমি এলেম হেথা, আমি দেশে দেশে বেড়াই ভেসে, ঠেকে গেছি প্রেমের দায়॥ ৭

ভৈঁরো মিশ্র—একতালা।

প্রাণভরে আয় হরি বলি, নেচে আয় জাগাই মাধাই, মেরেছ বেশ করেছ, হরিবলে নাচ ভাই॥ বল রে হরিবোল, প্রেমিক হরি প্রেমে দিবে কোল, তোল রে তোল হরিনামের রোল; পাও নি প্রেমের স্বাদ, ও রে হরি বলে কাঁদ, হের্‌বি হৃদয়-চাঁদ, ও রে প্রেমে তোদের নাম বিলাব, প্রেমে নিতাই ডাকে ভাই॥ ৮

বাহার খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কত নেচেছিলো ময়ূরী সনে। কুহু প্রাণে মরি মধুর তানে, কত গাইত শাখী-শিরে পাখীগণে। কূলকুল, সখীছলে, হাসি হাসি সম্ভাসি প্রাণ খুলে, হাসি হাসি আঁখি, আঁখি-নীরে ভাসি, কিশোর-কথা কত জাগিত মনে। নাথসনে সখি! গহন বনে॥ ৯

সুরট খাম্বাজ—কাওয়ালী।

কেন যোগীবেশে ভ্রম এ বিজন কাননে, না জানি কোন অভাগিনী, কাঁদে তোমা বিহনে। কেন ধরিয়াছ ধনু, ভ্রূভঙ্গে ফুল-ধনু, কটাক্ষ কুসুম-শরে, কেবা স্থির ভুবনে, অধরে সুধার রাশি, রেখেছ কি গোপনে। অমর নগরবাসী, তব প্রেম অভিলাষী, চল হে হৃদয়ে ধ'রে ল'য়ে যাই যতনে, নন্দন-কানন মাঝে, সুরগণ সদনে॥ ১০

মঙ্গল মিশ্রিত—একতালা।

রাধা বই আর নাইক' আমার, রাধা বলে বাজাই বাঁশী। মানের দায়ে সেজে যোগী, মেখেছি গায় ভস্মরাশি॥ কুঞ্জে কুঞ্জে কেঁদে কেঁদে, রাধানাম বেড়াই সেধে, যে মুখে বলে রাধা, তারে বড় ভালবাসি॥ ১১

অহং কানাড়া—পোস্তা।

প্রাণে প্রাণ পড়্‌লো ধরা, বলে গেল সোণার পাখী। প্রেমের খেলা, প্রেমের লীলা, চোখে চোখে রইল বাকী। নয়ন কোণে চাইবি যত, বাণ খাবি বাণ হানবি তত, নীরবে মনের কথা আঁখির সনে কবে আঁখি॥ ১২

বিভাস—কাওয়ালী।

রাই কাল ভালবাসে না। কাল দেখে বলেছিল, কুঞ্জে যেন এসে না। রূপের বড় করে রাই, দেখ্‌বো এবার মন যদি তার পাই, এবার গৌর হ'য়ে ধর্‌বো পায়ে, আর ত কাল রব না। বড় অভিমানী রাই, বাঁশী ছেড়ে কেঁদে ফিরি তাই যোগীবেশে ফির্‌বো দেশে, ঘরে ত মন বসে না। ১৩

টোরী ভৈরবী—একতালা।

আর ঘুমাওনা মন। মায়া-ঘোরে কত দিন রবে অচেতন॥ কে তুমি কি হেতু এলে, আপনারে ভুলে গেলে, চাহ রে নয়ন মেলে, ত্যজ কুস্বপন। রয়েছ অনিত্য

ধ্যানে, নিত্যানন্দে হের প্রাণে, তম পরিহরি হের অরুণ তপন ॥ ১৪

সিন্ধু খাম্বাজ—ঢিমে তেতালা।

এল কৃষ্ণ এল ওই বাজে লো বাঁশরী। সুখে শুকশারী, মুখোমুখী করি, হের নৃত্য করে ময়ূরময়ূরী। মত্ত ভৃঙ্গ ধায়, সুখে পিক গায়, হের কুঞ্জবন সুখে ভেসে যায়, রাধা অভিলাষী, রাধা বলে বাঁশী, বাঁশী ডাকে তোরে, উঠলো কিশোরী। ১৫

ভীম পলাশী—একতালা।

সদা মনে হারই হারাই। কি আছে কপালে ভাবি তাই। কত কথা পড়ে মনে, কিশোরে সঙ্গিনী সনে, গিয়েছে যে দিন আর সে দিন তো নাই। পড়ে মনে, রাম সনে, ভ্রমণ বিজন বনে, মায়ামগছায়া হেরি হৃদয়ে ডরাই। তাই প্রাণ শিহরে সদাই ॥ ১৬

পাহাড়ী পিলু—খেমটা।

না জানি সাধের প্রাণে কোন্ প্রাণে প্রাণ পরাও ফাঁসি। আমি ত প্রাণ দেবনা, প্রাণ নেবনা, আপন প্রাণে ভালবাসি॥ চপলা করে খেলা, ধরে গলা, বেড়াই সদা অভিলাষী। তারা তুলে পরবো চুলে, কর্‌বো চুরি চাঁদের হাসি ॥ ১৭

খাম্বাজ—যৎ।

মনের কথা মন কি জানে সই? সুধাই তারে বারে বারে বল্‌তে পারে কই? কি ভাবে মগ্ন থাকে, কারে সে যত্নে রাখে, কে জানে কখন কাকে চায়, কভু খেলে মলয় বায়, কভু চাঁদের আলোয় ফুলমালা দোলায়; আড়নয়নে তারার পানে চায়; হয় ত মাতে ঝঞ্ঝাবাতে, মেঘের সনে গায়, বাজ পেতে নেয় বুকের মাঝে প্রাণ নিয়ে সই সারা হই ॥ ১৮

গারা ঝিল্লা—একতালা।

আগে কি জানি বল নারীর প্রাণে সয় হে এত। কাঁদাব মনে করি ছি ছি সখি! কাঁদি তত॥ সাধ করি সে সাধ্‌বে এসে, প্রাণের জ্বালায় সাধি শেষে। লাজ মান ভাসিয়ে দিয়ে অপমান আর সব কত ॥ ১৯

মিশ্রমল্লার—একতালা।

কাঁদি কাঁদি বুক বাধি কেন কাদিতে চাই লো? সে তো কয়না কথা,সে তো চায় না ফিরে, কেন বাধিতে ধাইলো? কেঁদে মরি, সখি তবু তারি, তারি কথা ধ্যানে তারে হেরি, ভালবাসে না, প্রাণ মানে না, মরম-ব্যথা কত মরমে পাই লো ॥ ২০

খট্ মিশ্র—ভর্‌তঙ্গা।

বিরহ বরং ভাল, এক রকমে কেটে যায়। প্রেম-তরঙ্গে রঙ্গ নানা, কখন হাসায় কখন কাঁদায়॥ এই পায়ে ধরি, এই মুখ দেখে প্রাণ উঠে জ্ব'লে, কাছ থেকে

সরি—আবার না দেখে তায় তখনি মরি, হায়রে হায় বলিহারি, নাচিয়ে বেড়ায় পায় পায়॥ ২১

পাহাড়ী পিলু—খেম্‌টা।

ছি ছি ছি ভালবেসে আপন বশে কে র'য়েছে? সাধে বাদ আপনি সেধে, কেঁদে কেঁদে দিন ব'য়েছে। যেচে প্রাণ ধারে বেচে, কে কবে দাম পেয়েছে? দিন গিয়েছে প্রাণ র'য়েছে, সাধের খেলা কাল হ'য়েছে॥ ২২

অতুলকৃষ্ণ মিত্র।

থিয়েটারের অভিনয়োপযোগী অনেকগুলি পুস্তক প্রণয়ন করিয়া ইনি বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। ইঁহার রচিত গানগুলি বড়ই শ্রুতিমধুর। ইনি কতিপয় ক্ষুদ্র গল্প রচনা করিয়াছেন, তাহাতে ইঁহার লিপিকুশলতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

কোথা গেলে প্রাণনাথ! অভাগী কাঁদে কাননে। ফুরা'ল কি জীবলীলা কঠোর কাল শাসনে। কে আছে আমার আর, তোমা বিনে শূন্যাকার. কানন কমলাশ্রম সকলি হেরি নয়নে। উঠ নাথ! কথা কও, তাপিত প্রাণ জুড়াও, নিবিড় আঁধারে কেন পড়িয়ে থাক বিজনে॥ ১

সিন্ধু-খাম্বাজ—খেম্‌টা।

সখি, হাস হাস চারু-বদনে। পাইবে তব প্রাণ-ধনে। কোমল কপোলে আর, ফেল না নয়নাসার, দুঃখ-নিশা মিশাইবে সুখ-তপনে। ২

কীর্ত্তন।

আয় রে আয় কানাই বলাই আয়না রে ভাই ব্রজে যাই। তিন দিন না দেখে তোদের বুঝিবা মা যশোদা বেঁচে নাই। সবাকার প্রাণ হরণ করে, কেমন ক'রে পরাণ ধ'রে, এ ছার মথুরাপুরে, সব ভুলে রয়েছ ভাই। গোষ্ঠের খেলা কদমতলা কিছুই কি আর মনে নাই॥ ৩

আলাইয়া—জলদ তেতালা।

এস না শমন আর লইতে অবিনীধনে, হৃদয়ে রাখিব সদা, হৃদয়ের রতনে॥ কাল-নিশি নীলাম্বরে, ঘিরেছে তাপসবরে, অভাগিনী অন্তহারে ত্যজ অন্তকাল,—শোক-নীর উপহার দিতেছি তব চরণে॥ ৪

হিন্দি গীত।

রূপেয়া সাফ্ করে জঞ্জাল। (আরে) আরে দুনিয়া ভরকে রূপেয়া সেরা মাল॥ রূপেয়াওয়ালা সবসে বাড়িয়া সবসে উচা চাল। রূপেয়া সাফ্ করে জঞ্জাল॥ রূপেয়া রূপেয়া লেকে দুনিয়াদারি দিলদরিয়া চাল। ঝুটা আদমি সাচ্চা হোয়ে রূপেয়া কো এ হাল, রূপেয়া সাফ্ করে জঞ্জাল। ৫

কর্ম্মী সবকোই জানি রূপেয়া কো কাঙ্গাল। রূপেয়া লেকে বুড্ঢা লেড়কা জোয়ানি হোই ছাওয়াল। রূপেয়া সাফ্ করে জঞ্জাল॥ হামার হামার সবকোই বলে, সবকোই হোয়ে লাল। বাহবা রূপেয়া কোইকো নেহি, ইয়ে মেরে সওয়াল। রূপেয়া সাফ্ করে জঞ্জাল॥ ৫

কুঞ্জবিহারী দেব।

কলিকাতা নগরী ইঁহার নিবাসস্থান। ইনি ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী। নববিধান মত ইঁহার বিশেষ আদরনীয়। ইঁহার রচিত ব্রহ্ম-সঙ্গীতগুলি ব্রাহ্মসমাজে বিশেষ আদরের সহিত গীত হইয়া থাকে।

বেহাগ—আড়াঠেকা।

কত যে মানবে মাগো করুণা তোমার। কে বুঝিতে পারে বল হেন সাধ্য আছে কার। যে তোমারে ভুলে থাকে, একবারও নাহি ডাকে, না চাহিতে কেন তাকে যোগাচ্ছ আহার। ইন্দ্রিয়ের দাস হোয়ে, কামিনী-কাঞ্চন লয়ে, তোমারে ভুলিয়ে যারা করিছে সংসার; তাদেরই মঙ্গলের তরে, গিয়ে তাদের ঘরে ঘরে, ডাকিতেছ প্রেমভরে কত শত বার। জীবের শিবের তরে, জলে স্থলে শূন্যোপরে, রেখেছ মা সাজাইয়ে অক্ষয় ভাণ্ডার; দীপ রূপে রবি শশী, জলিতেছে দিবানিশি, অবিরত খোলা এ সদাব্রত দ্বার। ১

কীর্ত্তন।

কেন এত করুণা তোমার হে। পাপী তাপীদের প্রতি, দীনহীন কাঙ্গালের প্রতি, বুঝি কাঙ্গাল তুমি ভালবাস, নইলে কেন বা এত হে, বুঝিতে পারিনে পারিনে, ক্ষুদ্র জ্ঞানে, আমাদের সামান্য জ্ঞানে, বুঝ্তে পারি না হে জগৎস্বামী; কেন পাপীকেও ত্যজ না তুমি। বুঝ্তে পারি না পারি না, আমি পালিয়ে যাই ঐ চরণ ছেড়ে; কত বার পলাইয়েছিলাম নাথ! কেন খুঁজে খুঁজে আন ধোরে। বুঝ্তে পারি না পারি না, প্রভু তোমায় ভুলে থাকি আমি; সংসারের মায়াতে মজে হে, কেন আমারে ভোল না তুমি। বুঝ্তে পারি না পারি না, যে জন সর্ব্বদা কুপথে চলে, সংসারের মায়াতে মজে হে, কেন তারেও তুমি কর কোলে। বুঝ্তে পারি না পারি না, যে জন সদাই তোমায় ভুলে থাকে; পাপের প্রলোভনে প'ড়ে হে, কেন তুমি নাথ ভোল না তাকে। বুঝ্তে পারি না পারি না, যে জন চিরকাল বিরোধী তোমার, তোমার নাম শোনে না কাণে হে, কেন তারেও তুমি যোগাও আহার। বুঝ্তে পারি না, পারি না। ২

"এত ভালবাস থেকে আড়ালে—সুর"

তোমার ভালবাসা ভাবিলে মনে। উথলে প্রেমের ধারা বহে দু-নয়নে। তোমায় আমি ভুলে থাকি, একবার ভক্তি কোরেও নাহি ডাকি মাগো! কিন্তু তুমি

আমায় ভোলোনাকো, রাখ নয়নে নয়নে। জরায়ু-শয্যার মাঝারে, আমি ছিলেম যখন অন্ধকারে মাগো! তুমি দয়া করে তার ভিতরে রক্ষা করেছ যতনে। গর্ভ হ'তে ধরাতলে, আমি এসেই সুখে খাব বলে, মা গো! তুমি যতনে রেখেছ দুগ্ধ (আমার) জননীর স্তনে। তদবধি যখন যাহা, আমার প্রয়োজন হতেছে তাহা মা গো! আমায় যোগাতেছ দয়াময়ি তুমি নিজ দয়াগুণে। নিশীথ সময়ে যখন, শয্যায় প'ড়ে থাকি শবের মতন, মা গো! একা জেগে থেকে তুমি তখন, রক্ষা করেছ যতনে। সংসারের যন্ত্রণা পেয়ে, আমি কাঁদ্‌লে বসে কাতর হ'য়ে, মা গো! তুমি ঘুচাও আমার সকল জ্বালা থেকে সংগোপনে। ফল্গু-নদীর জলের মত, আছে তোমার তোমার প্রেম-প্রবাহিত, মা গো! মালার সুতার মত প্রেম-সুতায় গাঁথা জগজ্জনে। (গোপনে গোপনে) সংসাররূপ লাল চুসিম দিয়ে, তুমি রেখেছ সব ভুলাইয়ে, মা গো! কিন্তু চুসিম ফেলে কাঁদ্‌লে ছেলে, কোলে তুলে লও যতনে! (থাকৃতে পার না গোপনে) তুমি ভালবাস যেমন, এই সংসারে কে আছে এমন, মা গো! এমন অনুপম ভালবাসা আর নাই কো ত্রিভুবনে। ৩

"তুমি বিপদভঞ্জন দয়াল হরি"—সুর।

তোমার দয়ার কথা হ'লে মনে। আনন্দে হৃদয়, পরিপূর্ণ হয়, প্রেম-অশ্রু-ধারা ঝরে দু-নয়নে। ঘোর অন্ধকার জরায়ু-শয্যায়, বেঁচে থাকে জীব তোমারই কৃপায়, তোমার দয়ার, এসে এ ধরায়, খেতে পায় দুগ্ধ জননীর স্তনে। দেহ রক্ষার জন্য যাহা প্রয়োজন, একেবারে তাহা করিয়ে সৃজন, দয়া ক'রে সব কোরেছে অর্পণ, সম্ভোগের কারণ জীব জন্তুগণে। পিতা মাতা সুহৃদ সখা ভগ্নী ভাই, যেখানে যাহার কিছুমাত্র নাই, সেখানে তোমার, দয়াই তাহার, সহায় সম্বল জীবনে মরণে। বিপদে সম্পদে সজনে নির্জ্জনে, পর্ব্বতে পাথারে বিজন কাননে, তোমারই দয়ায়, সকে খেতে পায়, সুখে করে বাস স্বজনগণসনে। ৪

(মধুকানের সুর)

আড়ো আড়ো ছাড়ো ছাড়ো এখন আর ভাল লাগে না। দুধে জলের মত মিশে থাকৃব সদাই এই বাসনা। কাছা কাছি মেশামিশি, মাখামাখি ঘেসাঘেসি, এইটিই এখন ভালবাসি, ছেড়ে থাকৃতে মন চাহে না॥ প্রেমসুধা বরষিয়ে, র'খ-তাতে ডুবাইয়ে, বিন্দু বিন্দু সুধা পিয়ে এখন আর ক্ষুধা মেটে না। একবার দেখা দিয়ে হরি, কেন আর কর চাতুরী, পায় ধরি মিনতি করি লুকোচুরি আর খেলো না। যেমন ক্ষুদ্র নদী গিয়ে, সাগরেতে যায় মিশিয়ে, তেমি তোমাতে মিশিয়ে থাকৃব সদাই এই বাসনা। আমি আমি, তুমি তুমি, তুমি তুমি, আমি আমি, আমি তুমি, তুমি আমি বাইরে কেউ দেখতে পাবে না॥ ৫

আলেয়া—যৎ।

আমি চালাকি করিতে গিয়ে ধরা পড়েছি। অতি সুচতুর পুরুষের কাছে বোকা হ'য়েছি॥ জাগ্রত গৃহস্থের ঘরে, অন্ধ চোর ঢোকে যা চুরি করে, গৃহস্থ বলেন তা আমি সকল দেখেছি। প্রাণের প্রাণ হৃদয়ের স্বামী যিনি সর্ব্বসাক্ষী অন্তর্যামী, তাঁর সম্মুখে অসংখ্য কুকর্ম্ম করেছি। লোক ভয়ে হ'য়ে ভীত, ঢেকে রেখেছি কুকর্ম্ম যত তার এক বিন্দু কি প্রভুকে লুকাতে পেরেছি। সত্যদাস কয় দয়াল হরি, আমার ঘুচিয়ে দাও হে ছল চাতুরী, আমি যেমন কুকুর তেমনি মুগুর খেয়েছি॥ ৬

কীর্ত্তন।

(আমি) যাহার লাগিয়ে, ব্যাকুল হৃদয়ে, আছি (থাকি) দিবা বিভাবরী। শুনি সে আমার কাছে, অহরহ আছে, অপরূপ অরূপ ধরি॥ তারে ধরি ধরি করি, ধরিতে না পারি, একি হলো বিষম দায়। সে আপনি হইতে, ধরা না দিলে পর, তারে ধরা নাহি যায়॥ শুনি কৃপা তার হ'লে, পাষাণ মন গলে, ব্রহ্মডাঙ্গায় দাড়ায় জল। জন্মঅন্ধ দেখ্‌তে পায়, খঞ্জ হেঁটে যায়, শুষ্ক বৃক্ষে ফলে ফল। যার শ্রবণ কীর্ত্তনে, স্মরণ মননে, মহাপাপী পায় ত্রাণ। সেই হৃদয়রতনে, হৃদয়ে দেখিয়ে জুড়াইব মন প্রাণ॥ ৭

খাম্বাজ—একতালা।

বড় সুখে আছি ভাই। আমার কোন চিন্তা নাই, আমি মায়ের কোলেই থাকি, মা মা বোলে ডাকি, মা রয়েছেন কাছে কাছে সর্ব্বদাই। তৃষিত পথিক জলের আশায়, গঙ্গা ছেড়ে যদি মরুভূমে যায়, মরে সে পিপাসায়; তেম্নি সুখের আশায় প'ড়ে, যে যায় মাকে ছেড়ে, সেই চক্ষের জলে ভাসে সর্ব্বদাই। ধন ধান্য পূর্ণ বিশ্ব চরাচর, পরম সুন্দর অতি মনোহর, আমারই মায়ের ঘর, আমি আনন্দেতে বাস, করি বারমাস, যোগাচ্ছেন মা তাই যখন যাহা চাই। নদ নদী সিন্ধু ভূধর কানন, পশু পক্ষী আদি জীব অগণন, আমাদেরই কারণ, মাতা যতন করিয়ে, রেখেছেন সাজায়ে, আপনার বলিতে কিছুই রাখেন নাই। (আমরা যখন যাহা চাই তখনি তাই পাই। রবি শশী আলো যোগায় বার মাস, মেঘ যোগায় বারি, পবন দেয় বাতাস, পূর্ণ হয় (পূরাতে) অভিলাষ; মাঝে মাঝে ভক্তগণ, দেন দরশন, তাঁদের কাছে কত শত সদুপদেশ পাই॥ ৮

ললিত—যৎ।

বিপদে কি এখন আমায় পারে গো ভয় দেখাইতে। সদানন্দময়ী মাকে বিপদ কালেও পাই দেখিতে॥ যখন ভয়ে ভীত হোয়ে, আমি ডেকেছি কাতরহৃদয়ে, আমায় তখনি মা দেখা দিয়ে, ত্রাণ কোরেছেন ভয় হইতে। অভয়া বিপদভঞ্জিনী,

সদানন্দময়ী যার জননী, সে কি সিংহসুত হোয়ে ডরায় শৃগালের চোখ-রাঙ্গানীতে। পিতা যার মৃত্যুঞ্জয়, সে তো মৃত্যুকেও করে না ভয়, তবে কার সাধ্য বল তারে পারে গো ভয় দেখাইতে। বিপদ না পড়িলে পরে, তাঁরে ভুলে রয় লোকে সংসারে, তাই কুন্তি দেবী চেয়েছিলেন সদাই বিপদে থাকিতে। প্রহ্লাদ বোল্‌ছেন ডেকে ডেকে, দেখো ভয় কোরো না মনুষ্যকে, তাদের অবিশ্বাসীই করে ভয় বিশ্বাসী উড়ায় এক তুড়িতে। ঈশা থেকে ক্রুশোপরে, বল্‌ছেন হাস্যমুখে উচ্চৈস্বরে, কভু মানুষ কি চলিতে পারে পিতার ইচ্ছাব বিপরীতে। বিপদ আমার শত্রু নয়, বিপদ বন্ধু হয়ে এসে কয়, শুয়ে সুখ-শয্যায় ঘুমাইও না উঠহে সময় থাকিতে। বিপদ প্রভুর দূত হোয়ে, বেড়ায় ঘরে ঘরে জাগাইয়ে, বল বিপদের ন্যায় এমন বন্ধু কে আছে আর পৃথিবীতে। বিপদ না থাকিতো যদি, আরো প্রবল হতো পাপের নদী, ভাগ্যে বিপদ আছে তাইতে বাঁচে নরনারী পাপের হাতে। সত্যদাস থেকে সম্পদে, স্মরণ ল'য়েছে প্রভুর শ্রীপদে, এখন বিপদ সম্পদ উভয় সমান হ'য়েছে প্রভুর কৃপাতে॥ ৯

তেওট।

ক'রে দাও হে নাথ! সংসার ধর্ম্মের সম্মিলন। করি একত্রে সংসার আর ধর্ম্ম সাধন॥ যখন সংসারে ক'রব বাস, হ'য়েছি তোমার দাস, এই ক'রে বিশ্বাস; সংসার মাঝারে, হে'রব তোমারে, ক'রব অন্তর বাহিরে তোমায় দরশন॥ ১০

জংলা—ঠুংরি।

প্রেমসিন্ধু হে! প্রেমময়! এই ভিক্ষা চাই। যেন হে নাথ! প্রেমার্ণবে আমি ডুবে সাঁতার ভুলে যাই। যাঁরা ডুবে তলিয়ে গেছেন, যেন তাঁদের কাছে যেতে পাই। যেন দিবা বিভাবরী, আমি নিমেষের মতন কাটাই॥ ১১

বেহাগ—আড়াঠেকা।

জননি এই নিবেদন। নয়নে নয়নে আমার থেকো সর্ব্বক্ষণ। দেখো গো মা দেখো দেখো, সতত নিকটে থেকো, আমারেও নিকটে রেখো, সঁপিলাম জীবন। শিশুগণে প্রাতঃকালে, মাকে না দেখিতে পেলে, উঠে যেমন মা মা বোলে করে গো রোদন; তেমনি তোমারে আমি, দেখিতে না পেলে মাতঃ! মা বোলে কাঁদিলে (ডাকিলে) যেন পাই দরশন। বিড়ালী শাবকগণে, লয়ে যখন যেখানে, রাখে তারা সেই খানে গো যেমন; তেমতি আমারে তুমি, যখন রাখিবে যেখানে, সেই খানে আনন্দ মনে থাকিব তখন। পক্ষি সতর্ক হয়ে, শাবকনিকরে ল'য়ে, পক্ষপুটে আবরিয়ে রাখে গো যেমন; তেমনি দীন সন্তানে, শ্রীচরণ ছায়া দানে, স্নেহ (প্রেম) ক্রোড়ে আবরিয়ে রেখো সর্ব্বক্ষণ। ১২

রামপ্রসাদী সুর—যৎ।

জেনেছি জেনেছি, গো মা! না হইলে আমার মরণ। কাজ হবে না কথার কথায় আমি থাকিব যতক্ষণ। "আমি" "আমার" এই দুটী, এরা সদাই করায় ছুটোছুটী, এদের উত্তেজনায় খাটি খাটি নাকফোড়া বলদের মতন। অহঙ্কারী "আমির" জ্বালায়, সংসারেতে হারাই তোমায়, মা! সেই "আমি" টে মলেই আপদ যায়, সদাই তোমায় পাই দরশন। যে দিন আমার মরবে "আমি," সে দিন হৃদয় মাঝে নাচ্‌বে তুমি, মা! যেমন শিবের বুকে নেচেছিলে শিব যখন হন্‌ শবের মতন। তুমিই খাও-যাও, তুমিই পরাও, সদাই তোমার সংসার তুমিই চালাও, মা! তবু আমি চালাই বোলে আমি, তোমার স্থান কোত্তে নাই গ্রহণ। অহংকারী "আমি" ম'লে, হয়ে দাস আমি ঐ চরণ তলে মা! পড়ে হেরব তোমায় হৃদ-কমলে, জ্ঞান-নয়ন কোরে উন্মীলন। শুনেছি গো পূর্ব্বকালে, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হোক্‌ বোলে, মা! ঈশা প্রভৃতি পেয়েছেন তোমায় "আমিকে" দিয়ে বিসর্জ্জন। দেখ দেখ নাড়ী ধোরে, আমি মর্‌বার কথা থাকুক দূরে, মা! "আমি" অসুরের ন্যায় সবল আছি, হচ্ছে না তাই ভজন সাধন। সত্যদাস কয় তোমায় ডেকে, যদি মরতে পারি বেঁচে থেকে, মা! হব যোগে লয় তন্ময় প্রাপ্ত হোয়ে নব-জীবন॥ ১৩

রামপ্রসাদী সুর—যৎ।

সংসারের ভার তোমায় দিয়ে, আমি নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত হ'য়ে, সদাই হেসে খেলে নেচে গেয়ে, আনন্দে জীবন কাটাই। বড় সাধ রয়েছে মনে, আমি মিশে ভক্তবৃন্দসনে (ভ্রাতাভগ্নীসনে) তব নাম গুণ সঙ্কীর্ত্তনে, মাতিবে জগত মাতাই। নিজগুণে দয়া করে, যদি পাপীকে এনেছ ধরে, মা তবে ছেড়ো না আর প্রেমডোরে বেঁধে রাখ সর্ব্বদাই। সত্যদাস বলে বিনয়ে, দেখো মা দেখো অভয়ে, আমি সিংহ-সুত হ'য়ে যেন শৃগাল দেখে ভয় না পাই॥ ১৪

রামপ্রসাদী সুর—যৎ।

টাকার মত প্রিয় বস্তু কিছুই নাই আর এ সংসারে। তুমি আমার টাকা হও মা রাখি হৃদয়-ভাণ্ডারে। তুমি আমার টাকা হ'লে, রাখবো সযতনে হৃদ-কমলে মা আমার সকল দুঃখ দূরে যাবে চলে, ভাস্‌ব সুখের পাথারে। *টাকা যেমন হারাইয়ে,* লোকে খুঁজে বেড়ায় ব্যাকুল হ'যে মা; তেমি তোমায় হারাইলে যেন কেঁদে বেড়াই দ্বারে দ্বারে। দিবানিশি কৃপণের মন, পড়ে থাকে টাকায় যেমন মা। তেমি আমার মন ঐ চরণতলে পড়ে থাকুক একেবারে॥ ১৫

বেহাগ—আড়াঠেকা।

দানে কর পরিত্রাণ। দিবানিশি পাপানলে দহিতেছে প্রাণ। করেছি কুকর্ম্ম যত, তুমি তাত! জান তত, পাপী বলে

ত্যজ না হে করুণানিধান! বিষয়ের আকর্ষণে, ইন্দ্রিয়ের প্রলোভনে, ক'রেছি কুকর্ম্ম যত সংখ্যা নাহি তার; অতএব এসেছি পিতঃ! হইয়ে অনুতাপিত, তুমি বিনা নাহি মম জুড়াবার স্থান॥ ১৬

ঝাঁপতাল।

সকলি তোমার লীলা ওহে লীলারসময়! তুমি আছ সকলেতে তোমাতেই এ সমুদয়। তুমি লীলাখেলা করবার তরে নিজ ইচ্ছাতে সব সৃজন করে, গোপনে ইহার ভিতরে রয়েছ সকল সময়। অন্ন বস্ত্র আদি প্রতিক্ষণে, যোগাতেছ প্রতি জনে, মানুষ কেবল সাক্ষীগোপাল, তুমি যা কর তাই হয়॥ ১৭

বদন অধিকারী।

কলিকাতার নিকটবর্ত্তী শালিখা নামক স্থানে ইহাঁর নিবাস ছিল। ইনি বিখ্যাত যাত্রার দলের অধিকারী ছিলেন; ইহাঁর দল বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। ৺ গোবিন্দ অধিকারী ইহাঁর দলের একজন গায়ক ছিলেন। বদন অধিকারীর কণ্ঠস্বর অতি মধুর ছিল। ইহাঁর সঙ্গীত শ্রবণে ব্যক্তিমাত্রেই মুগ্ধ হইত। ২য় খণ্ড সঙ্গীত-সার-সংগ্রহে ১৪১০ পৃষ্ঠায় ইহাঁর একটি সর্ব্ব-জন-প্রসিদ্ধ গীত লিখিত হইয়াছে।

মান।

বৃষভানু রাজনন্দিনী, সঙ্গে লয়ে সব গোপিনী যৌবন ভরে ডগমগ হংসগতি রাই কামিনী॥ তুলি ফুল গাঁথি মালা, সাজিল রাই রাজবালা, রূপে ভুবন করে আলা সুধাংশুবদনী ধনী॥ ঝলমল কুণ্ডল রবি যেন মণ্ডল, সিন্দূর শোভিছে ভালে মেঘের কোলে সৌদামিনী॥ ১

নানা বেশ করি, রূপ বাড়াইনু, তাঁরলে ভরিনু ডালা জাগি সারা রাতি, গাঁথিনু মালতী, তবু না আইল কালা॥ ২

কুঞ্জে পাঠাইয়ে মোরে, রইল গিয়ে কার মন্দিরে, নিশি পোহাইয়ে গেল গৃহে যাই কেমন করে॥ (এরূপ যৌবন লয়ে পশিব যমুনা-নীরে) কুঞ্জে কুঞ্জে বুলি বুলি, বনফুল আনিলাম তুলি, গাঁথিলাম হার মনের মত সাজাইলাম থরে থরে॥ সকলি হইল বৃথা, তারে এখন পাব কোথা, মনে ছিল কত কথা, কহিব শ্যাম নটবরে॥৩

শুধু র'ও র'ও, থাকো মদনমোহন কুঞ্জে যাওয়া হবে না নাথ! রাই অভিমান ক'রেছে। (মোদের প্যারী) কোকিল কপোত সব, হইয়াছে নীরব, শারীশুক শিখি আদি স্বস্থানে প্রস্থান করেছে। রাই আমাদের কুলবালা, নাহি জানে প্রেমজ্বালা

তোমার পিরীতে পড়ে কাল বিষ আজ পান করেছে ॥ ৪

কোন্ রমণী লাগাইল, নিজ অনুরাগ, নিশি শেষে এলে হরি (বঁধু) তোমার, অধরে তাম্বূলের দাগ ॥ ৫

অনুগত দাসজনে এত মান করেছ কেনে তোমা বই যে নাহি জানে, তার উপরে মান কেনে ॥ (গৃহে রাধা, বনে রাধা শয়নে স্বপনে মনে, ধ্যানে রাধা, জ্ঞানে রাধা, রাই নামে ঐ বাঁশী সাধা রাধার জন্যে নন্দের রাধা বহে বেড়াই বৃন্দাবনে ॥৬

এত করে চরণ ধ'রে সাধলাম কথা কইলে না। রাই! আমার জীবনের জীবন জীবনে মন আইলনা ॥ সে জীবন বিহনে আমি এজীবন রাখিব না ॥ শুন শুন ওগো বৃন্দে! রেখ কথা ভুলোনা। চূড়া বাঁশী সহিতে গিয়ে আজ, প্রবেশিব যমুনা ॥ ৭

শারীশুক পিক ময়ূর ময়ূরী তার, উড়িয়ে গাওল তারা, বদন ভরে গাওত বটত হরি নাম রে ॥ কান্ত সনে কলহ করি কঠিনী কুলকামিনা এত রাগ কেন ক্ষান্ত হও শান্ত গজগামিনী। বিষ উঠেছিল রাই সাগর-মন্থনে, জাম্বির আতিত হয় অতি কচলনে, পীরিতী কলহ বাড়ে অতি-শয় মানে, ওকি কাজ করিলে, মিছে মানে মগ্ন হয়ে এমন বঁধুরে তেজিলে, রোষে মানিনী জগত দুর্লভধন চরণে লুটাওল একবার ফিরে চাইলিনা, রাই। ৮.

আয়লো নবীন বিদেশিনি! ডাকছে মোদের কমলিনী শুনে তোর ওই বীণের ধ্বনি, ধরণী ধরেছে ধনী ॥ ব্রজে আছে কালাকানু, সে যখন বাজায় গো বেণু, ঝর ঝর হয় গো তনু তেমনি তোমার বীণে শুনি ॥ কার কন্যে কোথা বসতি, কি নাম তোমার কেবা পতি, এ নব যৌবনে সতি, কেন্দে কেন একাকিনা ॥ ৯

রাজকুমারীর দাসী হব, যা বলিবেন তাই শুনিব, আমার দুঃখ কারে কব, কার দুঃখের ভাগী হব ॥ সম্পদ নিকটে রব বলে যদি বিনোদিনী বিনোদ বেণী বেঁধেদিব ॥ ১০

মাথুর।

আমার উপায় কি হবে, সখি! ব'ল না। আর সহেনা সহেনা শ্যামের বিচ্ছেদ-যাতনা। প্রাণ মন হরি হরি, গিয়েছেন মধু-পুরী, দুনয়নে বহে বারি নিবারণ হয় না। ১১

এখন ও প্রাণ রয়েছে (ওগো দূতি) পোড়া জীবন পাষাণ সমান রয়েছে। দুঃখী যায় সুখীর কাছে এমনি পোড়া কপাল ক্রমে দুঃখ যায় তার পিছে পিছে। এই না মাধবী, সে মাধব গেছে মাধবী আছে (সখি!) ॥ ১২

একি সর্ব্বনাশ সখি! একি সর্ব্বনাশ সখি! মোরা, হারায়েছি শ্যামচাঁদে, হারাই আবার বিধুমুখি! হা! দেব গোপেশ্বর কি দোষ এ অবলার গঙ্গাজলে বিল্বদলে পূজে হর হ'ল একি! ১৩

যদি বাঁচাবি রাধার প্রাণ সবে মিলে কর্ণে গিয়ে শোনাও কৃষ্ণের নাম। শ্যামা সখি, বলি শুন শ্যাম বর্ণের ফুল আন শ্যামালতায় গেঁথে মালা কর শ্রীঅঙ্গে প্রদান। ওলো যত সহচরি! করে ধরি বিনয় করি, আনগে শ্যামকুণ্ডের বারি, রাধার অঙ্গে করদান॥ ১৪

যতনে করিয়ে রেখো তুলসী তরুর মূলে, কমলিনীর কোমল অঙ্গ, ঢেক নীল-কমল তুলে। দেখো দেখো রেখো কথা যেন যেওনা ভুলে, চাঁদবদনীর বদনখানি একবার দেখো তুলে। ১৫

তারে বেঁধোনা বেঁধোনা সে যে হামারি পিয়, তারে বেঁধোনা। তারে, একবার বাঁধে নন্দরাণী, আবার বাঁধে সব গোপিনী সেই অভিমান তার মনেতে ছিল তাতেই শ্যাম মথুরায় গেল॥ ১৬

কাঙ্গালিনী নই রে মোরা, কাঙ্গালিনী নইরে মোরা, কৃষ্ণ-শোকে মনের দুঃখে, দুনয়নে বহে ধারা। যে তোদের মথুরার রাজা, রাই রাজার সে ছিল প্রজা, এখন সে হয়েছে রাজা, নাম ছিল তার মাখন-চোরা। তোদের দেশে রাজা যিনি, আম'-দের নীলকান্ত মনি, কৃষ্ণশোকে পাগলিনী, তাই আমাদের এমন ধারা। (ওরে দ্বারী) কিঞ্চিত নবনী তরে, ফির্ত গোপীর দ্বারে দ্বারে, জামাযোড়া ছিলনা রে, চূড়া বাঁধা ধড়া পরা। ১৭

আর কি ব্রজে ব্রজ আছে, যার ব্রজ সে নাই রে দ্বারি! শশী হীনে নিশি যেমন—কৃষ্ণ বিনে ব্রজপুরী॥ (পশু পক্ষী আদি করে, এদের দুনয়নে বহে বারি) গোপ গোপিনী প্রভৃতি, সবাকার ঐ শবাকৃতি, কৃষ্ণ বিনে এ দুর্গতি, কখন বাঁচি কখন মরি॥ ১৮

কাঙ্গালিনি তুমি কে? তোমায় চেন চেন চেন করি; তোমায় দেখেছি মথুরায় কি ব্রজপুরী॥ ১৯

আর আমারে চিন্‌বে কেন? এখন আমায় চিন্‌বে কেন আছ সিংহাসনে চড়ি! করেতে রাজদণ্ড তোমার তেজেছ রাখালের ছড়ি॥ মান দেখে যেতে ফিরে, কাঁদিতে যমুনাতীরে, আন্‌তেম্ গিয়ে করে ধরে, পদতলে রইতে পড়ি॥ (রাধার) কুঞ্জে কুঞ্জে গুঞ্জ বেড়া, পরিতে রাখা'লে ধড়া, এখন, অঙ্গযোড়া জামাজোড়া, শিরে তোমার লালপাগড়ি॥ চূড়া বাঁধা কালাকানু, মাঠেতে

চরাতে ধেনু, রাই ব'লে বাজাতে বেণু—
ধূলোয় দিতে গড়াগড়ি ॥ ২০

রাজা হ'লে রাসবিহারী, দ্বারে কত শত দ্বারী, ভেঙ্গেদিব জারিজুরী আমরাও, রাজ-মহিষী রাজার নারী॥ ভুলে থাক কর মনে, কি করেছ নিধুবনে, বসন কোড়া হাতে ল'য়ে করেছ কোটালী গিরি॥ (রাইয়ের) ধেনু বৎস আদি লয়ে, মাঠে মাঠে যেতে ধেয়ে, আগে আগে যেতে বয়ে, নন্দের পায়ের বাধা মাথায় করি॥ ২১

আর এক দিনের কথা কর দেখি মনে। কি কথা না বলেছিলে বন নিধুবনে॥ বলেছিলে সব সখী হও তোমরা প্রজা। আমি হব কোটাল রাই তুমি হবে রাজা॥ তমালের পত্র পাড়ি তাহাতে লিখিয়ে। চরণে দিলি যে রাধার কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে॥২২

নৃপতি সুখ বাঞ্ছসি মাধব, ব্রজে কি আশা পূরে নাই? নন্দরাজ সুত কিবা (নইলে) ছোট রাজা বলিতাম। রাই ছাড়ি আওলি হরি, কি দুঃখে তা বল না। তোমার বসন ভূষণ রাজ-আভরণ, (প্রাণ-বঁধু) এও কি নন্দের ছিল না, এখন, যা চাবে তা দিব হে মাধব! (অমন বাঁকা) বঁধু মোদের ব্রজে নাই॥ ২৩

আমার অঙ্গনে আওব যব রসিয়ারে। কব কব কব কথা, কথা কব না গো॥ আমি একবার পালটী চাব, মান করে রব বসে নাগর কত সাধবে এসে, চাব চাব চাব ফিরে চাব না গো॥ আমার যেমন আদর তেমনি হল, পর শশী ঘরে এলো॥ ২৪

বঁধুয়া আসিয়ে হাসিয়ে হাসিয়ে শুধালে কথা কব না। আধ অঞ্চলে আধ বদন ঝাঁপিয়ে রব, ফিরে চাব না॥ ২৫

আমার হৃদয়-মন্দির মাঝে। বিচিত্র পালঙ্ক আছে। আশে পাশে রসের বালিশ। তা'তে শয়ন করিবে তুমি, চরণ সেবিব আমি, দূরে যাবে মনের আলিশ॥ ২৬

মদন মাষ্টার।

বিখ্যাত যাত্রার দলের অধিকারী। ইহাঁর দল কলিকাতায় থাকিত। ইনি অনেকগুলি সখের যাত্রার পালা করিতেন। ইহাঁর দলে বহুতর লোক ছিল। ইহাঁর মৃত্যুর পর বউ মাষ্টার ইহাঁর দল চালান। বউ মাষ্টারের দলও বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

ভৈরবী—একতালা।

তাই ভাবি গো মনে, বিনা নিমন্ত্রণে, কেমন কোরে যজ্ঞে যাই বলো না। তোমরা সবে যাবে, সমাদর পাবে, আমি গেলে পিতা কথাও কবেন না॥ একে নারী আমি ভিখারীর ঘরণী, বিধাতা

করেছেন জনম-দুঃখিনী, শিব-অপমানে অপমানে হ'য়ে অপমানী, শিব-নিন্দে আমার প্রাণে সবে না॥ ১

যোগীয়া—কাওয়ালী।

বনে যাই আমি মন দুঃখে। দারুণ বিমাতার কথা শেল হয়ে বিঁধেছে বুকে। আশীর্ব্বাদ কর আমারে, কৃষ্ণ যদি কৃপা করে, পুনঃ ফিরে আসব তবে কুটীরে। নিদয় হলে কৃষ্ণ-ধনে, প্রাণ ত্যজিব বিষ পানে, নতুবা মরবো আগুনে বিদায় হই তোমারে রেখে॥ ২

বৃথা রে লক্ষ্মণ, করিয়ে যতন, জলধি বন্ধন করিয়েছিলেম, মায়ামৃগ বনে হ'য়েছিল কাল, সীতা হরে নিল রাবণ মহীপাল, এসে লঙ্কাপুরে, এত যুদ্ধ করে, অবশেষে বুঝি প্রাণ হারালেম। যে সীতার তরে, কপির ঘরে ঘরে, আমরা দুটী ভাই কতই কাঁদিয়েছিলেম, এখন সে সীতারে, এ জনমের তরে, রাবণ-সাগরে বিসর্জ্জন দিলেম॥৩

ললিত-বিভাস—আড়া।

এই দশা হলো ভাই নন্দি, মাকে এনে যজ্ঞস্থলে। কার কাছে দাঁড়াব আমরা, কে খাওয়াবে ক্ষুধা পেলে॥ ভাই, আমরা কি করিলাম, কেন দক্ষালয়ে এলাম, স্নেহময়ী মা হারাইলাম, এই ছিল কি এই কপালে॥

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

আজ একা কেন এলি নন্দি! কৈলাস-ভুবনে। কার কাছেতে রেখে এলি রে সেই ভিখারীর ধন তারা-ধনে॥ সুহৃদ কুরীত কি বিবরণ, স্বরূপে সব বল রে এখন, অস্থির হ'তেছে যে মন, না দেখে সেই সতীধনে॥

বিভাস—মধ্যমান।

নন্দি! কি শুনালি রে সতী ছেড়ে গেল। আমার এ পাষাণ প্রাণ কেন না বেরুলো॥ একে দক্ষ করে অপমান, সতী ত্যজিলেন আপনার প্রাণ, আমার এ দেহেতে প্রাণ রৈল॥ আমার সর্ব্বস্বধন দক্ষের কন্যে, সেই নয়ন-তারা তারার জন্যে, কি করিব কোথাই এখন যাই,—আবার বুঝি কৈলাস ছেড়ে শ্মশানবাসী হ'তে হলো॥ ৬

ব্রজমোহন রায়।

(জীবনী ২য় খণ্ড সঙ্গীত সার-স গ্রহে ১২২ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

(পাঁচালী।)

জয়জয়ন্তী মল্লার—তেতালা।

চিন্ত রে চিত সদা অন্তরে, যে পালন লয় সৃজন করে, (ও সে) পরম পুরুষ ঈশ পরব্রহ্ম পরাৎপরে। নির্ব্বিকার নিরাকার, নিখিল মঙ্গল যে জন, বাক্য মন নয়নের অগোচরে; নিত্য নিধি নিরাধার, আদি

অন্ত হয় না যাঁর পাতঞ্জলে বেদ বেদান্ত-সারে ; সত্য সনাতন, নিত্য নিকেতন, ও যাঁর অনুমতি অনুসারে, প্রভাকরে শোভা করে, যে জন সর্ব্বত্র পুজিত, বিরাজিত যে পদার্থমাত্রে স্থল জল অথবা শূন্য-পথে। পঞ্চরূপে যে জন ভজে, পঞ্চরূপ লয় জীবে স্থায়িত্ব পঞ্চত্ব বিধান করে, পঞ্চরূপ যেই পঞ্চ এক সেই করে প্রপঞ্চ ব্রজমোহন ভেদ ভেদাঙ্গ অন্তরে। ১

—

ইমনকল্যাণ—তেতালা।

প্রণতি মিনতি চরণে গণেশ, বিঘ্ন-বিনাশন, ত্বং পরমেশ। পরাৎপর পর পরম পুরুষ, পরমানন্দ দায় ত্বং পরব্রহ্ম, পরা-গতি পাপবিনাশন। কিবা নিন্দি তরুণ ভানু তনু সে বিরাজিত, লম্বোদর চতুর্ভুজ অতিশোভিত, গজেন্দ্র বদন ধারণ ; যোগীন্দ্র-সেবিত, মুনীন্দ্র-পুজিত, গিরীন্দ্র-সুতাসুত, দেবেন্দ্র-বন্দিত, মাং প্রতি সম্প্রতি দেহি শুভ শিবং, কুরু দেব করুণালেশং। ২

—

বসন্তবাহার—তেতালা।

আমরি! সুন্দরী ভুবনমোহিনী ; কিবা রূপে, অপরূপ ; শ্বেতসরোজবাসিনী, শ্বেত-বরণী, বীণাপানি। (মায়ের) ওরূপের তুলনা ভবে নাই আর, কিবা অমূল্য মণি-হারে, অতুল্য শোভাকরে, মুনির মন, হরের মন, হরির মন হারিণী। বেদ-প্রকাশিনী বাণী, বরদে বাক্যবাদিনী, জয়দে জননি জগত বন্দিনি ; তুমি সুখদা মোক্ষদা সংসারের (ই) সার, কুরু কটাক্ষ নারায়ণী, কাল-ভয়-নিবারিণী, এ দ্বিজ ব্রজমোহনের রসনা-উল্লাসিনি॥ ৩

—

কাওয়ালি।

দীনে তার দীন-দুঃখ-বারিণি, দিন ত অন্ত, সে কৃতান্ত নিকটে, কালভয় হর, কালভয়হারিণি। কুসঙ্গে কুরঙ্গে হ'ল মা সুদিন গত, করেছি পাপ কত, পাই মা তাপ এত, সগুণে মার্জ্জনা কর, সুত অপরাধ যত, ত্রাহিমে ত্রিগুণধারিণি। মম চিত্ত নিত্যপথ করে না অন্বেষণ, অনর্থ সদা কুতত্ত্বে ভ্রমণ, না পারি ফিরাতে মন মদ-মত্তকরী, না মানে জ্ঞানাঙ্কুশা উপায় বল কি করি, এ দীন ব্রজমোহনে দুরন্ত শঙ্করি! তুমি গো নিস্তারকারিণি॥ ৪

—

কাওয়ালি।

কত দিন আর এ দীনে দুঃখ দিবে! নিতান্ত জননি কি গো নয়ন মুদিবে। এল এ কাল রজনী গেল মা দিবে। শৈশবে জ্ঞানবিহীন, ক্রিয়ারসে গেল দিন, হ'লনা তত্ত্ব তোমার, যৌবনে মতি মলিন, কিসে যায় দুর্গতি গতি কি হবে শিবে। কাল গত কালাকালে, জড়িত অজ্ঞান-জালে, ভাবিলে না ব্রজমোহন, কি হবে ভাবি কালে অনিত্য জীবন তব রবে কি যাবে। ৫

—

খাম্বাজ—কাওয়ালি।

ভাবনা কি মন দিনে হয় দিন অন্ত; থাকুতে দিন দীনতারা ভাবনা ভ্রান্ত, দিনেশ-নন্দন হ'ল নিকট নিতান্ত। শুনেছ যাঁর নামটী তারা, তিনি ত ত্রিজগত তারা, তারা চিন্তে পারে তারা, যাদের আছে জ্ঞান-তারা, সে তারাপদ বাঞ্ছিত, সদা তারাকান্ত। সুজন ভারতি রাখ, এ নহে ভাব অতি দেখ নিত্য নিত্য বলি তোরে, নিত্যপথ ভুলনাক, বিষয়-বাসনায় ব্রজ-মোহন হও ক্ষান্ত॥ ৬

একতাল।।

ভাব মন শবাসনা রে, ভাব শবাসনা, ত্যজ স্ববাসনা, রে মম রসনা, সুরসে রসনা. সুজন ভারতি ভাল কি বাসনা। পঞ্চাননরে যারে, ধরে সদা পঞ্চানন, হ'ল তাঁর পঞ্চত্ব নারণ। প্রাপঞ্চ এ ভবে, রবে রে ক দিন, দিন যায় রে যায়, দিন থাকিতে কুমতি নাশনা। কি হবে সে কালে রে, কাল-কেশে ধরিলে, অবশ ইন্দ্রিয় সকলে; জ্ঞানের অন্তর, জড়িত রসনা, কালী বলতে আর, এ ব্রজমোহন কাল পাবে না॥ ৭

খাম্বাজ—একতালা।

শুভ্রাধরাননি, হে মনমোহিনি, কোথা রহিলে প্রেয়সি! চঞ্চল চিত, আমার সতত না হেরে তোমায় রূপসি॥ অন্তরের নিধি তুমি ত ললনা, কেমনে অন্তরে রাখিব বলনা, আশু আসি নাশ ছাড়িয়ে ছলনা. অন্তরের দুঃখরাশি। তোমা বিনা কারে, জানাব তোমারে প্রেয়সি যে ভালবাসি। অদর্শন-বাণ সহেনাক প্রাণে, জ্বলে মরি দিবানিশি। একবার আসি এ সময়ে দেখা দিলে, মম অন্তরের বেদন নাশিলে, বিধুমুখে সুধাবাক্য বরষিলে, বিনোদ-সলিলে ভাসি॥ ৮

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

কেন লো প্রেয়সি এত মান। (তোমার আজ) কি ভাব উদয় কেন ভাবান্তর, বিষম বিরহে বাচিনে, এ জীবন জ্বলে যায়, হেরে মলিন বিধি, নয়নে হেরি বিমান। ধরাতে ধরা, নয়নেতে ধারা, কেন লো প্রেয়সি তোমার কে করেছে অপমান। ৯

বিভাস—একতালা।

করি এই মিনতি চরণে সম্প্রতি, নিবেদন গো পিতে। (ওগো) অনিত্য সংসার, নয় ত কার চির. জীবন এ জগতে। জগত পিতার এ সকলি যোগাযোগ মায়াতে জেন সংসারের সংযোগ আসা যাওয়া সে ত কেবল কর্ম্মভোগ, চিরকাল গো জীবের জীবন কালবশেতে। ১০

বেহাগ—যৎ।

হ'য়ো না প্রভাত তুমি আজ রজনি! কি ঘটে আমি কি জানি; বুঝি নিদয় হ'ল বিধি আমারে উদয় হলে দিনমণি। ভরসা তব করুণা, বঞ্চিত করোনা, কর কিঞ্চিৎ কটাক্ষ বিভাবরি হে আমায়, তব কৃপা ভিন্ন

বসে না দেখি অন্য উপায়, যেন করো না শর্ব্বরি স্বামী-ধনে আমারে নির্ধনী। না শুনে কার বারণ, করেছি যাঁরে বরণ যাঁর জন্যে রাজকন্যে বনবাসিনী; সে মম সর্ব্বস্ব-ধন, সতীর পতি-জীবন, না জানে না চেনে অন্য জনে অবলায়, হা'রালে সে ধন বল, অভাগীর কি উপায়, বল রবে কি গৌরবে হারা হলে শিরঃমণি ফণি। ১১

ললিত—আড়া।

সে ত নয় কুপথ জীবের, যে পথে হয় সতের গতি। জেনে মর্ম্ম যে জন কর্ম্ম করে তার হরে দুর্গতি। পরশেতে পরশ করে, লোহার হীনত্ব হবে, সতানলে অঙ্গ দিলে অঙ্গারে পরে জ্যোতি অতি। পুষ্পের মধ্যে যে কীট থাকে, উঠে সে সুর-মস্তকে, সতের সঙ্গে দেখ তার, হল সদ্গতি। তুমি মা সন্দেহে তোমার, যে পথে যান পতি আমার, সে পথ এখন আমারও সার পতি-ধন কি ত্যজে সতী। ১২

তিওট।

মা কেন তোমার আগমন রণে। ওমা দিগ্‌বসনা কি বাসনা মনে। হয়ে জননী বধিবে কি সন্তানে। কেন শরাসন, করেছ ধারণ; বিনাশিতে দাসে, এত কষ্ট কেন; শিবরাণী শ্যামা, ভুলেছ কি মা, সদা বাঁধা আছি ঐ চরণে। ১৩

বেহাগ—একতালা।

বাসনা এই মনে; কাতরে জানাই মা তোমায়, চরণে স্থান দিও মা আমায় বলি তাই, আমার নাই, অন্য বাঞ্ছা এক্ষণে। হর পারে না পান ধ্যানে, ব্রহ্মা ভাবেন ব্রহ্মজ্ঞানে গো, আমার কি ভাগ্যোদয়, অনায়াসে, পেলাম সেই ধনে। বিশ্বের জননী তুমি, বিশ্বমাঝে আছি আমি তোমায় মা জেনে। তুমি নাম ধরেছ নিস্তারিণী, দীনতারা পতিতপাবনী গো, জানি নামের গুণ তারিলে এ দীন ব্রজমোহনে ॥ ১৪

তিওট।

রামচরণে মজ মন আমার; হবে অনায়াসে ভবসিন্ধু অপারে পার। অনিত্য ধনজন নিশি-স্বপন যেন, ভাব রে সদা সদানন্দের ধন নিত্যধন, একি রে চমৎকার, কেবা কার পরিবার, (ওকি) জান না মায়াতে মোহিত সংসার। ১৫

গৌরী—কাওয়ালী।

হর দুঃখ হর-মনোমোহিনি। কলুষ-বারিণি, তব সুত রবিসুত-ভয়ে ভীত ভব-রাণি, কি হ'বে উপায় নিরুপায় মা, পদ বিতর কাতর জনে আপনি ॥ হলে অবসান দিবা, নয়ন মুদিলে কিবা, যদিও অভয় দিবে ভবানি; ডাকি বারে বার, মম প্রতি কেনে প্রতিকূল আর, হও মা পাষাণসুতা পাষাণী; তুমি ঈশানী ঈশ-হৃদয়বাসিনী;

আসি আশু তোষ আশুতোষ-রমণি॥ কি আছে মা মম বল, আর কারে বলি বল, কেবল সম্বল তুমি শিবানি; যদি তার নিজ গুণে, ব্রজমোহন নির্গুণ জনে, দিয়ে মা বাঞ্ছিত পদ দুখানি। এ ভব তরিবারে তরণী, হও বারেক কর্ণধার আপনি॥ ১৬

মতিলাল রায়।

(জীবনী ২য় খণ্ড সঙ্গীত সার-সংগ্রহে ১২১৭ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

ভরতাগমন।

ভাব রে মন শমনদমনকারণ। ভব-তারণ, দুঃখবারণ, রামের শ্রীচরণ। বৃথা রাজবসনাভরণ, কিছুই নয় সুখের কারণ; মরণকালে কেহ সঙ্গে নাহি র'ন, তখন সত্য সেই নীরদবরণ. বিনা রামচরণ স্মরণ, বল কে করিবে জঠর-জ্বালা নিবারণ।১

কে যাবে মুনিবর গিরিব্রজপুরীতে। শোকে মৃতপ্রায় সবে তুল্‌তে গেলে হয় ধরিতে। কারি অঙ্গে আছে কি বল, দিন দিন যাতনা প্রবল, জীবন সম্বল, কেবল বুক ফাটে সেই ভাব হেরিতে। সকলের মুখে অবিরাম, হা রাম! কোথায় গেলে রাম, ম'লাম ম'লাম প্রাণে মলাম এসে দেখা দেও ত্বরিতে। ২

উহু মরি ছাড় ছাড় বুকে পিঠে লাগ্‌লো খিল। বাপরে কি মুস্‌কিল, হলেম কিল খেয়ে যে খুনের দাখিল। করিসনে আর টানাটানি, হ'লে লোক জানাজানি, কালা-মুখীরে সব ক'র্‌বে কানাকানি, হয় ছাড়, নয় মার, ওরে দাতার চেয়ে ভাল বখিল। ৩

আমি রামের চিরদাস বলি মা! তোমারে। রাম-পদ সার আমার, নিখিল সংসারে। ধ্যান করি রাম-পদ, মানিনে মনে বিপদ সম্পদ, এই আশীর্ব্বাদ কর আমায়, রাম যেন থাকেন অন্তরে॥ ৪

মুদে নয়ন ধরায় শয়ন, কেন কেঁন বল: (প্রাণাধিক!) তোর আকার, দেখে আমার, শোকানল যে দ্বিগুণ প্রবল। কি কথা শুনিলি এখন, এত নয় রে ভাল লক্ষণ, কেমন আছে রাম লক্ষ্মণ, কৌশ-ল্যার জীবনসম্বল। গুহক কি বলিল তোরে, বল্ রে আমায় সত্বরে, কেন রইলি সকাতরে, যাতনা সয়না অন্তরে, ঝাঁপ দিয়ে গঙ্গানীরে, তাপিত প্রাণ করব শীতল॥ ৫

নিমাইসন্ন্যাস।

এই বাসনা পূরাও আমার বাঞ্ছা-কল্প-তরু হরি। এবার যে দেহ ধরিবে সেই দেহ আশ্রয় করি॥ বিরাগ যারে করে ধারণ, সেই ত পায় হরির চরণ, এইবার

দেখিব হরি কার চরণ করেন শরণ ;— হরিকে হরি বলায়ে কাঁদাব অষ্ট প্রহরি॥ ৬

এ পোড়া দেশের কপালে আগুন, নাই কোন গুণ দ্বিগুণ জ্বালা। শুনি অন্য দেশে, আপন বশে, বেড়ায় যত কুলবালা॥ পরাধীনা হ'য়ে থাকে চিরকাল, অকাল-কুষ্মাণ্ড পণ্ডিতগুলো কাল, মনের সাধে ক'রছে নাকাল, কোথা যাই, ভাবি ভাই, কি সকাল কি বিকাল, সাধে কি অবলা-কুলে, মাথায় বয় কলঙ্কের ডালা॥ ৭

সখি! একি অপরূপ দেখি আঁখিতে। যেতে চায় ঐ পায় প্রাণ-পাখিতে ;— হরিহরি হরি বুলি ডাকিতে শিখিতে॥ ঐ কি সেই মুরারি, বৃন্দাবনের বংশীধারী, রাধা নামে সাধা ছিল যার বাঁশরী, যে শিব পাগল হরিনামে, সে কি ঐ কৃষ্ণের বামে, মতি চায় ওরূপ হৃদে রাখিতে দেখিতে॥ ৮

বদন ভোরে হরি হরি বল, ভবে সব অনিত্য সত্য সত্য, হরির সুধানাম কেবল, শেষের পথে, সঙ্গে যেতে, হরিনাম মাত্র সম্বল, সব মায়ার কারসাজি, ছায়াবাজী, ভায়া বাবাজী, ভুয়ো গোল॥ ৯

কেন আঁখি ছল ছল। ধরায় হরি-চরণামৃত অজচ্ছল ; বুঝিবে কি মা ওসব তোমার ছেলের ছল॥ কোথা সে ধন পাব ব'লে, কেঁদে যে আকুল হ'লে, শুন দেই বলে। যে ধন দেব সমাদৃত, হরিচরণ-নিঃসৃত, দেও সেই চরণামৃত, জাহ্নবীর জল॥ ১০

সীতাহরণ।

শুন হে সুন্দরি! শ্রীরাম নাম আমার। সূর্য্যকুলে পূজ্যপাদ দশরথের জ্যেষ্ঠ কুমার। স্বর্ণ-সরোজিনি জিনি, গৌরাঙ্গিনী সঙ্গে যিনি, তিনি আমার সীমন্তিনী, সীতা নাম প্রাণ-প্রতিমার। কি ক'ব দুঃখের বিবরণ, পিতৃ-সত্য-পালন-কারণ, সন্ন্যাসীবেশ করি ধারণ, বনবাস করেছি সার॥ ১১

(আছে) তোর বিলক্ষণ বীরত্ব-লক্ষণ, কি জানি রে লক্ষ্মণ, ঘটিবে কি দায়। তাই করি বারণ, ক'র না রে রণ, (আমার কপাল ভাল নয়, ভাল নয়) পাছে গৌর-বরণ হারাই ভাই তোমায়। কমল হ'তে জানি কোমল অঙ্গ তো'র, রাক্ষসের বাণে হ'বি রে কাতর, (ভয় এই পাছে ভাই হারা হই) সকল মেলে ভাই, ভাই মেলে কোথায়॥ ১২

এ কি শুনি মধুর নাম। কে এমন বন্ধু আছে শুনায় রাম অবিরাম॥ প্রবেশি কর্ণকুহরে, মনের অন্ধকার হরে, এক বার সবে কহ রে, বদন ভ'রে রাম রাম॥ ১৩

যেও না, যেও না তুমি রামের জানকী হরিতে। হও ক্ষান্ত লঙ্কাকান্ত! ফিরে যাও লঙ্কাপুরীতে। সোণার লঙ্কানাশের কারণ, সীতাকে কি কর্‌বে হরণ, পতঙ্গের গমন যেমন, অনলে পুড়ে মরিতে। নর নহে রঘুমণি, মুনিগণের শিরোমণি, নারায়ণী তাঁ'র রমণী, পঞ্চবটীতে (এ-এ-এ) পঞ্চা-নন। যাঁর ক'রে স্মরণ, পঞ্চত্ব-কালে যাঁর চরণ, শমন-ভয় করে নিবারণ, তরি ভবার্ণব তরিতে॥ ১৪

কোথায় আছ হে সীতার প্রাণ রাম দয়াময়। হরে রাক্ষসে দাসীরে রাখ এসে, নইলে দুঃখিনী জন্মের মত বিদায় হয়। জানি যে তোমায় করে হে স্মরণ, নীরদবরণ কর আর তুমি বিপদবারণ, আমি ডাকি তাই অবিরাম, কোথায় রাম রাখ রাম, (আমি তোমা বই আর জানিনে হে জানি বিপদ-কালের সহায় তুমি) ও হে গুণধাম হ'য়ো না বাম এ সময়॥ ১৫

বিজয়-বসন্ত।

বিজয়-বসন্তে, আমি জীবনান্তে, বাঁধিতে পারব না এ কঠিন পাশে। দেখে বুক ফাটে, পড়েছি সঙ্কটে, চক্ষের জল দেখে চক্ষের জল আসে॥ মরি মরি মন-ব্যথায়, এমন ত শুনিনি কোথায়, কোন প্রাণে কোন খানে পিতায় পুত্রগণে নাশে। মা হারা বাঘিনীসুত, হায় কাঁপে রে শৃগালের পাশে॥ ১৬

যদি একান্ত বসন্ত-ধনে বাঁধিবে, প্রাণে বধিবে। কর আমার শিরচ্ছেদন, দূরে যা'ক সকল বেদন, (আর ছার প্রাণে কাজ নাই রে) (করি বিমাতার ধার পরিশোধ) এ পাপাত্মার মুণ্ড লয়ে পিতারে দিবে॥ যে পথে মা গিয়াছেন সেই পথে যাই, মার কাছে গিয়ে মাকে মা বলে জীবন জুড়াই। মা বিনে পুত্রের কে আছে, আগে যাই মার কাছে, (আমায় মার কাছে পাঠায়ে দে রে মা নাকি যমালয়ে গেছে) একা ভাই বসন্ত গেলে মা যে কাঁদিবে॥ ১৭

দারুণ বিধি! কি এই ছিল রে তোর মনে। নাশিয়ে মাতায় শত্রু কর্‌লি রে পিতায়, নহিলে পিতায় কি বধে রে পুত্রধনে॥ যখন সঁপিলি মাকে শমনে, কেন সেই সাথে দিলিনে বিধি বসন্ত-ধনে। তা হ'লে আর এ যাতনা, হ'ত না হ'ত না রে, (আর ত বসন্তের দুঃখ দেখ্‌তে নারি আর যে সয় না জীবন যায় না কেন) শিশু বসন্ত মরে কঠিন বন্ধনে॥ ১৮

বিজয় বসন্ত আমার বড় দুঃখের ধন রে। ও রে কোটাল! শুন বিনয়, একে শিশু তায় রাজতনয়, এদের বাঁধা উচিত নয়, খুলে দে বন্ধন রে। কাঁদে বাছা

হ'য়ে কাতর, দয়া মায়া কি হয় না তোর, দেখিয়ে ভ্রাতা-যুগলে, দুঃখে যে পাষাণ গলে, ও রে যা'রা দুর্গা দুর্গা বলে, তাদের নাই নিধন রে॥ ১৯

কোথা যাস্ আয়ি ফেলে মশানে। গো—হৃদয় বেঁধে পাষাণে, আয়ি আমাদের আর কেহ নাই, বড় দুঃখী দুটী ভাই। আয় রেখে আয়, মা গিয়েছে যেখানে। আমার অবশ অঙ্গসকল, ক্ষুধাতে প্রাণ বিকল। আঁধারময় দেখি সব নয়নে। এখন আতঙ্কে কাঁপিছে কায, পিপাসায় বুক ফেটে যায়, (আয়ি জল এনে দিয়ে যা গো আয়ি ফিরে আয় পায়ে ধরি।) বুঝি এই বার নিশ্চয় মরি গো প্রাণে॥ ২০

আয বসন্ত আয় রে ভাই যাই অন্য দেশে। কাজ নাই আর এ পাপরাজ্যে থেকে পিতার দ্বেষে॥ ভাই তোরে ক'রে কোলে, চলে যাই আমরা সকলে, ডাক্‌বো দুর্গা দুর্গা ব'লে, ক্ষুধা কি পিপাসা হ'লে, আমাদের মা অন্নপূর্ণা অন্ন দেবেন দেশে বিদেশে॥ ২১

ক্ষুধাতে প্রাণ যায় গো মরি মরি। সহে না, সহে না ক্ষুধার যাতনা, (চক্ষে আঁধার দেখি দাদা, আমি ম'লাম আর বাঁচিনে গো) খেতে দেও দেও পায়ে ধরি॥ দাদা, বনে প্রাণ যায় পাছে, শান্তা আয়ির কাছে, রেখে এস ত্বরা করি। অঙ্গ যে অবশ, গেল গো দিবস, (সারা দিন উপবাসে; দাদা খেতে কি আর দিবে না গো) দেখ এলো বিভাবরী॥ দাদা এলে কি কারণে, এ ঘোর কাননে, সে সব পরিহরি। কি আছে অন্তরে, বল বসন্তরে, (কিছুই যখন দিলে না গো) (দাদা খেতে না দিয়ে মারিলে) রাখ নয় দেও গলায় ছুরি॥ ২২

কোথা যা'ব বসন্ত রে তোরে একা রেখে বনে। যদি যেতে হয় যা'ব আমি ভাই রে তোমার সনে আমি তো'রে ছেড়ে রই কেমনে। (তুই রে বিজয়ের নয়ন তারা, আমার বন্ধু বান্ধব তুই সব) আমি বড় অনাথ ষনচার দেখেছি জগজ্জনে। ভাই কেন কেন ধরাসনে, (ও কি অভিমান হ'যেছে তোর) (চাঁদ কি ভূমে পড়লে শোভা পায়) ভাই উঠে কোলে দাদা ব'লে একবার ডাক রে চাঁদ বদনে। ও ভাই এক বার উঠে দেখ নয়নে, (তোর সেই হতভাগ্য দাদার দশা, হায় রে ফলে কি ফল হ'ল এই) নয় তো'রে দিয়ে দুর্গা বলে ঝাঁপ দিব জীবনে॥ ২৩

হৃদয় ছাড়া কর্‌বো না আর আয় রে হৃদয়ে রাখি। (ঠেকে খুব শেখা শিখেছি রে ভাই) এই পিঞ্জর মাত্র ছিল, কিন্তু পিঞ্জরে ছিল না পাখি। এই হৃদ্-পিঞ্জরে রাখি তো'রে, (মধুর দাদা-বুলি বল বসন্ত) আর দিতে পারবে না ফাঁকি, (ক্ষুধায়

মলেম কল দেও ব'লে) আর দিতে পারবে না ফাঁকি। ক্ষণেক বিলম্ব হ'লে, এখনি ত যেতেম জলে, ভাই কোথা ব'লে ; —যদি দিলে সে বিধি, হৃদয়ের নিধি, (যে ধন বনমাঝে হারিয়েছিলেম) হৃদে গেঁথে নিশ্চিন্ত থাকি, (আমি আর পলক ফেল্‌ব না রে ভাই) হৃদে গেঁথে নিশ্চিন্ত থাকি ।২৪

এক বার উঠে আয় বসন্ত তো'র দুরাত্মা পিতার কোলে। (যখন বন্ধন-দশায় কোলে উঠতে এলি) আমি ফেলে দিয়েছি রে তো'রে দুরন্ত দুর্ব্বৃত্ত ব'লে। এক বার পিতা ব'লে ডাক্, জীবন জুড়াক্, (আমি অনেক দিন শুনি নাই বাপ) তো'রা জল দে রে এই শোকানলে ॥ ২৫

দ্রৌপদীর বস্ত্র-হরণ

যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। হে রাজন ! বারণ করি শুন হে বিনয়, যখন সে সভাতে আছে শকুনি সুবল-তনয়। পাশায় তা'রে পরাভব, করা অতি অসম্ভব, অমৃতে গরল-উদ্ভব, হেন আমার মনে লয়। দুর্য্যোধন অতি অভাজন, কুজন তা'র সব সভাজন, জান ত রাজন, খেলাতে এই হয় অনুমান, তোমারে কর্‌বে অপমান, জ্ঞাতিবাক্য বিষসমান, শেষে বিচ্ছেদ হ'বে প্রণয় ॥ ২৬

কান্ত হে ক্ষান্ত হও যেও না হস্তিনায়। (যা'রা শত্রু ভাবে, তা কি জান না, ও হে ও মহারাজ !) তা'রা স্বকার্য্য সাধিতে মিত্রতা জানায়। নাথ হে সব অলক্ষণ, নিয়ত করি নিরীক্ষণ, (কেন নাচে দক্ষিণ অঙ্গ, প্রাণাকুল ভেবে পাই নেই কুল) বিষম আতঙ্ক, দুর্ঘটন বুঝি ঘটিবে পাশায় ॥ ২৭

দাদা দিও না ধর্ম্ম বিসর্জ্জন। জগতে ক'বে পাণ্ডব দুর্জ্জন, ধর্ম্ম যদি থাকে সহায়, জগতে ভয় করি কাহায়, (দাদা যথা ধর্ম্ম তথা জয়, দাদা ধর্ম্মের তুল্য ধন কি আছে) কি বিলম্ব সামান্য ধন করতে উপার্জ্জন। জান না কি কর্ম্ম দোষে ধর্ম্ম যায়, ধর্ম্ম নাশি মর্ম্মে দুঃখ দিও না ধর্ম্ম-রাজায়, মহারাজের কষ্ট মনে, বল তা সবে কেমনে (আমরা সকল দুঃখ সইতে পারি, এ ছার প্রাণ গেলে হানি কি তায়) যা আছে হরির মনে তাই হবে এখন ॥ ২৮

কর না হে আমার কেশ আকর্ষণ, ও হে দেবর দুঃশাসন ! আমি অপবিত্রা নারী, লাজে কইতে নারি, বেদ-বিধিমতে নিষেধ পরশন। শোন নাই কি নারীর কেশ ধ'র্‌লে বলে, পরমায় ক্ষয় ধর্ম্ম-শাস্ত্রে বলে, বঞ্চিত ধর্ম্মবল-সম্বলে, বলে ধরে সীতার কেশ, নির্ব্বংশ লঙ্কেশ, কালীর কেশ ধ'রে শুম্ভ হয় পতন ॥ ২৯

রামবনবাস।

ঘরের কপাট খুলে পাট করেছি এই তো চাকরীর সুখ। রামিস্ রামিস্ করতে করতে শুকিয়ে উঠে মুখ॥ আমায় হয় কাপড় কাচ্‌তে যমের হাতে খরপো কাসতে, পবনের হয় ময়লা বইতে, নইলে খাই চাবুক॥ মারা গেছে সুখের কিস্তি, গেলেই বলে ওরে মিস্ত্রি, কাপড় ভাল হয় না ইস্ত্রি, শুনে কাঁপে বুক॥ ৩০

জ্বলে মরি সহচরি! মন হুতাসনে, সোণার কমলিনী ক্যান' পড়ে ধরাসনে। বাঁচে কি মধুকর প্রাণে এ ভাব দরশনে। ত্রস্ত বলে ত্রস্ত এ শোকার্ত্ত চিত্তা সুস্থ কর এ ভাব কি নিমিত্ত, আর ত প্রিয়ার ত এ ভাব দেখ্‌তে পারিনে॥ ৩১

কেন চিত্ত চঞ্চল বল চারু-চাঁদমুখা। তোমা বিনা কে আছে আমার সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী॥ কেন আর কর রোদন, চাঁদবদনী তুলে বদন, ঘুচাও মনোবেদন, তুমি আমি ভিন্ন নই কি জন্যে তবে হও অসুখা॥ ৩২

নারীর অন্ত কে পায় সে যে বিধির অগোচর। অতি কু চরিত, ঘটায় বিপরীত, দুরিত-পুরিত, নারীর কলেবর॥ বাঘিনীরূপা ত্রিলোকে, রক্ত পলকে পলকে খায় তবু চায় লোকে, ভূলোকে কুলোকে সুলোকে, হয়েছে পুলকে নারীর সহচর॥ ৩৩

ব্রজলীলা।

ভক্তি বই কি হরি মিলে। ত্রিভুবন ভ্রমিলে, বিফল বল কেবল, সুধা হ্রদে নামিলে॥ নিতে হ'লে কাজের ছায়া, তাতে কি জুড়ায় কায়া, ফল হীন তথাপি মায়া নপুংসক জনমিলে। মতি স্থির কর আগে, ডাক কৃষ্ণ অনুরাগে, ফিরছে শমন বাগে বাগে, যাসনে নারকী সামিলে॥ ৩৪

মা তোমা ব্যতীতে। কে আর উদ্ধারিবে দুঃখার্ণবে পতিতে, কৃপা দৃষ্টি কর মাগো এই অতিথে॥ অন্বেষণ তন্ন তন্ন, করেছে মা এই কন্ন, কোথাও আমি না পাই উপযুক্ত অন্ন;—জঠর-জ্বালাতে আচ্ছন্ন, এসেছি দ্রুতগতিতে। উদরের দায় নয় সাধারণ, অতি কষ্টে প্রাণ ধারণ, কিসে হ'বে বারণ;—যশোদা গো তোদের কৃপায়, হ'বে না কি কোন উপায়, নিয়ত এই চিন্তা কি মা রবে মতিতে॥ ৩৫

বড় আশায় আসা গোপাল। এই এই বার দেখিব আমি, কেমন তুমি কৃপাল গোপাল হ'য়ে গোপগৃহে, ফাঁকি দিয়ে রবে কিহে, কাতরে তোমায় ডাকি হে, দেখ নন্দ-দুলাল॥ ৩৬

শঙ্কর রঞ্জন ভয়ভঞ্জন নির্ব্বিকার সার হে রঞ্জন। গোলোক-পুলক ত্রিলোকপুজ্য, ইন্দ্র যোগেন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য, গুহ্যাতিগুহ্য ধন॥ গোকুল-মাঝারে রতন-সাজে, মঞ্জীর কিবা চরণ বিরাজে, তাহে ক্ষীণ কটি, বদ্ধ পীত-ধটি, সে রূপ কোটি, কোটি লীলাজ-গঞ্জন॥

তরী ভাসিল সুন্দরী, ল'য়ে নবীন কাণ্ডারী। আমরা সব সখী মিলে, সারি সারি গাব সারি॥ হাল ধরিলে শক্ত নেয়ে, তুল্‌বে তরী তুফান খেয়ে, ঢেউ কাটিয়ে, যাবে বেয়ে, বাড়বে ভারি নেয়ের জারি॥ ৩৮

এ'ত নয় নয় সে গগনের তারা। কে জানে এ কেমন তারা, এ নহে সে বালীর তারা, নয় বৃহস্পতির তারা, যারে আরাধে সর্ব্বদা দেবতারা। এ যে সাধকের জ্ঞান-চক্ষু তারা, জগত নিস্তারা; ভবে ভাবেন যায় শঙ্করের তারা, উঠে নিত্য নিত্য শুক তারা, অচলা ধ্রুব তারা, নয়ন আছে যার দেখে এ তারা তারা॥ ৩৯

কাল বই ভাল কই সদাই বলে রাই। মাগো তোর্ মেয়ের কাছে, কালরই বড়াই জানে বড়াই॥ কাল কুসুম পেলে পরে, মালা গেঁথে পরস্পরে, কিশোরীর কণ্ঠোপরে, যতনে পরাই, সাধ পূরাই। আমরা'ত জানি ভাল রূপ, কিশোরীর কাল ভাল রূপ, কালর নিন্দায় বিষম বিরূপ, সেধে মন ফিরাই, বড় ডরাই। সখীর কোন অসুখ হলে, আমাদের সখী-মহলে, কালর গুণ গাই কুতূহলে, প্যারীকে শুনাই, ন'ইলে হারাই। কাল কাল কি হয়েছে, কালর ভাবে রাই রয়েছে, আমাদের মতি ল'য়েছে, সাধ্য কি ফিরাই, আছে ধরাই॥

প্রাণাকুল, না পাই কূল, এ গোকুল অন্ধকার। কেন হেন জ্ঞান মনে, কিসে হবে প্রতিকার॥ তুমি র'য়েছ ভবনে, গোপাল একা গেছে বনে, বিষম আতঙ্ক জীবনে, করেছে যে অধিকার। স্বপনে বড় অলক্ষণ, আমি ক'রেছি নিরীক্ষণ, সর্পে সব করে ভক্ষণ, শুনি'রে কেবল হাহাকার;—প'ড়েছি অকূল পাথারে, কূল পাইনে সাঁতারে, সে দুস্তরে কেবা তারে, দেখি কেবল নিরাকার॥ ৪১

ও রাখালের রাজা, ফল ভালবাসিস্ ব'লে রে ভাই। ফল অন্বেষণে, গেলাম বনে, এই দেখ ফল এনেছিরে তাই॥ বনে যে ফলটা লেগেছে মিঠে, দেখ্‌লাম অমনি দাঁতে কেটে, বাধ্‌লাম অমনি ধড়ায় এঁটে, আদ্‌খান খেয়ে রেখেছি বাকিটে, ফল খাওরে, খাওরে বড় মিঠে ফল কানাই খাওরে খাওরে, ফল আনা ফল সফল কররে কানাই॥ ৪২

গোবিন্দ অধিকারী।

(জীবনী ২য় খণ্ড সঙ্গীত-সার-সংগ্রহে ১২৩৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

খাম্বাজ—খেম্‌টা।

জীব কেন রে অচৈতন্য। দ্বৈত জ্ঞান ত্যজ, শ্রীঅদ্বৈত ভজ, নিত্যানন্দে পাবে চৈতন্য। শ্রীবাস গদাধরের অতুল মাহাত্ম্য, প্রভু তুল্য কিন্তু নাহি প্রভুত্ব, প্রভুতে দাসত্ব এই পঞ্চতত্ত্ব, কে করে রে তত্ত্ব সেই তত্ত্বজ্ঞানী, সম্বন্ধেতে ধন্য। প্রভুর প্রিয়োত্তম, ছয় গোসাই গুণবন্ত, দ্বাদশ গোপাল চৌষট্টি মোহান্ত, শান্ত মহাদান্ত; ভক্তের আদি অন্ত, কে করিবে অন্ত, অনন্ত ভ্রান্ত জীব সামান্য। প্রভু শ্রীনিবাস, পূরাও অভিলাষ, ঘুচাও অভিলাষ, হৃদয়ে কর বাস, দেহ শ্রীপদে বাস; দাসের এই আদেশ, তব দাসের দাস, কর গোবিন্দ দাসের বাসনা পূর্ণ॥ ১

সিন্ধু—ঝাঁপতাল।

শ্রবণ মঙ্গলং। হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরণ্যথাং॥ তন্ত্রে কিবা মন্ত্রে জীবনান্তে হরিনাম বিনে সব বিফলং; কালকলুষনাশন তারণ কারণ, জগত কুশলং। দূর কর গর্ব্ব, হর সর্ব্ব কুভাব,— উপসর্গ স্বভাব, ধর স্বর্গ স্বভাব,—কর যজ্ঞ যাগ, যজ্ঞ নহে যোগ্য যোগেশ্বরের নাম কেবলং। ভক্তিভরে যেই জন, লয় নাম পায় ত্রাণ, স্মরণে যন্নাম, গ্রহণে যন্নাম, চিত্ত নির্ম্মলং॥ ২

বসন্ত—তিওট।

কমলিনি গো! সতত কি থাকে অলি কমলে? তোমার শ্যাম-রায়, যেন চঞ্চল প্রায়, যখন যথা যায়, মধু খায় গো! সেই ফুলে॥ ত্রিভঙ্গ কাল, সে ভৃঙ্গ কাল, জানা আছে চিরকাল, এরা দুই কাল, ভাল নয় কোন কালে॥ দেখ কৃষ্ণের গুণ বংশীস্বর, অলির গুনগুন স্বর, দুই স্বর সরমার যেমন,—স্বর্ণকার যেমন, কুম্ভকার যেমন, স্বভাবে তোর কৃষ্ণ তেমন, হ'লে স্বকার্য্য-সাধন, ফেলে যায় চলে॥ ৩

ইমন্‌—বং।

অধৈর্য্য হইলে প্রিয়ে প্রেম-ব্যথা বিষম দায়। প্রাণ যায়, মান যায়, প্রেম-দায় হয় প্রমদায়॥ অসম্ভব হলে ক্ষুধা, লোকে বলে দুষ্টক্ষুধা, দিবসে চাঁদের সুধা, চকোরে কেমনে পায়॥ তুমি হে প্রণয়-দাতা, আমি প্রণয় গ্রহীতা,—তরুলতা বিভিন্নতা, কে কোথা দেখিতে পায়॥ ৪

ইমন—একতালা।

মিছামিছি, পাঠাপাঠি আমারে আমার বল। সভাবে সকল তোষ, অভাবে আমি কেবল॥ তোমার যে ভালবাসা, ভদ্রাসনে

ফণীর বাসা, সাধুর স্থানে চোরের বাসা, পীযূষ মিশা গরল ॥ ৫

বিভাষ—তিওট।

চম্পক বরণী বলি, দিলি যে চমক কলি, এ ফুলে এ কল আছে কে জানে। এতো ফুল নয় ভাই! ত্রিশূল অসি, মরমে রহিল পশি, রাই-রূপসীর রূপ-অসি হানে প্রাণে ॥ শ্রীরাধাকুণ্ডবাসী, শ্রীরাধাতুল্য-বাসী, অসি সরসী বাসি কাননে ॥ এখন বিনে সেই রাই-রূপসী, জ্ঞান হয় সব বিষরাশি, গরল গ্রাসি নাশি জীবনে ॥ আমার মিথ্যা নাম রাখালরাজ, রাখাল সঙ্গে বিরাজ, রাখালের রাজ আজ্ঞে কাজ কি জানে ॥ যদি নাই পাই রাধা, জীবন যার নাই রে রাধা, আনিতে জীবন রাধা, যারে সুবল সুবোল বদনীর স্থানে ॥ ৬

বারোঁয়া—একতালা।

দীনবন্ধু হে! সেই দিন দেখ্‌বো তোমায়, কেমন পরম বন্ধু তুমি। যে দিনে শমনরাজা মোরে, সমনজারী ক'রে কোন ফেরে, ঘোরে দ্বারে বন্দী হই আমি ॥ হরি! তুমি অকপট, আমি হে কপট, কপট-প্রেমে তুমি নও হে প্রেমী ॥ যদি অকপট-প্রেমে (একবার) ডাকিতাম তোমায় ভ্রমে, তবে এমন কপট-প্রেমে ভ্রমে কি ভ্রমি ॥ হরি! তুমি অতি সৎ, আমি হে অসৎ, অসৎ সঙ্গে বসন্ত, অসৎগামী;— এখন যেরূপ নিরন্তর, হতেছে অন্তর, জ্ঞান সর্ব্বান্তর অন্তর্যামী ॥ তুমি অগতির গতি, তোমা বিনে গতি, নাহি অন্য গতি, ভারত ভূমি,—কর যা ইচ্ছে তোমার, রাখ' কিবা মার, দাস গোবিন্দ তোমার, তুমি হে স্বামী ॥ ৭

ঢপের সুর।

হরি! এই দেখ কমলে। কমলিনী পড়ে স্থল-জলে ॥ জলেতে না জুড়ায় জীবন, জলে আরো দ্বিগুণ জলে। বলিতে আমার অন্তর জ্বলে, রাই রয়েছেন অন্তর্জ্জলে, এলে যদি অন্তকালে, বাজাও বাঁশী রাধা বলে ॥ হেরিয়ে উৎকণ্ঠা রাধার হ'লো কণ্ঠশ্বাস, নৈরাশ হেরি জীবনে, জীবনের নাই আশ, রাধার স্থির হয়েছে কমল-আঁখি, মুমূর্ষু-লক্ষণ দেখি, কেবল জীবন যেতে বাকী, আছে তোমায় দেখবেন বলে ॥ ৮

ঝিঁঝিট—খেম্‌টা।

পোড়া লোকের মিছে কথায় রাধা মিছে কলঙ্কিনী। শ্যামের বামে থাকে সুবল, লোকে বলে কমলিনী ॥ কোন দোষে দোষী নয় শ্রীরাধে, সদা দেবতা আরাধে, শ্রীগোবিন্দ পরিবাদে, কতই বলি মন্দবাণী ॥

আলিয়া—ঠুংরি।

ঐ দেখ কুটিলে আমার ঘরের বধূ আছে ঘরে। না দেখে আপন ঘরে, লোক হাসালি ঘরে ঘরে, গোপন কথা স্বপন দেখে, আগুন জ্বাল আপন ঘরে। বৃষভানু ভানু

ণা, কৃত্তিকের কীর্ত্তিকে ধন্য, তাদের
ন্য। নয় সামান্য, অমান্য কি মান্য ঘরে ॥১০

ছড়া।

সুরস সরস বাক্য হেরি গুরুজন। প্রণাম করিয়ে রাধা করে নিবেদন॥ আমার দুঃখের কথা শুন ঠাকুরাণী। যে যা বলে ভাল মন্দ কিছুই না জানি॥ আলুয়িত কেশ আর বাঁধিতে না পারি। তথাপি আমারে কহে কলঙ্কিনী নারী॥ ভালবাসে ভালবাসি ব্রজ নারী সব। গোবিন্দ কহয়ে জানয়ে কেশব॥ ১১

বিভাস—একতালা।

আমি কেমনে বুঝাই মনকে। ভুলে ভোলে না কুগমনকে॥ অধাম্মিকে যেমন ম-দরশন, অভয়ার যেমন ভয় দরশন, বন্ধজনার যেমন চন্দ্র দরশন, দাস-দরশন পনকে॥ ১২

টপ্পা—খেমটা।

কুটিলে বলে মা! একবার দেখ না গো বার হ'য়ে। জল আনিতে গেল রাধা বাধা না মানিয়ে॥ খুঁজে এলাম প্রতি ঘাটে, নাইকো বউ কোন ঘাটে, ঘাট ছেড়ে গেছে আঘাটে, আয়ান দাদার মাথা খেয়ে॥ ১৩

খাম্বাজ—ঝাঁপতাল।

অনেক মায়া জানে। কুলবতীর কুল মজায় বংশী বাজায় বনে বনে॥ কেউ বসন চোর, কেউ ভূষণ চোর, কেউ মাখন চোর, কেউ মন-চোর, চোরের কথা নাহি অগোচর, দশ বারো চোর এক খাপনে। কেউ করে গোয়েন্দা গিরি, কেউ বা করে সিঁদেল চুরি, আছে চতুর বৃন্দানারী, শাক দে, মাছ দে ঢাকে গোপনে॥ চোরের গুরু নন্দনের বেটা, সে বেটা এক বিষম ঠেটা, তার কদমতলায় যত লেঠা, যেন স্যাঁকুল কাঁটায় কাপড় টানে॥ ১৪

নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়।

(জীবনী ২য় খণ্ড সঙ্গীত-সার-সংগ্রহে ১২২৭পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।)

কীর্ত্তন—কাওয়ালী।

আমি মুক্তি চাইনে হরি। পড়িয়ে বিপদে, তোমারি শ্রীপদে, ভক্তি ভিক্ষা করি। আমি আসিব যাইব, চরণ সেবিব, হইব প্রেম অধিকারী। আমায় এই দাও প্রসাদ, সেবা অপরাধ, যেন ঘটাও না বংশীধারী। চিনি হওয়া চেয়ে চিনি খাওয়া ভাল, আমি দেখিলাম চিন্তা করি, সাষ্টি সামীপ্য, করি লক্ষ লক্ষ মোক্ষ বাঞ্ছা নাহি করি। সেই যমুনার কূলে, শ্রীরাস-মণ্ডলে, রহিবে রাস-বিহারি। যেন জন্মে

জন্মে আসি, হ'য়ে সেবাদাসী, চামর ব্যজন করি ॥ ১

কীর্ত্তন।

আমি আর কিছু ধন চাই না। কেবল চরণ-ভিখারী যে পদ-বৈভব জানেন না বৈভব, ভবার্ণব-তরণ-তরী ॥ যে চরণ করিলে স্মরণ, ঘটে না, ঘটে না অকালে মরণ, আমায় দেও হে চরণ, অধমতারণ, বারিদবরণ বংশীধারী। বৃন্দাবনে তুমি ব্রজনায়ক, একমাত্র জীবের চরমদায়ক ঐ পদের আছে অনেক গ্রাহক, অনেকে দিয়াছ হরি। কণ্ঠের মনে এই করি রে প্রত্যাশা, সেই জন্মেতে ঘরে ফিরে ঘুরে আসা, এই বারেতে হরি পূর্ণ কর আশা। আমি আর যাওয়ার আশা করিতে নারি ॥ ২

কীর্ত্তন।

(একবার) ডাক রে বীণে তারে, সুমিলিত তারে, ভাবাবধি দুস্তারে নিস্তারে যে জন। অন্য রাগ ত্যজ, অনুরাগে মজ, একতান মধুর স্বরে রাগ শ্রীমধুসূদন ॥ ওরে সপ্তস্বরে পূর্ণ করি তিন গ্রাম, শ্রীরাগে শ্রীকান্তে ডাকরে অবিরাম (ওরে) নামের ফলে পাবি অন্তে মোক্ষধাম, পূর্ণকাম হবে সত্বরে। তুমি বিনে বীণে নাই অন্য বল, ত্যজে কুপ্রবৃত্তি হরি হরি বল, ভবে তরিবার সম্বল, আর কি আছে বল, (ওরে) সার কেবল সেই শ্রীহরির চরণ ॥ (ওরে) বহুদিন তোমায় রেখেছি সুতানে, তুমি রক্ষা মোরে কর রে এই বারে, ধরিবে যখন করে শমন-কিঙ্করে, উচ্চস্বরে হরি বলিবে তখন ॥ ৩

(ভারতেশ্বরীর মৃত্যুপলক্ষে)

খাম্বাজ—আড়খেমটা।

ভারত অন্ধকার এত দিনে। হরি হরি হরি, পন্থা নাহি হেরি, ভারতেশ্বরী মা বিনে। হায় হায় একি হইল দুর্দ্দিন, সুখময় সূর্য্য কালাভ্রে বিলীন, কাতরে কাঁদিছে নবীন প্রবীন, সবার বদন-নলিন মলিন এক্ষণে ॥ দৈবযোগে দুঃখ হইলে রাজার, কোন রূপে সুখ থাকেনা প্রজার, তাইতে ত সকলে করে হাহাকার, অন্ধকার হেরে ভবনে ভুবনে। বালক বৃদ্ধ যুবা সকলে অস্থির, বালকে না পিয়ে মাতৃ স্তন-ক্ষীর, ভারত-বাসীর সব অধঃশীর, নিরবধি নীর বহে দুনয়নে ॥ বঙ্গবাসীর রাজভক্তি যুক্ত মতি, আবলিত হিতবাদীর সংহতি, আনন্দ-বাজারে নিরানন্দ অতি, কাঁদেন বসুমতী কাতর বচনে ॥ বাগীচা কি বনে বৃক্ষাদি সকল, বিয়োগে বিদীর্ণ বিগলে বাকল, টপ্‌ টপ্‌ পড়ে পত্র নেত্রে জল, কাঁদি স্ব স্ব তল ভিজায় বিহানে ॥ শীতান্তে করিতে বসন্তে সাক্ষাৎ, নহেরে বৃক্ষের পত্রাবলী পাত, ভূতলে ভারত-মাতার নিপাত, তাইতে পত্র পাত প্রজার ক্রন্দনে ॥ মত্ততাবিহীন হয়েছে মাতঙ্গ, সুরঙ্গে গমন করে না তুরঙ্গ, রঙ্গের রঙ্গ হয়েছে সুরঙ্গ, পুড়িছে পতঙ্গ পড়িয়ে আগুনে ॥ বঙ্গে বঙ্গবাসী হয়েছে

শীর্ণ, উদরের অন্ন নাহি হয় জীর্ণ, সকলে ধরেছেন মহাশোক চিহ্ন, হৃদয় বিদীর্ণ এই দুর্ঘট ঘটনে॥ কলিকাতা বোম্বে মান্দ্রাজ হাইকোর্টে, সর্ব্ব জেলা কোর্টে, আর পেটি কোর্টে, সর্ব্বস্থানে শোক-বহ্নি জ্বলে উঠে ক্রন্দনের ধূম ধাইছে গগনে। ইং-লণ্ডে কাঁদেন পার্লীয়মেণ্ট, কলি-কাতায় কাঁদেন লাট গভর্ণমেণ্ট, সর্ব্ব স্থানে সবে হয়েছেন উৎকণ্ঠ, জ্ঞানহীন দ্বিজ নীলকণ্ঠ ভণে॥ ৪

লোকনাথ দাস।

নিপুণ যাত্রার দলের অধিকারী। 'লোকা খোপা' নামে সাধারণে বিশেষ পরিচিত। লোকনাথ দাসের যাত্রার দল বঙ্গের বহুস্থানে অভিনয় করিয়া সুখ্যাতি লাভ করিয়াছে। লোকনাথ স্বয়ং একজন সুগায়ক।

ললিত বিভাস—আড়াঠেকা।

এই যে ছিল কোথায় গেল কমলদল-বাসিনী। লোকলাজ ভয়ে বুঝি, লুকাল শশীবদনী॥ এই যে দেখি কালীদয়, সকলি ত জলময়, কালী যদি সদয় হয়, তবে জীবন রয়;—কোথায় গেল সে সুন্দরী, কোথা বা লুকাল করী, এ মায়া বুঝিতে নারি, (বুঝি) জ্ঞান হয় হরধরণী॥ ১

খট্—খং।

কোথায় আজ গো শঙ্করী। (মা) পড়ে ঘোর দায়, ডাকি মা তোমায়, বন্ধন-জ্বালায় প্রাণেতে মরি। তরী ল'য়ে যখন আসি মা সিংহলে, যাত্রাকালে মুখে দুর্গা দুর্গা বলে, দুর্গানামের ফল এই কি মা ফলে, কুলে আসি শেষে ডুবালে তরী। ২

বিভাস—আড়াঠেকা।

করুণা কুরুমে করুণা। করুণা দানে করুণা কৃপণতা ক'রো না। যাত্রা কল্লেম দুর্গা ব'লে, সুযাত্রায় কুযাত্রা ফলে, তবে তোমায় দুর্গা ব'লে, কেউ আর তারা ডাকবে না। বেদাগমে এই শুনি, দুর্গে দুর্গতি-নাশিনী, ও মা! সিংহলে সিংহ-বাহিনী, ঘুচাও দাসের যন্ত্রণা। কালীদহে কাল জলে, কমলে কামিনী হ'লে নানারূপ দেখাইলে, ক'রে কত ছলনা। দ্বিজ কিশোর তোমার পুত্র, পুত্র বৈ আর নয় মা শত্রু, ঘুচাও পুত্রের কর্ম্মসূত্র, লোকে যেন হাসে না। ৩

হরি-সংকীর্ত্তন।

(নানা ব্যক্তি বিরচিত।)

কীর্ত্তন।

জীবের থাকতে চেতন হরি বল মন, দিন গেল দিন গেল। দিন গেল, দিন গেল রে মন, দিন গেল দিন গেল॥ ওরে জগাই মাধাই পাপী ছিল, তারা হরির

নামে তরে গেল। ওরে রূপসনাতন দু'ভাই ছিল, তারা বিষয় ছেড়ে (তারা বিষয় ছেড়ে) ফকির হ'ল। (ওরে) রত্নাকর দস্যু ছিল, সে যে হরির নামে (সে যে হরির নামে) তরে গেল। ওরে অহল্যা পাষাণ ছিল, সেই চরণ পরশনে (চরণ পরশনে) মানব হল। ওরে মন রে তোর পায়ে ধরি, এবার আমায় নিয়ে (এবার আমায় নিয়ে) ব্রজে চল। ১

কীর্ত্তন।

হরি বলে আমার গৌর নাচে। নাচে রে অদ্বৈত আমার হেমগিরি মাঝে, (ভাবে ভোর হ'য়ে আমার গৌর নাচে রে—হরিবোল বলে আমার গৌর নাচে রে) (অরুণ নয়নে ধারা প্রেমে ঢুলু ঢুলু আঁখি ভোর) গোরার রাঙ্গা পায় সোনার নূপুর রুনু ঝুনু বাজে (আমার গৌর নাচে) থেক রে বাপ নরহরি চাঁদ গৌরের কাছে—গোরার রাধা রসের গড়া তনু ধূলায় পড়ে আছে। (নদের কঠিন মাটি রে)॥ ২

কীর্ত্তন।

হরি বল হরি বল বলে কে যায় নদের বাজার দিয়ে রে। ওরে সোনার নূপুর রাঙ্গা পায়। ওরে নগর দিয়ে হেঁটে যায় (দেখ রে) হেলে পড়ে নিতায়ের গায়। ও দেখ রে নূপুর পঞ্চম গায়। ওরে মার্লি কান্দা নিতায়ের গায়, (দেখ রে) রক্তে অঙ্গ ভেসে যায়। ওরে জগা বলে মাধাই ভাই, এমন রূপ আর দেখি নাই, এমন নাম আর শুনি নাই। (ও ভাই রে এমন নাম আর শুনি নাই)॥ ৩

কীর্ত্তন।

হরি বল বল জগাই মাধাই, তোরা নেচে নেচে দুটী ভাই। এ নাম মধুর বড়, ছোট বড়, কারো বল্‌তে বাধা নাই। তোরা মন প্রাণ খু'লে, সুখে দুই বাহু তু'লে, মুখে বল হরি বল বল, তরবে না গোল তব্‌বি অকূলে; হবি সদানন্দ, নিরানন্দ অন্তরে পাবে না ঠাঁই। শোনরে হরিনামের গুণ, ঐ নাম স্বগুণে নির্গুণ, (নামে) পালায় শমন, রিপুদমন, নিবে পাপাগুণ, হরিনামামৃত পান করিলে ভব-ক্ষুধা দূরে যায়। এই হরির নামে হয় ব্রহ্মার ব্রহ্মভাব উদয়, শিব ত্যজে কাশী, শ্মশানবাসী, হ'লেন মৃত্যুঞ্জয়, নামে মুনিগণে নিবিড় বনে, মহাসুখে কাল কাটায় প্রহ্লাদ হরিবল ব'লে, পর্ব্বত অনলে জলে করীর পদ-চাপনে বাঁচল প্রাণে, থেকে স্মরলে ভাই॥ ৪

তেওট।

'আমি সুধাই তাই ও দয়াময়, (বল কার ভাবে নদে এসে হ'লে হে উদয় ওহে কালশশী ত্যজ চূড়া বাঁশী, কেন গৌ বেশে নদীয়ায়। (আমি শুধাই তাই হে ছিলে ব্রজে রাখাল, হ'লে শচী-দুলাল

তব ধন্য লীলা লীলাময়। (ওহে। লীলাময় ওহে)

ঝাঁপতাল।

কি উদ্দেশে গৌর দেশে গৌর হয়েছ কানাই। কোথা রে তোর ব্রজসখা, সখা বলে মনে নাই। কাঁদাইয়ে বজবাসী, হাসাইছ নদেবাসী (দয়াময়) কি দোষেতে বজবাসীর, এ দুর্দ্দশা বল তাই।

পঞ্চমসোয়ারি।

কি অভাবে ব্রজ ছেড়ে, এলে হে নদীয়া পুরে, (ব্রজ জীবন ওহে শ্যাম রায়) (ওহে কে বুঝে তোমারি লীলা, দয়াময় দয়াময়, ওহে দয়াময়)

মেলতা।

ওহে যত নদেবাসী, তব প্রেমে ভাসি, নদে করেছে আনন্দময়। (তব প্রেমে মেতে হে)॥ ৫

তিওট।

ওহে দীনবন্ধু! তুমি করুণাসিন্ধু ও নাম স্মরণে হয় ভবসিন্ধু পার। এ সংসার-সব আমার, তুমি সারাৎসার, যত নিত্য বাসনা, কেবল ঐ বাসনা, করি বাসনা ও নাম রসনায় না ডাকিয়ে একবার। দুরন্ত কৃতান্ত অনিবার আমি শুনেছি পুরাণে যে ভজে সমনে জয়ী শমনে—ও নাম বিহনে জীবের গতি নাহি আর।

লোফা।

বলি ওহে জগবন্ধু জগত মূলাধার, কৃপাসিন্ধু বিন্দু বিতরণে কর ভবসিন্ধু পার।

তিওট।

আমি যেজন্য ভবে এলাম ভ্রমে সব হারাইলাম, হায় কি করিলাম, কেন এলাম হে। ভব-সংসারে আসা কেবল হ'ল সার। (ওহে দীনবন্ধু)॥ ৬

কীর্ত্তন।

বল রে বল বল হরিবোল বল বদন-ভরে। দূরে যাবে ক্ষুধা, নাম-সুধা পান কর্‌বে প্রাণভরে। (এই নাম পান কর আর গান কর রে) ভবে ভয় না রবে, হরিনামের গৌরবে, অনায়াসে যাবে তরে এই ভবার্ণবে (সে যে) পারের কড়ি চায় না রে ভাই। বিনামূল্যে পার করে (অধম ডাক্‌লে পার করে) (হরি) কাঙ্গাল ডাক্‌লে পার করে হরি নিজে কর্ণধার করেন পাপী তাপী পার, তিনি প্রেমিক ভিন্ন করেন না পার যে তাঁহারে প্রেম করে॥ ৭

কীর্ত্তন।

হরি হরি বলে ডাক্ দেখি মন রসনা। তাঁরে ডাক্‌লে পরে কর্‌বে কোলে শমন ছুঁতে পারবে না। ভক্তি-ভরে, ডাক্‌লে পরে, ভবভয় আর রবে না। (ভোলা মন শোন রে আমার) আমি দীনের কাঙ্গাল, ওহে দয়াল, পূরাও মনের বাসনা। যে জন হরি বলে ডাকে, শমন-ভয় আর থাকে না। (ভোলা মন শোন্ রে আমার) তুমি নীরদ-বরণ, অধম-তারণ, পূরাও মনের বাসনা॥ ৮

কীর্ত্তন।

গোলোকবিহারী হরি দুরিতবারণ। ভবে এলে দুখ পেলে, তরাতে পাতকীজনে॥ হরে-কৃষ্ণ নাম ধরি, ধরাধামে অবতরি, বিতরি চরণ-তরি, তরালে অধমগণ॥ ব্রজ-কুঞ্জবনবিহারী, শিখিপাখা শিরে ধরি, ধরি বাঁশরী, কালশশী কলিবাসী পাপ কর নিবারণ॥ যমুনার তীরে আসি, বাজালে মোহন বাঁশী, ব্রজবাসী হৃদে-পশি মজালে অবলা মন॥ গোপীগণ মনোহারি, কেন হে নিঠুর হ'লে, কেন নাহি দেখা দিলে, অভাজন ডাকে তোমা ওহে বিঘ্নবিনাশন॥৯

তিওট।

ওহে দীননাথ! দীনের উপায় কর, পাপ তাপ হর, মুছাও নেত্রবারী, জুড়াও মনের বেদনা সে যন্ত্রণা প্রাণে তো সহে না, স্মরণে তব শ্রীপদ নাহি রহে বিপদ, আমায় দাও হে অভয় চরণ-তরি॥

(লোফা)

নামটী তোমার অধম তারণ (শুনেছি হে প্রভু) পুরাও বাসনা অধমজনের হে॥

(একতালা)

বাজাও বিবেকবাঁশী ওহে বংশীধারী ভকত-হৃদয়ে, ভুলাও মোহনসুরে ওহে মুরারে মনোবৃত্তি সখীচয়ে। (ওহে বিবেক-বংশী বাজাইয়ে) কৃপাদৃষ্টি কর। ভক্তি-যমুনা-কুলে, প্রেম-কদম্ব-মূলে সুমতি রাধিকা সনে। নব নব বেশ ধর, ওহে নটবর, ভক্ত-হৃদয়ে-বৃন্দাবনে। (ভক্ত মনোবাঞ্ছা পুরাইতে) হরি দয়া করি এস॥

তিওট।

বাজাও মুরলী বনমালি দিব হে কর-তালি সকলে মিলি, প্রাণ কুঞ্জবন মাঝে সাজ হে মোহন সাজে, যেন চরমে ঐ রূপ দেখিয়া মরি॥ ১০

কীর্ত্তন।

মধু মধুমাস মধুর যামিনী,। পৌর্ণমাসী শশী ঢালে উজারা চাঁদিনী বহে মলয় পবন, কোকিল কুহরে ঘন, হরি রঙ্গে মাতি খেলে ব্রজ-গোপ-গোপিনী॥ লালে লাল যমুনা তীর, উড়ে কুঙ্কুম আবির, মলয় ধীর সমীর লাল ব্রজভামিনী। লালে লাল শ্রীবৃন্দাবন, লাল রত্ন-সিংহাসন, লাল মদন মোহন, লাল রাধারাণী॥ সুর নর সিদ্ধ চারণ, আর যত জীব মহান, প্রেমময় প্রাণে হেরে, মধুর মিলন, গায়ে আনন্দে সবে প্রেমানন্দে, জয় শ্যাম জয় রাধা ব্রজ-প্রমোদিনী॥ ১১

তিওট।

কিবা শোভা মোহন রূপে মুরলীধর। (নয়ন হের রে) রূপ হেরে মন হরে ঐ অতুল রূপের আকর। শ্যাম নব জলধর তায় হলেন গৌর সুন্দর॥ (নয়ন হের রে)।

আড়খেমটা।

অপূর্ব্ব নদে নগরে হরি। বিরাজে শক্তি সঙ্গেতে করি (নয়ন হের রে) ওরে বিনোদসুন্দরী। শিখি চূড়া পীত ধড়া তেজে হৃষিকেশ। হের কটিতে কৌপিন ঝাঁটা শিরে নাহি কেশ। (নয়ন হের রে) কিবা গৌর বেশ।

লোফা।

ব্রজলাল নন্দ-দুলাল হরি, শচী-লাল এবে মূরতি ধরি। (নয়ন হের রে) ওরে নদে-বিহারী।

ধামার।

জীবের উদ্ধার হেতু গৌর নিত্যধন, মেদিনী মাতায় করি হরিনাম বিতরণ।

মেলতা তিওট।

চৈতন্য চৈতন্য রূপেতে ঐ গৌর সুন্দর (নয়ন হের রে) ॥ ১২

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

জানি কার রূপসাগরে ঝাঁপ দিয়ে ও গৌর হয়েছে॥ তারে ধরবে, ব'লে ঝাঁপ দিলে, থাই পেলে না নদে উঠেছে॥ কারে জানি বাসতো ভাল, সে মনের মত ছিল, সদা ওর মন ছিল সেই রূপের কাছে; ও তার পেলে না কল, তাইতে বিকল, অন্তরে ওর দাগ লেগেছে॥ সদা ওর মন পুড়ে যায়, নয় স্থির ভ্রমে বেড়ায়, তাপিত প্রাণ শীতল হয় স্থান কোথায় আছে; তার প্রেমানলে হৃদয়, নয়নে নিশানা আছে। নাইকো ওর দুঃখের অন্ত, হয়েছে পথশ্রান্ত, সদা তার ভ্রান্ত নয়ন ঝুরতে আছে; কৃষ্ণকান্ত বলে শান্তি নাই তার, যাবজ্জীবন তাবৎ আছে॥ ১৩

রূপক।

চল চল ব্রজে চল, মদনমোহন। আজি শূন্যময় হেরি বৃন্দাবন॥ আশা-পথ নিরখি, চাতকি-সম সব সখি, হেরি ভাবি গগনে কাল বরণ। চকোরি চাঁদ বিহীনা, চিত ধৈরয মানে না, কেন নিদয় নিঠুর বংশীবদন।

পঞ্চমসোয়ারি।

ওহে ওহে বংশীধারি, চরণে মিনতি করি, ব্যথা দিতে ব্যথা নিতে এসেছ কি হে মুরারি! অভিমানে ধূলি দিয়ে, ব্রজে চল ব্রজের হরি, কোমল চরণে যদি, চলিতে নাহিক পার, হৃদি-রথে আরোহিয়ে, মোহনসাজে সাজিয়ে মুরলী করে লইয়ে রাধা রাধা রব কর। স্মৃতি মাত্র জাগাইয়ে মধুপুরি পরিহর।

একতালা।

রাধা বিনোদিনী রাজার নন্দিনী, বিপিন-বাসিনী তোমার তরে, ভাসে আঁখিনীরে কানু কানু স্বরে, কেমনে আছ প্রাণ ধরে রম্য বৃন্দাবন শ্মশান-সমান, মলিন কুসুম কানন, নীরস তমাল নীরব কোকিল, বিহগ করে না কূজন। যমুনা উজানে বহে না কলস্বনে, গাভী চলেনা গোষ্ঠ পানে, গোপ-গোপিনীগণ, শোকে নিমগণ, অচেতন

বঁধুয়া বিহনে, কেঁদে কেঁদে নন্দরাণী, হারায়ে নয়ন-মনি, পড়ে ব্রজের উন্মাদিনী, রাখিবে না ছার প্রাণ, বিহনে নীল-রতন, পাবে কি হারা-ধন কোলে ॥

মেলতা।

শুন হে বংশীধারী রাজ-বেশ পরিহরি, ধর রাখাল-বেশ রাখাল-রাজ রাধারমণ ॥১৪

রূপক।

ভয়হারী হে, চক্রধারী, কালের চক্র হরি প্রাণ জুড়াও হরি। তোমার অনন্ত করুণায় মতিহীন গতি পায় প্রেমানন্দে হয় প্রেমোদয়। চাই না অন্য ধন শুধুই সুধার প্রেমভিখারি।

পঞ্চমসোয়ারি।

হে প্রেম-পয়োধি জানি গুণনিধি, ভব-রোগে মহৌষধি তব নাম আত্মবিদ্যা পরমার্থ, তত্ত্বজ্ঞানে অসমর্থ, নাম গেয়ে তাই হই কৃতার্থ পুরাই কাম। ওহে শ্যাম নাম গেয়ে তাই হই কৃতার্থ অবিরাম।

ঝাঁপতাল।

নামের মত গুণ মহিমা, বেদ পারে না দিতে সীমা, শিব উদাসী সন্ন্যাসী যে নামে। (হে শ্যাম) সত্যভামার ব্রত-কালে, নারদ ঋষি দেখিয়ে দিলে, শ্যাম হতে নাম গুরু ভবধামে (হে শ্যাম)

দোলন।

তোমার চরণ-ধনে অতি গোপনে ব্রজ-রাজ হে রসরাজ দীননাথ ওহে দীননাথ। পূজিব হৃদয়ে রাখি যতনে।

আড়খেমটা।

হৃদি কুঞ্জে এস শ্যাম, বামে শ্রীরাধা ত্রিভঙ্গ ঠাম, মধুর অধরে সেই মোহন বাঁশী রাধার বিধুমুখে মধু হাসি নামে ভক্তিরূপ কমলদলে দিব প্রেম-তুলসী পদতলে। ধন্য হব হে হেরি যুগলরূপ মাধুরী। ১৫

কীর্ত্তন।

হরি বলে সবে ডাকি আয়, দয়াল হরি দিবেন পদাশ্রয়। শ্রীপদ যেবা পায় তার বিপদ নাহি রয় ॥ হরি পতিতপাবন, নামে তবে পাপীর জীবন, (লোকে বলে হরি দয়াময়) (নামের নাকি [illegible]না নাই রে) হরি নামের গুণে মহা[illegible] মৃত্যুঞ্জয় ॥ হরি বলিতে বলিতে মাতিয়ে প্রেমেতে চল হে নগর মাঝে, (কেবল হরি হরি হরি বলে) (সুধামাখা হরিনামের রোলে) নাম বিলাব সদলে, মাতাব সকলে, শিখাব শমন-রাজে কেন অলসে অবশে, মোহমায়াবশে বদ্ধ ভব-পাশে, যামিনী দিবসে, ভুলে নিজ পরিণাম, ছেড়ে হরিনাম, বুঝিবে কি বল অবশেষে, দেখ না অকালে ভবে ঘটে যে প্রলয়। হরিবোল হরিবোল হরি-বোল বলি আয়। ১৬

কীর্ত্তন।

বৃথা অবসান মন দিনমান তোল বয়ান ডাক হরি বলে। নামে পাষাণ গলে, অনা-য়াসে শীলে ভাসে সলিলে। তাহে রসনা রসাইলে মোক্ষফল ফলে। হরি দীননাথ,

অনাথের নাথ, যিনি জগন্নাথ। যেতে ভব-সাগর পার, হরি মাত্র মাঝি তার, চরণ-তরণী সার, কাণ্ডারী আপনি শ্রীনাথ। একবার নাচ দেখি, মাতয়ারা ওরে মনভৃঙ্গ, ছাড় রসরঙ্গ, অসৎসঙ্গ, সফল কর অঙ্গ। (ও হরি বোল বলে রে হরি হরি বোল বলে রে) যত্নে মিলে রতন, ভক্তিতে নারায়ণ পরেন বন্ধন। বাঁধ জোরেতে রাঙ্গা-চরণ মহীতলে॥ ১৭

কীর্ত্তন।

হরিনাম-রসেতে ডুবি আয়, প্রেমের জুয়ার বয়ে যায়। ঐ দেখ প্রেমের নদী যমের সাগর (হরিবোল হরিবোল বল রে ভাই) ওরে উথলে পড়ে উভরায়, ওই ব্যাধি-ঢেউ আর শোকের তুফান (হরিবোল হরিবোল বল রে ভাই) হরি বল্‌তে বল সব হারায়। ও সেই স্রোতের মুখে সুধার ধারা (হরি-বোল হরিবোল বল রে ভাই) তাতে অমরে ঝাঁপ দিতে চায়॥ ১৮

কীর্ত্তন।

হৃদয়ে উদয় হও দয়াময়, পাপ-তাপ হয় যাবে হে দূরে। আমি অতি দীনহীন পাপে মোহে অনুদিন (দীননাথ হে) কাটে জীবন হরি ভুলি তোমারে॥ বিষয়-বাসনা কিছু ত রহে না (দয়াময়) ভব নাম নিলে একবার। এস ওহে প্রেমময়! নাশ চিন্তা নাশ ভয়, রাখ পদে কাতর কিঙ্করে (হরি হে) দেখ অতল অপার, এ সংসার-পারাবার, না রাখিলে ডুবিব পাথারে। (হরি হে) দেখো রেখো দীনে রাঙ্গা-চরণে (হরি শেষের সে দিনে) ভুলনা অধমে, হরি শেষের সে দিনে, যেদিন মিশাবে প্রাণ স্বপনে (হরি শেষের সে দিনে) তুমি বিধির বিধাতা ত্রাতা, বিশ্বপাতা শান্তিদাতা, দেহ শান্তি শান্তিহীনে, পাপী-তাপী-পরিত্রাতা। যোগী ঋষি মুনিগণ যতনে, পেতে চরণ, হরি তোমা বিহনে, এ ভব-ভবনে, কে তারে বল শমনে। হরি হৃদয়ের স্বামী তুমি, সর্ব্বভূত গামী (প্রাণ সখা হে) দিও পদ-তরি অকূল পাথারে॥ ১৯

কীর্ত্তন।

সদাই হরি হরি হরি বল ও মন রসনা। হরিনাম-ঔষধি পান করিলে ঘুচ্‌বে ভব-যন্ত্রণা॥ এই ঘোর মায়াজালে, ও মন বদ্ধ তায় হ'লে, অমূল্য ধন হরির চরণ হেলায় হারালে। একবার প্রেমানন্দে মত্ত হ'য়ে হরি হরি বলনা। ও মন ভবের তুফানে, পার হবি কেমনে, ও সেই দীনবন্ধু কাণ্ডারী বিনে। সেই অভয় চরণ কর স্মরণ ভব-ভয় আর রবে না॥ এই বিষয়-বিঘোরে, ও মন আছ রে পড়ে, কোন্ দিনেতে রবি-সুতে বাধ্‌বে রে করে॥ বন্ধুগণ সহ মিলে নামের জয়-ধ্বজা তুলে হরি বলে কাল কাটাও মন থাকিস্‌নে ভুলে। নামে যত্ন কল্লে যতন পাবি অলস হয়ে থাকিস্ না॥২০

ধামার।

প্রেমের তুফান বয় ব্রজময়, নাচে সখি বৃন্দে, হৃদয়ের লহরি তুলি, মুখে হরি হরি বলি শ্রীবৃন্দে পড়ে গোবিন্দের পদারবিন্দে প্রেমের আনন্দে, (মরি হায় হায় হায় রে)

দোলন।

কমলে কমল, হরি নিত্যানন্দে পরিমল ॥ (তাহে) (রাধাশ্যাম রাধাশ্যাম সেজে রাধা-শ্যাম) শ্যামচাঁদের কোলে রাই-কমল ॥

লোফা।

বাঁশীর ঝঙ্কারে ভ্রমর ঝঙ্কারে, শুনে মুনির মন হরে, অনঙ্গ শিহরে হরের ধ্যান হরে ॥ ২১

কীর্ত্তন।

কোথা হরি ব্যথাহারী শ্রীমধুসূদন। দয়া কর দয়াময় আকুল জীবন ॥ নিদারুণ রিপুচয়, করিছে অন্তর জয়, জীবনের ধ্রুব জ্যোতিঃ করে হে হরণ ॥ রোগে শোকে মহাক্লেশে, কেঁদে মরি হা হুতাশে, কুরঙ্গ কু-অভিলাষে মত্ত সদা মন, নাশ হে বিষাদ-রাশি, সদানন্দে সুখে ভাসি, হৃদিমাঝে কাল-শশী, দেহ দরশন ॥ হরি দয়া কর কাতর প্রাণে ডাকি, শূন্য প্রাণ লয়ে আছি তোমায় চেয়ে দয়া কর, হরিতে দুর্গতি ওহে দীনপতি, (হরি) তোমা বিনে গতি আর যে নাই, শ্রীপদে প্রার্থনা, হৃদয়ে বাসনা, যেন সাধন, ভোলে না মন, হরি-নাম অবিরাম করে গান যেন মন, পুরাও মন-বাসনা ওহে নারায়ণ ॥ ২২

কীর্ত্তন।

অসার সংসারে কেবল হরি সারাৎসার রে। শোভাময় সকল হয় নিমেষে বিনাশ রে ॥ ফুল্ল কুসুমসম কুমারী কুমার রে। চকিত সমান গ্রাসে কালদুরাচার রে ॥ শান্তির আলয় নয় ধনপরিবার রে। কেন সুধাভ্রমে গরল পিয়ে করে হাহাকার রে ॥ মরীচিকাময় দেশে ভ্রম কেন আর রে। কর হরিধ্যান হরিজ্ঞান হরি মূলাধার রে ॥

বাউল-সঙ্গীত।

(নানাব্যক্তি-বিরচিত)

বাউলের সুর—একতালা।

কার ভাবে নদেয় এসে, কাঙ্গাল বেশে, হরি হয়ে বল্‌ছ হরি। কার ভাবে ধরেছ ভাব, এমন স্বভাব, তাও কিছু বুঝ্‌তে নারি। কোথা তোর মোহনচূড়া, পীতধড়া, ভঙ্গী ত্রিভঙ্গমুরারি। কোথা তোর সেই ধেনুর পাল, দ্বাদশ রাখাল, কোথায় তোর নবীন বাছুরি ;—এখন তোর মা যশোদা রইল কোথা ; শূন্য করে ব্রজপুরী। কোথায় তোর সখী সখা, সেই বিশাখা, কোথায় অনঙ্গমঞ্জরী। কোথায় তোর গুঞ্জমালা, শিখায় তোলা, কোথায় তোর রাই কিশোরী। কার ভাবে মুড়িয়ে মাথা, ছেঁড়া কাঁথা, নদেয় হ'লি দণ্ডধারী। কাঙ্গাল অটলে বলে, শ্রীরূপচাঁদের যুগলচরণ সাধন করি। ১

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

ভবের শোভা ফক্কিকার। এ ভবে চটক ভারি ভিতর ফোপ্‌রা নাইক' সার॥ তোমার বাড়ী গাড়ী ঘড়ি ছড়ি সখের বস্ত কতই আর। সে সব থাকবে পড়ে, রাখ্‌বে কেবা, দেখবে কে আর বাহার তার॥ তুমি যাদের জন্যে খেটে খেটে অস্থিচর্ম্ম কর সার। বৃদ্ধ হলে মরবে জ্বলে দেখ্‌লে তাদের ব্যবহার॥ এ ভবে কত এলো, কত গেলো কেবা করে সংখ্যা তার। জীবের জন্মে ধিক্‌, এ অলীক সংসারে সং সাজা সার॥ আস্‌বে কত যাবে কত, এই এক খেলা চমৎকার॥ ২

মনোহরসাই—লোফা।

দেখেছি রূপ-সাগরে মনের মানুষ কাচা সোণা। তারে ধরি ধরি মনে করি, ধর্‌তে গেলাম আর পেলাম না॥ বহুদিন ভাব-তরঙ্গে, কতই রঙ্গে, সুজনের সঙ্গে হ'বে দেখা শুনা। তা'রে আমার আমার মনে করি, আমার হ'য়ে আর হইল না॥ সে মানুষ চেয়ে চেয়ে ফির্‌তেছি পাগল হইয়ে, মরমে জ্বল্‌ছে আগুণ আর নিবে না। আমায় বলে বলুক লোকে মন্দ, বিরহে তা'র প্রাণ বাঁচে না। পথিক কয় ভেব না রে, ডুবে যাও রূপ-সাগরে, বিরলে ব'সে কর যোগ-সাধনা। এক বার ধর্‌তে পেলে মনের মানুষ, ছে'ড়ে যে'তে আর দিও না॥ ৩

বাউলের সুর।

এতদিন কা'র বেগারে ছিলাম, এখন কি ধন নিয়ে যাই। বসে রাত্র দিনে (মনে মনে) ভাবি'ছি তা'ই। এ দেহ পতন হ'বে, দেহের মালিক চলে যা'বে, উপায় কি হবে, একে একে চলে যাবে; দেহের পঞ্চ ভাই। ভেবে ভেবে হ'লেম সারা, ভজনহীনের কপাল পোড়া, ডুব্‌লো রে ভরা। এ দেহ পতন হ'লে পুড়ে করবে ছাই (যত বন্ধুগণে।) এসেছিলাম ভবের হাটে, গেলাম ভূতের বেগার খেটে, ছিলাম কা'র মুটে, ভবনদী পার হইতে কিছু সম্বল নাই। ৪

বাউলের—সুর।

ঘরের মানুষ ঘরেই আছে,, কেবল মিছে, তা'রে খুঁজে পাগল হ'লি। চির-কাল আপন দোষে, (ও ভোলা মন) চির-কাল আপন দোষে, তার উদ্দেশে, দেশে দেশে, ঘুরে ম'লি। মথুরা শ্রীবৃন্দাবন, নদ-নদী বন, তীর্থ ভ্রমণ ক'রে এলি। যত যা, শুনলি কাণে, (ও ভোলা মন) যত যা শুনলি কাণে, বল সেখানে, তার কিছু কি দেখ্‌তে পেলি॥ পড়ে মন আলায় ভোলায়, বৃথা বার হেলায়, বল বুদ্ধি সকল হারা'লি। আঁচলে মাণিক বেঁধে, (ও ভোলা মন) আঁচলে মাণিক বেঁধে, কেঁদে, কেঁদে, সাঁতারে হাতড়াতে গেলি॥ যদি তুই কোত্তিস্ যতন, পেতিস্ রতন, অযতনে সব খোয়া'লি। হায় এমন চ'খের কাছে, (ও

(ভোলা মন) হায় এমন চখের কাছে, মানিক নাচে, দেখ্‌লিনে চোখ বুজে রলি॥ ভেবে দীন বাউল বলে, ভ্রমে ভুলে, বৃথায় চিরদিন কাটা'লি। মানসে দেখ্‌রে ভেবে, (ও ভোলা মন) মানসে দেখ্‌রে ভেবে, ভক্তিভাবে, মানুষ পা'বে যুক্তি বলি॥ ৫

বাউলের সুর।

বাড়ীর গিন্নি আজ চল্লে কোথায় উদাসিনী হয়ে। এই যে, জাতবেহারার কাঁধে চ'ড়ে খাটুলীতে শুয়ে॥ মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, গৃহস্থালী পাতাইলে, আহা, হাঁড়ী কল্‌সী পাকাইলে, তেলে আর ঘিয়ে। সোণা রূপার গয়না গাটি, বাসন কোসন ঘটী বাটী, এই যে, খাট বিছানা, শীতল পাটী, রেখেছ সাজায়ে॥ রেখে হাঁড়ি, কল্‌সি জালা, ঘরেতে দিয়েছ তালা, এই যে কুলো ডালা, খৈচালা, রেখেছ টাঙ্গায়ে। গৃহস্থালীর যত আসবাব, কিছুর ত রাখ নাই অভাব, আহা, ক্রমে ক্রমে করেছ সব, কত কষ্ট স'য়ে। ঘরকন্নার জিনিস যত, রাখ্‌তে ধরে য'খের মত, তুমি কাউকে ছুতে দিতে না তো, অপচয়ের ভয়ে। কেউ যদি কিছু চাহিত, প্রাণ ধরে দিতে না তো, তুমি থাক্‌তে বল্‌তে সব "বাড়ন্ত" চক্ষুলজ্জা খেয়ে। সদাই বল্‌তে আমার আমার, আজ কিছুই তো হলো না তোমার, আহা, কেবল ম'লে পণ দুই চার, চাবির বোঝা ব'য়ে। পাগল বলে হরি হরি, এ সব কেন যাচ্ছ ছাড়ি, তোমার এত সাধের পাকা হাঁড়ী, যাওনা দুটো নিয়ে॥ ৬

বাউলের সুর—খেমটা।*

পরমেশের দয়ার লেশে, পেয়েছি পত্র পুষ্প ফলাদি তাঁর আদেশে। বালিকে গিরির মত, ক্ষুদ্রকে হস্ত শত, বিশ্বময় দৃশ্য যত, তাঁর কৃত প্রকাশে॥ আছি সদা মত্ত তাঁর উদ্দেশে. গগন ভেদ করে যাই ঊর্দ্ধদেশে, পেলে সেই ঈশের দিশে, প্রেমাশ্রুতে দেহ ভাসে। কভু অনিলের সঙ্গে, হেলি দুলি সেই রঙ্গে, সুখোদয় কত অঙ্গে, ব্যক্ত করি কিসে। সদা ত্যজিয়ে সুখবাসনা, আমি করি ঈশের উপাসনা, সেই জন্যে যোগী জনা আমার তলা ভালবাসে॥ সদা রই ঈশের আশে, নিযুক্ত নিজাবাসে, চিন্তা রাত্রি দিবসে, ঈশে পাব কিসে॥ চন্দ্র কয় শুন রে তরু, কোন সিদ্ধি নহে বিনে গুরু, ভজ শ্রীনাথ গুরু, কূল পাবিরে অনায়াসে॥ ৭

বাউলের সুর।

কৃষ্ণপ্রেম খাসা চেলে, ভক্তি-ডেলে, বানিয়ে ফেল প্রেম-খিচুড়ি। যাবে তোর পাপ-অরুচি হবে রুচি, তিন দিনেতে, বাড়বে ভুঁড়ি। তুই রে মন সাবধানে, যোগ-

* চন্দ্রকান্ত স্যায়রত্নের এই গীতটি বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়ের "তরু বল্ রে বল" গীতের উত্তর স্বরূপে রচিত।

আগুণে, চড়িয়ে দেনা দেহ-হাঁড়ি ;—বিবেক্-ঝাল দিয়ে তাতে, বিধিমতে, ঘন ঘন দাওরে ন্যাড়ি। প্রবৃত্তি-পটোল ভাজা, হলে মজা, হয় রে কিছু বাড়াবাড়ি। শ্রদ্ধা-ঘি দিতে ঢেলে, যেন ভুলে, যাদ্‌নারে তুই ও আনাড়ি। ভক্তি-নুন্ সযতনে, দাও রে এনে, অপর কর্ম্ম থাকুক পড়ি ;—পেটুক দাস বাউল ভাষে, দেরি কিসে, যাও রে বসে তাড়াতাড়ি ॥ ৮

বাউলের—সুর।

যার জন্যে পাগল হয়ে বেড়াস বনে, সে যে তোর ঘরের কোণে ; তারে আদর করে আপন ঘরে ডেকে লবে সযতনে। এনে দেহ ঘরে, হিয়া পরে বসায়ে রাখ প্রেম রতনে ; সে যে রত্নবণিক হীরা মাণিক, বিলায় কত ভক্তজনে। (ওরে) যে ধন লাগি সর্ব্বত্যাগী গৌর নিতাই ভক্তগণে ; মহা মোহবশে কর্ম্মদোষে, হারাস্‌নে তায় অযতনে। তারে দিবানিশি কাছে বসি, চেয়ে দেখিস প্রেমনয়নে ; একবার চোখে চোখে দেখা হলে, মিশে যাবে প্রাণে প্রাণে। এমন হারানিধি পেয়ে যদি, ভুলে থাকিস সে রতনে ; তবে আঁধার ঘরে, লয়ে কারে, সাধ মিটাবি প্রেম-সাধনে। প্রেমদাসে বলে কোন কালে শান্তি নাই তার এ জীবনে। (ও সে) রতন ফেলে, করম-ফলে, জলে পুড়ে মর্‌ছে মনে ॥ ৯

বাউলের—সুর।

এমন আজব বিষয় ভাব্‌তে যে মন অবাক্ করে! (ওরে) আকার বিকার নাই কিছু যার সে কেমনে চিত্ত হরে ? কি গুণে সে নির্গুণ, মজায় ত্রিভুবন, (বুঝি) চিৎঘন রূপেতে আছে চরাচরে ; যার আদি অন্ত খুঁজে না পাই জানব কি তায় চিন্তা করে। যে বস্তুর নাই আধার, সে নাকি মূলাধার, (আবার) অরূপেতে কেমনেই বা জ্যোতি ধরে ? যার নাইকো আকার, করছে বিহার ভাবলে জ্ঞান বুদ্ধি হরে। ভাবুকে ভাব যোগেতে চাহিলে পায় দেখিতে, (ওরে) যে সে কি তায় দেখতে পারে ইচ্ছা করে, সেই চিন্তামণি, প্রেমের খনি, (আছে) ভক্ত-জনের হৃদ্-কুটীরে ॥ ১০

বাউলের—আড়খেমটা।

আছিস্ চুপ করে তুই কি বলে ! এই বেলা নে হরি বলে, ভাস্‌না প্রেম্‌সলিলে ॥ ও তোর অন্তরেতে ঘুন ধরেছে, মাংস সব গেছে ঝুলে ॥ ও তোর শিয়রে কাল, বিষম জঞ্জাল, নে যাবে তোর এককালে। তখন সাধের এ সব, ভবের বিভব থাক্‌বে কে তোর আগুলে ॥ ও তুমি ভয়ে সারা দৃষ্টি-হারা ভাসবে নয়ন-সলিলে ; তখন হেঁচকি তুলে, যেতে হবে সব ফেলে ; ওরে যারা এখন কচ্ছে যতন, আপন আপন বলে, তারা পরিয়ে কাচা সাজিয়ে মাচা অনায়াসে দিবে তুলে ॥ দিয়ে নূতন বসন ওড়ন পাড়ন

দগ্ধ করবে অনলে ; আবার সাঙ্গ হলে হরি বলে, জল ঢেলে যাবে চলে ॥ ১১

বাউলের সুর।

এই কি'ভেবেছ মর্ত্যভূমে থাকবে তুমি চিরকাল। একবার ভাবনাক, চেয়ে দেখ, তোমার পেছনেতে, (ভোলা মন) পেছনেছে আসিছে কাল। তুমি গিয়েছ ভুলে, তোমায় বলি মন খুলে, কত দিন মাস বৎসরের পথ ফিরিয়ে এলে, ফুরাল দিন, গণা কদিন, তোমার নিকট বাকী রহিল। যে দিন ভূমিষ্ঠ হলে, সে দিন যাত্রা করিলে, যমপুরীতে যাবে চলে সকলি ফেলে, পথে বাজার ক'রে নিচ্ছ কেড়ে, সকল হবে, (ও ভোলা মন) সকল হবে পয়মাল ॥ ১২

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

মন তাঁতি কি বুনতে এলি তাঁত, এসে প্রথমেই হারালি আঁত। ও তোর শানায় সুতো মানায় না তো রে,—পোড়া পোড়েনে হলো না জাত। করে আনা গোনা তানা কাড়ালি। হায় হায়, তুল্লি কি খেই, ঘুচ্‌লো না খেই, কোঁচ কা পড়ালি। যত, আনা গোনা যায় না গোণা রে, হল, সকলি তোর ভস্মসাৎ যত আশা করে তুলতে গেলে ঝাঁপ। দিলি এককালে চিরকালে পাপসলিলে ঝাঁপ। ভেবেছিস কি এবার, উঠবি আবার রে, ক্রমে ক্রমেই হল অধঃপাত। হাতে গায়ে সুতো জড়ালি কেবল। এলে রবিসুত, এ সব সুতো, কোথায় রবে বল। ভজ নন্দসুত কই আশু তোরে, যদি যাবি দীন বাউলের সাত ॥ ১৩

বাউলের সুর—খেমটা।

স্নান করো না আঘাটায়, ওরে পা পিছলে গেলে উঠা দায় ॥ মরবি খেয়ে হাবুডুবু তখন করবি কি উপায় ; যদি নেচে উঠিস বেঁচে, পড়বি কেঁচে পুনরায় ॥ ভব-নদীর কোথায় কেমন সহজে কি জানা যায়, কোথায় গড়ে হাঁটু পানি, কোথায় হাতি তলিয়ে যায় ॥ নাব্‌লে পরে বাঁধাঘাটে আছে কত মজা তায়, কত সাধু শ্রান্ত হয়ে ভ্রান্ত, বে-টকোরে মারা যায় ॥ সে জন্য বলে, ঘোলা জলে, ঘাট কি অঘাট চেনা দায়, জেনে শুনে নাব্‌লে পরে নাইকো ক্ষতি তায় ॥ ১৪

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

খেপা তোর গেল বেলা (হায়) তোর সোণার ঘরে কল্লি রে তুই ভূতের খেলা। ঘরে বসে দেখ লি না রে মন, ও তোর অন্তঃপুরী, কল্লে চুরি অমূল্য রতন, ওরে অমূল্য রতন ॥ কখন আসবে শমন, করবে বন্ধন, দেখ্‌লি না তুই কোরে হেলা ॥ ওরে একটি মাণিক সাগর-সেঁচা-ধন, সেই মাণিক তোর ঘর হতে যায় রে অকারণ, খ্যাপা যায় রে অকারণ, তোর ঘরে ঢুকে লাভে মূলে লুটলে রে তোর ভেঙ্গে তালা ॥ দেহের মালিক যখন যাবে মন, ঘেন্না করে কেউ ছোঁবে না, বলি তোরে শোন, খ্যাপা

বলি তোরে শোন ; যখন ধর্‌বে শমন কর্‌বে বন্ধন, ঘট্‌বে রে তোর বিষম জ্বালা ॥ ওরে দাসে বলে শোন রে মন ভোলা, দয়াল হরির চরণতলে বাঁধ্‌গে ভেলা, খাপা বাঁধ্‌গে ভেলা ; আবার সায় করে তাঁর শ্রীচরণ, নাম কর রে জপমালা ॥ ১৫

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

কৃষ্ণপ্রেমের মশারী, যতন করি, খাটাও রে মন দেহঘরে। শমন-মশকের বাসা, সব দুরাশা, ভেঙ্গে যাবে একেবারে। পেতে তুই ধর্ম্মগদি, নিরবধি, থাক্ রে শুয়ে মজা করে। পুণ্য-বালিশে মাথা, দিলে ব্যথা, থাক্‌বে না তোর ত্রিসংসারে। দেখবি তুই বসে বসে, মশা এসে, বেড়াবে চার্ দিকে ঘুরে ; সাধ্য কি প্রবেশিতে, মশারীতে, আপশোষে পালাবে ফিরে। ১৬

বাউলের সুর।

পড় বাবা আত্মারাম। দাঁড়ে বসে দিবানিশি রাধাকৃষ্ণ অবিরাম। পড়, হরে কৃষ্ণ, হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে রাম, এমন সুধার সুতার নাই কিছু আর, বল্লে পরে প্রাণ আরাম। বল, কৃষ্ণ কোথা, কৃষ্ণ কোথা, কৃষ্ণ সে মথুরাধাম। কৃপা করি বংশীধারি আমাদের হইও না বাম, মিষ্ট বলে তুষ্ট তোরে করি আমি অবিশ্রাম, খেয়ে মিষ্ট বল রে কৃষ্ণ, পূরাও আমার মনস্কাম। গৌর বলে, বোল্লে কৃষ্ণ, হবি রে তুই সিদ্ধকাম, কষ্ট যাবে, ইষ্ট হবে, অন্তে পাবে রাধাশ্যাম ॥ ১৭

বাউলের সুর।

দরবারে হাজির হয়ে, হলপ নিয়ে, বলিবি কি মন ভেবেনে রে। রাজার সে ধর্ম্মালয়ে, মিথ্যা কয়ে, কিছুতে পার পাবি নে রে। যখন তোর উঠবে নতি, বিচারপতি, দেখবে সব তদন্ত করে। সে সময় আত্ম স্বজন, ক'রে যতন, ঢাক্‌তে কিছু পারবে না রে ॥ তখন সব প্যায়দা যত, হুকুম মত, দাঁড়িয়ে রবে দণ্ড ধ'রে। হলে এজাহার খেলাপ, দেবে সেলাপ, মনিব বলে মানবে না রে ॥ এখন আছে সময়, কর উপায়, সাক্ষী দুটো গুচিয়ে নে রে। দিয়ে সব অশন বসন, ধন পরিজন, তুষ্ট কর্‌না পায়ে ধ'রে ॥ ১৮

বাউলের সুর।

ঘরের মধ্যে ঘর বেঁধেছ মনমতি মনহরা। যায়গা হয় না ঘরের মধ্যে থাকে না ঘর ছাড়া। মুল্লুক জোড়া ঘর বেঁধেছে গো ঘরামি এক ছোড়া। মুল্লুক জোড়া ঘর বেঁধেছে, শুধুই চম্মের বেড়া। বাহান্ন গলি তিপান্ন বাজার গো, ঘরের মধ্যে রত্ন পোরা, মট্‌কাতে মহাজন আছে নামটি তার অধরা। ঘরে কেবা ঘুমায়, কেবা জাগে গো, ঘরে কে দিচ্ছে পাহারা। তিন জনা তিন তারে খেলে, পবন আছে খাড়া।

কেশবচাঁদ দরবেশে বলে, ঘরে বাস করা হ'ল সারা॥ ১৯

বাউলের সুর—আড়খেমটা।

ও মন! ভাঙ্গলো রে তোর শিরখুটি। এই বেলা বলেনে রে রাধাকৃষ্ণ নাম দুটি। তোর নাইকো কাল, তুব্‌ড়েছে গাল, গিয়েছে দাঁত দুপাটি। ও তোর ধরেছে দৃণ, মটকায় আগুন, চুল হয়েছে শোনপুটি। তুমি তিনটি মাথায় বসে আছ, তালব্য-শর মতনটি। উঠ যষ্টি ধ'রে তুষ্ঠী করে ঠিক যেন রামধনুকটি। গেছে চক্ষু দুটো, কর্ণে খাট, বাকি কেবল হেঁচকিটি। তবু ঘুচল না ভ্রম, নিকটে যম, খাটবে না তোর ভিরকুটি। গোঁসাই বলে মায়া-জালে, ঘেরেছে তোর দেহটি। হরি বল্‌বি কখন বিষয় রক্ষণ, ঢেকেছে সেই ভাবনাটি॥ ২০

বাউলের সুর।

অন্ন-চিন্তা দেছ হরি চমৎকার, ভবে অন্য চিন্তা নাই আমার। আমি সকালে উঠে, হরি বেড়াই হে ছুটে, ঠিক যেন হয়েছি আমি সরকারি মুটে, আমি ভবের বাজার ঘুটে বেড়াই, উঠে পড়ে বারেবার। পড়ে এ ঘোর চিন্তে, তোমায় পারলাম না চিন্তে, চিন্তামণি নাই কি তোমার পাপীর চিন্তে, নিশ্চিন্ত কি আছ ওহে, দিয়ে এ চিন্তে অপার। দেছ নানা পরিবার, ভাবি ভাবনা সবাকার, পারি কি হরি হে আমি বহিতে এ ভার, আমি রক্ত উঠে, মলাম খেটে, আসল কার্য্যে ফক্কিকার। আমি ভাবো কত আর, হলাম অস্থি-চর্ম্ম-সার, করুণা কি হয় না তোমার ওহে কৃপাধর, গৌরদাসের এই ভবেতে, তোমা বই কে আছে আর॥ ২১

বাউলের সুর।

ও মন পাগল! কেন কর মিছে গণ্ডগোল॥ একবার বদন ভরে উচ্চৈঃস্বরে, বল হরি, হরি বোল॥ মন তুই বিষয়-বিষ খেয়ে, আছ উন্মত্ত হ'য়ে, গণা দিন ফুরায়ে গেল দেখ্‌লিনা চেয়ে, যে দিন বাঁধ্‌বে কালে, নিদানকালে, সে কালে কে রাখ্‌বে বল। কর মিছে অহঙ্কার, ও মন দুরাচার, ধন মান পরিজন কিছু নয় তোমার যখন মুদ্‌বে নয়ন, আঁধার ভুবন বুঝ্‌বে তখন মায়ার ছল॥ পড়ে সংসারের জালে, আছ আসলে ভুলে, শুধু রিপুর বশে রঙ্গরসে সময় কাটালে, (ও মন) ভব নদী তরবি যদি হরিনামে হও বিভোল। ও সেই চরমের পথে, এক দিন হবে যে যেতে, ত্যজি ধন পরিবার সাধের সংসার, শমনের সাথে. তাই পথের সম্বল বদনে বল, হরি হরি বোল কেবল॥ ২২

বাউলের সুর।

টের পাবে সেই শেষকালে। ফাঁকি দিয়ে পরের বিষয় নিচ্চো এখন কৌশলে।

পরের জমি ক'রে কমি, নিচ্চ আপনার বলে—আল দিয়ে বাঁধ দিচ্চ কসে শমনে গেছ ভুলে। যাদের লাগি অনুরাগী—ধর্ম্ম কর্ম্ম খোয়ালে, তারাই তোমার হবে নিদয়, দেখ নাকো চোক মেলে, শমন-দূতে বাঁধ্‌বে যখন, আপন সব যাবে চলে—আপন ছেলে, চিতেয় তুলে, দেবে মুখে নুড়ো জ্বেলে। হিসাব দিতে হবে যখন, পড়বে তখন মুস্কিলে—কার ভাঙ্গিলে, কার গড়িলে, বল্‌তে হবে সব খুলে। দিবে সাজা, শমন-রাজা, হিসাবে তফাৎ হলে—গৌর বলে, আপন মাথা দেখ্‌চি আপনি খেলে॥ ২৩

বাউলের সুর—খেম্‌টা।

স্বরূপের বাজারে থাকি। শোন্‌রে ক্ষেপা, বেড়াস একা, চিন্তে নার্‌লি ধর্‌বি কি। কালার সঙ্গে বোবার কথা হয়, কাণা গিয়া শরণ মাগে কে পাবে নির্ণয়, আর অন্ধ গিয়া রূপ নেহারে, তার মর্ম্মকথা বলো কি॥ মড়ার সঙ্গে মড়া ভেসে যায়, জেয়ান্তে ধরিতে গেলে হাবুডুবু খায়, সে মড়া নয়কো রসের গোড়া, তার রূপেতে মাতে আঁখি॥ ২৪

বাউলের সুর।

আগুন আছে ছেয়ের ভিতরে। আগুন বার ক'রে নেও ছাই নেড়ে। যদি দৈব-যোগে জন্মাল আগুন, কেউ কেউ বলে রে ভাই, পোড়া সোলার গুণ, আগুন ইস্পাতে মজুত ছিল রে ভাই, আগুন মজুত আছে পাথরে। রয়না আগুন পাকা দালানে, মাটির ঝিঁক তার নড়ে আগুনে, আগুন ব্রাহ্মণের গুরু বটে ভাই, আগুন নামে সব হরে॥ ২৫

ব্রহ্ম-সঙ্গীত।

(নানাব্যক্তি-বিরচিত।)

আলাইয়া—আড়াঠেকা।

তোমারি আরতি করে, নিখিল ভুবন। নিরখি জুড়ায় নাথ! যুগল নয়ন। গগন থালে কেমন, দীপরূপে অনুক্ষণ, শোভিছে শশী তপন, হৃদয় রঞ্জন;—মুক্তামালা যেন তায়, তারকা সমুদায়, মরি কিবা শোভা পায়, হে ভবভয়ভঞ্জন। ধূপ মলয়পবন, নিরন্তর সমীরণ, করে চামর ব্যজন, হে বিশ্বকারণ!—বন উপবন যত, পুষ্প, দেয় অবিরত, বাজে ভেরী অনাহত, শুনে প্রেমিক যে জন॥ ১

ছায়ানট—ঝাঁপতাল।

বিপদভয় বারণ, যে করে ওরে মন! তাঁরে কেন ডাক না। মিছে ভ্রমে ভুলে, সদা রহিছ ভবঘোরে মজি, একি বিড়ম্বনা। এ ধন জন না রবে হেন, তাঁরে হেন ভুল না, ত্যজি অসার ভজহ সার, যাবে ভব যাতনা। এখনো হিতবচন শুন, যতনে

করি ধারণা; বদন ভরি নাম হরি, কর সদা ঘোষণা;—যদি এ ভব পার হবে, ছাড় বিষয়-কামনা; সঁপিয়ে তনু হৃদয় মন, তাঁরে কর সাধনা ॥ ২

আশা—ঠুংরী।

দয়াঘন তোমা হেন কে হিতকারী। দুঃখ সুখে সমবন্ধু এমন কে, শোক-তাপ-ভয়হারী॥ সঙ্কট-পূরিত ঘোর ভবার্ণব তারে কোন কাণ্ডারী, কার প্রসাদে দর-পরাহত রিপুদল-বিপ্লবকারী॥ পাপ-দহন-পরিতাপ-নিবারি কে দেয় শান্তির বারি, ত্যজিলে সকলে অন্তিমকালে, কে লয় ক্রোড় প্রসারি॥ ৩

বাউলের সুর—একতালা।

কে আমায় ডাক বিদেশী সাধু মধুর ভাসে, যেতে স্বদেশে। আমার ধন মান পরিজন কাজ নাই গৃহবাসে। আমি অভাগা দীন পরাধীন, আছি রোগে শোকে পাপে তাপে পিতামাতা-হীন; কবে যা'বে জ্বালা প্রাণ জুড়া'বে হৃদে পেয়ে প্রাণেশে। আর কত দিন এই আঁধারে পড়ে, থাকব বিদেশেতে একাকী সেই মায়ের কোল ছেড়ে, আর ফিরাব না পাষাণ মনে জননীরে নিরাশে। এবার পাইলে সেই হারাণ রতন, রাখব মনের সাধে হৃদে গেঁথে করিয়ে যতন; যা'বে জন্মদুখীর সকল দুখ প্রেম-বারি পরশে॥ ৪

ললিত—জলদ তেতালা।

কে তুমি শিয়রে বসে জাগিতেছ গো জননি! নিদ্রা নাই কি মা তো'র চখে, ও প্রসন্নবদনি! সকলেই মা এ জগতে, অচেতন ঘোর নিদ্রাতে, সুসুপ্ত সন্তানের কাছে, কেন তুই মা একাকিনী॥ অধম তনয়ে মা গো, কেন তো'র এত করুণা, সতত নিকটে বসে থাক অকারণ; বুঝেছি, বুঝেছি আমি, স্বাভাবিক স্নেহবশে, বিচর মা সদাকাল, সন্তান-সাথে আপনি॥ বলিহারি দয়া তব, মো সম যে কত সব, অগণ্য তনয়পাশে, জাগি'ছ একা; পাষাণ-হৃদয় গলে যায় মা স্মরিলে করুণা তব, করুণার নাহি পার, ওগো, সন্তানতোষিণি॥ ৫

বেহাগ—কাওয়ালী।

কি মধুর বেণুরব লাগি'ছে শ্রবণে, নির্জন নিস্তব্ধ এই তামসি-নিশীথে। এমতি লাগয়ে হিয়ে বিভু-আহ্বান, ধন জন পলায়ন করয়ে যখন, বিপদ আঁধার আসি ঘেরয়ে চৌদিকে॥ ৬

বসন্তবাহার—জৎ।

আজ কেন পূর্ণশশী উদিল আকাশে। অগণ্য তারকাবলী ল'য়ে চারি পাশে॥ তরুগুল্মলতাবলী, নবপত্রে শোভাশালা, কেন আজ সুগন্ধ বহে মলয়-বাতাসে। ঝিল্লিগুলি তার স্বরে বিভুগুণ কীর্ত্তন করে, সুকণ্ঠ বিহঙ্গ গায় প্রেমোচ্ছ্বাসে। এরা কি,

দেখিল কি পাইল কা'র প্রেমে উন্মত্ত হ'ল আজ সকলেই মজিল কি রে বিভু-সহবাসে। চন্দ্র সূর্য্য জলে স্থলে, আকাশে মেঘপটলে, আজ সবাকার অন্তরালে ব্রহ্ম-জ্যোতি ভাসে। প্রেমিক ভকতবৃন্দ, ল'য়ে মধুর মৃদঙ্গ, গাই'ছে সখার প্রেম মনের উল্লাসে ॥ ৭

বিভাস—কাওয়ালী।

নিশি গো! কোথা যাও চলি, তিমির-ঘোমটা খুলি কাহার ভাবেতে ভুলি? চন্দ্র অধোমুখে মধু হাসি হাসি, বিহঙ্গ-রবে প্রেম-ভাষ ভাষি ভাষি, লাজেতে আধমুদিত-নয়ন কুমুদকলি। গলে দোলে রজনীগন্ধার মালা, রজনী সজনী কা'র ভাবে উতলা, তারার অলঙ্কার আর কত উজলা ॥ ৮

ভৈরবী— পোস্ত।।

আমার মন ভুলা'লে যে কোথা আছে সে। সে দেখে আমি দেখিনে, ফিরে চাই আশে-পাশে। পেলাম পেলাম দেখলাম তাঁরে, এই সে ব'লে ধরি যারে, বুঝি সে নয়, সে হ'লে পরে আর কি মন ফিরে আসে? বল্ দেখি রে তরুলতা, আমার জগৎজীবন আছেন কোথা, তোরা পেয়ে বুঝি কসনে কথা, তাই তো'দের কুসুম হাসে? বল রে বল্ বিহঙ্গকুল, তোরা কা'র প্রেমে হ'য়ে আকুল, থেকে থেকে ডেকে ডেকে, উড়ে যাস কার উদ্দেশ্যে? বল্ দেখি রে হিমাচল, তুই কিসে এত সুশীতল, ঝরিতেছে অশ্রুজল কার অনুরাগে মিশে। পেয়ে বুঝি রত্নবর, সিন্ধুনাম ধরেছিস্ রত্নাকর, তাই উত্তাল তরঙ্গ তুলে। নৃত্য করিস্ উল্লাসে ॥ ৯

বেহাগ—আড়া।

এই দেহের এত অহঙ্কার। অবশ্য মরিতে হবে কিছু দিনান্তর॥ হ'লে দেহ প্রাণহীন, কোথা র'বে অভিমান, ভূমিতে পড়িয়ে র'বে হ'য়ে শবাকার। পিতা মাতা বন্ধুগণ, সম্মুখে করি রোদন, গাইবে তোমার গুণ করি হাহাকার। এখনো প্রবোধ মান ত্যজ কুপথ-গমন, কুৎসিত ভাবে দর্শন নর নারীচয়। সর্ব্ব-লোক অপমান, অনাথ-অর্থ-হরণ, পরনিন্দা পরপীড়া কর পরিহার॥

বাগেশ্রী—আড়া।

সীমা কে জানে, জননি! স্নেহ-জলধির তব। আমাদের সুখ হেতু, কত না করেছ তুমি, প্রতিক্ষণ সাক্ষ্য তার, দিতেছে বিনোদ ভব। শিখিপুচ্ছে কে চিত্রিল? পুষ্পদামে কে রঞ্জিল? বিহঙ্গের কণ্ঠে এত মধুরতা কে বা দিল? কে করিল শ্রান্তিহরা, নিদ্রা আর রজনীরে? কে আর করিবে তোমার স্নেহের কার্য্য এ সব ॥ ১১

সিন্ধু—আড়াঠেকা

যা'র মা আনন্দময়ী তা'র কিবা নিরানন্দ। তবে মা মা করে পাপে রোগে

শোকে কেন কাঁদ॥ মাঝখানে জননী বসে, সন্তানগণ তাঁর চারি পাশে, ভাসাইছেন প্রেমনীরে; পাপ-তাপ সব দূরে গেল, আনন্দ-রস উথলিল, বাহু তুলে মা মা বলে নৃত্য কর সন্তানবৃন্দ॥ ১২

কাফি—যৎ।

আমি হে তব কৃপার ভিখারী। সহজে ধায় নদী সিন্ধুপানে, কুসুম করে গন্ধ দান; মন সহজে সদা চাহে তোমারে, তোমাতেই অনুরাগী, মোহ যদি না ফেলে আঁধারে। প্রাসাদ কুটীরে এক ভানু বিরাজে, নাহি করে কোন বিচার, তেমতি নাথ! তোমার কৃপা হে, বিশ্বময় বিস্তার, অবারিত তোমার দুয়ার॥ ১৩

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

বৃথা এ জীবন-ভার কে আর বহিত? ঈশ্বরে মঙ্গলময়, কে আর কহিত? এত স্নেহ ভালবাসা, এত প্রেম এত আশা, কৃতান্তের কাল-দন্তে, যদি সব ছিন্ন হ'ত। তুমি কাল ভঙ্গি বটে, দেহ মৃত্তিকার ঘটে, নাশিবে কে অমরাত্মা শকতি কি আছে এত। অমর কি কখন মরে, লোক হ'তে লোকান্তরে, যায় যেমন শিশুরা হয় ধরায় আগত। কেহ আগে কেহ পরে, পুণ্যা-লয়ে পুণ্য-ঘরে, জীবনান্তে একে একে সবে হইবে মিলিত। তাই বুঝি পুণ্যবতী, রেখে পুত্র কন্যা পতি, নব-গৃহ আয়োজনে হ'য়েছেন স্বর্গগত॥ ১৪

ঝিঁঝিট—একতালা।

মঙ্গল আনন্দধ্বনি কর লো পুরনারী; সুখ-আশা পূর্ণ হ'লো কৃপায় তাঁহারি। জীবনে জীবনে মিলিল আজ, মিশিয়ে ধরিল মোহন সাজ, মোহিল নয়ন জুড়া'ল হৃদয়, সে শোভা নেহারি। মিলাইয়ে কণ্ঠ ধর লো তান, জাগাও ধ্বনি যতেক রমণী, আজি হৃদয় ভরি। ১৫

সাহানা মিশ্র—যৎ।

একটী সন্তান পিতা! জীবন মন তোমায়, চিরদিন তরে আজি সঁপিছে তোমারি পায়। রেখ নাথ! রেখ দাসে, সতত চরণ-পাশে, সম্পদে বিপদে রেখ, তব চরণ-ছায়ায়। বিপদ-পরীক্ষা কালে, স্নেহভরে রেখ কোলে, প্রেম-মুখ প্রকাশিয়ে এ দাসে করো নির্ভয়। দেহ নাথ! দেহ বল, তব কৃপাহি সম্বল, তোমা বিনে এ সংসারে দুর্ব্বলের আর কে সহায়। যদি নাথ! দয়া করে, আনিলে তোমার ঘরে, বাঁধ তবে প্রেমডোরে প্রাণ মন তব পায়। ১৬

ললিত—একতালা।

ও মা সাক্ষাৎ ঈশ্বরী, আমায় গর্ভে ধরি, কত না যাতনা পে'য়েছ। এ প্রাণ থাকিতে, পারিনে ভুলিতে, মা গো যত স্নেহ তুমি ক'রেছ। দেখিলে আমায় রোগ যন্ত্রণায়, হ'য়েছ মা তুমি নিতান্ত ব্যাকুল; গুরু ঋণ-পাশে, জননি! এ দাসে, চিরদিন

তরে বেঁধেছ। মনে হ'লে তোমায়, বুক ফেটে যায়, তব তুল্য স্নেহ পাইব কোথায়। চিরদিন তরে, শোকের সাগরে, ভাসাইযে মা গো গিয়েছ। ১৭

বেহাগ—একতালা।

ভজ রে ভজ তাঁরে। নিখিল বিশ্ব অবিরত দেশে কালে যাঁর মহিমা প্রচারে রে॥ অপার যাঁর শক্তি সাধ্য, যিনি সুর-নর পরমারাধ্য, শুদ্ধ বুদ্ধ অপাপবিদ্ধ বন্দ্য বেদ বন্দে যাঁরে রে। যাঁ হতে পাইলে জনক জননী, যাঁ হতে দেখিলে বিশাল ধরণী, যাঁ হতে লভিলে জ্ঞান-দিনমণি এ মোহ অন্ধকারে; যাঁহার করুণা জীবন পালিছে, যাঁহার করুণা অমৃত ঢালিছে, যাঁহার করুণা নিয়ত বলিছে,—"লয়ে যাব ভব-সিন্ধু পারে রে॥" ১৮

মিশ্র বেলাওল—ঝাঁপতাল।

শুনেছে তোমার নাম, অনাথ আতুর জন, এসেছে তোমার দ্বারে, শূন্য ফেরে না যেন। কাঁদে যারা নিরাশায়, আঁখি যেন মুছে যায়, যেন গো অভয় পায় ত্রাসে কম্পিত মন। কত শত আছে দীন, অভাগা আলয় হীন, শোকে জীর্ণ প্রাণ কত কাঁদিতেছে নিশিদিন. পাপে যারা ডুবিয়াছে, যাবে তারা কার কাছে, কোথা হায় পথ আছে দাও তারে দরশন॥ ১৯

আসোয়ারী—ঝাঁপতাল।

জাগো সকলে (এবে) অমৃতের অধিকারী; নয়ন খুলিয়া দেখ করুণানিধান, পাপতাপহারী। পূরব অরুণ-জ্যোতি মহিমা প্রচারে বিহগ যশ গায় তাঁহারি। হৃদয়-কপাট খুলি দেখ রে যতনে, প্রেমময় মুরতি জন-চিত্ত-হারী; ডাকো রে নাথে, বিমল প্রভাতে, পাইবে শান্তির বারি॥২০

ঝিঁঝিট—কাওয়ালি।

অক্ষয় আনন্দধামে চল রে পথিক মন। পাইবে শাশ্বত সুখ, জুড়াবে দগ্ধ জীবন। সে বড় পবিত্র দেশ, নাহি পাপ-তাপ-লেশ, প্রেমানন্দ সমাবেশ. সকল শোকভঞ্জন। (তথা) শান্তি নামে পুণ্যনদী, বহিতেছে নিরবধি, রবে না মনের ব্যাধি; করিলে অবগাহন। অজস্র অমিয় সুধা, বাঞ্ছা পূরে পাবে সদা, ঘুচিবে আত্মার ক্ষুধা, সে সুধা করি সেবন। (তথা) নিত্যানন্দ নিত্যোৎসব, অনন্ত পূর্ণ বৈভব, অপ্রাপ্য অভাব সব, তখনি হবে পূরণ। সদাব্রত তৃপ্তি অন্ন, লালসা থাকে না অন্য, সেবনে কামনা পূর্ণ, চিদানন্দ উদ্দীপন॥ ২১

ঝিঁঝিট—একতালা।

ভজ রে প্রভু দেবদেব সরব-হিতকারী রে। মননে পাপতাপ যায় অন্তর-দুঃখহারী রে। যাঁহার দয়ার নাহিক পার, অবিরত

স্রোত বহিছে যাঁর, তাঁহারে সঁপিলে মন প্রাণ, কি ভয় তোমারি রে? তাঁহারি প্রীতি কুসুমকাননে, তাঁহারি শকতি অসীম গগনে, হেরিলে পুলকে পূরয়ে কায়, উথলে প্রেম-বারি রে। অমৃত জলেরি সেই ত সাগর, কেন কাছে থাকি তৃষায় কাতর, অনায়াসে পান কর রে সে জল, চরম শান্তিকারী রে ॥২২॥

আলাইয়া কীর্ত্তন—খয়রা।

কি সুখ জীবনে মম, ওহে নাথ দয়াময় হে। যদি চরণসরোজে, পরাণ-মধুপ, চির মগন না রয় হে। অগণন ধনরাশি তায়, কিবা ফলোদয় হে। যদি লভিয়ে সে ধনে, পরম রতনে, যতন না করয় হে। সুকুমার কুমার-মুখ দেখিতে না চাই হে। যদি সে চাঁদ-বয়ানে তব প্রেম-মুখ দেখিতে না পাই হে। কি ছার শশাঙ্ক-জ্যোতি, দেখি আঁধার-ময় হে। যদি সে চাঁদ-প্রকাশে তব প্রেমচাঁদ নাহি হয় উদয় হে। সতীর পবিত্র-প্রেম, তাও মলিনতাময় হে। যদি সে প্রেম-কনকে, তব প্রেমমণি নাহি জড়িত রয় হে। তীক্ষ্ণ বিষা ব্যালীসম সতত দংশয় হে। যদি মোহ পরমাদে, নাথ তোমাতে, ঘটায় সংশয় হে। কি আর বলিব নাথ বলিব তোমায় হে। তুমি আমার হৃদয়-রতনমণি আনন্দ-নিলয় হে ॥ ২৩

দক্ষিণী সুর।

জয় তব জয়, প্রভু কৃপাময়, করি হে বন্দনা; লহ দয়া করি, দেহ পদ-তরি, করি হে প্রার্থনা। মোরা ক্ষুদ্র প্রাণী, প্রভু গো কি জানি, তোমার মহিমা; ভুবনে অতুল, নাহি দেখি কুল, না পাই যে সীমা। গগনে গগনে, ভুবনে ভুবনে, উঠিছে জয় রব; নীরব সে ধ্বনি, দিবস রজনী, ছাইছে বিশ্ব ভব। যে ধ্বনির সনে, দেখ দীনজনে, আজিকে মিলায় তান; জয় তব জয়, দীন দয়াময়, জয় কৃপা-নিধান ॥ ২৪

মিশ্র প্রভাতী—যৎ।

ডাক আজ সখারে মধুর স্বরে। প্রেমা-ঞ্জলি দাও তাঁরে ভক্তিভরে। শোভিছে নবীন ভানু, নীল গগনে বিতরি জীবন জীবে, গাইছে তাঁরে; তুলি সুললিত তান, পিককুল করে গান, মধুর ঝঙ্কারে প্রাণ মোহিত করে। মাতি মধুর উৎসবে, ভাই ভগ্নী মিলি সবে, গাই রসাল দয়াল নাম আনন্দ ভরে: সাজাব চরণ তাঁর, দিয়ে প্রীতি-উপহার, ভক্তি চন্দনে চর্চ্চিব যতন করে ॥ ২৫

মিশ্র ললিত—একতালা।

ডাকিছ শুনি জাগিনু প্রভু আসিনু তব পাশে। আঁখি ফুটিল, চাহি উঠিল চরণ দরশ আশে। খুলিল দ্বার, তিমির-ভার দূর হইল ত্রাসে। হেরিল পথ বিশ্বজগত

ধাইল নিজ বাসে। বিমল কিরণ প্রেম আঁখি সুন্দব পরকাশে। নিখিল তায় অভয় পায় সকল জগত হাসে। কানন সব ফুল্ল আজি সৌরভ তব ভাসে। মুগ্ধ হৃদয় মত্তমধুপ প্রেম কুসুম-বাসে। উজ্জ্বল যত ভকত-হৃদয় মোহ-তিমির নাশে। দাও নাথ প্রেম, অমৃত, বঞ্চিত তব দাসে। ২৬

আশাবরি—কাওয়ালি।

(আমায়) অনেক দিয়েছ নাথ, আমার বাসনা তবু পুরিল না, দীন দশা ঘুচিল না, অশ্রুবারি মুছিল না। গভীর প্রাণের তৃষা মিটিল না, মিটিল না। দিয়েছ জীবন মন প্রাণপ্রিয় পরিজন, সুধা স্নিগ্ধ সমীরণ, নীলকান্ত অম্বর শ্যাম শোভা ধরণী। এত যদি দিলে সখা, আরও দিতে হবে হে, তোমারে না পেলে আমাব এ যাতনা ঘুচিবে না। ২৭

কৌতুক-সঙ্গীত।

(নানব্যক্তি-বিরচিত।)

বসন্তবাহার—আড়া খেম্‌টা।

দিন দুপুরে চাদ উঠেছে রাত পোয়ান হ'ল ভার। (হ'ল) পূর্ণিমেতে অমাবস্যা তের পহর অন্ধকার॥ (এসে) বৃন্দাবনে ব'লে গেল বামী বষ্টমী, একাদশীর দিনে হ'বে জন্ম অষ্টমী, (কাল) ভাদ্দর মাসের সাতই পোষে চড়কপূজার দিন এবার॥ ঐ ময়রা মাগী ম'রে গেল মেরে বুকে শূল, (আর) বামুনগুলো ওষুধ নিয়ে মাথায় বচ্ছে চুল, (কাল) বিষ্টিজলে ছিষ্টি ভেসে পুড়ে হ'ল ছারখার॥ ঐ সুয্যি মামা পূর্ব্বদিকে অস্তে চ'লে যায়, (আর) উত্তর দক্ষিণ কোণ থেকে আজ বাতাস লাগ্‌ছে গায়, (সেই) রাজার বাড়ীর টাটু ঘোড়া শিং উঠেছে দুটো তার॥ ঐ কলু বামী, ধোপা শ্যামী, হাসতেছে কেমন, এক বাপের পেটেতে এবা জন্মেছে দুজন, (কাল) কামরূপেতে কাক মরেছে কাশীধামে হাহাকার॥ ১

বাউলের সুর।

পুবাণে নবীন বিদ্যা হ'য়েছে আমার, রাবণ উদ্ধবে কহে সমাচার। দ্রৌপদী কাঁদিয়া বলে বাছা হনুমান, কহ কহ কৃষ্ণ কথা অমৃতসমান। পরীক্ষিত কীচকেরে করিয়া সংহার, সিংহাসন অধিকার করিলে লঙ্কার। জানকীর কথা শুনে হাসে দুর্য্যোধন, সপ্তাহ মধ্যেতে হবে তক্ষক দংশন। শ্রীমন্ত করিয়া কোলে নেড়লা নাচনী, রথের তলায় ঐ দেখ্‌ল্য সজনি, পঞ্চানন বলে সত্যপীরের বারতা, ব্যাধেব রমণী আমি হব মোর সতা। ২

মুসলমানী গীত।

মানিকপীর! ভবপারে যাবার না।
জয়নাল ফকিবি নেলে ফেনি খালে না॥

আল্লা আল্লা বলরে ভাই, নবি কর সার। মাজা দুলিয়ে চলে যাবা ভব-নদী পার॥ সুবুদ্ধি গোয়ালার মেয়ের কুবুদ্ধি ঘটিল। বেসালির ভিতর দুগ্ধ রেখে পীরকে ফাঁকি দিল॥ কত কীর্ত্তি আছে রে ভাই, কওয়া নাইকো যায়। দেখ সাদির সনে দোলার বিবি ডুলি চোপে যায়॥ ওরে কদু কুমড়ো রাখলে ফেলে, তুশ্চু নেরেল ব্যাল। আজগবি দুনিয়ার খেলা, সর্ষের মধ্যি ত্যাল॥ মুসলমানের মোল্লারে ভাই হাড়ুর মধ্যি সাপু। কদু কুমড়ো ছেড়ে দিয়ে আঁকির মধ্যি মধু॥ আসমানেতে ম্যাগের খেলা করে সিংহনাদ। আর দিনের বেলায় সূর্য্য ওঠে রাতির বেলায় চাঁদ॥ পাহাড়ের প্রকাণ্ড হাতী শিক্‌লি বাঁধা পায়। আর ঘরজামায়ে শ্বশুরবাড়ী মেগের নাতি খায়॥ কত কেরামৎ জান রে বন্দা, কত কেরামৎ জান। মাজদরিয়ায় ফেলে জাল ডেঙ্গায় বসে টান॥ দুর্গির ছাওয়াল কার্ত্তিক রে ভাই, মোরগ চেপে যায়। আর পূজো পালি বাঁজা বিবির ছাওয়াল করে দেয়॥ রাতির বেলায় ভূতির [illegible] ডরিযে ওঠে ছেলে। আর ভড়কো মেয়ে ছমৃকে উঠে খসম কাছে এলে॥ বিরহিণী বিবি আমার গো বাঁদে-নাকো চুল। কল্‌জেতে ফুটেছে কাঁটা পঞ্চ-বাণের ভুল॥ সায়েরে গিয়াছে স্বামী,হাব্‌লি আঁধার করে। পরাণ জ্বলে গেল বিবির কুকিলের ঠোকরে॥ মুখ ঘামেচে, বুক ঘামেচে, বিবির ভাসেযাচ্ছে হিয়ে। খসম যদি থাক্‌ত কাছে রে পুঁচ্‌তো মুখ রুমাল দিয়ে॥ পিঁড়েয় বসে কাঁদ্‌ছে বিবি ডুবি আঁখির জলে। মোল্লারে ধরেছে ঠাসে খসম খসম বলে॥ যাড়ের মাথায় শিং দিয়েছে, মানষির মাথায় কেশ। আল্লা আল্লা বল রে ভাই, পালা কল্লাম শেষ॥ ৩

মুসলমানী গীত।

কি ঠাকুর দ্যাখ্‌লাম চাচা। (ওঙ্গার) বসাইছে সব্ হারি হারি, বেনিধা বাঁশের মাচা॥ একমাগি হিঙ্গীরপরে, অসুরের টিঁহি ধরে, (ওঙ্গার) গলায় দেছে সাপ জড়ায়ে, বুকে মারছে খোঁচা॥ হাদা হলদা ভুড়া ছুঁড়ি, রূপেতে বিদ্যাধরা, (ওঙ্গার) পরাইযা দেছে নালের হাড়ী, কাম্ করা তার হাঁচ্চা॥ মগরের পরে বইসা যিনি, তেনার ভারী চেক্ চেহানী। (ওঙ্গার) গলাতে কোঁচান ওড়ানি, ঠিক্ যানি হোনাগাছীর লোচ্চা॥ আর একটার হোৎসা বদন, কাণ দুহানা কুলার মতন, (ও তার) মাথা নেপা পোঁচা॥ আর একটা ক্যালা গাছে, জোড়া ব্যাল্ বাঁধিয়া গেছে, (ওঙ্গার) যাথায় কাপড় টাইনা দেছে, মোটে নাই তার পাছা॥ ৪

ভৈরবী—পোস্তা।

পিরিতি সবাই করে কেউ হাসে কেউ কেঁদে মরে, কারো ভাগ্যে দুশো মজা, কেউ দাঁড়ায়ে রাস্তার ধারে। কেউ বা দিচ্চে

তবলায় চাটি, কেউ বা কেঁদে ভিজোয় মাটি, কারো মাথায় পড়চে লাঠি, কেউ বা যাচ্চেন কারাগারে। কেউ বা দিচ্চেন গোঁফে চাড়া, কেউ বা দিচ্চে কড়া নাড়া, কেউ বা হিমে দাঁড়িয়ে খাড়া, কেউ বা যাচ্চেন দেশান্তরে। পিরিত করে অনেক বাবু, রীতিমত হয়ে কাবু, খাচ্চেন এখন হাবুডুবু, জ্যান্তে বাবু আছেন মরে। ৫

ঝিঁঝিট—একতালা।

পিরীতি গেরাবু খেলা হলো সই। জ্বালা কত সই, ভেবে হত হই, একে তুরুপের জোর নাহি মোটে তাতে, আবার ফেরাই কুই। আসল বিষয় সকল ফক্কা, নাহিক' যৌবন টেক্কা, বুঝি ছক্কা হয় সহচরী লো, ভগ্ন কলি সাতা আটা, লয়ে জিত্তে পারে কেটা, মরি লাজে কাজে কাজে হারি লো, নাহি রং হাতে নাহি রং তাতে এখন বিবি ধরা খেলেনা সে কাছে ধরা রং। কি কু পড়তা দেখতে পাই, স্বর্ণ-কান্তি বিন্তি নাই, চটক্ পঞ্চাশ নাই তাতে লো,—পড়তা ভাল ছিল যখন, কি হাতে হাদর তখন, মেরে তাস করিতাম হাতে লো, এখন পেয়ে তাস আঁচ নিলে হাতে, পাচ আগে গোলাম তাতে, কত গোলাম এই দেখে আমি গোলাম হয়ে রই। ৫

বাহার খাম্বাজ—কাওয়ালি।

পাশ করা নয় বাঙ্গালীদের নাশ করা কেবল। পাশের জ্বালায় পাশ ফেরা দায়, এ পাশ ধরায় কে আনলে বল। বিশেষ যাদের কন্যাদায়, তাদের পাত্র মেলা দায়, পাত্রের দায় জলপাত্র বিকায়, না থাকে সম্বল। মাইনা ছেড়ে মাইনর দিয়ে, মুক্তার সাতনর বসে চেয়ে, প্রবেশিকার ভয়ে চক্ষে, কন্যাকর্তার আসে জল। এদের ছেলে নিতে হলে, পলাতে হয় ভয়ে ভিটে তুলে, এদের অর্দ্ধ নাভি জলে দিতে হয় জীবনের জলে। ৬

সিন্ধু খাম্বাজ—যৎ।

বড় বেজায দর বাড়ালে বরের বিশ্ব বিদ্যালয়। বাঙ্গালায কন্যাদায যত গৃহস্থ লোকেরা মারা যায়॥ না হতে এনট্রান্স পাশ, চায় গো রূপার থাল গেলাস, বি, এ, সোণার ঘড়া গাড়ু, এম. এ তে সর্ব্বস্ব চায় কন্যার বাপ বর কর্ত্তারে, কহিছে মিনতি করে, তোমার এ গাঁট-কসার চাপন, ক্ষুদ্র প্রাণে নাহি সয়॥ ৭

তুমি বুঝি মনে ভাব।

তুমি বুঝি মনে ভাব। তোমায় ভাল বাসি বোলে তুমি বুঝি মনে ভাব, যে, তোমার চন্দ্রমুখখানি না দেখিলে মোরে যাব? শুধু চব্বে আমার বাড়ী, উননে উঠবে না হাঁড়ি; বৈদ্যোতে পাবে না নাড়ী, এমনি অন্তিম দশায় খাবি খাব। এখানে ইস্তফা তবে, যা হবার তা হয়ে গেল; তুমি যদি আমায় ভাল না বাস ত বয়ে

গেল। ডাক্‌লে তোমার পাইনে সাড়া নেই কি কেউ আর তোমা ছাড়া? এই গোঁফ জোড়ায় দিলে চাড়া তোমার মত অনেক পাব॥ ৮

প্রাণান্ত।

প্রাণ রাখিতে সদাই যে প্রাণান্ত। জন্মিতে কে চাইত যদি আগে সেটা জানত। ভোরে উঠেই ঘুমটি নষ্ট, তার পরেতে যে সব কষ্ট, বর্ণিতে অক্ষম আমি সে সব বৃত্তান্ত। স্নানাদির পর নিত্য ক্ষুধায় জ্বলে যায় পিত্ত; খেতে বসলে চর্ব্বণ কত্তে কর্তে পরিশ্রান্ত; যদিই বা খাই যথাসাধ্য, খেলেই যায় ফুরায়ে খাদ্য:—পান্তো আনতে লবণ ফুরোয়, লবণ আন্তে পান্তো। দিনে গা গড়াবামাত্র বসে মাছি সর্ব্ব গাত্রে. রাত্রে মশার ব্যবহারও অভদ্র নিতান্ত; তদুপরি ভার্য্যার অর্দ্ধ রজনীতে গয়নার ফর্দ্দ। নাসিকা ডাকা পর্য্যন্ত নাহি হন ক্ষান্ত! কিনিলেই কোনও দ্রব্য, দাম চাচ্চে যত অসভ্য, রাস্তা জুড়ে বসে আছে পাওনাদার দুর্দ্দান্ত; বিয়ে কল্লেই পুত্র কন্যা আসে যেন প্রদক্ষিণান্ত; পড়াতে আর বিয়ে দিতে হই সর্ব্বস্বান্ত॥ ৯

বিষ্যুৎবার।

পারত' জন্মোনা কেউ, বিষ্যুৎবারের বারবেলা, জন্মাও ত সামলাতে পারবে নাক' তার ঠেলা! দেখ, বিষ্যুৎবারের বারবেলায় আমার জন্ম হইল, তাই, দিল মোরে, কালো করে, মাখিয়ে মাখিয়ে তেল! দেখে মা, কালো ছেলে, দিল ঠেলে, দিলনাক' মায়ের দুধ, কোরে দিল শরীর সরু বুদ্ধি গরু খাইয়ে খাইয়ে গায়ের দুধ। পরে, মিলে আমায় আটটা মামায়. বাবার সেই আট শালায়, হোতে না হোতে বড়, দিয়ে চড় পাঠিয়ে দিল পাঠ-শালায়। দেখে মোর গুরুমশায় (যেন কশাই) বিদ্যেয় খাটো শর্ম্মারে, কোরে দিল সেই ফাঁকে শরীরটাকে পিটিয়ে পিটিয়ে লম্বা রে, বাবা, আমি উচুদিকেই বাড়ছি দেখে, ইস্কুল থেকে ছাড়িয়ে দিল, দিল মোর চাকরি কোরে, তারাও মোরে দুদিন পরে তাড়িয়ে দিল। দেখে মোরে চাকরিশূন্য, বাবা ক্ষুণ্ণ, বিয়ে দিতে নিয়ে, মরে গেল, দেখে মোর শরীর লম্বা, বুদ্ধি রম্ভা, কণের দরও চোড়ে গেল, হায়! গেল বিধি দণ্ড সবায় তুষ্ট, রুষ্ট কেবল আমার বেলা, সে কেবল জেন্মাম বোলে জোরে ভুলে বিষ্যুৎবারের বারবেলা। ১০

রাম-বনবাস।

— এ কি হেরি সর্ব্বনাশ। রাম তুমি চলি বনবাস—এ কি হেরি সর্ব্বনাশ তোরে ছেড়ে রবে না প্রাণ—আমার ধ্রুব এ বিশ্বাস।—এ কি হেরি সর্ব্বনাশ। যদি নিতান্ত যাইবি বনে, সঙ্গে নে' সীতা-লক্ষ্মণে, ভালো এক জোড় পাশা আর ঐ (ওরে) ভালো দুজোড় তাস।—এ কি হেরি সর্ব্বনাশ। ওরে আমি যদি তুই

হইতাম, পোর্টমাণ্টর ভিতরে নিতাম, বঙ্কিমের খান কতক (ওরে) ভাল উপন্যাস।—এ কি হেরি সর্ব্বনাশ। ও রাম, দেখিস্ তোর বাপ মাকে চিঠি লিখিস প্রতি ডাকে, আর রোজ রোজ সন্ধ্যা হলে (ওরে) দুই এক ডোজ খাস।—এ কি হেরি সর্ব্বনাশ। ১১

কৃষ্ণ রাধিকা-সম্বাদ।

কৃষ্ণ বলে—"আমার রাধে বদন তুলে চাও" আর—রাধা বলে—"কেন মিছে আমারে জ্বালাও—মরি নিজের জ্বালায়"। কৃষ্ণ বলে—"রাধে দুটো প্রাণের কথা কই" রাধা বলে"—এখন তাতে মোটেই রাজি আর—নই—সবো ধোয়ায় মরি"। কৃষ্ণ বলে—"সবাই বলে আমার মোহন বেশ" আর—রাধা বলে—"ওহো—শুনে আমি মোরে গেনু, আমায় ধরো ধরো"। কৃষ্ণ বলে—"পীতধড়া বলে মোরে সবে" আর রাধা বলে—"বটে! হোল মোক্ষলাভ তবে—থাক্ আর খাওয়া দাওয়া"। কৃষ্ণ বলে—"আমার রূপে ত্রিভুবন আলো" আর রাধা বলে—"তব যদি না হ'ত মিস কালো—রূপ ত ছাপিয়ে পড়ে"। কৃষ্ণ বলে—"আমার গুণে মুগ্ধ ব্রজবালা" আর রাধা বলে—"ঘুম হচ্ছেনা! এ ত ভারি জ্বালা—তাতে আমারই কি"। কৃষ্ণ বলে—"শুনি 'হরি' লোকে মোরে কয়" আর রাধা বলে—"লোকের কথা কোরনা প্রত্যয় লোকে কি না বলে"। কৃষ্ণ বলে—"রাধে তোমার কি রূপের ছটা" আর—রাধা বলে "হাঁ হাঁ কৃষ্ণ! হাঁ হাঁ তা তা বটে—সেটা সবাই বলে"। কৃষ্ণ বলে—"রাধে তোমার কিবা চারু কেশ" আর—রাধা বলে—"কৃষ্ণ তোমার পছন্দটা বেশ—সেটা বোলতেই হবে"। কৃষ্ণ বলে—"রাধে তোমার দেহ স্বর্ণলতা"—আর—রাধা বলে—কৃষ্ণ তোমার খাসা মিষ্টি কথা—যেন সুধা ঝরে"। কৃষ্ণ বলে—"এমন বর্ণ দেখিনিত কভু" আর—রাধা বলে—"হা আজ সাবান মাখিনি ত তবু—নইলে আরো সাদা।" কৃষ্ণ বলে "তোমার কাছে রতি কোথায় লাগে" আর—রাধে বলে—"এসব কথা বল্লেই হ'ত আগে—গোল ত মিটেই যেত"। ১২

শাল-রেফারের দ্বন্দ্ব।

ঘোর কলিতে দ্বন্দে মাতে শাল রেফারে মরি শাল রেফারে, রেফার শালে, রেফার শালে, শাল রেফারে। রেফার বলে, শাল তুমি হ'যে গেছ মেকি, আমি ছুঁড়ি বুড়ি যুব যুবতী সবারি গা ঢাকি।—(আমার আদর কত।) শাল বলে, রেফার তুমি বড়াই কর কিসে, কিন্তু কমি তাইতে তোমায় লয় লোক বিশেষে। (আমার মান জান ত) রেফার বলে, জন্ম আমার হয় যে রাজার দেশে, (তোমার) বিজিত দেশে জন্ম ব'লে কেহ না পরশে। (তাকি পাওনি দিশে।) শাল বলে, কি

বলিলে লাজে যে যাই মরে, জন্ম আমার কাশী কাশ্মীর অমৃতসহরে। (ধন্য পুণ্য দেশে) রেফার বলে, আমার আদর বিনা আভরণে, কত সাজে সাজ তুমি তবু কেউ না কেনে। (তুমি কিসে দামি) শাল বলে, আমায় গায় মণিমুক্তা দোলে, হেম হীরায় সাজে তনু মান ধনী মহলে। (আমি কিসে কমি) বলে রেফার এখন ত আর কেউ তোমায় ন কেনে, হ্যাট পীরালী টুপী শিরে ধরে যায় সুধীজনে। (তোমায় আদরে কে।) শাল বলে, রেফার তোমার কথায় অঙ্গ জলে, আমার নকল ব'লে তোমার আদর আমায় ফেলে। (নৈলে সুধায় বা কে) রেফার বলে, আসল হতে নকলের মান জ্যাদা; দেখ, সাদা চেয়ে কাল সাহেব অনেকে নামজাদা। (জোড়া জাক জমকে) তপ্তবালি দহে পদ, সূর্য্যের তাপ সয়, নীর-নিপতিত রবি-বিম্ব-তেজ সহা না যায়। (তাকি দেখনি চোখে) শাল বলে যা কহিলে শুনে মনে পাই ব্যথা, মন দিয়া শুন এখন আমার দুচার কথা। (যা কয় বলুক লোকে) বেশের কথা আজ কালকার দূরে রেখে দাও, রেখে দাও রেফার, এখন রাজবেশে ত্যজে বিকটসাজে রাজার কুমার। (দেখে হাসে লোকে) বর্ষাকালে নীরব কোকিল মণ্ডুকে চীৎকারে, মেঘে ঢাকে রাকা শশী জোনাকি বিচরে। (তায় কে সুদিন বলে) বেচে ভারতে, লয় তাবতে পুরাণ পাঁজি কিনে। পূজে বনিতায় ত্যজে মাতায় আমায় মানব কেনে। (এখন তোমায় ফেলে) পঙ্কে পতিত বাসব-করী ভেক মারছে লাথি, নিভে গেছে আর্য্য-প্রদীপ কেরোসিনে বাতি। (বুঝবে কি বয়স কচি) সবে দুধে ত্যজে মদে মজে একালের এই গতি, পরে বারাঙ্গনা শাড়ী-সোণা নগনা রয় যে সতী। (মরি ধন্য রুচি) চুড়ী পরে করে ত্যজা করে শাঁকা সিন্দূরে, বিবি সাজে সাজে দেবী ভাব গেছে দূরে। (যত নূতন প্রেয়সী) শাস্ত্র পুরাণ বদলে নভেল পাঠে মনের গতি, শীতলি পেট, রসি কারপেট বুনায় বসবতী। (শাশুড়ী বনে দাসী) সেবা গাভী ত্যজে সবে সেবিছে কুকুরে, গব্য ছাড়ি মতি বিলাতী ব্যঞ্জন আহারে। (বল কি বলব আর) দারা করে উপার্জ্জন দ্বারে দ্বারে ঘুরে, গৃহ কাযে রত পতি থাকি অন্তঃপুরে। (সবই উল্টা ব্যাভার) দিন ফুরাল কাল আইল আব ভাল লাগে না, আর রঙ্গরসে মন বাসে না কি লিখি বল না। (বড় ঠেকেছি দায়) শাল রেফারের দ্বন্দ্ব সাঙ্গ করি এই খানে, পালিয়া নিদেশ যা কহিলা সুহৃদ দুজনে। (রাম হ'ল বিদায়) ॥ ১৩

বিয়ের ব্যাপার।

বিয়ের ব্যাপার সব দেশে; সব জাতে সব সমান সমান, এক প্রাণে আর প্রাণ মেশে। কানায় খোঁড়ায়, গন্নাগাদায় হাঁদার গোদায়, হারামজাদায় বিয়ের হাটে হাট কোরে যায় সবাই ক'নের বরবেশে;

বসন্তবাহার—আড়খেমৃটা।

দাদা! বেছে আনো বর্! ভর্ ময়না, শ্বশুর্‌বাড়ী ক'র্ব্বো গিয়ে ঘর্! এম্নি বর্‌টী দিতে হবে, মনের্ মতন্ গয়না দেবে; রকম্ রকম্ বাজনা বা'জবে; সুখাসনে বর্— সিঁদুর্ প'রে দোলায় ক'রে যাব শ্বশুর্ ঘর্! সাতটি বন হ'য়েছি ঘরে—চৌদ্দ হাজার্ অন্ন ক'রে! পার্ কর দোজব'রে বরে, নৈলে হবে বড় খর্—বৃদ্ধকালে দেনার্ জ্বালায় হবে জরজর্॥ ১৫

মিশ্র ঝিঁঝিট—খেমৃট।

আমি সাড়ে কি কাঁড়ি গো, হাউ হাউ হাউ হাউ করে, কর্টা মহাশয়, শুন দুখের পরিচয়। ভুলে ভ্রান্তে এক ডিনের টরে, পাইনে আমি যেটে ঘরে, বৌটি কটো ডুংখু করে, শোবারি সময়। বে কোল্লাম যা এচে এচে, সে আঁচা গিয়েছে কেঁচে, গুটো বেটা ঠাকুটে বেঁচে বংশ বিডড়ি নয়॥

আড়ানা-বাহার—আড়খেমৃটা।

এবারে বচরকার দিন, কপালে ভাই, জুটলনাক, পুলিপিটে। যে মার্গ্যির বাজার, হাজার হাজার, মরতেছে লোক কপাল পিটে। ফসকে গেল আসকে খাওয়া, পাশে যায় না চাওয়া। তিল কল ডেলের দাওয়া, টাকায় দুখান রি চিটে। গিন্নি মাগির বদন বাঁকা,— হাতে মাত্র দুগাছ শাঁকা, সময়ে না পেলে টাকা, কপাল ভাঙ্গে আদত ইটে। পৌষ-পার্ব্বণ-গেল সাদা—হ'লনাক বাঁউনি বাঁধা, ঘরে বসে মিছে কাঁদা, মলেই যাবে সকল মিটে। জ্ঞাত কুটুম্ব দুঃখে মরে.—চাল কোটা নাই কারও ঘরে, ঢেঁকির পাড়ে ঢেঁকি হয়ে, মরে কে মাথা কুটে। যাদের ঘরে লক্ষ্মী আছে—বেড়িয়ে এলেম তাদের নানামত গোড়ে তারা, খাচ্চে সদাই বেটে চেটে। মুখের পানে ছিলেম চেয়ে,— "দুখান একখান যাওনা খেয়ে" একটি বারও এমন কথা বল্লে না কেউ মুখটি ফুটে॥ ১৭

বাহার—আড়াঠেকা।

পাঁঠা! তুমি ভাগ্যবান। সুচারু সু-মিষ্ট মাংস তোমার নির্ম্মাণ॥ লুচির সঙ্গে না খাটে, লাগে ভাল মদের চাটে, চাট ফুরালে পত্রপাঠ মাতাল অজ্ঞান॥ যে তোমায় করে রন্ধন, ঘুচে যায় তার ভব বন্ধন, তোমার সংসর্গে থাকে যে জন, বৈকুণ্ঠে হয় স্থান। তোমারে করিলে খাসি, মাংস হয় বাশি রাশি, তাহাতে হয় বড় খুসী, হিন্দু আর মুসলমান। দ্বিজ মধু কহে মধুকোষ, যদি হতো জলদোষ, তা হলে বড়ই তোষ, শুন ওহে গুণবান॥ ১৮

কয়েকখানি পত্র। (সংক্ষিপ্তসার)

১ম পত্র।

পঞ্জাব প্রদেশে লাহোর চিফ্‌ কোর্টের প্রসিদ্ধ উকীল, বাবু অমৃতলাল রায় বি এ, বি এল লিখিয়াছেন,—"প্লীহা ও যকৃতসংযুক্ত পুরাতন জ্বর এবং বাতজ্বর,—অন্যান্য অনেক রকম ঔষধে যাহা আরোগ্য করিতে সমর্থ হয় নাই,—আপনার বিজয়া বটিকা দ্বারা তাঁহা আরোগ্য হইয়াছে।"

২য় পত্র।

"পঞ্জাবের লাহোর-নিবাসিনী ইংরেজ-মহিলা শ্রীমতী হারিস রজার্স যে ইংরাজী পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্মানুবাদ এইরূপ,—"নয় মাস আমি জ্বরে ভুগিতেছিলাম। কিছুতেই আরাম হই নাই। অবশেষে আপনার বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া, আমি আরোগ্য হইয়াছি।"

৩য় পত্র।

"খুলনার ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট বাবু শ্রীনাথ গুপ্ত লিখিয়াছেন,—"আমি নিজে বিজয়া বটিকা সেবন করিয়া, বিশেষরূপ ফল পাইয়াছি। অন্য কোন চিকিৎসায় সে ফল পাই নাই। আমার বাটীতে অসুখ হইলেই, বিজয়া বটিকা ব্যবহৃত হইয়া থাকে।"

কুইনাইন এবং বিজয়া বটি

কুইনাইনে যে জ্বর দূর হয় না, বিজয়া বটিকায় সহজেই সে জ্বর দূর হয়। কি বাঙ্গালী, কি হিন্দুস্থানী, কি পঞ্জাববাসী,—অ সকলেরই ঘরে ঘরে বিজয়া বটি এই দুর্দ্দিনে যদি জ্বরাসুরের হইতে মুক্ত হইতে চাও, যথানিয়মে বিজয়া বটিকা সে কর। বিজয়া বটিকা ভিন্ন উপ ন্তর নাই।

বিজয়া বটিকার মূল্যাদি।

বটিকার সংখ্যা		মূল্য		ডাঃমাঃ		প্যাকিং		ভিঃ
১নং কৌটা	১৮	॥৵০	....	।০	...	৶০	...	
২নং কৌটা	৩৬	১৶০	....	।০	...	৶০	...	
৩নং কৌটা	৫৪	১॥৶০	...	।০	...	৶০	...	

বিশেষ বৃহৎ—গার্হস্থ্য কৌটা অর্থাৎ

৪নং কৌটা	১৪৪	৫।০	...	।০	...	৶০	...

বি বসু এণ্ড কোম্পানী,

১২নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা